রামায়ণ

মহর্ষিবাল্মীকি প্রণীত।

অযোধ্যাকাণ্ড।

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

অনুবাদিত, সংশোধিত

ও

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত

মহাশয়ের সাহায্যে

প্রকাশিত।

কলিকাতা

নিউসরকার্স প্রেসে

শ্রীরোহিণীনন্দন সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল

অযোধ্যাকাণ্ডের

নির্ঘণ্ট।

—০৹০৹০—

রামায়ণ।

—০ঃঃঃ❁◯❁ঃঃঃ০—

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

মহাত্মা ভরত যৎকালে মাতামহ-ভবনে গমন করেন, অপরিহার্য্য ভ্রাতৃস্নেহ বশত তখন প্রাণাধিক শত্রুঘ্নকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যান। ঐ উভয় ভ্রাতা মাতুলালয়ে গিয়া মাতুল যুধাজিতের প্রযত্নে প্রতিপালিত ও অপত্য নির্ব্বিশেষে সমাদৃত হইয়া পরমসুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বৃদ্ধ পিতাকে বিস্মৃত হইয়াছিলেন না। দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সর্ব্বদা পিতার পাদপদ্ম চিন্তা করিতেন। পুত্রবৎসল মহীপাল দশরথও ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় তিনি চারিটী তনয়কেই যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিতেন।

তাঁহার তনয়েরা যদিচ সকলেই তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিলেন, তথাচ তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সহিত দেখিতেন। রাজীবলোচন রাম ভূতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় অনন্যসুলভ নির্ম্মল স্বভাবে সুশোভিত ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। অমরগণের সমু-

রোধে দুর্ব্বিনীত দশকণ্ঠের বধ সাধনার্থ নরলোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেবরাজ পুরন্দরকে ক্রোড়ে পাইয়া দেবমাতা অদিতির এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুরসেনা-পতি ষড়াননকে প্রসব করিয়া পর্ব্বতরাজনন্দিনী পার্ব্বতীর অন্তঃকরণে যেমন অপরিসীম আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল, পদ্মপলাশলোচন শ্রীরামচন্দ্রকে ক্রোড়ে পাইয়া রাজমহিষী কৌশল্যার অন্তঃকরণেও ততোধিক আহ্লাদ জন্মিয়াছিল।

কি সৌজন্যে কি সৌহৃদ্যে কি দাক্ষিণ্যে মহাবীর রাম সকল অংশেই সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্। ভূতলে তাঁহার তুল্য উদারচিত্ত, শান্ত-স্বভাব, অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন ছুটি অতি বিরল। তিনি মৃদু বচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাত্মা নৈসর্গিক হাস্য মিশ্রিত সুমিষ্ট বাক্য ভিন্ন তাদৃশ নিষ্ঠুর কথা কখন ওষ্ঠের বাহির করেন না। কেহ যদি একটিমাত্র সামান্য উপকার করে, রাম তাহাতেই আপনাকে বিলক্ষণ উপকৃত জ্ঞান করেন, এবং শত শত অপকার করিলেও স্বীয় ঔদার্য্য গুণে সমুদায় বিস্মৃত হইয়া যান। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অব-কাশ কালে শীলবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ সজ্জনে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য সমুদায় অনুশীলন ও কেহ অভ্যাগত হইলে সর্ব্বাগ্রে সুমিষ্ট বাক্যে তাহার সহিত আলাপ করিতেন। তিনি তরুণ, অথচ জগতে একমাত্র সাধু ও অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক। তিনি প্রিয়বাদী, অথচ সত্যভাষী;

বলবান্, অথচ বীর্য্যমদে কখন উন্মত্ত হন না। তিনি দয়াবান্, অথচ অপক্ষপাতী, বিদ্বান্ অথচ তাঁহার শরীরে গর্ব্বের লেশ মাত্র লক্ষিত হয় না। তিনি দীনশরণ, ভক্তিপরায়ণ ও প্রজারঞ্জন। প্রজাবর্গেরা তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্ঞানবৃদ্ধ মহাত্মা রামচন্দ্রের লোকাতীত নির্ম্মল ব্যবহার অবলোকনে অপরিসীম হর্ষ লাভ করিয়া বয়োবৃদ্ধেরা তাঁহার প্রতি যথোচিত স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। লোকাভিরাম রাম দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মের প্রতিপালক ও দেশকালজ্ঞ তাঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। তাঁহার বুদ্ধি ইক্ষ্বাকুকুলোচিত দয়া, দাক্ষিণ্য ও শরণাগত-বৎসলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মের অনুগত। ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের প্রতিও তিনি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইলে যে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়, তিনি অসন্দিগ্ধ মনে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। নিষিদ্ধ কার্য্যে বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় কখন তাঁহার অভিরুচি হয় না। বাদানুবাদ-ঘটিত কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তিনি অতিবিনয়ী ও তাঁহার চরিত্র সাধুসমাজে অগ্রে উত্থাপিত হইয়া থাকে। তিনি জ্ঞানবান্ ও তাঁহার তুল্য সাধু পুরুষ বোধ হয়, সুরসমাজেও সুলভ নহে। প্রজারঞ্জননিবন্ধন মহাত্মা প্রজাবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তম। তিনি বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায়

অধিকার করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। সমন্ত্রক ও অমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগে তিনিই একমাত্র কুশল। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি, দয়ার আধার ও সন্তোষের আকর। সঙ্কটে পড়িলেও তাঁহার মুখ হইতে কখন মিথ্যা বাক্য নির্গত হয় না। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য্যগুরু। তিনি ত্রিবর্গতত্ত্বজ্ঞ, স্মৃতিমান, ও প্রতিভা-সম্পন্ন। তিনি লৌকিকার্থ কুশল, গম্ভীর ও বিনীত-স্বভাব। ধনাদি যে ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জন ও সৎপাত্রে প্রদান করিতে হয়, মহাত্মা রাম তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন। তাঁহার ক্রোধ বা হর্ষ কখন নিষ্ফল হয় না। তাঁহার ভক্তি গুরুজনের প্রতি অচলা। তাঁহার মতি তরুণ-সুলভ চঞ্চলা নহে। অসদ্বস্তু গ্রহণে বা অসৎ কার্য্যে তিনি কখন লোলুপ নহেন। তিনি আলস্যশূন্য সাবধান ও স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে পাপীকে নিগ্রহ ও নিষ্পাপকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শনাদি শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। তিনি ধর্ম্মের অবিরোধে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্য ভার-বহনে তাঁহার অণুমাত্রও আলস্য বা শৈথিল্য নাই। শিল্পবিহার কালে যে সমুদায় বিশেষ উপযোগী, মহাত্মা তৎসমস্ত সবিশেষ আয়ত্ত করিয়াছেন। কি অশ্বারোহণে কি গজারোহণে উভয় কার্য্যেই তাঁহার সবিশেষ পটুতা আছে। তিনি বিপক্ষের অভিমুখগমনে

সুদক্ষ, শত্রুবিনাশে সুপটু ও ব্যূহরচনায় সুপারগ। তিনি ধনুর্ব্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সমরে পরাজয় করিতে পারেন না। তিনি ত্রিলোকপূজিত ও প্রাকৃত লোকের ন্যায় কালের আয়ত্ত নহেন। তিনি পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান্, সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও সুরপতি বজ্রপাণির ন্যায় বলবান্। এইরূপে রাম প্রকৃতিবর্গের কমনীয় পিতার প্রীতিকর সদ্গুণগ্রামে মণ্ডিত হইয়া করজালমণ্ডিত শারদীয় সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় অতিমাত্র শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন বসুন্ধরা দেবী এই লোকাভিরাম রামচন্দ্রকে লোকনাথের ন্যায় গুণগ্রামসম্পন্ন ও স্বভাব-সুন্দর দেখিয়া ইহাঁকেই অধিনাথ রূপে প্রার্থনা করিলেন।

বৃদ্ধরাজা দশরথ সর্ব্বগুণাকর জেষ্ঠতনয়কে সর্ব্বাংশে উপযুক্ত ও আপনার নিতান্ত বার্দ্ধক্যদশা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এখন জীবনের চরম দশায় পদার্পণ করিয়াছি। দিন দিন আমার শরীর ক্ষীণ, মাংস লুলিত, গ্রন্থি শিথিল ও ইন্দ্রিয় সকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আবার মনোবৃত্তিরও বিলক্ষণ হ্রাস হইতেছে। এখন কেবল বার্দ্ধক্যসুলভ নিদ্রা তন্দ্রা ও আলস্যই আমার প্রবল। এমন সময়ে যখন স্বীয় দেহভার বহন করিতেই আমার ক্লেশবোধ হয়, তখন কিরূপে এই প্রয়াস-সাধ্য দুর্ব্বহ

রাজ্যভার বহনে আমি সক্ষম হইব এবং কিরূপেই বা আমি প্রজাপুঞ্জের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিব। অতএব এক্ষণে সর্ব্বগুণাকর প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রের করে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শেষ দশায় পারত্রিক সুখের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমার বার্দ্ধক্য দশায় বৎস যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজোচিত স্বর্ণাসনে আসীন হইবেন; বন্দিগণ মহারাজের জয় হউক বলিয়া চতুর্দ্দিকে বৎসের গুণগরিমা গান করিবে; মস্তকোপরি রাজোচিত আতপত্রে ও রাজভোগ্য সুবর্ণ পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত হইবে; দেখিয়া না জানি, তখন আমার অন্তঃকরণে কতই বা আনন্দরসের সঞ্চার হয়। আহা! আমার রাম বুদ্ধিতে যেন সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, বলবীর্য্যে যেন সাক্ষাৎ দেবরাজ, গাম্ভীর্য্যে যেন সাক্ষাৎ রত্নাকর, ধৈর্য্যে যেন সাক্ষাৎ মহীধর। বলিতে কি, বৎস আমা অপেক্ষা সকল অংশেই গুণবান্ ও সকল অংশেই শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। জলবর্ষী জলদজাল যেমন জনসমাজের আনন্দ বর্দ্ধন করে, আমার রামের আকার প্রকার ও নির্ম্মল ব্যবহার দেখিলেও মনোমধ্যে তেমনি অনির্ব্বচনীয় আহ্লাদ জন্মে। এই কোশলরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আমি বৈষয়িক সুখের একরূপ চরম দেখিয়াছি। আপাতরম্য অথচ পরিণামবিরস বিষয়ে আমার আর বাসনা নাই। এক্ষণে জীবদ্দশায় যদি বৎসকে পৃথিবীসাম্রাজ্যের উপর একাধি-

পত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমার সকল আশা সফল হয়।

মহীপাল দশরথ মনে মনে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া বাঞ্ছিত বিষয়ের সমুচিত কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের নিমিত্ত মন্ত্রভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সন্নিহিত পরিচারক দ্বারা বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি প্রভৃতি প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণকে তথায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা রাজাজ্ঞানুসারে অবিলম্বে মন্ত্রভবনে প্রবিষ্ট হইয়া নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিলে, মহীপাল আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিগণ! ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা শেষ দশায় বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়া থাকেন। সম্প্রতি আমারও সেই সময় উপস্থিত। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। জরা আমার দেহে আবির্ভূত হইয়া আমাকে তৎ সহাগত নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যের আয়ত্ত করিয়াছে, দেখিয়া অন্তরীক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিকূলতা বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। মন্ত্রিগণ! দেখুন, সংসারাশ্রমে যে সমস্ত সুখ উপভোগের যোগ্য, এই কুলক্রমাগত উত্তর কোশলের অধীশ্বর হইয়া আমি তৎ সমুদায়েরই পার প্রাপ্ত হইয়াছি। চর্ব্বিতচর্ব্বণবৎ বৃথা বিষয়-সম্ভোগে আমার আর বাসনা নাই। এক্ষণে আমি চিরাগত রাজলক্ষ্মী

জ্যেষ্ঠতনয় রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরিণামসুখের অন্বেষণার্থ অভিলাষী হইয়াছি। আপনারা অতিধীর ও বিচক্ষণ, জিজ্ঞাসা করি, এ বিষয়ে আপনাদিগের মত কি? দেখুন, রাজ্য-শাসন করিতে হইলে যে সমুদায় সদগুণ থাকা আবশ্যক, আমার রাম তৎসমস্তই অধিকার করিয়াছেন। প্রাণাধিক রাম প্রাণপণে প্রজাবর্গের অভ্যুদয় কামনা করিয়া থাকেন। সকল জীবের প্রতিই তাঁহার বিলক্ষণ দয়া দাক্ষিণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। বলিতে কি, রাম আমা অপেক্ষা অনন্ত গুণে গুণবান্ ও সহস্র গুণে সকলের প্রিয়তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি পণ্ডিতমণ্ডলী, কি প্রজাবর্গ সকলেই উদার চিত্তে রাম চন্দ্রের প্রশংসা করিয়া থাকেন। যেখানে যাই, সকলের মুখেই বৎসের সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায়। আমার বোধ হয়, এই সকল কারণে রামের যৌবরাজ্যাভিষেক কাহারও অপ্রীতিকর বা অসন্তোষের কারণ হইবে না। তথাপি কল্য প্রভাতে রাজসভায় গিয়া একবার প্রজা লোকের মতামত জিজ্ঞাসা করিব। এক্ষণে আপনারা অভিপ্রায় করিলেই আমার অভিলাষ সফল।

রাজমন্ত্রিগণ কোশলেশ্বরের এইরূপ অমৃতায়মান বচন শ্রবণে যারপর নাই পরিতৃপ্ত হইয়া অমনি একবাক্যে কহিয়া উঠিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন। পূর্ব্বতন মহাত্মারাও এইরূপ অপত্যনির্ব্বিশেষে ◘ অপ্রতি-

হত প্রভাবে প্রজাপালন করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে চরম সময়ে সৎপুত্রের হস্তে রাজ্যলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়া স্বয়ং প্রকৃত সুখের অনুষ্ঠানার্থ বানপ্রস্থধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। আপনারও এখন সেই সময় উপস্থিত। অতএব আপনি যে প্রিয়পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছেন, ইহা ইক্ষ্বাকুবংশের অনুরূপ কার্য্যই বটে। আপনার প্রস্তাবে আমরা অপরিসীম হর্ষলাভ করিলাম। নরনাথ! যাঁহার কীর্ত্তিকিরণে সমস্ত কোশলরাজ্য দিন দিন শশাঙ্করেখার ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; যাঁহার ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য ও দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণে সমস্ত লোক একান্ত বশীভূত হইয়া রহিয়াছে। সেই রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, সেই রাম কোশলসাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন, শুনিয়া কোন্ পামরের কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় আনন্দরসে দ্রবীভূত না হয়। পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম; আমরাই উপযাচক হইয়া এ বিষয়ে মহারাজকে অনুরোধ করিব। আপনি স্বয়ংই যখন সেই অভিলষিত কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ উদ্যত হইয়াছেন, তখন আর বিলম্ব করিবেন না; কারণ শুভকর্ম্মের পদে পদে বিপদ; শুভকার্য্য যতশীঘ্র সম্পন্ন করা যায়; ততই ভাল। অতএব মহারাজ! প্রার্থনা করি; আপনি অচিরে আত্মজের অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পূর্ণ মনোরথ হউন।

রাজা দশরথ মন্ত্রিগণের মুখে আপনার অভিলাষানুরূপ বাক্য শুনিয়া যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন, কহিলেন, মন্ত্রিগণ তাই বটে, শুভকার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই ভাল। আমার আর এক মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব করিবার ইচ্ছা নাই। প্রজাবর্গের অভিমত হইলে, যত শীঘ্র পারি শুভকর্ম্ম সম্পাদন করিব। এই বলিয়া দশরথ মন্ত্রিগণকে বিদায় করিলেন, এবং আপনিও সভা ভঙ্গ করিয়া, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে মহীপাল দশরথ মন্ত্রিগণ দ্বারা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান প্রজা ও ভূপালদিগকে সমাদর পূর্ব্বক আনয়ন করাইলেন এবং যাঁহাদিগের যেরূপ মান ও মর্য্যাদা, তদনুসারে তাঁহাদিগকে সুপরিষ্কৃত বাসগৃহ ও সুস্বাদু ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ এবং মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনককে এই শুভ সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। মনে করিলেন, রামের যৌবরাজ্যাভিষেক কখনই তাঁহাদিগের অসন্তোষের হেতুভূত হইবে না এবং এ সমাচারও তাঁহাদিগের অবিদিত থাকিবে না।

অনন্তর রাজা দশরথ সুসজ্জিত সভাভবনে সমাগত হইয়া ধর্ম্মাসনে আসীন হইলেন। আহুত মহীপালেরা বিনীত ভাবে রাজসভায় আগমন পূর্ব্বক ভূপালপ্রদর্শিত আসনে উপবেশন করিলেন। এই সমস্ত অধীন রাজা রাজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়শই রাজধানীতে অধি-

বাস করিয়াথাকেন। ইহাঁরা অতিবিনীত ও অযোধ্যাধিপতি দশরথের একান্ত বাধ্য। এই সকল মহীপাল ও জনপদবাসী প্রজাগণ দশরথের সম্মুখে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, তিনি দেবগণে পরিবৃত দেবলোকে দেবপতির ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এই রূপে সমস্ত ভূপালগণ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে, মহীপাল দশরথ দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর স্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, সভাসদগণ! ইক্ষ্বাকুবংশীয় পূর্ব্বতন মহাত্মারা পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাবর্গের প্রতিপালন ও শেষ দশায় সৎপুত্রের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করিয়াছেন। সম্প্রতি আমারও সেই সময় উপস্থিত। দেখ, আমি এই কুলক্রমাগত কোশলসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিত সাধনার্থ দীক্ষিত হইয়া রাজোচিত সিতাত পত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। প্রজা লোকেরা কিসে সুখে থাকিবে; কি প্রকারেই বা তাহা-

দিগের মনস্তুষ্টি সম্পাদিত হইবে, আমি আত্মসুখ নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত তৎসমুদায় কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে আমার চরম সময় উপস্থিত। রাজকার্য্য-পর্য্যালোচনায় বা তুচ্ছবিষয়-সম্ভোগে আমার অনুমাত্রও আর বাসনা নাই। আমার মানস, কুলক্রমাগত পবিত্র রীতির অনুযায়ী হইয়া পারত্রিক সুখের অণুষ্ঠান পূর্ব্বক জীবনের শেষ ভাগ অতিবাহিত করি। দেখ, এই প্রয়াসসাধ্য গুরুতর রাজ্যভার বহন করিতে করিতে আমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এখন শ্রমসাধ্য কার্য্যে আর আমার উৎসাহ জন্মে না। এ অবস্থায় জীর্ণ শরীরকে অবকাশ দেওয়াই নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব এই সমস্ত সন্নিহিত ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিযোগ করিয়া এক্ষণে বিশ্রাম লাভের অভিলাষ করি। দেখ, আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বল বীর্য্যে দেবরাজ পুরন্দরেব অনুরূপ, পুষ্যাবিহারী পূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় প্রিয় দর্শন ও পরম ধার্ম্মিক। তিনি প্রতিনিয়ত তোমাদের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে অধিনাথ রূপে লাভ করিয়া ত্রৈলোক্যও নাথবান্ হইবে। অতএব আমি রাম চন্দ্রের হস্তেই সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। এ বিষয়ে তোমাদের মতামত কি? অথবা যদি আমি প্রীতি নিবন্ধন এই রূপ প্রস্তাব

করিয়া থাকি, তবে এতদপেক্ষা হিতকর যাহা হইতে পারে, তোমরা অকুণ্ঠিত মনে তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ, মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্ব্বাপর পক্ষ সংঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তোমরা প্রজা। যে রাজা স্বতন্ত্র হইয়া প্রজালোকের অনভিমত কার্য্য করে; স্বভাব চঞ্চলা রাজলক্ষ্মী সে রাজার ক্রোড়ে থাকিয়াও অপর পুরুষে অনুরাগিণী হয়। প্রজারা একমতাবলম্বী হইয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিবে তাহাই রাজার শ্রবণ ও প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বলিতে কি, ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপালেরা কেবল প্রজারঞ্জনবলেই এই পরম পবিত্র বংশকে ত্রিলোকবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন। অতএব প্রস্তাবিত বিষয় তোমাদের অভিমত কি না জানিতে ইচ্ছা করি, রাজা দশরথ এইরূপে মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

যেমন সজল জলদাবলীর স্নিগ্ধ গম্ভীর গর্জ্জন শুনিয়া ময়ূরগণের মনোমধ্যে অনির্ব্বচনীয় হর্ষের উদ্রেক হয়, কোশলেশ্বরের এই অমৃতায়মান বচন শ্রবণে সভাসদ্গণের অন্তঃকরণেও তেমনি আহ্লাদ জন্মিয়া উঠিল। পারিষদ্গণ মহারাজের বাক্য শ্রবণমাত্র একবাক্যে তাহাতে অনুমোদন করিলেন। তখন রাজসভায় প্রথমে সামন্তগণের তৎপশ্চাৎ সাধারণের আনন্দ কোলাহলে বসুন্ধরা দেবী যেন প্রকম্পিত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে, ব্রাহ্মণগণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসী ও জানপদ

বর্গের সহিত ধর্ম্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া একমনে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক সহর্ষে কহিলেন, মহারাজ! উত্তম সংকল্প করিয়াছেন, আপনার এক্ষণে চরম সময়। এ সময়ে বীরপুরুষোচিত সাম্রাজ্যভার আপনি কিরূপে বহন করিবেন, অতএব রামচন্দ্রকে যুবরাজ করাই আপনার কর্ত্তব্য।

তখন মহীপাল তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাবমাত্রই যে তোমরা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রামের যৌবরাজ্যে সম্মত হইলে, ইহাতে মনোমধ্যে বড় সংশয় উপস্থিত হইল। তোমাদের আন্তরিক অভিপ্রায় কি? জানিতে ইচ্ছা করি। দেখ, যখন আমি জীবিত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে ও অপত্য নির্ব্বিশেষে রাজ্যশাসন করিতেছি; তখন কি কারণে রাজীবলোচনকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার অভিলাষ করিতেছ।

তৎশ্রবণে সভাস্থ মহীপালগণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি কদাচ মনে করিবেন না যে আমরা চাটুকারের ন্যায় আপনকার অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রত্যুত্তর করিয়াছি; রাজ্য শাসন করিতে হইলে যে সকল সদ্‌গুণ থাকা আবশ্যক আপনার রাম তদপেক্ষা অধিকতর সদ্‌গুণের আকর। এক্ষণে আপনার সমক্ষে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।

মহারাজ! আপনার রাম সামান্য নহেন। তিনি স্বীয় অসামান্য গুণপ্রভাবে ইক্ষ্বাকুবংশীয় প্রসিদ্ধ সৎপুরুষদিগকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ভূমণ্ডলে তিনিই একমাত্র সদাচার, সৎস্বভাব, সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। তাঁহার তুল্য গুণবান্ বা তাঁহার সমান স্বভাবসুন্দর অবনীতলে অতিবিরল। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিকৌশলে বৃহস্পতির ন্যায়, এবং বলবীর্য্যে বজ্রপাণি পুরন্দরের ন্যায় অভিহিত হইয়াথাকেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ কৃতজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সচ্চরিত্র ও অসূয়াশূন্য। কেহ শোকাকুল হইলে কোমলস্বভাব রাম নানাপ্রকার সুমিষ্ট বাক্যে তাহার শোকাপনোদন করিয়াথাকেন। তিনি জিতাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়বাদী ও প্রিয়দর্শন। এই সমুদায় অলোকসামান্য সদ্গুণে মহাত্মার কীর্ত্তি ত্রিলোকে চিরস্থায়িনী, যশ দিগন্তব্যাপী ও তেজ দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিলোকে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, মহাবীর রাম তৎ সমুদায়ই অধিকার করিয়াছেন। তিনি মঙ্গলের জন্মভূমি, জ্ঞানের বাসভূমি, বিদ্যার আধার, গুণের আকর ও কোমলস্বভাব। অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদে ও সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি অক্ষুব্ধ, ধর্ম্মার্থনিপুণ ও ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। নগর বা জনপদের রক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সংগ্রামকুশল মহাবীর

রাম জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না। এবং জয়শ্রী অধিকার করিয়া যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পরমাত্মীয়ের ন্যায় পুর-বাসিবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অগ্নিসংক্রান্ত সমস্ত সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিয়া প্রায়শই কহিয়া থাকেন, কেমন পুরবাসিগণ! শিষ্যেরা ত ভক্তিভাবে আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতেছে? ভৃত্যেরা ত একান্ত মনে আপনাদিগের সেবা করিতেছে? এইরূপ আচার ও ব্যবহার দেখিয়া পুরবাসিগণ তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রজাদিগের দুঃখ দেখিলে তিনি যার পর নাই দুঃখিত ও উৎসব দেখিলে পিতার ন্যায় যথো-চিত পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার বদনারবিন্দ হইতে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। কি বিবাদে কি কলহে কোন বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তাঁহার সকল উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়াথাকে। তাঁহার ভ্রূযুগল অতিসুদৃশ্য ও ঈষৎবঙ্কিম; লোচনযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত ও তাম্রবর্ণ, দেখিয়া বোধ হয় যেন স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ বৈকুণ্ঠপুরী পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে

অবতীর্ণ হইয়াছেন। রণক্ষেত্রে লঘুসঞ্চরণ ও অপরিমিত শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে তাঁহার প্রতি সাধারণে যার পর নাই অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াথাকেন। তিনি দিক্‌পালের ন্যায় প্রজাপালক। তুচ্ছ বিষয়বাসনায় তাঁহার চিত্ত বিকৃত হয় না। মহারাজ! সামান্য পৃথিবীর কথা আর কি কহিব, আপনার রাম ত্রৈলোক্য সাম্রাজ্যের ভারও অনায়াসে বহন করিতে পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কখন ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নিয়মানুসারে দণ্ডার্হ ব্যক্তির সমুচিত দণ্ড বিধান করেন। যাহারা নির্দ্দোষ তাহাদের উপর তাঁহার কিছু মাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না; প্রত্যুত তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়া আপনার অপরিসীম প্রসন্নতা প্রদর্শন করিয়াথাকেন। রাজীবলোচন রাম প্রজাগণের স্পৃহণীয় ও সাধারণের প্রীতিকর ঔদার্য্যগুণযোগে ভগবান্ মরীচিমালীর ন্যায় সর্ব্বত্র বিকাশ লাভ করিয়াছেন। মহারাজ! আপনার গুণাকর তনয়কে লোকনাথের ন্যায় প্রভাবশালী দেখিয়া প্রজারা উদার চিত্তে ইহাঁকেই অধিনাথ রূপে প্রার্থনা করিতেছে। তিনি আমাদের সুকৃতিবশতই প্রজাপালন রূপ শ্রেয়স্কর কার্য্যে বিলক্ষণ চাতুর্য্য লাভ করিয়াছেন। বলিতে কি, যেমন মরীচিতনয় ভগবান্ কশ্যপ বহু সহস্র বৎসর তপস্যান্তে তাহার ফলস্বরূপ পরম সুন্দর এক পুত্ররত্ন লাভ করিয়াছিলেন, ভাগ্যবলে আপনিও সেই রূপ গুণের পুত্র ক্রোড়ে পাইয়াছেন।

মহারাজ! আপনার তনয় বলবান্ ও চির জীবী হউন, সর্ব্বদা আরোগ্য লাভ করুন; সুরাসুর মনুষ্য গন্ধর্ব্ব উরগ পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই একান্ত মনে এইটী প্রার্থনা করিয়াথাকেন। বালক বৃদ্ধ যুবা ও বনিতা সকলেই কি সায়ংকালে, কি প্রাতঃকালে, সকল সময়েই রামের কল্যাণ কামনায় তদ্গত মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়াথাকেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে আমাদের মনোরথ সফল হউক। নরনাথ! আমরা নির্ম্মল মনে কহিতেছি, ভূমণ্ডলে এমন পাষাণহৃদয় কে এমন পামর কে? রাজীবলোচন যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, দেখিয়া যাহার অন্তঃকরণে অপরিসীম ? আনন্দের উদ্রেক না হয়। আপনি প্রফুল্ল মনে প্রিয়দর্শন রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

তৃতীয় অধ্যায়।

মহীপাল দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ভূপালদিগের এইরূপ বিনীতভাব দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথোচিত সমাদর ও শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব ও জাবালি প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন, বিপ্রগণ! রামের রাজ্যাভিষেক আপনাদিগের অভিমত, বিশেষতঃ প্রজালোকেরাও যখন ইহাতে অনুমোদন প্রদর্শন করিয়াছে, তখন আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত। এ সময়ে শীত গ্রীষ্মের সমভাব। কানন সকল নানাবিধ কমনীয় কুসুমে সমলঙ্কৃত, আকাশমণ্ডল মেঘরহিত ও নির্ম্মল নীলিমায় রঞ্জিত, পথঘাট সকল সুপরিষ্কৃত ও বিকসিত কমল, কুমুদ, কহ্লারাদি নানাবিধ জলজকুসুমে স্বচ্ছ সরোবর সকল সুশোভিত হইয়াছে। প্রমোদকর কার্য্যানুষ্ঠানের এখন প্রকৃত সময়। অতএব এই চিত্ত-প্রসাদকর বসন্তসময়েই অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করা বিধেয়। কল্য চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রমণ হইবে। যে দিন চন্দ্রের সহিত পুষ্যার যোগ হয়; সেদিন শুভ কার্য্যে অতিপ্রশস্ত। সচরাচর এমন শুভ দিন পাওয়া দুর্ঘট। অতএব ঐ দিনেই রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিব। আপনারা তৎসংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন।

রাজা দশরথ এইরূপ বলিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল আনন্দ কোলাহল উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ ঐ কোলাহল উপশমিত হইলে, মহারাজ পুনর্ব্বার বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যে সমুদায় উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎসমস্ত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তি-বর্গকে অনুমতি করুন। রাজমন্ত্রিগণ ঐ সময়ে রাজার

সম্মুখে কৃতাঞ্জলি করে দণ্ডায়মান ছিলেন। বশিষ্ঠ মহাশয় মহীপালের আজ্ঞানুসারে তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আমাদের রাজীবলোচন কল্য যুবরাজ হইবেন; অদ্য তাঁহার অধিবাস। অতএব তোমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত তৎসংক্রান্ত সমস্ত দ্রব্যসংভার আহরণ কর। সুবর্ণাদি রত্ন, পূজাদ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, শুক্ল-মাল্য, লাজ, পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বসন, রথ, অস্ত্র শস্ত্র, চতুরঙ্গবল, সুলক্ষণাক্রান্ত গজ, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, শ্বেতচ্ছত্র, শতসংখ্য সুবর্ণকুম্ভ, স্বর্ণ-শৃঙ্গসম্পন্ন বৃষ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তৎসমস্তই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্রগৃহে সংগ্রহ করিয়া রাখিও। সুরভি ও সুদৃশ্য কুসুমের মালা,চন্দন এবং সুগন্ধি ধূপে রাজপ্রসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত করিয়া দাও। দধি ও ক্ষীর মিশ্রিত সুদৃশ্য ও সুপসংস্কৃত প্রভূত অন্নভার ঘৃত লাজ ও প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদর পূর্ব্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। আর দেশ দেশান্তরের রাজন্যগণকে এরূপ সুযোগ করিয়া নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইবে, যেন অদ্যই নিমন্ত্রণপত্র তাঁহাদিগের হস্তগত হয়। অযোধ্যার চতুর্দ্দিকে পতাকা সকল উড্ডীন করিয়া দেও। রাজ পথে জল সেক কর। গায়িকা ও গণিকা সকল উজ্জ্বল

বেশে সজ্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান এবং বীর পুরুষেরা বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া সুদীর্ঘ অসি চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক উৎসবময় অঙ্গনমধ্যে প্রবেশ করুক। আর দেখ, যে কার্য্যই করিবে, আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত যেন সম্পন্ন হয়। কোন বিষয়ের অসঙ্গতি নিবন্ধন যেন ক্ষোভ পাইতে হয় না। বশিষ্ঠ মহাশয় রাজমন্ত্রিবর্গের প্রতি এই রূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া স্বয়ং পৌরহিত্য কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় কার্য্য কোশলেশ্বরের গোচরে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এদিকে অভিষেকসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য যখন যাহা প্রস্তুত হইতে লাগিল, রাজমন্ত্রিগণ তৎক্ষণাৎ তাহা রাজার নিকট আসিয়া নিবেদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, মহীপাল দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! ত্বরায় আমার রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। রাজাজ্ঞানুসারে সুমন্ত্র রাজকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, যুবরাজ! মহারাজ আপনাকে আহ্বান করিতেছেন। পিতৃনিদেশ শ্রবণমাত্র ব্যগ্রচিত্ত হইয়া রাম রথারোহণ পূর্ব্বক রাজ-দর্শনে আগমন করিতেলাগিলেন। ঐ সময়ে দেশ দেশান্তরের রাজগণ ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য ও পার্ব্বত্য লোক সকল সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। দশরথ দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজ

ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, প্রিয়দর্শন রাম ত্রিলোক-দুর্ল্লভ রমণীয় রূপ ও অপ্রতিম ঔদার্য্য গুণে সকলের মন, প্রাণ ও নয়ন অপহরণ করিয়া সহাস্য বদনে রথে আগমন করিতেছেন। আহা! সে সময়ে রাজা দশরথ ও সভাসদ্‌গণের মনে আহ্লাদের আর অবকাশ রহিল না। যেমন নিদাঘ সময়ে নিবিড় জলদাবলী অবলোকন করিয়া রবিকিরণোত্তপ্ত লোকসকল অপরিসীম আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়, রামচন্দ্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া সভাগত সভ্যদিগের অন্তঃকরণেও তেমনি হর্ষোদ্রেক হইয়া উঠিল। তাঁহারা প্রীতিপ্রফুল্ল নেত্রে এক দৃষ্টে তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দশরথ অনিমেষ নেত্রে বারংবার আত্মজের সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রথ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইলে, রামচন্দ্র উহা হইতে অবতরণ করিয়া সুমন্ত্রের সহিত পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। এবং কৃতাঞ্জলি পুটে আপনার নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল প্রিয় পুত্রকে পার্শ্বদেশে প্রণত দেখিয়া দুই বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এবং পার্শ্বস্থিত মণিমণ্ডিত সুবর্ণখচিত রমণীয় সিংহাসনে

আসীন হইতে আদেশ করিলেন। রাম পিতৃনির্দ্দিষ্ট উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুমেরুর মস্তকস্থিত সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। যেমন গ্রহনক্ষত্রসংকুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্কবিম্বে অলঙ্কৃত হয়, রামচন্দ্র সভাসীন হইলে, বশিষ্ঠাদিবিরাজিত রাজসভাও তখন তদ্রূপ অসামান্য শোভায় বিভূষিত হইয়া উঠিল। লোকে সুপরিষ্কৃত বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলে প্রতিফলিত আপনার প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, প্রাণাধিক রামচন্দ্রের মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়া মহীপাল দশরথও সেইরূপ অপার আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর, মহীপাল স্নেহবিস্ফারিত লোচনে গদগদ বচনে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান। সর্ব্বপ্রধানা মহিষী কৌশল্যার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। আমার তনয়েরা যদিচ সকলেই আমার স্নেহের পাত্র; তথাচ তোমার সহাস্য বদন অধিকতর প্রীতির সহিত আমার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হয়। তোমার আচার ব্যবহার দেখিয়া প্রজালোকেরা তোমার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াথাকে। এক্ষণে তুমি বীরপুরুষোচিত দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনে সম্যক্ উপযুক্ত হইয়াছ। অতএব কল্য আমি তোমার হস্তে সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিব। অতঃপর তুমি এই কুল-ক্রমাগত কোশল রাজ্যের

অধীশ্বর হইয়া পরমসুখে রাজ্য ভোগ কর। রাম! তুমি স্বভাবত গুণবান্ ও সকল শাস্ত্রের পারদর্শী হইয়াছ। বিশেষতঃ রাজধর্ম্মে তোমার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। কি লোকাচার কি দেশাচার তুমি সকল বিষয়েই সবিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছ। অতএব তোমার প্রতি আমার উপদেষ্টব্য কিছুই নাই। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। বৎস! দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়সংযমে যত্নবান্ হও। কাম ক্রোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। সর্ব্বদা প্রজারঞ্জনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, যাহাতে প্রজালোকের অন্তঃকরণে অসন্তোষ বা বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয়; এমন কার্য্যে কদাপি হস্তক্ষেপ করিও না। ধনাগার ধান্যাগার ও আয়ুধাগার পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাপুঞ্জের অনুরাগসংগ্রহে বিশেষ যত্ন করিও। যে রাজা অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত রাখিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, অমৃতলাভে অমরগণের ন্যায় সে রাজার মিত্রগণ অপার আনন্দ অনুভব করেন। অতএব বৎস! দেখিও যেন তরুণসুলভ অনবধানতা বশতঃ কর্ত্তব্য কার্য্যের কোন রূপ বিঘ্ন উপস্থিত না হয়।

দশরথ এইরূপ স্নেহময় বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিরত হইলে, পুরুষোত্তম রাম পিতার নিদেশ শিরোধার্য্য

করিয়া রথারোহণে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসিরাও মহীপালের এইরূপ অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে অভিলষিত বস্তু লাভের ন্যায় নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিলেন। এবং রামের অভিষেক-বিঘ্ন-শান্তির নিমিত্ত স্ব স্ব গৃহে নানা প্রকার মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

এদিকে পৌরবর্গেরা বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলে, দশরথ মন্ত্রিগণকে পুনর্ব্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ! দেখ, আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যা-সংক্রম হইবে। চন্দ্রমা যে দিন পুষ্যা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হন, শুনিয়াছি, সে দিন শুভকার্য্যে সমধিক প্রশস্ত; অতএব আমার রামকে কল্যই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। তিনি মন্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রামকে পুনরায় এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুত পদে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনে রাম, অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, কেন? সুমন্ত্র! আমি এই মাত্র রাজভবন হইতে প্রত্যাগত

হইলাম। আবার কি জন্য? সুমন্ত্র কহিলেন, রাজ-কুমার! মহারাজ আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন।

তৎশ্রবণে রাম অবিলম্বে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, সাস্টাঙ্গে পিতার পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, মহারাজ প্রণত পুত্রকে স্নেহময় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! এই কোশলসাম্রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে একা-ধিপত্য বিস্তার ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখসম্ভোগ করিয়া এক্ষণে আমি জীবনের শেষ দশায় পদার্পণ করিয়াছি। আশাতিরিক্ত অর্থরাশি দান করিয়া আমি অর্থীজনের আশা সফল করিয়াছি। অন্নদান ও প্রভূত দক্ষিণা সহ-কারে বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমি দেবগ ণেরও সবিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি। আজি ভূম গুলে যাহার গুণের পরিসীমা নাই, সেই তুমি আমা আত্মজ; অতএব লোকে সংসারাশ্রমে আসিয়া (সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াথাকে; তৎসমস্ত আমি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে তোমা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজাসনে আসীন দেখিলে আমার সকল আশা সফল হয়।

রামরে! আজি রাত্রিতে বড় অশুভ স্বপ্ন দেখিয়া যেন অকস্মাৎ দিবাভাগে বজ্রাঘাত হইতেছে, ঘোর উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা পুস্তক হস্তে কা

[illegible] কহিতেছেন, মহারাজ! সূর্য্য মঙ্গল ও

এই তিন দারুণ গ্রহ আপনার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে। শুনিয়াছি, যে রাজা অকস্মাৎ এই রূপ দুর্নিমিত্ত দর্শন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এমন কি, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইতে পারে। আর দেখ, মনুষ্যদিগের মতি স্বভাবতই চপল। মনের গতি কখন কোন্ রূপ হয়, বলা যায় না। অতএব রাম! আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিত্তারা কহিতেছেন। আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইবে। যে দিন চন্দ্রমা পুষ্যার সহিত যুক্ত হন, সে দিন শুভকার্য্যে অতিশয় প্রশস্ত। অতএব কল্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তুমি অদ্যকার রাত্রি সহধর্ম্মিণী সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাক। শুভকার্য্যের অনেক বিপদ। বৎস ভরত এক্ষণে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই অবসরে তোমার অভিষেক সম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। দেখ রাম! ভরতের স্বভাব যে অতি নির্ম্মল। তাঁহার চরিত্র যে পরম পবিত্র. তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই। ঈর্ষা বা দ্বেষ তাঁহার মনকে কদাচ কলুষিত করিতে পারে না এবং তিনি যে অতি বিচক্ষণ, বিশেষতঃ তোমার একান্ত অনুগত, তাহাও

হইলাম। আবার কি জন্য? সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে পুনর্ব্বার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন।

তৎশ্রবণে রাম অবিলম্বে রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, সাষ্টাঙ্গে পিতার পাদপদ্মে প্রণাম করিলেন, মহারাজ প্রণত পুত্রকে স্নেহময় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! এই কোশলসাম্রাজ্যে অপ্রতিহত প্রভাবে একাধিপত্য বিস্তার ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখসম্ভোগ করিয়া এক্ষণে আমি জীবনের শেষ দশায় পদার্পণ করিয়াছি। আশাতিরিক্ত অর্থরাশি দান করিয়া আমি অর্থীজনের আশা সফল করিয়াছি। অন্নদান ও প্রভূত দক্ষিণা সহকারে বিবিধ যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া আমি দেবগণেরও সবিশেষ প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি। আজি ভূমণ্ডলে যাহার গুণের পরিসীমা নাই, সেই তুমি আমার আত্মজ; অতএব লোকে সংসারাশ্রমে আসিয়া যে সমুদায় সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াথাকে; তৎসমস্তই আমি সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজাসনে আসীন দেখিলেই আমার সকল আশা সফল হয়।

রামরে! আজি রাত্রিতে বড় অশুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। যেন অকস্মাৎ দিবাভাগে বজ্রাঘাত হইতেছে, ঘোর রবে উল্‌কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা পুস্তক হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকে কহিতেছেন, মহারাজ! সূর্য্য মঙ্গল ও রাহু

এই তিন দারুণ গ্রহ আপনার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে। শুনিয়াছি, যে রাজা অকস্মাৎ এই রূপ দুর্নিমিত্ত দর্শন করেন, তাঁহাকে অবশ্যই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এমন কি, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুরও বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইতে পারে। আর দেখ, মনুষ্যদিগের মতি স্বভাবতই চপল। মনের গতি কখন কোন্ রূপ হয়, বলা যায় না। অতএব রাম! আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইতে না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্ব্বিভারা কহিতেছেন। আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইবে। যে দিন চন্দ্রমা পুষ্যাব সহিত যুক্ত হন, সে দিন শুভকার্য্যে অতিশয় প্রশস্ত। অতএব কল্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব। তুমি অদ্যকার রাত্রি সহধর্ম্মিণী সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাক। শুভকার্য্যের অনেক বিপদ। বৎস ভরত এক্ষণে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই অবসরে তোমার অভিষেক সম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থণীয়। দেখ রাম! ভরতের স্বভাব যে অতি নির্ম্মল ও তাঁহার চরিত্র যে পরম পবিত্র, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্রও সংশয় নাই। ঈর্ষা বা দ্বেষ তাঁহার মনকে কদাচ কলুষিত করিতে পারে না এবং তিনি যে অতি বিচক্ষণ, বিশেষতঃ তোমার একান্ত অনুগত, তাহাও

আমি বিলক্ষণ জানি। কিন্তু আমার দৃঢ়তর একটি বিশ্বাস আছে যে, বিকারের কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যদিগের চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হয়। যাঁহারা পরম ধার্ম্মিক ও পরম সাধু; বিকারের হেতু থাকিলে তাঁহাদিগের চিত্তও রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা কলুসিত হইয়া উঠে। অতএব বৎস! এক্ষণে যাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইবে।

অনন্তর রাম পিতার আদেশবাক্য শিরোধার্য্য ও তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীরে পিতার আদেশ জানাইবার নিমিত্ত স্বীয় বাসভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। কিন্তু তথায় প্রেয়সীকে দেখিতে না পাইয়া জননী-দর্শনার্থ তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে রামজননী কৌশল্যা পৌরগণের মুখে রামের অভিষেক বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, দেবগৃহে গমন পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে পুরাণপুরুষের ধ্যান করিতেছেন। সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার সেবা করিতেছেন। এমন সময়ে রাম তথায় গিয়া দেখিলেন, স্নেহময়ী জননী পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া মৌনাবলম্বনে দেবভবনে পরম দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া একান্তমনে সন্তানের রাজশ্রী কামনা করিতেছেন। তখন রাম গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তিভাবে জননীর পাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন। আহা! সে সময়ে রাজমহিষীর মনোমধ্যে কতইবা আহ্লাদ।

শারদীয় সুধাংশু দর্শনে জলনিধির জল যেমন উদ্বেল হইয়া তীরভূমি প্লাবিত করে, তদ্রূপ রামচন্দ্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া কৌশল্যার অন্তঃকরণেও আনন্দাতিশয় উথলিয়া উঠিল। তিনি বারংবার সতৃষ্ণ নয়নে রামচন্দ্রের সহাস্য বদন অবলোকন করিয়া স্নেহময় বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, রামরে! আজি পৌরজনের মুখে শুনিলাম, মহারাজ নাকি তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং শান্তিসুখে অনুরক্ত হইতে অভিলাষ করিয়াছেন? রাম বিনয়বচনে কহিলেন, জননি! আপনি যাহা শুনিয়াছেন, যথার্থ,। অদ্য পিতৃদেব আমাকে প্রজাপালনে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন; কল্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। মা! সেই অভিষেক নিবন্ধন মৈথিলীকে আজি আমার সহিত উপবাস করিতে হইবে। অতএব রাজ্যাভিষেকে তাঁহার যে সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি অদ্য তাহার আয়োজন করুন।

রাজমহিষী তনয়ের মুখনিঃসৃত সুধাময় বাক্য শ্রবণে মনে মনে বিপুল হর্ষ লাভ করিয়া কহিলেন, রামরে! আজ তোমার সহাস্য বদনে এই চিরাভিলষিত শুভ সংবাদ শুনিয়া আমি যে কতদূর আহ্লাদিত হইলাম, তাহা আর বলিতে পারি না। আমি যে এতকাল কায়মনোবাক্যে কমললোচন কমলাপতির আরাধনা করিয়াছিলাম, এতকাল যে একান্ত চিত্তে গুরুজনের পাদপদ্ম সেবা

করিয়াছিলাম ; আজি বুঝি তাহা আমার সফল হইল। এতদিনের পর বুঝি কুল দেবতারা প্রসন্ন হইয়া আমার সকল আশা সফল করিলেন। আমি কি শুভ ক্ষণেই তোমাকে গর্ব্ভে ধরিয়াছিলাম। কি শুভ লগ্নেই তোমাকে প্রসব করিয়াছিলাম। আজি তোমার গুণে আমি রাজজননী হইলাম। আশির্ব্বাদ করি, বৎস! চিরজীবী হও, নিরাপদে কোশলসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পবিত্র বংশের গৌরব বৃদ্ধি কর। তোমাকে রাজাসনে আসীন দেখিয়া প্রজালোকেরা সুখী হউক।

কৌশল্যা এইরূপ কহিয়া বিরত হইতেছেন, এমন সময়ে রাম প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবিষ্ট দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন; বৎস! কল্য মহারাজ আমার হস্তে রাজলক্ষ্মী অর্পণ করিবেন; অতএব তোমা-কেও আমার ন্যায় রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় জীবিতস্বরূপ; সুতরাং রাজশ্রী যেমন আমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তেমনি তোমারও অধিকৃত হইয়াছেন। ভাই লক্ষ্মণ! দেখ, আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত। দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করা নিতান্ত দুরূপ ব্যাপার। আমি যে, এই প্রয়াস-সাধ্য ক্লেশকর কার্য্যের ভারগ্রহণে উদ্যত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল সাধন করাই কেবল তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! নাগরাজ অনন্তদেব ভিন্ন বিশ্বম্ভরার ভার বহনের উপযুক্ত কে? আপনি যেমন

প্রভূত-গুণ-সম্পন্ন, কোশলরাজ্যও তদ্রূপ বিশাল। আপনি ব্যতীত এ সাম্রাজ্য কি আর অন্য দ্বারা শাসিত হইতে পারে? রাম অনুজের মুখে এইরূপ আত্ম-গৌরব শ্রবণে বদন অবনত করিলেন। অনন্তর তিনি জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে মৈথিলীর সহিত স্বীয় বাস-ভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

এদিকে মহীপাল দশরথ রামচন্দ্রকে অভিষেক-সংক্রান্ত নিয়মাদি পালন করিতে আদেশ করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ মহাশয়কে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! অদ্য আপনি রামের বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত বৈদেহীর সহিত তাঁহাকে উপ-বাস করাইয়া আসুন।

বশিষ্ঠ মহাশয় রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অনুরূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে রামের আবাসভবনের সন্নিহিত হইলেন। কুলগুরুর আগমনে রাম সবিশেষ পরি-তোষ লাভ করিয়া সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিত পদে গৃহ হইতে বহির্গত ও তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে কর গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অবতারিত করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠদেব দাশরথির এই রূপ বিনিত ব্যবহার দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া স্নেহময় বাক্যে কহিলেন, বৎস ধর্ম্মকার্য্য বেদবিহিত নিয়মানুসারে নির্ব্বাহ করিতে হয়। অতএব অদ্য বিঘ্নশান্তির নিমিত্ত জানকীর সহিত তোমাকে উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে। মহারাজ নহুষ যেমন প্রিয় পুত্র যযাতির হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিয়াছিলেন, মহীপাল দশরথ ও কল্য প্রভাতে তোমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবেন। এই বলিয়া মহর্ষি শ্রুতিবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বৈদেহীর সহিত রামকে উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। এবং রামের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, রাম প্রিয়বাদী পারিষদগণের সহবাসে কিছুকাল হাস্য পরিহাস করিয়া পরিশেষে স্বীয় বাসভবনে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে বশিষ্ঠ মহাশয় রাজকুমার রামের আবাস হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজপথের উভয় পার্শ্বে পতাকা সমস্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় তোরণে, স্থানে স্থানে মুক্তাহারের ন্যায় মনোহারিণী পুষ্পমালায় রাজধানী সমুদ্ভাসিত হইয়াছে। পথ ঘাট সমস্ত লোকারণ্য। কল্য রাম যুবরাজ হইবেন, কল্য রাজকুমার রাজসিংহাসনে বসিয়া প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিবেন, অদ্য তাঁহার অধিবাস, শুনিয়া পুরবাসীরা পরম সুখে দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। পথে তিলার্দ্ধ স্থান

নাই। লোকের সংঘর্ষে ও বিপুল হর্ষে নগরীতে মহাসাগরের ন্যায় তুমুল কোলাহল হইতেছে। সকল পথ পরিচ্ছন্ন ও সুবাসিত সলিলে অভিষিক্ত। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতারা আমোদে উন্মত্ত হইয়া রামাভিষেক দর্শনার্থ সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজভবন উৎসবময়, নগর আনন্দময় ও রামজয় শব্দে সমস্ত পুরী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ফলতঃ রাম রাজা হইবেন, ইহাতে পৌরবর্গেরা যে কত প্রকার আনন্দ, ও কত প্রকার আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠদেব রাজপথে এইরূপ লোকের কোলাহল অবলোকন পূর্ব্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ করিয়াই যেন মৃদু গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন, এবং বৃহস্পতি যেমন পুরন্দরের সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ নরেন্দ্র দশরথের সহিত সমাগত হইলেন।

মহীপাল কুলগুরুকে সমাগত দর্শনে " আসুন আসুন " বলিয়া অমনি রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষির অভ্যর্থনার্থ উত্থিত হইলেন। অনন্তর বশিষ্ঠদেব রাজনির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলে, রাজা বিনীত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমার অভিলষিত কার্য্য কি আপনি সম্পন্ন করিয়াছেন? মহর্ষি কহিলেন, হাঁ মহারাজ! আপনার আদেশানুরূপ সমস্তই সম্পাদিত হইয়াছে। তৎশ্রবণে রাজা দশরথ পরম আহ্লাদিত

হইলেন, এবং বশিষ্ঠ মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সভা হইতে গিরিদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই সমুদ্ভাষিতমুখকান্তি-কামিনীগণ-পরিশোভিত অমরাবতীপ্রতিম অন্তঃপুর যেন শারদীয়-সুধাংশু-যোগে তারাগণমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় অপরিসীম উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

—০::*::০—

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এদিকে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয় রামের বাস-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তিনি বিশাললোচনা বৈদেহীর সহিত পবিত্র মানসে পুরাণ পুরুষ নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ পরম দেবতাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিয়া তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হবির শেষাংশ ভক্ষণ ও জানকীর সহিত একান্ত মনে অনন্তদেব নারায়ণের ধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রেত প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর রজনী প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাজীব-লোচন রাম কুশময়ী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া

পরিচারকদিগকে সুপ্রণালীক্রমে রাজভবন সকল সজ্জিত করিতে অনুমতি করিলেন। ইত্যবসরে সূত, মাগধ ও বন্দিগণ শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছে, দেখিয়া সুললিত ললিত রাগে তানলয়-বিশুদ্ধ স্বরে রামচন্দ্রের গুণ-গরিমা গান করিতে আরম্ভ করিল। রাম প্রভাত সময়ে পূর্ব্বসন্ধ্যায় উপাসনা সমাপন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট্ট বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পরম দেবতার উপাসনা ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তি বাচন করাইলেন। বেণু বীণা প্রভৃতি তূর্য্য ধ্বনি এবং বিপ্রবর্গের গম্ভীর পুণ্যাহবাক্যে অযোধ্যা নগরী অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাম জানকীর সহিত কল্য উপবাস করিয়া আছেন, আজি যুবরাজ হইবেন, শুনিয়া পৌরবর্গেরা যে কত আহ্লাদ ও কত আমোদ করিতে লাগিল, তাহার আর পরিসীমা রহিল না।

এদিকে রজনী প্রভাত হইলে পুরবাসিরা প্রফুল্ল মনে পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শারদীয় অভ্র-খণ্ডের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন সুদৃশ্য দেবগৃহ, সুপরিষ্কৃত রাজপথ, চতুষ্পথ, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ বাণিজ্যাগার, ধনাগার, অস্ত্রাগার, সুসমৃদ্ধ লোকালয় সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সমূহে পতাকাবলী সুশোভিত হইতে লাগিল। রথ্যা সমস্ত ধূপগন্ধে সুবাসিত ও সুরভি কুসুমদামে সমলঙ্কৃত হইল। অভিষেকান্তে

যুবরাজ পুরীর শোভা দর্শনার্থ নির্গত হইবেন, মনে করিয়া পুরবাসিরা পথপ্রান্তে বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল সজ্জিত করিয়া রাখিল। স্থানে স্থানে নট, নর্ত্তক ও গায়কেরা মনের উল্লাসে নৃত্য গীত আরম্ভ করিল। কি গৃহে কি পথে কি প্রাঙ্গণে সর্ব্বত্র রামাভিষেক-সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ হইল। বালকেরা ক্রীড়া করিতে করিতে পরস্পর অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। স্থানে স্থানে ও গৃহে গৃহে কেবল আমোদ প্রমোদ ও উৎসবকোলাহল ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতি-গোচর হয় না। বেণু, বীণা ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যে, সমাগত দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ কোলাহলে, ও স্থানে স্থানে নর্ত্তকী ও গায়িকাদিগের নৃত্য গীতে সমস্ত নগরী সমাকীর্ণ হইয়া জলজন্তু-বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায়ই যেন শোভা পাইতে লাগিল।

—০ :*::০—

সপ্তম অধ্যায়।

রাজা দশরথের মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নামে এক কিঙ্করী ছিল। কৈকেয়ী এই অনাথাকে মাতৃ-কুল হইতে আনয়ন করিয়া বাল্যকালাবধি এ কাল পর্য্যন্ত আপনার নিকটে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন,

এবং মাতৃকুলের কিঙ্করী বলিয়া তাহার প্রতি বিলক্ষণ স্নেহও প্রকাশ করিতেন। মন্থরা প্রভাত সময়ে সহসা চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল শুনিয়া যদৃচ্ছাক্রমে প্রাসাদের উপর উঠিয়া দেখিল। অযোধ্যার রাজ পথ সকল চন্দন-সলিলে অভিষিক্ত ও তাহার চতুর্দ্দিকে কমলদল বিকীর্ণ এবং রাজোচিত বিচিত্র পতাকা সমস্ত স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাজধানীর কোন স্থানে নিম্নোন্নত পথ ও কোন স্থানে সুপরিষ্কৃত বিস্তৃত পথ প্রস্তুত হইতেছে। মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া বিপ্রবর্গেরা কেহ কেহ আনন্দ ভরে প্রবল বেগে পুরী প্রবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ বা আশাতিরিক্ত অর্থ লাভ করিয়া প্রসন্ন বদনে বহির্গত হইতেছেন। দেবালয় সমস্ত সুধাধবলিত, বেণু বীণা মৃদঙ্গাদি বাদ্যে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত, আহ্লাদে লোক সকল উন্মত্ত ও বেদধ্বনি যেন নগরী ভেদ করিয়াই উত্থিত হইতেছে। রাজভবন আনন্দ-ময় হস্তী অশ্ব গো বৃষ ইহারাও আহ্লাদভরে আনন্দনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। মন্থরা অকস্মাৎ অযোধ্যায় এই রূপ অভূতপূর্ব্ব উৎসব দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং এক ধাত্রীকে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রি! দেখ, কৌশল্যা এত দিনের পর আজি যে এমন আহ্লাদিত হইয়া অকাতরে ধনদান করিতেছেন? পৌর জনেরা অদ্য সকলেই যে আন্তরিক হর্ষ প্রকাশ করিতেছে? কারণ কি? আজ

মহারাজ কি কোন প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? তৎশ্রবনে ধাত্রী হর্ষভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন উত্তর করিল, সেকি মন্থরে! আমাদের রাম যে আজি যুবরাজ হইবেন; তাহা কি তুমি জান না।

অসাধুদর্শিনী কুব্জা মন্থরা ধাত্রীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে নিদ্রিতা কৈকেয়ীকে ডাকিয়া কহিল, অয়ি মুগ্ধে! তুমি যে আজ এত নিশ্চিন্তে শয়ন করিয়া আছ। একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ। এদিকে যে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। মহারাজ তোমার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন না; তবে কেন তুমি অনর্থক সৌভাগ্যগর্ব্বের অহঙ্কার কর। আমি নিশ্চয় জানিতেছি; তোমার সৌভাগ্য আর গ্রীষ্ম কালের নদীস্রোত, ঠিক সমান। দেখ দেখি, এমন হতভাগ্য কে? দুঃখভার প্রবল বেগে উৎপীড়ন করিতেছে, দেখিয়াও যাহার অন্তরে কিছুমাত্র পরিতাপ জন্মে না।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজমহিষী কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, কেন মন্থরে! আজি তোমার বিষণ্ণ বদন ও শোকাকুল বেশ দেখিয়া আমার মনোমধ্যে যে বড় ভয় হইতেছে। তুমি সত্য করিয়া বল, কি হইয়াছে; আমার ত কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয় নাই।

বচনচতুরা মন্থরা যথার্থতই কৈকেয়ীর হিতৈষিণী ছিল। সে তাঁহার এই রূপ কথা শুনিয়া বাহ্য আকারে অপেক্ষাকৃত বিষাদের লক্ষণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অন্তরে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনের নিমিত্ত ক্রোধ-ভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তোমার আর ভদ্রতা নাই। মহারাজ নাকি আজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন; এখন আপাতত কি দিয়া যে এ বিপদের প্রতিকার করিব; আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কিছুই দেখি না। দেবি! বলিতে কি, রামের অভি-ষেকের কথা শুনিয়া অবধি আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন দুঃখানলে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। শোক ভয় যেন যুগপৎ আমার মনোমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। তুমি নিশ্চয় জানিও, এ কিঙ্করী যাহা বলিতেছে, তোমার মঙ্গলের জন্যই; তোমার সুখেই তাহার সুখ, তোমার দুঃখেই তাহার দুঃখ। তুমি রাজার কন্যা, রাজার মহিষী, রাজধর্ম্মের চতুরতা কেমন, আজপর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলে না। তোমার রাজার কেবল মুখেই ধর্ম্ম; বস্তুত তাঁহার সমান ধূর্ত্ত ও তাঁহার ন্যায় শঠ প্রায় দেখা যায় না। কথা গুলি যে বলেন, যেন মধুমাখা; কিন্তু তাঁহার হৃদয় আবার এমন ক্রূর, যে যারপর নাই। তুমি অতি শরলা, কাজে কাজেই এমন লোককে শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞান করিয়া আপনা আপনিই বঞ্চিত হইতেছ। তুমি মনে করিয়া থাক, যে সকল মহিষীর অপেক্ষা মহারাজ আমাকেই সমধিক

স্নেহ করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজা যে তোমার প্রতি কেবল মৌখিক স্নেহ প্রকাশ করেন, তুমি তাহার কিছুই বুঝিতে পার নাই। ইহাতেই কেন দেখ না, তোমার প্রতিই যদি রাজার আন্তরিক স্নেহ থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি আজ তোমায় পরিত্যাগ করিয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে যান। ভরতকে একেবারে নিরাশ করিবেন, যৌবরাজ্য দিবেন না বলিয়া, রাজা পূর্ব্বেই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছেন। এক্ষণে নির্ব্বিবাদে রামের হস্তেই রাজ্য অর্পণ করিবেন। কৈকেয়ি! তোমায় আর অধিক কি কহিব, তুমি অতি নির্ব্বোধ, তুমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া পতিভ্রমে ক্রুর শত্রুকে মাতৃস্নেহে পোষণ করিতেছ; তুমি পতিভ্রমে কালভুজঙ্গকে ধারণ করিয়াছ; এখন যদি তুম নিশ্চিন্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে, সর্প ■ বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে, যেরূপ ঘটিয়া থাকে, আজ রাজা দশরথ হইতে তোমার ■ ভরতেরও সেইরূপ ঘটিবে। তিনি যে কেবল রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতেছেন, এমন নহে, এই প্রসঙ্গে তোমাকেও সপরিবারে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অতএব এখনও সময় আছে, যদি আমার কথায় বিশ্বাস থাকে, সহস্র কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অগ্রে ইহার সদুপায় কর, এবং এ বিপদ হইতে আপনাকে, ভরতকে ও আমাকে রক্ষা কর।

অষ্টম অধ্যায়।

ক্রূরনিশ্চয়া কিঙ্করী মন্থরা এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, রাজমহিষী কৈকেয়ী শারদীয় শশাঙ্করেখার ন্যায় হাস্য মুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং সর্ব্ব-গুণাকর রাম আজি যুবরাজ হইবেন, শুনিয়া একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার পারিতোষিক প্রদান করিলেন, কহিলেন, অয়ি প্রিয়বাদিনী মন্থরে! তোমার মুখে এই সুসম্বাদ শুনিয়া আমি যে কতদূর সুখী হইলাম; তাহা কথায় আর কি জানাইব। আমি তোমায় যেমন প্রীতির সহিত দেখিয়া থাকি, আজি তোমার মুখেও তেমনি প্রিয় সমাচার শুনিলাম। আমার চক্ষে যেমন ভরত, তেমনি রাম; উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই। আজ যদি মহারাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করেন, ইহার পর আর আনন্দ কি আছে। মন্থরে! আজি তোমার মুখে যেমন আহ্লাদের কথা শুনিলাম। তোমায় সর্ব্বস্ব দিলেও এ ঋণের পরিশোধ হইবে না।

তখন মন্থরা আপনারি অভিসন্ধি নিষ্ফল দেখিয়া ক্রোধভরে পারিতোষিক অলঙ্কার দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া

ফেলিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করিয়া কহিতে লাগিল। কৈকেয়ি! কোথায় দুঃখ প্রকাশ করিতে হয়; আর কোথায়ই বা হর্ষ প্রকাশ করিতে হয়; তুমি কি তাহার কিছুই জান না? তুমি যে দুঃখের পারাবারে পড়িয়াছ; তোমার যে সপরিবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত; তুমি একবারও কি ভাবিয়া দেখ না? হায়! হায়! তুমি ঘোরতর বিপদে পড়িয়াও যে স্থানে শোক করিতে হয়, সেই স্থানেই আবার আহ্লাদ করিতেছ। পরমশত্রু সপত্নীপুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমতী নারী তোমার ন্যায় অকাতরে আমোদ করিয়া থাকে। কিসে আপনার হিত হয়; কিসেই বা আপনার অহিত হয়; আজি পর্য্যন্ত এমন সুস্পষ্ট কথাটীও যে তোমার বোধগম্য হয় নাই; ইহাই কেবল আমার একমাত্র আক্ষেপের স্থল। দেখ, পৈতৃক রাজ্যে সকলেরই তুল্য অধিকার বলিয়া ভরত, পাছে রাজত্ব অধিকার করেন, এ ভয় রামের অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরুক আছে সত্য, কিন্তু ইহাও তুমি নিশ্চয় জানিও, যে ভীত ব্যক্তিই আবার ভয়ের কারণ হয়। আর দেখ, লক্ষ্মণ কি শত্রুঘ্ন হইতে রামের কোন রূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। কারণ, লক্ষ্মণ রামের একান্ত অনুগত; সুতরাং তিনি রামের কোন মতেই ভয়ের কারণ হইতে পারেন না; যেমন লক্ষ্মণ রামের সেই রূপ শত্রুঘ্নও আবার ভরতের একান্ত বাধ্য; সুতরাং শত্রুঘ্ন হইতেও তাঁহার স্বতন্ত্র

কোন রূপ ভয়ের প্রসঙ্গ দেখি না। রাম আলস্য-শূন্য, শাস্ত্রজ্ঞ এবং সান্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যেও তাঁহার বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা আছে; কৈকেয়ি! যদি এ সময়ে এই বিপদের প্রতিকার না কর; তাহা হইলে, রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্য লাভ করিয়া নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ভরতের সর্ব্বনাশ করিবেন। কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, এবং তিনিই রাজার যথার্থ মহিষী। তাঁহার রাম আজি যুবরাজ হইবেন। পৈতৃক রাজ্যও তিনিই অধিকার করিবেন। কৌশল্যা এখন রাজজননী হইয়া কত আহ্লাদ আমোদ করিবেন। তোমাকে কেবল দাসী হইয়া নিরন্তর তাঁহার অনুবৃত্তি করিতে হইবে। এবং তোমার ভরতকে দাস হইয়া সর্ব্বদা রামের সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে। এদিকে জানকী রাজমহিষী হইয়া সহচরীদিগের সহবাসে প্রতিনিয়ত আমোদ আহ্লাদে কাল যাপন করিবে। আর ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার বধূরা মনের দুঃখে ম্রিয়মান থাকিবে।

মন্থরাকে এইরূপে রামের প্রীতি অপ্রীতিসূচক অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে দেখিয়া কৈকেয়ী আন্তরিক স্নেহের সহিত রামের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সে কি মন্থরে! বৎস* রাম মহারাজের জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁহার স্বভাব অতি নির্ম্মল। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। এমন গুণের পুত্র থাকিতে মহারাজ কি আর অন্যের হস্তে রাজ্য দিতে পারেন?

রাম যুবরাজ হইবেন, রাজ সিংহাসনে বসিয়া পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিবেন। এমন উৎসবের সময় তুমি অনর্থক কেন দুঃখিত ও অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ। আমি যেমন বৎস ভরতের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকি, তদপেক্ষা সহস্র গুণে রামের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়াথাকি। এই কারণে আবার রামও জননী অপেক্ষা অনন্ত গুণে আমার সেবা করিয়া থাকেন। এক্ষণে রাজ্য যদিও রামের হয় শত বৎসর পরে ভরত নিশ্চয়ই রাজ্য পাইবেন। রাম আপনার প্রাণ অপেক্ষাও ভ্রাতৃগণকে স্নেহ করিয়া থাকেন। আপনার জীবন অপেক্ষাও সহস্র গুণে সহোদরদিগকে প্রীতির সহিত দেখিয়া থাকেন। সেই রাম আজি রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। তুমি অনর্থক কেন এত শোক করিতেছ।

শ্রবণমাত্র মন্থরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিল, কৈকেয়ি! আমি কি কেবল অরণ্যেই রোদন করিলাম। তোমার কি আর সে আশা সফল হইবে? আজ রাম রাজা হইতে চলিলেন, দুদিন পর আবার তাঁহার পুত্রেই রাজ্য অধিকার করিবে। কাজে কাজেই তোমার ভরত চিরকালের জন্যই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দেখ, রাজার সকল পুত্রেরা কিছু রাজা হন না, সকলের হস্তে রাজ্য শাসনের ভার থাকিলে, সতত আত্মকলহ ও মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; এই কারণে বিচক্ষণ নরপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় বয়োজ্যেষ্ঠ

না হয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ, তাঁহার হস্তেই রাজ্য শাসনের ভার অর্পণ করিয়াথাকেন। এখন মহারাজ, রামকে বয়োজ্যেষ্ঠ দেখিয়া যদি তাঁহাকেই যুবরাজ করেন, তাহা হইলে তোমার গুণজ্যেষ্ঠ তনয় ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখসৌভাগ্য হইতে অবশ্যই বঞ্চিত হইবেন। কৈকেয়ি! নিশ্চয় জানিও, আমার জন্য আমি এত দুঃখিত নহি, তোমার মঙ্গলের নিমিত্তই আমি প্রাণ পণ করিতেছি, কিন্তু তুমি নির্ব্বোধ, আমার কথায় দৃক্পাতও করিতেছ না, প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে পরম আহ্লাদিত হইয়া আমায় আবার পারিতোষিক দিতেও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি ভ্রমেও মনে স্থান দিও না, যে রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া তোমার ভরতের দুঃখ নিবারণ করিবেন, হয় দেশান্তরেই পাঠাইবেন, না হয় একবারে লোকান্তরেই প্রেরণ করিবেন। আহা! ভরত আমার দুগ্ধকণ্ঠ বালক, আজ পর্য্যন্ত কিছুই জানেন না। কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় এস্থানে থাকিলে, মহারাজ অবশ্যই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তৃণ লতা ও গুল্ম এক স্থানে থাকে বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এ সময়ে না হয় কেবল ভরতই যান, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আবার শত্রুঘ্নও গিয়াছেন। তিনি থাকিলেও এখন অনেক প্রতিকারের সম্ভব হইত। শুনিয়াছি, এক জন বনজীবী নাকি একটি বৃক্ষকে ছেদন করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, কিন্তু ঐ বৃক্ষটি

কণ্টকবনে বেষ্ঠিত থাকায় বনজীবীর সে আশা সফল হইল না। রাম ও লক্ষ্মণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যথোচিত স্নেহভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অশ্বিনী-কুমারযুগলের ন্যায় তাঁহাদের সৌভ্রাত্র ত্রিলোকে প্রথিত আছে। সুতরাং রাম, লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না; কিন্তু-সে যে তোমার ভরতের প্রাণহন্তা হইবে তাহার আর সন্দেহ নাই। অতএব শত্রুর হস্তে মৃত্যুর অপেক্ষা এক্ষণে অরণ্যে প্রস্থান করাই ভরতের পক্ষে সহস্র-গুণে শ্রেয়ঃ। ফলতঃ ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজন-দিগেরও কুশল। আহা! কৈকেয়ি! যে ভরত বাল্য কালাবধি সাক্ষাৎ কমলার কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছেন, যিনি এক দিনের তরেও পরাধীনতা রূপ অসহ্য বেদনা অনুভব করেন নাই। সেই ভরত এখন পরম শত্রু রামের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। দেবি! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করি, কেশরীর করাল কবলে পতিত আরণ্য করিশাবকের ন্যায় এই নবপরাভব হইতে তুমি ভরতকে রক্ষাকর। রামজননী কৌশল্যা তোমার সপত্নী। তুমি ভর্ত্তৃসৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইয়া এতকাল তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া আসিতেছ। এক্ষণে রামের উন্নতি ও তোমার ভরতেব অবনতি দেখিয়া তাঁহার চিরাভিলষিত বৈরনির্য্যাতন-স্পৃহা কি বলবতী হইয়া উটিবে না? কৈকেয়ি! তোমায় আর অধিক কি কহিব, যখন রাম শৈলসাগর-পূর্ণা বসুন্ধরার অধিরাজ হইয়া আধিপত্য

বিস্তার করিবে। তখন তোমাকে পরিজনের সহিত নিতান্তই পরাভব সহ্য করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে যে উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ এবং রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা অবধারণ কর।

প্রবলবায়ু-সংযোগে মহাসাগরের জলও অচিরে বিচলিত হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতির চিত্ত যে চঞ্চল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি। মন্থরা বারংবার এইরূপ কহিলে তাহার প্রলোভবাক্যে মুগ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর হৃদয় একেবারে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষাদি দ্বারা যুগপৎ সমাকৃষ্ট হইয়া উঠিল। এবং রামের প্রতি তাদৃশ দয়া মমতা ও স্নেহ একবারেই বিলীন হইয়া গেল। তখন তিনি ক্রোধে একান্ত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং শোকজনিত দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! তুমি যথার্থই আমার হিতৈষিণী। তোমার উপদেশ গুলি এতক্ষণে আমার হৃদয়ঙ্গম হইল। আজিই আমি রামকে বনবাস দিব। আজিই আমি আমার ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে বল দেখি, কি উপায়ে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

নবম অধ্যায়।

—০::*::০—

অসাধুদর্শিনী মন্থরা পূর্ব্বেই উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে রাজমহিষীর মতি আপনার অভিপ্রায়ানুসারিণী দেখিয়া সহর্ষে কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি! যে উপায়ে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যলাভ হইবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং উহা সঙ্গত কি না, তাহাও বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর তোমার কিছুই স্মরণ হয় না? তুমি পরম আহ্লাদিত হইয়া অনেকবার আমায় যে কথা কহিয়াছিলে, তাহা কি আবার আমার মুখে শুনিবার জন্য গোপন করিতেছ। যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, মনোযোগ করিয়া শুন।

কৈকেয়ী কিঙ্করীর কথা শুনিয়া শয্যা হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া কহিলেন; মন্থরে! বল দেখি, এমন কি উপায় আছে, যে নির্ব্বিবাদে আমাদের অভীষ্ট-লাভ হইবে। মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণদিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে এক নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামে এক অসুর বাস করিত। এই অসুরেশ্বর অতিশয় মায়াবী ও লোকে শম্বর নামে প্রসিদ্ধ

ছিল। পূর্ব্বে ইহারই সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই দেবাসুর-সংগ্রামে দেব-রাজের অনুরোধে মহারাজ তাঁহার সাহায্যার্থ রাজর্ষি-গণের সহিত গমন করেন, তৎকালে তুমিও রাজার সমভিব্যাহারে ছিলে। ঐ যুদ্ধে সমস্ত সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্র শস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন ও নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিত, এই অবকাশে রাক্ষসেরা আসিয়া তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিত। আমাদের মহারাজ ঐ সমস্ত অসুরদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, এবং সেই যুদ্ধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এমন ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, যে তিনি রণস্থলে একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তুমি তাঁহারে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত ও তাঁহার নানাপ্রকার শুশ্রূষা কর। এই কারণে মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন। কিন্তু তুমি তখন কহিয়াছিলে, নাথ! এখন কি প্রয়োজন? আমার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই লইব। মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হইলেন। কৈকেয়ি। স্মরণ কি হয়, দেখ দেখি, আমি এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিতাম না। পূর্ব্বে তোমার নিকটেই শুনিয়াছি। কেবল তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি বলিয়া আমি ইহার কিছুমাত্র বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে ঐ দুইটি বর দ্বারাই আমা-দের অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। তুমি মহারাজের নিকট

এক বরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা কর। চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য রাম বনবাসী হইলে, আমাদের ভরত এই কালের মধ্যেই প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অদ্য অঙ্গের সমুদায় আভরণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধভরে মলিন বেশে ও ম্লান বদনে ধরাসনে শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তাঁহার পানে কদাচ দৃষ্টিপাত করিও না এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিও না। কেবল শোকে আকুল হইয়া অনবরত রোদন করিতে থাকিবে। আর প্রবল বেগে নয়নাম্বু বিসর্জ্জন করিবে। মহারাজ তোমায় যে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সংশয় নাই। তোমার প্রীতির নিমিত্ত তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন, হলাহল বিষও ভোজন করিতে পারেন। বলিতে কি, তোমার জন্য মহারাজ আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। তোমারে আলুলায়িত কেশে ধরাসনে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহার দেহে কি আর প্রাণ থাকিবে? তিনি না ত্রিলোক শূন্য দেখিবেন। দেবি! যিনি তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি যে অকস্মাৎ এরূপ শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া তোমার কথা উল্লঙ্ঘন করিবেন, কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে। দেখ, আমি তোমায় আরও

সতর্ক করিয়া দিতেছি। মহারাজ তোমার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত মণি মুক্তা প্রবাল ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহিবেন, কিন্তু দেখিও, তোমার মন যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। সেই দেবাসুর-সংগ্রামে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি যে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি রাজাকে তাহাই স্মরণ করিয়া দিবে, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিবে। যখন মহারাজ তোমার বিষণ্ন বদন দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইবেন, যখন তোমায় ধরাসন হইতে তুলিয়া বরদানে ইচ্ছুক হইবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া পশ্চাৎ তাঁহার নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবে। যেরূপেই হউক, রাম বনগামী হইলে আমাদের সকল দিকেই মঙ্গল। দেখ, চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত রাম নির্ব্বাসিত হইলে, তাহার উপর প্রজালোকের কিছুমাত্র অনুরাগ থাকিবে না; কাজেকাজেই তোমার ভরত নিরাপদে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবেন। সুদীর্ঘ কালের পর যখন রাম বন হইতে প্রত্যাগমন করিবে, তত দিনে ভরত সুহৃদ্গণের প্রণয়াস্পদ হইয়া প্রকৃতিবর্গের অন্তর্ব্বাহ্যে ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব কৈকেয়ি! তুমি এইরূপে মায়া বিস্তার করিয়া মহারাজকে বিমোহিত ও রামের অভিষেক-সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত কর। এ উপায় ভিন্ন আমাদের অভিলাষ সিদ্ধ করিবার আর পথ নাই।

এইরূপে মন্থরা কৈকেয়ীর অন্তরে এই অসঙ্গত বিষয়-

কেও সঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিলে, কৈকেয়ী মনে মনে বিপুল হর্ষ লাভ করিয়া তাহার বাক্যে সম্মত হইলেন। বালবৎসা বড়বা যেমন কশাহস্তে আরোহী কর্ত্তৃক তাড়িতা হইয়াও শিশু সন্তানের নিমিত্ত উৎপথে গমন করে, মন্থরার প্রবর্ত্তনায় রাজমহিষী কৈকেয়ীও সেইরূপ আত্মজের নিমিত্ত অসৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিস্ময়াবেশে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! তোমার ন্যায় হিতৈষী দাসী ত্রিলোকেও পাওয়া ভার। পৃথিবীতে যতই কুব্জা আছে, বুদ্ধিকৌশলে তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ। তুমি প্রতিনিয়ত আমার শুভ কামনা করিয়া থাক। তোমার চিত্ত প্রতিনিয়ত, আমার হিতসাধনে তৎপর। ফলতঃ আমি মহারাজের দুরভিসন্ধির বিষয় অগ্রে কিছুই জানিতে পারি নাই। এখন তোমার উপদেশে আমি প্রকৃত জ্ঞান পাইলাম। মন্থরে! তোমার উপদেশগুলি যেমন মধুমাখা; তোমার মূর্ত্তিও তেমনি মনোমোহিনী। এই পৃথিবীতে অনেকানেক বিকৃতাঙ্গী পাপদর্শনা কুব্জা আছে। কিন্তু তুমি কুব্জভাবাপন্ন হইলেও বাতভগ্না পদ্মিনীর ন্যায় তোমার আকৃতি ত্রিলোকের মনোহারিণী। তোমার বক্ষঃস্থল উভয় পার্শ্বে অবনত ও মধ্যদেশ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া কেমন অপরূপ শোভা দেখাইতেছে। বক্ষের অধঃস্থলে শোভমান সুগভীর নাভিবিরাজিত উদর উহার এতাদৃশ উন্নতি দর্শন করিয়াই যেন লজ্জায় একেবারে কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার নিতম্বদেশ অতি-

বিশাল ও কাঞ্চীদামে পরিশোভিত এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সকল রুণু রুণু শব্দ করিতেছে। তোমার স্তনযুগল উচ্চ অথচ কঠিন। তোমার বদনমণ্ডল শারদীয় সুধাংশু-মণ্ডল অপেক্ষাও সহস্রগুণে নির্ম্মল। তোমার চরণ যুগল কেমন আয়ত ও উরুযুগল রম্ভাতরুর ন্যায় কেমন মনোহর। আহা! মন্থরে! মরি! মরি! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া গজেন্দ্র গমনে চলিয়া যাও, তখন প্রিয়গমনা রাজহংসীকেও আমি তিরস্কার করিয়া থাকি। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া আছে; তৎসমস্তই বরং ততোধিক মায়া তোমার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছে। তোমার বক্ষে এই যে রথঘোণের ন্যায় উন্নতাকার মাংসপিণ্ড রহিয়াছে। উহা মায়ার সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বুদ্ধি ও রাজনীতি সমস্তই উহার মধ্যে বাস করিতেছে। সুন্দরি! যদি আমাদের এই মনোরথ সফল হয়; তাহা হইলে আমি যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে সুগন্ধ চন্দন লেপন করিয়া উৎকৃষ্ট স্বর্ণালঙ্কার পরাইব এবং তোমার মুখে স্বর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। উত্তম বসন পরিধান ও উত্তম আভরণ ধারণ করিয়া তুমি অপ্সরার ন্যায় ও দেবীর ন্যায় সৌন্দর্য্যগর্ব্বে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে। তোমার এই বদন কমল তখন পূর্ণিমার চন্দ্রকেও স্পর্দ্ধা করিতে থাকিবে। এবং শত্রুবর্গের মধ্যে গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া তুমিই সর্ব্বোৎ

কর্ত্তা লাভ করিবে। তুমি যেমন প্রতিনিয়ত আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা আবার তোমার পাদপদ্ম সেবা করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে হুতাশনশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর মুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়া কুঁজার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। সে তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভদ্রে! এখন প্রশংসার সময় নহে। জল নির্গত হইলে আলিবন্ধন করা নিষ্প্র-য়োজন; অতএব যাহাতে আপনার অভীষ্ট সাধন হয়, ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া তাহারই চেষ্টা দেখ।

অনন্তর কৈকেয়ী কুব্জার এইরূপ কুমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া ত্বরায় ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং আপ-নার কণ্ঠ হইতে অমূল্য মুক্তাহার ও অন্যান্য অলঙ্কার সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ম্লান বদনে ও মলিন বসনে ধরাসনে উপবেশন করিয়া প্রিয়সহচরী মন্থরাকে কহি-লেন, সুন্দরি! আমি এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণ ত্যাগ করিব, না হয় আমার ভরতকে রাজ্য দিব। ভোগ্য বস্তুতে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। যদি মহারাজ রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন, আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তাহা হইলে, এ প্রাণ আর রাখিব না। কৈকেয়ী মন্থরাসমক্ষে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা নির্ভয় চিত্তে ওষ্ঠের বাহির করিয়া স্বর্গভ্রষ্টা কিন্নরীর ন্যায় ধরাসনে

শয়ন করিলেন। দেহে আভরণ নাই। মলীন বেশ, ম্লান বদন। তাহাতে আবার ক্রোধরূপ নিবিড় অন্ধকার, তাঁহার মুখশ্রী আক্রমণ করায় তামসী নিশায় তারকাশূন্য আকাশমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার এক প্রকার অভূত পূর্ব্ব শোভা হইয়া উঠিল।

—০::*::০—

দশম অধ্যায়।

অনন্তর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় ও বাণবিদ্ধ কিন্নরীর ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে অভীষ্ট বিষয়ের অবধারণ করিয়া কিঙ্করীর নিকট মৃদু বচনে সমুদায়ই কহিলেন। মন্থরা তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়াই যেন যার পর নাই আহ্লাদিত হইল। রাজমহিষী রোষারুণ নেত্রে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় ঐ প্রদেশ যেন তারকামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি বলহীনা কিন্নরীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভাবিলেন, আমার রাম অদ্য যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, প্রাণাধিকা কৈকেয়ী তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রিয়তমাকে এই কথা বলিবার নিমিত্ত শারদীয়-জলদজালে পরিশোভিত রাহুযুক্ত অম্বরমধ্যে পূর্ণ সুধাংশুর ন্যায় তাঁহার অঙ্গণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, কুব্জা ও অপরাপর পরিচারিসকল উঁহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। শুক, ময়ূর, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, হংস, সারস সকল কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। কোন স্থানে লতাগৃহ ও কোন স্থানে বিচিত্র ক্রীড়াগৃহ সমস্ত সুশোভিত ও স্থানে স্থানে অশোক ও চম্পক প্রভৃতি পুষ্পিত বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা গজদন্তনির্ম্মিত আসন, কোথাও বা সুবর্ণময় বেদি সকল শোভা পাইতেছে। দীর্ঘিকা সকল অতি মনোহর। রাজহংসীরা বসন্তাগমে পুলকিত হইয়া হংসসহ নিরন্তর তথায় ক্রীড়া করিতেছে। রাজা দশরথ সেই অমরাবতী-প্রতিম অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া শয়নাগারে প্রিয়তমা কৈকেয়ীরে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে তিনি অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে কৈকেয়ী ঐ সময় কদাচ অন্যত্র থাকিতেন না এবং রাজাও এরূপ শূন্যগৃহে আর কখন প্রবেশ করেন নাই। ঐ

অসাধুদর্শিনী সে দিন যে সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করিয়াছেন, তিনি এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি অন্য দিন কখন কৈকেয়ীরে দেখিতে না পাইলে, যেমন জিজ্ঞাসা করিতেন, সে দিনও সেই রূপ উম্মনস্ক হইয়া প্রতীহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রতীহারী সাতিশয় ভীত হইয়া সম্বদ্ধ করপুটে কহিল, মহারাজ! রাজ্ঞী আজ নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া ক্রোধাগারে ধরাসনে শয়ন করিয়াছেন।

শ্রবণমাত্র দশরথ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া শশব্যস্তে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্যান্য মহিষীদিগের অপেক্ষা কৈকেয়ীকেই সমধিক প্রীতির সহিত দেখিয়া থাকেন এবং তদীয় ভুবনবিখ্যাত রূপেও গুণে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে ক্ষণকালের নিমিত্তও তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। কৈকেয়ীর মলিন বদন ও মলিন বেশ দেখিলে, তাঁহার অসুখের আর সীমা থাকিত না। অধুনা সেই প্রাণসমা প্রিয়তমারে ছিন্ন লতার ন্যায়, সুরলোক-পরিভ্রষ্টা সুরকামিনীর ন্যায়, বাগুরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায়, বাণবিদ্ধ করেণুকার ন্যায় ও দেহধারিণী মায়ার ন্যায় ধরাসনে শয়ান দেখিয়া চকিত নয়নে স্নেহভরে মনে মনে কহিতে লাগিলেন; একি! আজি প্রিয়তমার এমন ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? যিনি দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, আজি সেই কমলনয়নার কোমলাঙ্গ কি কা-

রণে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে? বুঝি কোন অচি-ন্তনীয় মহৎ অনিষ্টের সংঘটন হইয়া থাকিবে। তাহা না হইলে অকস্মাৎ এমন শোচনীয় ঘটনার সম্ভব কি; যাহা হুউক, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করি।

রাজা দশরথ মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া কোমলাঙ্গী কামিনীর কলেবরে কর পরামর্শন করিতে লাগিলেন, এবং প্রণয়পূর্ণ মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করি-লেন, প্রিয়ে! আজি কি কারণে তোমার কোমলাঙ্গ ভূতলে চিলুণ্ঠিত হইতেছে? ইতিপূর্ব্বে তোমার যে সহাস্য বদন সৌন্দর্য্য গর্ব্বে শারদীয় সুধাংশুকেও তিরস্কার করিয়া থাকিত, চন্দ্রাননে! বল দেখি, সেই মনোমোহিনী মুখমাধুরী আজি কি জন্য এতাদৃশ শোচ-নীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে? কি নিমিত্তই বা তোমার নয়নসরোবর উচ্ছ্বলিত হইতেছে? তোমার সেই দর্শন-চাতুরী, সেই মধুরালাপ, সেই বিলাস, সেই বিভ্রম, সব কোথায়? প্রেয়সি! তোমার এরূপ অভাবনীয় ভাবা-ন্তর দেখিয়া আমার মন প্রাণ একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার কি কোন শারীরিক অসুখ হুইয়াছে? কোন প্রিয়জনের বিরহ বা অপ্রিয়-সংঘটন ত হয় নাই? অথবা তোমার কোপানল প্রজ্ব-লিত করিয়া জ্বলন্ত অনলে কেহ কি আত্ম সমর্পণ করিতে বাসনা করিয়াছে? নতুবা অকস্মাৎ আজি এমন অচিন্তীয় অবস্থান্তরের কারণ কি? চারুশীলে!

কোন উপকারী জনের কি অপকার করিতে বাসনা করিয়াছ? না কোন অপকারী জনের অপকার করিতে অভিলাষ হইয়াছে। বল, কোন্ নিরপরাধীকে বিনাশ ও কোন্ অপরাধীকে মুক্ত করিতে হইবে? কোন্ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং সম্পন্নকেই বা অসম্পন্ন করিতে হইবে? অথবা অন্য কোন অসাধ্য সাধন করিতেও যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, বল, আমি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা সম্পাদন করিব। প্রিয়ে তুমি কি জাননা? রাজা দশরথ কেবল নামেই পৃথিবীর পতি; ফলতঃ তাহার মন প্রাণ কেবল তোমার প্রেমরজ্জুতেই বাঁধা রহিয়াছে। দেখ, আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল হইবে না, এরূপ আশঙ্কা কখনই করিও না। আমি স্বোপার্জ্জিত সুকৃতি দ্বারা শপথ করিতেছি। তোমার যেরূপ ইচ্ছা, আমি তাহাই করিব। আমি এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর। সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দ্রাবিড়, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী ও কোশল সমুদায় রাজ্যই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে যে সকল পদার্থ অভিলাষের যোগ্য বল, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি। যেমন ময়ূখমালী স্বীয় ময়ূখজালে নীহারকে বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে নির্ম্মূল করিব।

একাদশ অধ্যায়।

—০::*::০—

কৈকেয়ী কামার্ত্ত রাজা দশরথের মুখনিঃসৃত অভিপ্রায়ানুরূপ প্রীতিকর বাক্যে সম্যক্ আশ্বস্ত ও অধিকতর প্রীত হইয়া অকরুণ রূপে কহিতে লাগিলেন, না মহারাজ। কেহ আমাকে অবমাননা করে নাই। এবং কেহ আমাকে তিরস্কারও করে নাই। আমি মনে মনে একটি সঙ্কল্প করিয়াছি; তাহা আপনাকে সিদ্ধ করিতে হইবে। যদি আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া আমার মনোরথ সফল করিবার অভিলাষ করিয়া থাকেন, আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞা পাশে বদ্ধ হন, নচেৎ কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

বৃদ্ধ বয়সে লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়। রাজা দশরথ মহিষীর প্রতারণা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলেন না। রাজমহিষী যে সর্ব্বনাশের ব্যাপার অনুষ্ঠান করিবেন, রাজা তাহার অগ্রপশ্চাৎ কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না। তিনি প্রিয়তমার কথা শুনিয়া ঈষৎহাস্য করিয়া তাঁহার মস্তক ধরাসন হইতে আপনার উৎসঙ্গে

লইয়া অকাতরে কহিতে লাগিলেন, অয়ি সৌভাগ্যমদ-গর্ব্বিতে! তুমি কি জান না, রাম ব্যতীত তোমা অপেক্ষা জগতে আর কেহই আমার প্রিয় নাই। আমি সেই জীবনের অবলম্বন রাজীবলোচন প্রাণাধিক রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি; বল, কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে তুমি এত শোকাকুল হইয়াছ। প্রাণাধিকে! যিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও নয়নের অন্তরাল হইলে, সংসার শূন্য প্রায় দেখিয়া থাকি, যাঁহার সহাস্য বদন দেখিলে ও যাঁহার অমৃতময় বচনবিন্যাস শ্রুতিগোচর হইলে, আমার চিত্ততরি অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে, সেই জীবনানন্দবর্দ্ধন আমার রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি। যাহাতে তোমার চিত্ত প্রসন্ন হয়, যাহাতে তোমার অভিলাষ সফল হয়। অধিক কি তুমি যাহা বলিবে, আমি এই দণ্ডেই তাহা সম্পাদন করিব।

রাজা দশরথ এইরূপে অঙ্গীকৃত হইলে, অসাধুদর্শিনী কৈকেয়ী অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইলেন। এবং মনে মনে বিপুল হর্ষ লাভ করিয়া কপট রোদন সংবরণ পূর্ব্বক কৃতান্তের ন্যায় কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! যে আপনি শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বরদানে প্রতিজ্ঞা রূঢ় হইলেন। ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা তাহা শ্রবণ করুন। চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি দশ দিক্ আকাশ এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা কুলদেবতা গন্ধর্ব্ব রাক্ষস উরগ পতগ কিন্নর এবং অপরাপর প্রাণিসমুদায়ও তোমার

এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন যে, এক জন সত্য-প্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাজা আমাকে বরদান করিতেছেন। ক্রূরনিশ্চয়া কৈকেয়ী স্বকার্য্যের স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ এইরূপ ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া কহিলেন, মহারাজ! একবার দেবাসুর-সংগ্রামের কথা স্মরণ করিয়া দেখুন। ঐ যুদ্ধে অসুরেশ্বর শম্বর আপনাকে প্রাণে বিনাশ করিতে পারিয়াছিল না, বটে, কিন্তু তাহার প্রতাপবলে আপনি নিতান্ত বলহীন হইয়া রণ-ক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন। আমি নানা-প্রকার জাগরণক্লেশ সহ্য করিয়া সবিশেষ যত্ন সহকারে আপনাকে সমর হইতে অপসারিত ও রক্ষা করিয়াছিলাম। তজ্জন্য আমার প্রতি পরিতোষ লাভ করিয়া আপনি আমায় দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তখন আমি কহিয়া-ছিলাম; নাথ! এখন আমার প্রয়োজন নাই। যখন প্রয়োজন হইবে তখনই লইব। মহারাজ! এখন আমার প্রয়োজন উপস্থিত। আমি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি আমার মনোরথ পূরণ না করেন; নিশ্চয় জানিবেন, তাহা হইলে এই অপমানে অপমানিত হইয়া আমি আপনার সমক্ষেই প্রাণ ত্যাগকরিব।

রাজমহিষী কৈকেয়ীর রূপলাবণ্য যেমন অলোকসামান্য ও অতিশয় মনোহর ছিল। রাজাও তেমনি অনঙ্গপরায়ণ ছিলেন। সুতরাং রাজ্ঞী স্বীয় সৌন্দর্য্যবলে রাজাকে

এরূপ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিলেন, যে প্রিয়তমা কৈকেয়ী ভিন্ন সংসার মধ্যে তিনি প্রিয়তম আর কিছুই দেখিতেন না। তিনি মহিষীর বাক্যশ্রবণমাত্র অমনি সরল হৃদয়ে কহিলেন, প্রিয়তমে! দুইটি বর বলিয়া কি, আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ধন, পরিজন, সমুদায়ইত তোমার। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে। তুমি যাহা চাহিবে, নির্ম্মল চিত্তে কহিতেছি, আমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।

সত্যপরায়ণ রাজা দশরথ সত্যপালনার্থ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া আত্মবিনাশার্থ অপরিচ্ছেদ্য মৃত্যুপাশে নিবদ্ধ হইলেন। তখন পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী আপনার মনোভিলাষ ফলোন্মুখ দেখিয়া উল্লসিত মনে কহিলেন, মহারাজ! যদি অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন, তবে আমায় যে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার একটীতে আমার ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করুন; আর একটিতে রাম চীর চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বিবেশে কাল যাপন করুক। মহারাজ! আপনার ন্যায় সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ জগতে আর দুটি নাই। এক্ষণে আপনি স্বকৃত প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া সত্যধর্ম্ম ও চিরবিশুদ্ধ বংশমর্য্যাদা প্রতিপালন করুন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—০ঃঃ*ঃঃ০—

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় নিস্তব্ধ ভাবে রহিলেন। তৎপরে দশ দিক শূন্য দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি! আমার রাম কৈ? আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম। না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহ বিশেষের আবেশ না, আমার মনেরই বাস্তবিক কোন বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দশরথ হা! হতোস্মি! হা রাম! কি শুনিলাম! এই বলিয়া ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, চেতনা সঞ্চার হইলে, তাঁহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত, মস্তক ঘূর্ণিত ও নয়নসরোবর প্রবল বেগে উচ্ছ্ব-লিত হইতে লাগিল। তখন তিনি কি করিবেন, কি কহি-বেন, কিছুই স্থিরতর করিতে না পারিয়া ব্যাঘ্রীদর্শনে মৃগেন্দ্রের ন্যায় মুহুর্মুহু দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। এবং গলদশ্রু লোচনে

আকুল বচনে নানাবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম, এমন সুখের সময় যে এমন প্রাণা-স্তিক বিপদ উপস্থিত হইবে, এমন আহ্লাদের সময় যে বিনা মেঘে প্রবল বেগে বজ্রাঘাত হইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। হায়! এমন সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াও আমার হৃদয় যে এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না; আমি এখনও কেন জীবিত রহিয়াছি। যদি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতাম; যদি হিতা-হিত বিবেচনা করিয়া দুষ্পরিহার্য্য প্রতিজ্ঞাসূত্রে নিবদ্ধ হইতাম, তাহা হইলে এরূপ অভাবনীয় ভয়াবহ সঙ্কটে আমাকে আর পতিত হইতে হইত না। এইরূপ বলিতে বলিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর আবার অবসন্ন হইয়া আসিল। নয়ন যুগল হইতে অনিবার্য্য বেগে বারিধারা পড়িতে লাগিল। মন্ত্রবলে যন্ত্রমণ্ডল নিরুদ্ধ মহাবিষ আশী-বিষের ন্যায় সামর্ষচিত্তে "হা ধিক" এই বলিয়া তিনি শোকভরে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত ও ভূতলশায়ী হইলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ হইলে দশরথ দুর্ব্বিষহ দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন রোষা-বিষ্ট মনে কহিতে লাগিলেন, অয়ি কুলকলঙ্কিনি কৈকেয়ি! অয়ি পাষাণহৃদয়ে! অয়ি পাপীয়সি! তোমার মনে কি এই অভিসন্ধি ছিল। রাম জন্মাবচ্ছিন্নে একদিনের তরেও ত

তোমার কখন অপকার করেন নাই। রাম আপনার জননীর ন্যায় প্রতিনিয়ত তোমার সেবা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি কারণে তাঁহার সর্ব্বনাশের উপক্রম করিয়াছ। হায়! আমি রাজমহিষী ভাবিয়া আত্মবিনাশার্থ এত কাল কি তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীকে গৃহে রাখিয়াছিলাম। চন্দনলতা ভ্রমে এতকাল কি বিষলতায় জলসেক করিয়াছিলাম। হায়! হায়! অয়ি কুলনাশিনি! অয়ি পাষাণহৃদয়ে! যিনি আপনার জননীর ন্যায় প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, যিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ; সেই জীবনসর্ব্বস্ব, সেই সরলাত্মা, সেই প্রাণাধিক বৎস রামচন্দ্রকে শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বনে বিসর্জন দিয়া তুমি কি প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকিবে। তোমার মন কি কাতর হইবে না। তোমার পাষাণহৃদয়ে কি কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হইবে না; তোমার লৌহময় হৃদয়ে কি দয়া মায়া মমতা একেবারেই বিলীন হইয়া যাইবে। রাম আমার জীবন; এই সসাগরা সদ্বীপা ধরায় যত প্রকার প্রিয়বস্তু আছে; রাম আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর; রাম আমার প্রাণ হইতেও সমধিক স্নেহের পাত্র। আমি, এমন প্রাণপ্রতিম রাজীবলোচন রামকে কোন্ প্রাণে কোন্ অপরাধে অরণ্যবাসী করিব। আমি, কৌশল্যা সুমিত্রা ও সাম্রাজ্য, অধিক কি এ জীবনকেও তৃণবৎ পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু রামচন্দ্রকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। বরং সূর্য্য বিরহে জীবগণের

অবস্থান সম্ভবে। সলিল বিরহেও শস্য থাকিতে পারে। কিন্তু আমার রাম বিচ্ছেদে দেহে কখনই প্রাণ থাকিবে না। দেবি! প্রাণেশ্বরি! তোমার পায়ে ধরি, তুমি এ পাপ সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। তোমায় মিনতি করি, তুমি এই অনর্থকারিণী পাপবুদ্ধি হইতে বিরত হও, এ সর্ব্বনাশের কথা আর মনেও করিও না।

মহিষি! তুমি কত দিন আমার নিকট কহিয়াছ যে, রাম কৌশল্যা অপেক্ষা আমাকেই সমধিক ভক্তি ও সমাদর করিয়া থাকেন, এবং রামই সকলের অপেক্ষা স্বভাবসুন্দর ও সুধার্ম্মিক। বল দেখি, তুমি সেই প্রাণাধিক বৎসের নৈসর্গিক হাস্যমিশ্রিত অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া কি রূপে কোন্ প্রাণে অকরুণা কামিনীর ন্যায় তাঁহাকে নিবিড় অরণ্যে বিসর্জ্জন করিবে। ভাল, তুমিই কেন বিচার করিয়া দেখ না; আমার রাম দুগ্ধকণ্ঠ, অতি শিশু ও সুকুমারশরীর এখন কি তাহার বনবাসের সময়। এখন কোথা আমরাই সৎপুত্রের হস্তে সাম্রাজ্য ভার অর্পণ করিয়া বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক শান্তি সুখ কামনায় অরণ্যবাসে কালাতিপাত করিব। না তুমিই পাষাণহৃদয়ার ন্যায় প্রাণাধিক বৎসের বনবাস কামনা করিতেছ। আর দেখ দেখি, তোমার এ অভিলাষ কতদূর অসঙ্গত। এই ইক্ষাকুবংশে জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের

কদাচ রাজ্য লাভ হয় নাই। আজ তোমার দুর্নীতি বশতঃ সেই গুণশ্রেষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজীবলোচনকে বনবাসে বিদায় দিয়া কনিষ্ঠ ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিলে, লোকে আমায় কি বলিবে। তোমাকেই বা কি কহিবে। তোমার পুত্র ভরত হইতে রাম সহস্রগুণে তোমার সেবা করিয়া থাকেন। রাম যেমন একান্ত চিত্তে ও ভক্তিভাবে তোমার সেবা সম্মান ও নিদেশ পালন করিয়া থাকেন, এমন কি আর অন্য দ্বারা হইবে। রাম নির্ম্মল মনে সকল লোককে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রিয়কার্য্যে দেশবাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তিনি সত্য ব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগণকে সেবায় গুরুজনদিগকে এবং শরাসনে শত্রুগণকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সত্য, সৌজন্য, তপ, মিত্রতা, বিশুদ্ধাপর, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা সমস্ত গুণই রামে বিদ্যমান আছে। সেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী দেবসঙ্কাশ প্রাণাধিক রামের এই রূপ বনবাসদুঃখ তুমি কি রূপে প্রার্থনা করিতেছ। যিনি প্রিয় বাক্যে পরিজনকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, যাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ মনে হইলেও প্রাণান্তিক বেদনা উপস্থিত হয়। কৈকেয়ি! আজি তোমার অনুরোধে সেই প্রাণপ্রতিম রামকে কোন্ প্রাণে কি প্রকারে এই নিদারুণ কথা কহিব। যিনি ক্ষমার আধার ও সদ্‌গুণের আকর, ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। যাঁহার শরীরে হিংসা

কি দ্বেষের লেষমাত্র লক্ষিত হয় না। হায়! সেই জীবনদুর্ল্লভ জীবনের জীবন রাজীবলোচনকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বিদায় দিয়া আমার দেহ কি আর সজীব থাকিবে। দেবি! দেখ, আমি এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার চরম কাল উপস্থিত। আমি এমন শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমার নিকট এত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি। আমাকে দেখিয়া তোমার হৃদয়ে কি অণুমাত্রও করুণার উদ্রেক হয় না? কৈকেয়ি! এই সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর মধ্যে তুমি আর যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব। কি ধন কি পরিজন কি রাজ্য কি ঐশ্বর্য্য সকলই তোমাকে দান করিতেছি। অধিক কি, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও তোমার সন্তোষ হয়। আমি তাহাতেও প্রস্তুত আছি। প্রাণেশ্বরি। আমি কর যোড়ে বলিতেছি, তুমি এ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। তোমার চরণে পড়িয়া ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর, দেখিও যেন নির্দ্দোষকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহীপাল দশরথ এইরূপে শোকসাগরে নিমগ্ন ও যৎপরোনাস্তি আকুল হইয়া প্রিয়তমার নিকট বিস্তর পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কখন মূর্চ্ছিত ও তাঁহার মস্তক কখন ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। কখন এই দুঃসহ দুখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজার এতাদৃশ

প্রাণান্তিক কষ্ট দেখিয়াও কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ীর কঠো-রান্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। বরং পাদাহত বিষধরীর ন্যায় তাঁহার চিত্ত একেবারে কোপানলে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক দশরথকে বহুতর ভৎর্সনা করিয়া অকরুণ রচনে কহিতে লাগিলেন, সে কি মহারাজ! এই কি আপনার ধর্ম্ম। পূর্ব্বে বর দান করিয়া যদি আপনাকে আবার অনুতাপ করিতেই হইল। তবে পৃথিবী মধ্যে আপনার ধার্ম্মিকতাই বা কি রূপে রক্ষা পাইবে, আপ ার সত্যবাদিতাই বা কি প্রকারে প্রচার হইবে। আপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক দুইটি বর প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তদনুসারে আমি আপনার অভিমত প্রার্থনা করিয়াছি, ইহাতে আমার দোষ কি? বলুন, দেখি, পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন যদি তাহা প্রতিপালন না করেন, রাজর্ষিগণ আপনার সহিত সমবেত হইয়া যখন আমার বর দানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন,তখন তাঁহাদিগের প্রশ্নে আপনি কি উত্তর দিবেন। আমি যাহার প্রযত্নে জীবন পাইয়াছি, যে নানা প্রকারে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছে, সেই প্রাণাসমা কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারি-নাই; তাঁহাদিগের সমক্ষে এমন লজ্জার কথা বলিতে কি আপনার কষ্টবোধ হইবে না। মহারাজ! স্বকৃত অঙ্গী-কার পালন না করা নিতান্ত নিকৃষ্টজনের কার্য্য। দেখুন,

মহীপাল শৈব্য (১) এই সত্য ধর্ম্মে নিবদ্ধ হইয়া শরণাগত কপোতের রক্ষার্থ শ্যেণকে আপনার মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ অলর্ক এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষুদিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন। স্রোতস্বতীপতি সমুদ্র দেবতাদিগের প্রার্থনায় অদ্যাপি তীরভূমি উল্লঙ্ঘন করেন না। নরনাথ! এ সকল দৃষ্টান্ত কি কখন আপনার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই? আপনি কোন্ সাহসে এমন অকার্য্যে সম্মুখীন হইতে অভিলাষ করিতেছেন। কোথা অন্য কেহ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে,আপনি তাহার সমুচিত শাস্তিবিধান করিবেন, না নিজেই সেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ দুরূহ কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে এত চঞ্চল হইয়াছেন। মহারাজ! আপনার নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত। দেখুন দেখি,

(১) একদা দেবরাজ ইন্দ্র ও অগ্নি মহীপাল শৈব্যের দানশীলতা ও উদারতা পরীক্ষার নিমিত্ত শ্যেণ ও কপোতের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। মহারাজ শৈব্য শ্যেণভয়ে ত্রাসিত কপোতকে অভয় দিয়া আপনার গৃহে রাখেন। ঐ সময় শ্যেণ আসিয়া কহিল. মহারাজ! কপোত আমার খাদ্য, আপনি উহাকে পরিত্যাগ করুন। শৈব্য কহিলেন, আমি যখন কপোতকে অভয়প্রদান করিয়াছি. তখন আমি প্রাণান্তেও উহাকে তোমার গ্রাসে নিপাতিত করিতে পারিব না। বরং ইহার প্রতিনিধি স্বরূপ আমার শরীরের মাংস প্রদান করিতে পারি। মহীপাল শৈব্য এই বলিয়া অকাতরে আপনার মাংস সমুদায় ঐ পক্ষিরাজ শ্যেনকে প্রদান করিলেন।

এতকাল যে আপনি অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক, সত্যপরায়ণ, ও সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া সাধুসমাজে আত্মপ্রশংসার পরিচয় দিতেন, প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন প্রতিপালন না করিলে, আপনার সে সত্যবাদিতা, সে ধার্ম্মিকতা, সে স্থিরপ্রতিজ্ঞতা সমুদায়ই যে আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক হইয়া উঠিবে। এত দিনের পর জানিলাম, মহারাজ! আপনি বাহিরেই কেবল সত্যবাদী, বাস্তব, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আপনার ন্যায় মিথ্যা-বাদী, আপনার সদৃশ অধার্ম্মিক অন্য এক জন পাওয়া ভার। ভাল আপনিই কেন বিচার করিয়া দেখুন না। আপনি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশের কোন্ রাজা আপনার ন্যায় স্বকৃত প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া দুরপনেয় দুষ্কৃতি পঙ্কে আপনাকে লিপ্ত করিয়া-ছেন? অতএব নরনাথ! যদি অধর্ম্ম ভয় থাকে, এমন কার্য্য কদাচ করিবেন না; এমন পাপসঙ্কল্প কখন মনেও স্থান দিবেন না। যখন ধর্ম্ম-সমক্ষে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন অবশ্য আমার অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে হইবে। মহারাজ! অধিক কি, যদি আমার অভিলষিত সম্পাদন না করিয়া আজ রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন,নিশ্চয় কহিতেছি। আমি আপনার সমক্ষে এই দণ্ডেই বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। সপত্নীপুত্র রাজা হইবে, আর আমার প্রাণের ভরত চিরকাল তাহার দাস হইয়া থাকিবে; আমি প্রাণ

থাকিতে কদাচ দেখিতে পারিব না। যদি আমাকে এক দিনের নিমিত্তও সপত্নীর সম্মান দেখিতে হয়, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতিনী হইব। আমি প্রাণাধিক ভরতকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, রামের বনবাস ভিন্ন কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না।

কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। বৃদ্ধ রাজা দশরথের এতাদৃশ প্রাণান্তিক বিলাপেও তাঁহার হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। রাজা কৈকেয়ীমুখে এই বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মন প্রাণ বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় একান্ত অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যালাপও করিলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই পাপসঙ্কল্প ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, পরিশেষে হা রাম! হা হতোস্মি বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন, ঐ সময় তাঁহাকে বিকৃতচিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বিকারগ্রস্থ রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি গলদশ্রু লোচনে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া করুণ বচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি জন্মাবচ্ছিন্ন তোমার মুখে এরূপ অপ্রিয় কথা কখন শ্রবণ করি নাই। আজ কেন তুমি

এমন সর্ব্বনাশের কথা কহিলে। তোমায় এ সর্ব্বনাশের বুদ্ধি কে দিল। কোন্ দুরত্মা, কোন্ পাষাণহৃদয় এমন অসৎ বিষয়কেও সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। তুমি এ স্বার্থশালিনী বুদ্ধি, এ অনর্থকারিণী মন্ত্রণা কোথায় পাইলে। হায়! যদি এই মুহূর্ত্তেই এই দণ্ডেই আমার প্রাণবিয়োগ হইত, তাহা হইলে আর আমাকে এরূপ লোমহর্ষণ বিষম সঙ্কটে পতিত হইতে হইত না। হা বিধাতঃ! হা দগ্ধবিধে! তোমার মনে কি এই ছিল। তুমি এ নরাধমের, এ পাষাণহৃদয়ের ললাটে পরিশেষে কি এই লিখিয়া রাখিয়া ছিলে। হায়! আমি কেমন করিয়া দুরাত্মার ন্যায় নির্দ্দয় নিশাচরের ন্যায় এমন নিদারুণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে "রাম! তুমি আজি চীরচর্ম্ম পরিধান করিয়া তপস্বি বেশে নিবিড় অরণ্যে গমন কর" এই সর্ব্বনাশের কথা মুখের বাহির করিব। হা বৎস রামচন্দ্র! হা সূর্য্যবংশাবতংস! হা রঘুকুলপ্রদীপ! হা জীবনসর্ব্বস্ব রাজীবলোচন! হা হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! হা পিতৃবৎসল রাম! এই পাষাণহৃদয় হইতেই তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। এই হতভাগ্য দুরাচার দশরথই তোমার দুঃখের একমাত্র কারণ। এই নৃশংস রাক্ষসের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমাকে এখন নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইল।

এইরূপ বলিতে বলিতে পুত্রবৎসল মহীপাল দশরথ

"হা রাম! হা হতোস্মি" বলিয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে চেতনা সঞ্চার হইলে রাজা ক্ষণকাল কৈকয়ীর প্রতি আরক্ত লোচনে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা সঞ্জাত রোষাবেগ সহকারে কৈকেয়ীকে নানা প্রকার তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! আঃ পুত্রঘাতিনী কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ি! তুই যে পরিশেষে আমারএরূপ সর্ব্বনাশ করিবি; তুই যে পরিনামে আমার এত দুর্দ্দশা ঘটাইবি, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। হায়! আমি এতকাল স্বর্ণলতাভ্রমে বিষলতা আশ্রয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। এত কাল পিজূষভ্রমে হলাহল বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া ছিলাম। রাজকন্যাভ্রমে রাক্ষসী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া এতকাল রক্ষণা বেক্ষণ করিয়া ছিলাম। তুই রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিস্ বটে, কিন্তু তোর আচরণ রাক্ষসী অপেক্ষাও অনন্তগুণে অধম। তুই নির্দ্দয় নিশাচরীর ন্যায় আচারনিষ্ঠুরা চণ্ডালিনীর ন্যায় হৃদয়-বিদারণ ও লোমহর্ষণ মায়াজাল বিস্তার করিয়া আমার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। রে পতিঘাতিনী কেকয়কুলপাংশুলে! স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা, ভয়, দয়া, মমতা, করুণা সকলই কি তোর পাষাণ হৃদয় হইতে একবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে? আমি কি কেবল অরণ্যেই রোদন করিলাম। আমি বারং বার এত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম; পাপীয়সি! তোর

পাষাণময় হৃদয়ে তোর বজ্রময় অন্তঃকরণে কি কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। তুচ্ছ রাজ্য লোভে এমন গুণের পুত্র রামচন্দ্রের মুখপানেও চাহিলি না। হায়! যখন আমি বৎসকে কহিব, রাম! তুমি রাজা না হইয়া জটাভার ধারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত অরণ্যে গমন কর। আহা! আমার এই নিদারুণ কথা শুনিয়া রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় বাছার সহাস্য বদন সহসা বিবর্ণ হইয়া যাইবে। রে পতিঘাতিনি! বল্ দেখি! আমি কিরূপে কোন্‌প্রাণে সেই প্রাণপ্রতিম সেই জীবনসর্ব্বস্ব, সেই প্রিয়দর্শন রামচন্দ্রের মলিন বদন দেখিব। যখন বৃদ্ধেরা আসিয়া আমাকে রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কোন্ প্রাণে কহিব, কৈকেয়ীর মনস্তুষ্টি সাধনজন্য আমার জীবনসর্ব্বস্বকে নিবিড় অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়াছি! হায়! আমি স্বপ্নেও জানি না, যে চিরকাল ধর্ম্মানুসারে রাজধর্ম্ম পালন করিয়া, চিরকাল যথানিয়মে মনুজধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আমার শেষ দশায় এমন অধর্ম্ম, এমন নিদারুণ মনস্তাপ ঘটিবে। রে অদৃষ্ট! এত কালের পর শেষ দশাতে এইকালসর্পিণীর কুমন্ত্রণায় আমাকে অভূতপূর্ব্ব বিষম কাণ্ড সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতে হইল। রে পতিঘাতিনী রাক্ষসি! রে বিনয়বধিরে কৈকেয়ি! আমি তোর পায়ে ধরি; মিনতি করিয়া ভিক্ষা করিতেছি; না হয় কেবল রাজ্যই প্রার্থনা কর্; আমার রামের সর্ব্বনাশের কথা আর মুখাগ্রেও আনিস্ না।

জগতে পুত্র অপেক্ষা প্রিয়তম আর কি আছে। সংসারের মধ্যে সন্তানের অপেক্ষা ভালবাসার বস্তু আর কি আছে। আমি পিতা হইয়া, সেই প্রাণপ্রতিম সেই জীবনসর্ব্বস্ব পুত্ররত্নকে কেমন করিয়া কোন্‌প্রাণে পিতৃহীনের ন্যায় অনাথের ন্যায় নির্জন কাননে বিসর্জন দিব। আমি এমন দুরূহ কার্য্য কখনই করিতে পারিব না। আমি এমন সর্ব্বনাশের কার্য্যে কখনই প্রবৃত্ত হইব না। রে পাপীয়সি! তুই মনে করিয়াছিস, যে রাজজননী হইয়া সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবি; কিন্তু তোর এ আশা কখনই সফল হইবার নহে। আমি ভরতের স্বভাব জানি। আমি ভরতকে রাম অপেক্ষাও স্বভাবসুন্দর ও সুধার্ম্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি, তিনি যে বয়োজ্যেষ্ঠ রামকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক রাক্ষসী-জননীর দুরভিসন্ধি সম্পাদন করিবেন, কিছুতেই ইহা সম্ভব হয় না।

কৈকেয়ী শুনিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যতই কেন বলুন না। আমার চিত্ত কিছুতেই ভিত বা বিচলিত হইবার নহে। যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া দুষ্পরিহার্য্য সত্যপাশে নিবদ্ধ হইয়াছেন, তখন আপনাকে অবশ্যই আমার অভিলাষ সিদ্ধ করিতে হইবে। মহারাজ! আপনাকে অধিক আর কি কহিব, আমি নিশ্চয় বলিতেছি। কৈকেয়ীর এ প্রার্থনা প্রাণান্তেও অন্যথাভূত হইবে না।

রাজা দশরথ পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলেন, যদি কাতর-বচনে না হইল, কোপপ্রকাশ করিলে, অবশ্যই কৈকেয়ীর চিত্ত সৎপথে যাইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন, পাষাণময়ীর হৃদয় কিছুতেই দ্রব হইবার নহে; তখন একেবারে হতাশ হইয়া "হা বৎস রামচন্দ্র! এমন সুখের সময় তোমার এরূপ দুর্গতি ঘটিবে, কখন স্বপ্নেও জানিনা" এই বলিয়া বাতাভিহত তরুর ন্যায় পুনরায় ভূতলে পতিত হইলেন, এবং কি করিলেন, কি বলিবেন, কিছুই স্থিরতর করিতে না পারিয়া কেবল হা রাম! বলিয়া অনিবার্য্য বেগে অশ্রুবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সংসার শূন্য ও কেবল জীর্ণ অরণ্যপ্রায় দেখিয়া আকুল হৃদয়ে ও করুণ স্বরে কহিলেন, হা বৎস রামচন্দ্র! বিধাতা তোমার ললাটে কি এত দুঃখই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। হায়! যদি এই মুহূর্ত্তেই আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ পাই। রে শ্রবণ! এমন সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া এখনও বধির হও নাই। রে হতভাগ্য চক্ষু! তুমি কোন্‌প্রাণে আমার প্রাণপ্রতিম রামচন্দ্রের বন প্রবেশ দেখিবে। রে জীবন! তুমি যে এখনও বহির্গত হও নাই। আর কি সুখে এ দুরাত্মার দেহে অবস্থান করিতেছ। রে বজ্র! আমার পাষাণময় হৃদয়ে পড়িয়া কি তোমার বজ্রত্বও বিনষ্ট হইয়া গেল। নতুবা আমার হৃদয় এখনও যে বিদীর্ণ হইতেছে না। রে মৃত্যু! কালে কি তোমারও মৃত্যু হইল।

এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথ দীন নয়নে ও কাতর বচনে কৌশল্যাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, অয়ি পতিদেবতে কৌশল্যে! অয়ি প্রিয়বাদিনি প্রেয়সি! এখানে যে তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে; কিছুই জানিতে পার নাই। তুমি এতকাল সেবায় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যকথায় সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, হিতোপদেশে ভগিনীর ন্যায় ও স্নেহপ্রদর্শনে জননীর ন্যায় যাহার অনুবৃত্তি করিয়া আসিতেছ; সেই হতভাগ্য দশরথ আজ মায়াবিনী কালসর্পিনী কৈকেয়ীর কপটবাক্যে বিমোহিত হইয়া তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব রাজীবলোচনকে অনাথের ন্যায় গহন কাননে বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে। আহা! প্রিয়ে! তুমিই যথার্থ পতিপ্রাণা ও একান্ত শুদ্ধচারিণী; তুমি নিরন্তর আমার শুভানুধ্যান করিয়াথাক, কিন্তু, আমি এ পাপীয়সী নিশাচরীর ভয়ে একদিনের জন্যও তোমাকে সুখী করিতে পারি নাই; আবার এখন দুরাত্মার ন্যায় অনায়াসে তোমার সর্ব্বনাশ করিতেও উদ্যত হইয়াছি। তুমি এমন দুরাচারের, এমন পাষাণ-হৃদয়ের, এমন নরাধমের, এমন হতভাগ্যের মুখাবলোকন আর করিও না। মাদৃশ মহাপাতকীর মুখ দেখিলে তুমি নিশ্চয়ই অপবিত্র হইবে। অথবা আমিই ভবাদৃশী পতি-প্রাণা রমণীর নামগ্রহণে অধিকারী নহি। আমার ন্যায় মহাপাতকী নামগ্রহণ করিলে, নিঃসন্দেহ তোমার পাপ-

স্পর্শ হইবে। আমি যখন এমন গুণের পাত্র রাজীব-লোচনকে রাক্ষসের ন্যায় অনায়াসে গহন কাননে বিদায় করিতে উদ্যত হইয়াছি; তখন এ জগতে আমার ন্যায় মহাপাতকী ও আমার ন্যায় নৃশংস আর কে আছে। অয়ি শুদ্ধচারিণী সুমিত্রে! অয়ি বধূ জানকি! এই পাষাণময় নৃশংস নিশাচর হইতে পরিণামে তোমাদের যে এরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইবে, ইহা তোমারা স্বপ্নেও জান নাই। নিঃসন্দেহ দশরথের হৃদয় বজ্রলেপময়; তাহা না হইলে, এমন সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না কেন? অথবা বিধাতা জানিয়া শুনিয়াই আমার হৃদয় পাষাণময় ও বজ্রের ন্যায় এমন কঠিন করিয়াছেন, নতুবা অনায়াসে এরূপ নিষ্ঠুর ও লোমহর্ষণ কার্য্য করিতে পারিব কেন?

হায়! হায়! আমি কি মহাপাতকী, আমি কি নির্দ্দয় নিশাচর; আমি কি নৃশংস চণ্ডাল! জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সাহসী হয় নাই; অচারনিষ্ঠুরা রাক্ষসীর কুমন্ত্রণায় আমি সেই দুরূহ কার্য্য করিয়া জগদ্বিখ্যাত পবিত্র ইক্ষ্বাকুবংশকে অভিনব কলঙ্কপঙ্কে নিমগ্ন করিলাম। হা! পাপীয়সী কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ি! আমার মরণ ও রামের নির্ব্বাসন শুনিয়া পতি-প্রাণা জানকীর দেহে কি আর প্রাণ থাকিবে? হিমাচলে কিন্নরবিরহিতা কিন্নরীর ন্যায় শোকে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া বৈদেহী নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিবেনএবং

যখন আমি তাঁহারে অশ্রুজল মোচন ও রাজীবলোচনকে নিবিড় অরণ্যে গমন করিতে দেখিব, তখন আমাকে আর মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে হইবে না; সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া ভরতের সহিত রাজ্যপালন করিবে। লোকে যেমন দৃষ্টিপ্রিয়া মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বলিয়া বোধ করে, সেইরূপ আমি এত-কাল বাহ্য আকারে তোমাকে সতী বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিলাম, অবনীতলে তোমার ন্যায় অসতী আর দুইটী নাই। ব্যাধেরা যেমন সঙ্গীতস্বরে বিমোহিত করিয়া নির্দ্দোষ মৃগগণের প্রাণ বিনাশ করে, তুমিও সেইরূপ বৃথা কথায় এতকাল আমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া এখন আমার প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ। হায়! হায়! আমি অসতী কামিনীর অচিন্তনীয় মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া ইহ লোকে যারপর নাই অকীর্ত্তিভাজন ও পরলোকে দুরপনেয়-নরকগামী হইলাম। অতঃপর ভদ্রলোকেরা সুরা-পায়ী বিপ্রের ন্যায় নীচাশয় বলিয়া আমাকে নিশ্চয় তিরস্কার করিবেন।

হা! বিধাতঃ! বরদানে অঙ্গীকৃত হইয়া শেষ দশায় আমাকে এমন সর্ব্বনাশের কথাও সহ্য করিতে হইল। জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় আমাকে এরূপ অসহ্য বেদনাও অনুভব করিতে হইল! আহা! কৈকেয়ি! আমি এত কাল তোমাকে লইয়া কতই আমোদ, কতই আহ্লাদ, ও কতই বা আনন্দ করিয়াছিলাম; কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ

মৃত্যু ; তাহা আমি স্বপ্নেও জানি না। যেমন বালকেরা প্রাণ-হন্তা না জানিয়া নিজ্জনে কালসর্পকে স্বহস্তে স্পর্শ করে ; দুরাত্মা দশরথের ভাগ্যে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। আমি কি নরাধম! আমি এত কাল মোহের বশীভূত হইয়া কণ্ঠলগ্না উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় পাপীয়সীকে প্রতি-পালন করিয়াছিলাম ; তাহা না হইলে, পরিশেষে আমার এমন সর্ব্বনাশ ঘটিবে কেন? হায়! আমি, নিরপরাধে রাজীবলোচনকে নির্জন কাননে বিসর্জন করিলে, লোকে আমাকে কতই নিন্দা ও কতই বা তিরস্কার করিবে ; তাহার আর পরিসীমা থাকিবে না। "রাজা দশরথ অতিশয় স্ত্রৈণ ও নিতান্ত কামুক, তিনি তুচ্ছ কামিনীর অনুরোধে এমন গুনেরপুত্রকেও অকাতরে বনবাসে প্রেরণ করিলেন।" আহা! এ মর্ম্মান্তিক বেদনা জীবনান্তেও আমাকে পরি-ত্যাগ করিবে না। কৈকেয়ি! আমার রাম অকারণে অরণ্যে প্রস্থান করিলে, এ নারাধমকে মৃত্যু নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবে। আমি লোকান্তরিত ও রাম নির্ব্বাসিত হইলে, আর যাঁহারা আমার স্নেহের পাত্র থাকিবেন, জানি না তুমি তাঁহাদিগের কতই দুর্দ্দশা ঘটাইবে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা আমাদের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। আমার দেহান্তে তাঁহারা নিশ্চয়ই লোকান্তর দর্শন করিবেন। পাপীয়সি! তুমি এখন আমার জীবন-সর্ব্বস্ব রাম, কৌশল্যা, সুমিত্রা, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন ও আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও। এই চিরবিশুদ্ধ

পবিত্র ইক্ষ্বাকুকুল কোন রূপেই আকুল হইবার নহে, কিন্তু আজি কালসহকারে তাহাই ঘটিল। ইহার সহিত রাম ও আমার সম্পর্ক একেবারেই শূন্য হইয়া গেল। তুমি এখন বিধবা হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন কর। আমার রামের নির্ব্বাসন যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, সে দুরাত্মা সে পামর যেন আমার দেহান্তে আমার অগ্নি সংস্কারাদি কিছুই অনুষ্ঠান করে না।

হায়! যাঁহার ভোজনবেলা উপস্থিত হইলে কুণ্ডল-মণ্ডিত পাচকেরা সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্র হইয়া প্রসন্ন মনে পান ভোজন প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমার সেই অমূল্যনিধি রাজীবলোচন রাম এখন বনের কটু তিক্ত কষায় ফল মুল ভোজন করিয়া কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যিনি অশ্ব রথ ও গজারোহণে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, এবং যাঁহার গমন কালে শত শত পদাতি সকল গুণগরিমা গান করিতে করিতে মহাসমারোহে অগ্রে অগ্রে প্রস্থান করিয়া থাকে, সেই রাম এখন কিরূপে পাদচারে শ্বাপদসঙ্কুল নির্জন কাননে সঞ্চরণ করিবেন। আহা! আমার রাম জন্মাবচ্ছিন্নে দুঃখ কাহাকে বলে, জানেন না। এতকাল মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এখন কষায় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিবেন। হা বৎস রামচন্দ্র! তুমি বাল্য কালাবধি বেদ ব্রহ্মচর্য্য ও আচার্য্য এই তিনের অনুবৃত্তি করিয়া নিতান্ত কৃশ হইয়াছে। এই কেবল তোমার সুখের সময়। এ সময়ে আবার বনবাসের ক্লেশ কি তোমার

সহ্য হইবে ? আহা ! বৎস আমার কথা কখনই উল্লঙ্ঘন করিবেন না, আমার মুখে বনবাসের কথা শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। যদি ইতর জনের ন্যায় তাঁহার স্বভাব স্বার্থপর হইত, তাহা হইলে, আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর হইত। কৈকেয়ি! আমার এমন গুণের পুত্র রামকে অনাথের ন্যায় অরণ্যে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে অভিষেক, জানি না, এই নিদারুণ উপদেশ তুমি কোন্ নিষ্ঠুর হইতে কোন্ নৃশংস হইতে শিখিয়াছ। তোমার এমন স্বার্থসাধিনী বুদ্ধিকে ধিক।

নৃশংসে! বিধাতা আমাকে এত যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই কি তোমার মন এই রূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমার এমন চরম দশা দেখিয়াও কি তোমার হৃদয় কিছুমাত্র কাতর হইল না। তুমি যখন এমন সর্ব্বনাশের কথা মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তখন তোমার দন্ত সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে নিপতিত হইল না ? তোমার হৃদয় দ্বিধা হইয়া কেন তৎক্ষণাৎ বিদীর্ণ হইল না ? কৈকেয়ি ! আমি নিশ্চয় কহিতেছি, তুমি ক্লেশই পাও, আর ভূগর্ভেই বিলীন হও, অথবা অগ্নিতেই প্রবেশ কর, বা হলাহল বিষই ভোজন কর, তোমার এ অনিষ্টকর অনুরোধ কিছুতেই সিদ্ধ হইবার নহে। তুমি খরধার ক্ষুরের ন্যায়, আশীবিষ বিষধরীর ন্যায় ও কৃতান্তসহোদরীর ন্যায় একান্ত ভীষণ। বৃথা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার একমাত্র কার্য্য। তোমার মুখাবলোকন করিয়া আমার মন প্রাণ একেবারে

দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। প্রার্থনা করি, তুমি এখনই কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া আমার এ যন্ত্রণা নিবারণ কর।

আহা! কি পরিতাপের বিষয়! কোথায় রাম রাজা হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, দেখিয়া আমি চিরসম্বর্দ্ধিত আশা সফল করিব; না এই কাল-সর্পিণীর কুমন্ত্রণায় সেই অমূল্য নিধিকে অনাথের ন্যায় নির্জন কাননে বিসর্জন করিয়া আমাকে এখন দুরপনেয় নিরয়গামী হইতে হইল। হায়! হায়! আমি দেহান্তে স্বর্গারোহণ করিলে, যখন সুরগণ আমার রাজীবলোচনের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব। কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ আমার অমূল্য নিধিকে অরণ্যে বিসর্জ্জন করিয়াছি, আমি কোন্ প্রাণে এমন নিদারুণ কথা তাঁহাদিগের সমক্ষে মুখের বাহির করিব, এবং তাঁহারা এ সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়া আমায় যে কত তিরস্কার করিবেন, আমি তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব। দেবি! আমি তোমার পায়ে ধরি, তুমি এ সর্ব্ব-নাশের কথা আর মুখে আনিও না। ছি ছি, আমি বৃদ্ধ-বয়সে এত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার হৃদয়ে দয়া হয় না।

কৈকয়ী চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন। দশরথ এই বলিয়া যেমন কৈকেয়ীর চরণদ্বয় স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি মুর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও হতচেতন হইয়া রহিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রষ্ট মহীপাল যযাতির ন্যায় রাজা দশরথ হতচেতন হইয়া শোকাকুল লোচনে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন, দেখিয়া কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না; প্রত্যুত, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া অকাতরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! বৃদ্ধ হইলে কি বুদ্ধিবৃত্তি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, আপনি সকলের নিকট সত্যবাদী ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া আপনাকে এত শ্লাঘা করিয়া থাকেন,তবে আমার নিকট অঙ্গীকৃত হইয়া বর দান করিতে আবারসঙ্কুচিত হইতেছেন কেন? আপনি যখন দুষ্পরিহার্য্য সত্যপাশে নিবদ্ধ হইয়াছেন, তখন আপনাকে কৈকেয়ীর অভিলাষ অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে। দেখুন, সত্যই একমাত্র ব্রহ্ম, সত্যেই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরম পদ লাভ হয়। এই কারণে ধার্ম্মিকেরা সেই সনাতন সত্যকেই একমাত্র পরম ধর্ম্ম বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ; অতএব মহারাজ! আপনার যদি এই সনাতন ধর্ম্মে কিছুমাত্রও অনুরাগ থাকে, যদি এই জগদ্বিখ্যাত পবিত্র বংশমর্য্যাদা পালন করিতে অণুমাত্রও অভিলাষ থাকে, হিতাহিত বিচার না করিয়া সত্যের অনুবৃত্তি করুন। আপনি যে বরদানে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা যেন কদাচ নিষ্ফল না হয়। আমি আপনার ধর্ম্মের ফলসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়াই কহিতেছি ; বারংবার কহিতেছি, ত্বরায় রামকে নির্ব্বাসিত করুন ; না করিলে, আমি এই মুহূর্ত্তে অধিক কি, এই দণ্ডেই আত্মহত্যা করিব।

বিনয়বধিরা অকরুণা কৈকেয়ী রাজসমক্ষে অকাতরে বারংবার এইরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবাও অবসান হইয়া আসিল। রজনী উপস্থিত। সেই শশাঙ্কলাঞ্ছিতা শর্ব্বরী, শোকার্ত্ত রাজাকে কিছুমাত্র শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত তাঁহার শোকানল দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই যাতনাময়ী যামিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, অয়ি নক্ষত্রমালিনি রজনি! তুমি আজি আর প্রভাত হইও না। তুমি প্রভাত হইলে, হতভাগ্য দশরথের অমূল্য নিধি রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় গহন কাননে গমন করিবেন। অথবা তুমি শীঘ্রই প্রভাত হও। প্রভাতে রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু হইলে, এ পাপ রাক্ষসীর মুখ আর দেখিতে হইবে না।

দশরথ রজনীকে উদ্দেশ করিয়া এই রূপ কহিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বচনে কৈকেয়ীকে কহিতে লাগিলেন ; প্রিয়ে ! দেখ ; কি ধন, কি রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য, অধিক কি, আমি প্রাণ পর্য্যন্তও তোমায় অর্পণ করিয়াছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীন, আমি এমন বয়সে এত বিলাপ করিতেছি, দেখিয়াও কি তোমার দয়া হয় না। প্রাণেশ্বরি ! আমি যে রাজা, রাজা বলিয়াও কি তোমার দয়া হইবে না। সরলে ! আমি অত্যন্ত দুঃখে পড়িয়াই তোমায় এত কটু কথা কহিয়াছি। প্রসন্ন হও। ভাল, আমার রামকে তুমিই কেন রাজা কর না।

এই বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নয়নযুগল হইতে অনিবার্য্য বেগে বারিধারা পড়িতে লাগিল। তিনি কেবল "হা রাম ! পরিণামে কি তোমার ললাটে এই ছিল" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া কৈকেয়ী তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। প্রত্যুত অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকুল বাক্যে বারংবার রামের নির্ব্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দশরথ শোকে শোকে একান্ত আকুল হইয়া বামনের বলে বলীর ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং তিনি রথচক্রের মধ্যবর্ত্তী ধুরকাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন মূর্চ্ছিত, কখন হা রাম ! বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, কখন মৌনভাবে ও কখন আমার

রাম কোথায়, বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে যামিনী অবসান হইয়া আসিল। বিহঙ্গমেরা বৃদ্ধ রাজার দুঃখে দুঃখিত হইয়াই যেন কূজনচ্ছলে চতুর্দ্দিক্ হইতে রোদন করিয়া উঠিল। বৈতালিকেরা রজনী প্রভাত হইয়াছে, দেখিয়া স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি দুঃখাবেগে উহা নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর দশরথ কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অস্পষ্ট দর্শনে কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন। কুলপাংশুলে! আমি, অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কার পূর্ব্বক তোর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোকে ও তোর ভরতকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয় হইলেই গুরুজনেরা আমার রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, আমি কিছুতেই তোর কথা শুনিব না। আমি তোকে অবমাননা করিয়া রামকেই রাজ্য দিব। যদি তুই গুরুজনদিগের কথা লঙ্ঘন করিয়া আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে না দিস্, নিশ্চয় কহিতেছি, আমি মরিলে, অভিষেকের সমস্ত দ্রব্য-

জাত লইয়া রামই আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবেন। তুই আমার ত্যজ্যা স্ত্রী এবং ভরত আমার ত্যজ্য পুত্র। এ বিষয়ে ভরত ও তোর কিছুতেই অধিকার থাকিবে না।

কৈকেয়ী এই কথা শুনিবামাত্র ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! এ আবার কি! তুমি উন্মত্ত হইয়াছ না কি? তোমার কথা শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও, এবং তাহাকে বনবাস দিয়া আমার ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার পরম শত্রুকে দূর না করিয়া এস্থান হইতে কদাচ যাইতে পারিবে না।

আহা! অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া অগত্যা আরোহীর বশীভূত হয়, রাজা দশরথও সেই রূপ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া করুণ বাক্যে কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্ম্মবন্ধনে নিবদ্ধ হইয়া হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর; আমি আর দ্বিরুক্তিও করিব না, কেবল রামকে একবার দেখিব।

এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় ময়ূখমালা বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকারনিচয় বিনাশ করিয়া পূর্ব্বদিকে উদিত এবং শুভ নক্ষত্র ও শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, সশিষ্য বশিষ্ঠ মহাশয়, বামদেব ও জাবালি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, প্রবেশিয়া দেখিলেন; পথ সকল সুবাসিত সলিলে অভিষিক্ত ও সুপরিষ্কৃত হইয়াছে।

চতুর্দ্দিকে ধ্বজপতাকা সমস্ত উড্ডীন হইতেছে। আপণ সকল দেশবিদেশাগত নানাবিধ সুদৃশ্য পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত; অগুরু, চন্দন ও ধূপের গন্ধে চারি দিক্ আমোদিত এবং আজ রাম যুবরাজ হইবেন, বলিয়া আহ্লাদে সকলেই উন্মত্ত হইয়াছে। রামের অভিষেক দর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রাজন্যগণ দ্রুত পদে রাজসভায় আগমন করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে মহামহোৎসব হওয়াতে সমস্ত পুরী যেন কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে। বশিষ্ঠ মহাশয় সেই অমরাবতী প্রতিম রাজপুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন; তথায় নানাতীর্থ বারিপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ, ধ্বজদণ্ড ও অন্যান্য যাবতীয় আভিষেচনিক সামগ্রী সম্ভার আনীত হইয়াছে। পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজা এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ সভাস্থলে আগমন করিয়াছেন।

তখন বশিষ্ঠ মহাশয় সেই সুসজ্জিত সভাভবনে সমাগত হইয়া সারথি সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! বেলা অধিক হইয়াছে। শুভ কার্য্যের আর বিলম্ব নাই। মহারাজ এখন পর্য্যন্তও অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না কেন? আজ এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? অতএব তুমি শীঘ্র মহারাজের নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর; এবং তথায় গিয়া বল; সাগরসলিলে ও গঙ্গাজলে হেমময় বিচিত্র কুম্ভ সকল পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। উড়ুম্বর-নির্ম্মিত পীঠ,

সর্ব্বপ্রকার বীজ, বিবিধ রত্ন, দধি, মধু, ঘৃত, গন্ধ, লাজ কুশ, পুষ্প, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী সুবেশা আট জন কুমারী, মত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, উৎকৃষ্ট কোদণ্ড মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেতছত্র, শ্বেত চামর, খড়্গ, সুবর্ণময় ভৃঙ্গার, স্বর্ণ শৃঙ্খলবদ্ধ ককুদ্বান্ পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়সম্পন্ন মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, নানাবিধ বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, হুতাশন, আচার্য্য, ধেনু, নানাপ্রকার পবিত্র ও প্রশস্ত মৃগ পক্ষী এবং অন্যান্য সামগ্রীসম্ভার সমস্ত আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদ-বাসী প্রধান প্রধান লোক, ভৃত্যবর্গের সহিত বণিকেরা এবং দেশবিদেশাগত মহীপালেরা রামচন্দ্রের অভিষেক দর্শনার্থ প্রীত মনে রাজসভায় অবস্থান করিতেছেন। অতএব, সুমন্ত্র ! তুমি শীঘ্র মহারাজের নিকট গমন কর, এবং যাহাতে এই পুষ্যানক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাকে শীঘ্র প্রস্তুত হইতে বল।

তখন মন্ত্রিবর সুমন্ত্র মহর্ষির আদেশে মহীপালের বাসভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরের সর্ব্বত্রই সুমন্ত্রের অবারিত দ্বার ছিল। সুতরাং তিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে অবনীপালের প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন ; কিন্তু এ দিকে মহীপাল দশরথ যে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় কলুষিত ও কৃতান্তের করালকবলে নিপতিত হইয়া অকরুণ রূপে অণুক্ষণ চর্ব্বিত হইতেছেন ; সুমন্ত্র মহাশয় তাহার অগ্রপশ্চাৎ কিছুই জানিতে পারেন নাই,

সুতরাং অন্যদিন রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রফুল্ল-চিত্তে যেরূপ স্তুতিবাদ করিতেন, সে দিনও সেইরূপ প্রীতিমিশ্রিত সুললিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; মহা-রাজ! রজনী অবসান হইয়াছে; শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুন। এই সসাগরা সদ্বীপা ধরার অধীশ্বর হইয়া ভবাদৃশ বিচক্ষণ মহাত্মাদিগের এরূপ আলস্যপরবশ হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। নরনাথ! আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। যেমন সমুদ্র সূর্য্যোদয়কালে উষারাগ-রঞ্জিত তরঙ্গলহরী দ্বারা লোকলোচনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও গাত্রোত্থান করিয়া আমা-দিগকে আহ্লাদিত করুন। পূর্ব্বে দেবসারথি-মাতুলি-কৃত উষাসময়ের স্তুতিবাদে উৎসাহিত হইয়া যেমন দেবরাজ দানবকুল নিধন করত দেবগণের মনে অপরিসীম আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও কৃতাঞ্জলিপুটে আপ-নার স্তুতিবাদ করিতেছি, মহারাজ গাত্রোত্থান করিয়া প্রজালোকের প্রীতিবর্দ্ধন করুন। যেমন সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, ও মীমাংসাদি বিদ্যা, সৃষ্টিবিষয়ে ভগবান্ কমলযোনিকে বোধিত করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও আপনাকে বোধিত করিতেছি। যেমন চন্দ্র সূর্য্য উদয়াস্তকালে পৃথিবীস্থ সমস্ত-লোকদিগকে প্রবোধিত করেন, সেইরূপ আমিও অদ্য আপনাকে বোধিত করিতেছি। মহারাজ! অদ্য রাজকুমার রামের অভিষেক মহোৎসব। যেমন সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল প্রভাত সময়ে অচলরাজ সুমেরুকে সুশোভিত করেন, সেই-

রূপ আপনিও বিচিত্র বস্ত্র ও মহামূল্য আভরণ পরিধান করিয়া উজ্জ্বল বেশে রাজসভার শোভা বর্দ্ধন করুন! অভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে। নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত রাজগণ, পুরোহিত, ঋত্বিক্ ও সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণ সকলেই সভাস্থ হইয়াছেন, এবং যাবতীয় দ্রব্য-ভার সমুদায়ই প্রস্তুত; কেবল মহারাজের শুভাগমন প্রতীক্ষা। মহারাজ! যে রাজ্যে রাজা নাই, সে রাজ্য রক্ষকবিহীন পশুর ন্যায়, নায়কশূন্য সেনার ন্যায় এবং বৃষ-বিমুক্ত ধেনুর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠে।

মন্ত্রিবর সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত সুমধুর বচন-বিন্যাস দ্বারা স্তুতিবাদ করিলে, মহীপাল দশরথ পুনর্ব্বার শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, আরক্ত লোচনে কিয়ৎ-কাল তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কহিলেন, সুমন্ত্র! আজি আমার শরীর বড় অসুস্থ। তোমার স্তুতি-বাদ আমায় অধিকতর মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

অকস্মাৎ মহারাজের মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া, সুমন্ত্র মহাশয় সভয়ে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন কৈকেয়ী কোশলেশ্বরকে নিতান্ত শোকাকুল ও বাক্য প্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া অকাতরে কহিতে লাগিলেন; সুমন্ত্র! দেখ, প্রাণাধিক রাম আজ যুবরাজ হইবেন; এজন্য মহীপাল আনন্দ মহোৎ-সবে ও মনের উল্লাসে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে নিতান্ত ক্লান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত

আছেন। অতএব তুমি অবিলম্বে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা না হইলে, আজ্ঞাবাহকেরা কিরূপে গমন করিবে।

রাজা, সুমন্ত্রের এইরূপ প্রভুভক্তিসূচক বাক্য শুনিয়া কহিলেন, মন্ত্রিবর! আমার শরীর নিতান্তই অসুস্থ হইয়াছে, আমি রাজীবলোচনকে একবার দেখিব। তুমি ত্বরায় তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা পাইয়া হৃষ্ট মনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি যখন নিষ্ক্রান্ত হন, সেই সময়ে কৈকেয়ী পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, মন্ত্রিবর! আর বিলম্ব করিও না, রাজকুমারকে অতি শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। সুমন্ত্র মহাশয় রাজ্ঞীর মুখে বারংবার এইরূপ কথা শুনিয়া মনে করিলেন, বোধ হয়, রাজমহিষী রাজকুমারের অভিষেক-মহোৎসব দর্শনের নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াই আমায় এত ত্বরা দিতেছেন। শুনিলাম, মহারাজও নাকি নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, হয়ত তিনিও আর বহির্দ্দেশে আসিবেন না। অতএব এক্ষণে রামচন্দ্রকে একবার এখানে আনয়ন করাই কর্ত্তব্য। সুমন্ত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এ দিকে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ, রাজগণ এবং অপরাপর সভাসদ্গণ রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয়ের সমভিব্যাহারে সভাস্থলে অবস্থান করিতেছেন। আভিষেচনিক সামগ্রী-সংভার তথায় সুশৃঙ্খল রূপে সজ্জিত রহিয়াছে। বিচিত্র রমণীয় পীঠ, ব্যাঘ্রচর্ম্মের আস্তরণযুক্ত রথ, গঙ্গা ও যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল হইতে আনীত নির্ম্মল জল, এবং অপরাপর স্রোতস্বতী নদী, হ্রদ, কূপ, সরোবর ও সমুদ্রের জল, দধি, ঘৃত, মধু, লাজ, কুশ, পুষ্প, সৎকুলসম্ভবা পরমসুন্দরী সুবেশা আট জন কুমারী, মত্ত মাতঙ্গ, বটপল্লব-শোভিত-কমলদল-সমলঙ্কৃত বারিপূর্ণ সুবর্ণকুম্ভ, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ সুবর্ণদণ্ড চামর, ও আতপত্র প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যজাত স্থানে স্থানে প্রস্তুত রহিয়াছে। বন্দিগণ চতুর্দ্দিকে মহারাজের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। এবং সূর্য্যবংশীয়দিগের অভিষেকার্থ অন্যান্য যে সমুদায় দ্রব্য আবশ্যকীয়, তৎসমস্তই তথায় আনীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ গণ রাজসভায় মহীপালকে দেখিতে না পাইয়া পরস্পর কহিতেছেন, এক্ষণে আমাদের আগমনসংবাদ রাজার নিকট

কে নিবেদন করিবে। বেলা অধিক হইয়াছে। অভিষেকের সামগ্রী সমস্তই প্রস্তুত। মহারাজ এখনও আসিতেছেন না কেন? এমন সময়ে রাজসারথি সুমন্ত্র তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, আমি কোশলেশ্বরের নিদেশে কুমারকে আনয়ন করিতে গমন করিতেছি। আপনারা মহারাজের পূজ্য; অতএব আমিই আপনাদিগের হইয়া সুখশয়ন প্রশ্ন পূর্ব্বক মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। তিনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না। মন্ত্রিপ্রধান সুমন্ত্র নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের সমক্ষে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মহীপালের শয়নগৃহে গমন পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, পৃথিবীনাথ! ভগবান্ আশুতোষ, হুতাশন, চন্দ্র সূর্য্য, বরুণ ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয় প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী সুপ্রভাতা এবং শুভদিনও সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব মহারাজ! গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। দূরদেশ হইতে সমাগত মহীপালেরা সভাস্থলে আপনার দর্শন অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। এমন উৎসবের সময় ভবাদৃশ সুরহিতচিত্ত অবনীপালের নিদ্রাপরবশ হওয়া নিতান্ত অবিধেয়।

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছে, জানিয়া কহিলেন, কেন সুমন্ত্র! রামকে আনিবার নিমিত্ত তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম; তাহা সম্পাদন না করিয়া আবার

কি জন্য ? আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি। তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া আমার রামকে একবার এই স্থানে আনয়ন কর।

সুমন্ত্র মহাশয় কোশলেশ্বরের নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে নির্গত হইলেন ; এবং পতাকাপরিশোভিত রমণীয় রাজপথে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রামাভিষেক-সংক্রান্ত প্রীতিমিশ্রিত কথা শুনিতে শুনিতে মহাহর্ষে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের বাসভবনের সমীপবর্ত্তী হইলেন, দেখিলেন, দ্বারদেশে অতিবিশাল দুই কপাট লম্বমান, চতুর্দ্দিকে শত শত বেদী ও শিখরদেশে বহুসংখ্য কাঞ্চনময়ী প্রতিমা প্রস্তুত রহিয়াছে। মণিমুক্তাগুম্ফিত ও প্রবালখচিত শুভ্র তোরণ সমুদায় সাতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সুবর্ণালঙ্কৃত কুসুমমালা সমস্ত মধ্যমমণিসমূহে সুশোভিত হইয়া লম্বিত রহিয়াছে। সুবর্ণ প্রভৃতি মহামূল্য-ধাতু-নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিল্পিগণের সূক্ষ্ম শিল্পকৌশলে প্রকৃত ব্যাঘ্রবৎ ভ্রম জন্মাইতেছে। ইতস্ততঃ হংস, সারস ময়ূর ও কলকণ্ঠ কোকিলগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ সুমেরু শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল ও পুরন্দরপুরের ন্যায় পরম রমণীয়। উহাতে দৃষ্টিপাত মাত্রই নয়ন প্রলোভিত ও প্রবেশ মাত্রই অগুরুচন্দনের সৌরভে মন একেবারে প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

সুমন্ত্র মহাশয় সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, প্রাসাদের

দ্বারদেশে নগর ও জনপদবাসী প্রজাবর্গেরা মহামূল্য উপহার লইয়া রামাভিষেক দর্শনার্থ সকৌতুকে অবস্থান করিতেছে। আজ রাম রাজাসনে আসীন হইয়া প্রজাপা· লনে দীক্ষিত হইবেন, ইহাতে সকলের মনেই যে কি পরিমাণে আহ্লাদ জন্মিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তাহাদিগের প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া বোধ হয়, আনন্দরাশি মনোমধ্যে অবকাশ না পাইয়াই যেন হাস্যচ্ছলে মুখ হইতে বহির্গত হইতেছে। সুমন্ত্র সেই সুসমৃদ্ধ ও সুসজ্জিত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ক্রমে তিনটী প্রকোষ্ঠ পার হইলেন এবং যেমন মকর, অপ্রতিহত গমনে ঊর্ম্মিমালা ভেদ করিয়া রত্নাকরে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ রামানুগত শত শত লোকদিগকে অপসারিত করিয়া অনায়াসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; দেখিলেন, তথায় সকলেই পরম আনন্দে রামাভিষেক-সংক্রান্ত কথার আন্দোলন করিতেছে। শুনিয়া সুমন্ত্রের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি গমনকালে দেখিলেন, কোনস্থলে রামের প্রিয় অমাত্যেরা উজ্জ্বল-বেশে অবস্থান করিতেছে। কোনস্থলে অশ্ব ও রথ সুসজ্জিত ও কোথাও বা রাজকুমারের গমনাগমনের নিমিত্ত শত্রুঞ্জয় নামে এক প্রকাণ্ড মাতঙ্গরাজ, সজল জলদ-খণ্ডে পরিশোভিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র ক্রমশ সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্রের নিকট যাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

অনন্তর তিনি ক্রমে রাজীবলোচন রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন। তথায় লোকের কিছু-মাত্র কোলাহল নাই। কেবল কুণ্ডলমণ্ডিত যুবা-পুরুষেরা প্রাস ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অতিসাবধানে প্রহরীর কার্য্য সমাধান করিতেছে। কতিপয় বৃদ্ধা কামিনী কষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া সুসজ্জিত বেশে বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষ্ট আছে। দ্বারপালিকারা সুমন্ত্রকে দেখি-বামাত্র অমনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। সুমন্ত্র বিনীত বদনে তাহাদিগকে কহিলেন, দ্বারপালিকাগণ! ত্বরায় রাজকুমারের নিকট গিয়া আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। আদেশমাত্র তাহারা যে স্থানে রাম, জানকীর সহিত একাসনে আসীন রহিয়াছেন, তথায় উপ-স্থিত হইয়া কহিল, যুবরাজ! রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র আপনার দর্শনার্থ দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। রামচন্দ্র পিতার প্রিয়পাত্র সুমন্ত্র আসিয়াছেন, শুনিয়া অবিচারিত মনে তাঁহাকে গৃহ প্রবেশে অনুমতি করিলেন।

সুমন্ত্র তদনুসারে গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম সুগন্ধ রক্তচন্দনে অঙ্গরাগ করিয়া হিরকাবলী-বিরাজিত হেমময় পর্য্যঙ্কে সুখাসীন রহিয়াছেন। পতিপ্রাণা জানকী চামর হস্তে লইয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন। আহা! তৎকালে রাম ও জানকীর লোকাতীত সৌন্দর্য্য রাশি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া সুমন্ত্র মহাশয়ের মনোমধ্যে কতই বা আনন্দ ও কতই বা অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইল, তাহার আর পরিসীমা রহিল না। তিনি ঐ যুগলরূপে নয়ন মন অর্পণ করিয়া এক বার ভাবিলেন, বুঝি দেবরাজ ইন্দ্র, পৃথিবীবিহার-সুখলালসায় তুচ্ছ অমরাবতীর সুখে জলাঞ্জলি দিয়া শচীর সহিত অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; অথবা ভগবান্ সুধাংশুমালীই বুঝি চিত্রার সহিত সমবেত হইয়া কোন দৈব কারণ বশতঃ গগণমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন; নতুবা ধরাতলে এরূপ সৌন্দর্য্যলহরীর সম্ভাবনা কোথায়? আবার মনে করিলেন, না হইবেই বা কেন; এমন ত্রিলোক-বাঞ্জিত মনোহর রূপ না হইলে, সমগ্র সূর্য্যবংশ কি সাম্য কিরণে উজ্জ্বল হইতে পারে? চন্দ্রোদয় ভিন্ন সামান্য দীপশিখায় সমস্ত মেদিনীমণ্ডল কখই আলোক-ময় হইতে পারে না।

সুমন্ত্র মহাশয় রামজানকীর এইরূপ অপরূপ রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক ও মনে মনে অতুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং

প্রীতিবিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎকাল তাঁহাদিগের আপাদ মস্তক নরীক্ষণ করিয়া পরিশেষে রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ! মহারাজ এবং মধ্যমা মহিষী আপনাকে একবার দেখিতে বাসনা করিয়াছেন; অত এব আপনি ত্বরায় গিয়া তাঁহাদের কৌতূহল দূর করুন।

রাম সুমন্ত্রের বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া পরম প্রীতির সহিত প্রিয়তমাকে কহিলেন, প্রিয়ে! পিতৃদেব অদ্য দেবী কৈকেয়ীর সহিত সমাগত হইয়া বোধ হয় অভি-ষেক-সংক্রান্ত কোন কার্য্যেরই পরামর্শ করিতেছেন। মধ্যমা মতা প্রতিনিয়তই পিতার শুভ কামনা করিয়া থাকেন। আজ মহারাজ আমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, দেখিয়া তিনি পরম আহ্লাদিত হইয়া রাজাকে এত ত্বরা করিতেছেন, অতএব প্রিয়তমে! পিতৃদেব যে আজ আমাকে যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাহাব আর কোন সংশয় নাই। এক্ষণে আমি তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনার্থে চলিলাম। তুমি সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে কিয়ৎকাল অবস্থান কর। পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আমি যত শীঘ্র পারি, তোমার নিকট আসিব।

রাম অকৃত্রিম প্রণয়ের সহিত এই রূপ কহিয়া বহির্গত হইলেন। জনকনন্দিনী জানকী মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন পুর্ব্বক কহিলেন, নাথ! যেমন ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সুররাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া

ছিলেন; প্রার্থনা করি, সেইরূপ মহারাজও অদ্য আপনাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্যও প্রদান করুন। আপনি রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন, দেখিয়া আমি নারীজন্ম সফল করিব। অতঃপর ইন্দ্র আপনার পূর্ব্বদিক, যম দক্ষিণদিক্, বরুণ পশ্চিম দিক্ ও কুবের উত্তর দিক্ রক্ষা করুন।

জানকী এইরূপে আভিষেচনিক মঙ্গলাচার পরিসমাপ্ত করিলে, রাম তাঁহার অনুমতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত গিরিদরী-বিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি বহির্গত হইয়া দেখিলেন, অনুজ লক্ষ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতভাবে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন; এবং মধ্য প্রকোষ্ঠে সুহৃদ্বর্গেরা পরম আহ্লাদে একত্রে সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তিনি আশাতিরিক্ত অর্থে অর্থী জনের আশা পূরণ করিয়া রজত-নির্ম্মিত মণিমণ্ডিত রথে অধিরোহণ করিলেন। করিশাবকের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বযান বায়ুবেগে রথাকর্ষণ করিতে লাগিল। সমস্ত লোক বিস্ময়োৎফুল্ল নেত্রে একদৃষ্টে ভুবনমোহন রামরূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া রামচন্দ্র বহির্গত হইলেন, দেখিয়া বোধ হইল যেন শরৎকালের বিমল চন্দ্রমা জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ বিচিত্র চামর হস্তে লইয়া রথপৃষ্ঠে আরো-

হণ পূর্ব্বক রাজীবলোচন রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত শত পর্ব্বতাকার হস্তী অশ্ব তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দন চর্চ্চিত নীলকলেবর বীরপুরুষেরা অসি, চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া রামজয় শব্দে অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল। রথের ঘর্ঘরশব্দে, নানাপ্রকার সুমধুর বাদ্যে ও বন্দিবর্গের স্তুতিবাদে চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পৌরবনিতারা বিচিত্র বেশ ভূষায় বিভূষিত হইয়া গবাক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক রামের মস্তকোপরি পরম প্রীতির সহিত পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং কেহ ঊর্দ্ধে ও কেহ কেহ বা নিম্নে অবস্থান করিয়া রামের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আহা! রাজমহিষী কৌশল্যা জন্মান্তরে না জানি কতই বা পুণ্য সঞ্চয় ও কতই বা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কি শুভক্ষণেই রামরত্নকে প্রসব করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার গুণে রাজজননী হইয়া নারীজন্মের সফলতা সম্পাদন করিবেন। আহা! রামের হৃদয়হারিণী জনকনন্দিনী জানকীই রমণীকুলের শিরোমণি। তিনি জন্মান্তরে অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে, চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণীর ন্যায় কদাচই রামের সহচারিণী হইতেন না। রাজীবলোচন রাম পৌর কামিনীগণের বদনকমলে এইরূপ মনোহারিণী কথা শ্রবণ করিতে করিতে পিতৃভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এক স্থানে বহুসংখ্য লোক একত্র সমবেত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজশ্রী লাভার্থ পিতৃসন্নিধানে গমন করিতেছেন, ইনি যখন সাম্রাজ্যে দীক্ষিত হইয়া শাসনভার গ্রহণ করিবেন, তখন আমাদের সকল মনোরথই সফল হইবে। আমাদের সৌভাগ্যবলেই এমন গুণের পাত্র আজ যৌবরাজ্য অধিকার করিলেন। রাম সূত, মাগধ ও পৌরবর্গের মুখে এইরূপ আত্মপ্রশংসা শুনিয়া অবনত মস্তকে পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

অনন্তর রাম কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, করী, করেণুকা, অশ্ব ও রথে রাজপথ একেবারে আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বত্র লোকারণ্য ও নানাবিধ পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ। কোথাও বা ধ্বজপতাকা সকল পতপত শব্দে উড্ডীন হইতেছে; কোথাও বা মুক্তাস্তবকমণ্ডিত তোরণরাজি ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন স্থলে সুগন্ধ চন্দনে ও কোন স্থানে অগুরুগন্ধ ধূপে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত এবং পট্টবস্ত্রের বিচিত্র রচনা দেখিয়া লোক সকল চমৎকৃত হইতেছে। সুবিস্তীর্ণ রাজপথ সমস্ত ইতস্ততঃ সুরভি

কুসুমে অলঙ্কৃত হইয়াছে। সর্ব্বত্র রাশীকৃত ভোজ্য দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। রামচন্দ্র এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন ও নাগরিক লোকনিচয়ের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রীত মনে গমন করিতে লাগিলেন।

এক স্থানে বহুসংখ্য বৃদ্ধ পৌর জনেরা সমবেত হইয়া রামকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিল, যুবরাজ! এই সুবিস্তীর্ণ সূর্য্যবংশ আজ আপনা হইতে শত সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আপনি অদ্য কোশল সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাবর্গের প্রতিপালন করুন। আপনকার পিতৃ পুরুষেরা প্রতিনিয়ত আত্মসুখ নিরপেক্ষ হইয়া প্রজাদিগকে যেরূপ সুখসন্তোষে রাখিয়াছিলেন, আজ সামাজ্যলক্ষ্মী আপনার কোমল করে অর্পিত হইলে, প্রজালোক তদপেক্ষাও অধিকতর সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। আজ যদি আপনাকে সাম্রাজ্যে দীক্ষিত ও পিতৃগৃহ হইতে সহাস্য বদনে নির্গত হইতে দেখি, তাহা হইলে, কি ঐহিক, কি পারত্রিক, আমরা আর কিছুই প্রার্থনা করি না; কারণ, আপনার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদের আর প্রিয়তর কিছুই নাই। অতএব রাম! আমরা অত্যন্ত প্রীতির সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আমরা একাগ্রচিত্তে কহিতেছি, পিতৃদত্ত সাম্রাজ্য লাভ করিয়া আপনি সুখে পৃথিবী শাসন করুন। রাম-

চন্দ্র বৃদ্ধ পৌরগণের মুখে এইরূপ আত্মপ্রশংসা শুনিয়া অবিকৃত মনে রাজভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি ক্রমে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রসন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি হইতে নয়ন ও মন কেহ সহজে আক্রমণ করিতে পারিল না। ফলতঃ যে ব্যক্তি রামকে দর্শন করিতে না পারে এবং রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে আপনাকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে।

ক্রমে তিনি চতুষ্পথ, দেবালয়, চৈত্য ও আয়তন সমস্ত বাম পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, সুধাধবলিত সুপ্রশস্ত প্রাসাদ সমস্ত শারদীয় জলদজাল জড়িত কৈলাস গিরির ন্যায় বিবিধ শৃঙ্গে নভোমণ্ডল যেন আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। রামচন্দ্র উজ্জ্বল বেশে ও মনের উল্লাসে সেই অমরাবতী-প্রতিম পরমোৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কোদণ্ডধারী পুরুষ-পালিত তিন প্রকোষ্ঠ রথারোহণে অতিক্রম করিলেন, তৎপরে পাদচারে অপর দুইটী অতিক্রম করিয়া অনুচরবর্গকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে রাজীব-লোচন রামচন্দ্রকে সহাস্য বদনে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া তাহারা যারপরনাই আহ্লাদিত হইল এবং মহাসমুদ্র যেমন পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ পূর্ণমনোরথে তাঁহার বহির্গমন অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এদিকে রাজা দশরথ মুদ্রিত নয়নে ও একান্ত ম্লান বদনে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া দীন ভাবে শুষ্কমুখে রোদন করিতেছেন, নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না; মধ্যে মধ্যে কেবল "হা রাম! হা সূর্য্য-বংশাবতংস রঘুকুলপ্রদীপ! দগ্ধ বিধাতা তোমার ললাটে কি এই লিখিয়া রাখিয়াছিলেন!" এই বাক্য মুখে উচ্চারণ করিতেছেন, আর ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমন সময়ে রাম সন্নিহিত হইয়া স্বীয় নাম গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণত মস্তকে প্রথমে পিতার, পশ্চাৎ প্রসন্ন বদনে বিমাতা কৈকেয়ীর পাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন। রামবাক্য দশরথের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া কেবল রাম!—নাম গ্রহণমাত্র তাঁহার শোকানল শতগুণে জ্বলিয়া উঠিল। নেত্রযুগল হইতে প্রবলবেগে অনবরত বারি-

ধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি রামচন্দ্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিলেন সত্য, কিন্তু কণ্ঠরোধ ও নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হওয়াতে কোনরূপে বাক্য নিঃসরণ ও নয়ন উন্মীলন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি কেবল নিষ্প্রভ নয়নে ও শোকাকুলিত চিত্তে রামের প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ করিতে লাগিলেন। প্রবল বায়ুসংযোগে বিক্ষোভিত ও তরঙ্গমালা সঙ্কুল মহাসাগরের ন্যায় ও রাহুগ্রস্ত দিবা-করের ন্যায় তখন তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি অনৃতভাষী ঋষির ন্যায় ও হত-বীর্য্য ফণীর ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া রহিলেন।

রাম, পিতার এইরূপ অচিন্তনীয় অবস্থান্তর দর্শনে অতিমাত্র দুঃখিত ও একেবারে হতচেতন হইয়া কিয়ৎ কাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং তাঁহার এই অসম্ভাবিত শোক অকস্মাৎ কিজন্য উপস্থিত হইল, এই ভাবিয়া পর্ব্বকালীন মহাসমুদ্রের ন্যায় নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ আমায় লইয়া কিছুমাত্র হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না, প্রত্যুত অসীম শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অন্য দিন আমায় দেখিলে, কোন কারণ বশত ক্রোধাবিষ্ট থাকি-লেও প্রসন্ন হন; আজি আমায় দেখিয়াই কেন এত দুঃখিত হইতেছেন। রাম বিষণ্ণ বদনে মনে মনে কিয়ৎ-

কাল এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল, অবশ্যই কোন অনিবার্য্য বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। সামান্য বায়ু সংযোগে পর্ব্বত-রাজ কখন বিচলিত হয় না। অনন্তর তিনি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একেবারে আকুল হৃদয়ে ও বিষণ্ণ বদনে বিমাতা কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! আজি অকস্মাৎ মহারাজ এরূপ কাতরভাবাপন্ন ও নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন কেন? পিতার এরূপ অভাবনীয় ভাবান্তরের কারণ কি? ভ্রম-বশতঃ আমি কি পিতৃদেবের নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? পিতা আমায় সর্ব্বদা যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকেন, আমায় দেখিলেই যেন তাঁহার অন্তঃকরণে অপরিসীম আহ্লাদ জন্মে। আজি কি জন্য আমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছেন না? কি কারণেই বা বিষণ্ণবদনে ও দীন নয়নে অনবরত রোদন করিতেছেন? শরীরধারণ করিলে সকল সময় সুখ সুলভ হয় না। পিতার শারীরিক বা মানসিক কোন অসুখ ত উপস্থিত হয় নাই? মা! প্রাণা-ধিক ভরত ও শত্রুঘ্ন ত কুশলে আছে? আমার মাতৃগণের ত কোনরূপ অমঙ্গল ঘটে নাই? জননি! আমি পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া ভ্রমবশতঃ যদি তাঁহার অনভিমত কোন কার্য্য করিয়া থাকি; আপনি বিশেষ করিয়া বলুন; পিতার অসন্তোষ বা রোষের কারণ হইয়া আমি এক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে চাহি না। যিনি জন্মদাতা; জীবগণ যাঁহার

প্রসাদে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কোন্ দুরাত্মা কোন্ নরাধম সেই প্রত্যক্ষ দেবতা পরম কারুণিক পিতার অবমাননা বা প্রতিকূলতা করিতে সাহসী হইবে। মাতঃ! আপনি কি অভিমানের বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া পিতাকে কোন কঠোর কথা কহিয়াছেন? জননি! আপনি ত্বরায় বলুন; আজ অকস্মাৎ মহারাজের এমন শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া আমার মন প্রাণ নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, রাম! মহারাজ ক্রোধাবিষ্ট হন নাই এবং ইহাঁর অন্য কোন বিপদও দেখিতেছি না। কেবল তুমিই ইহাঁর একমাত্র শোকের কারণ। তোমার জন্যই মহারাজ এত ক্লেশ, এত অসুখ ও এত মনস্তাপ ভোগ করিতেছেন; অতএব তুমি ত্বরায় ইহার প্রতিবিধান কর। পুরুষোত্তম! আজি মহারাজ মনে মনে একটি সংকল্প করিয়াছেন! কিন্তু তোমার ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না; তুমি নাকি ইহাঁর অতিশয় প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ সন্তান; তাইতে তোমায় কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। কিন্তু রাজা যে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অপ্রিয় হইলেও তোমাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। মহারাজ প্রথমে আমায় বরদান করিয়া পশ্চাৎ আবার নীচের ন্যায় তাহার জন্য অনুতাপ করিতেছেন, করুন; জল নির্গত হইলে, পশ্চাৎ আলিবন্ধন করা কেবল মূঢ়ের কার্য্য। কিন্তু রাম!

মহারাজ আমার নিকট ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহাত্মাদিগের, বিশেষতঃ সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের সত্যই কেবল একমাত্র ধর্ম্ম। তুমি অতিধীর ও কৃতবিদ্য ; সত্যধর্ম্ম যে অবশ্য প্রতিপাল্য , বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। সাবধান; তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধপরবশ হইয়া মহারাজ যেন সেই সনাতন সত্যধর্ম্মকে দুরাত্মার ন্যায় বিসর্জ্জন না করেন। ইনি তোমারে যে কার্য্যই সম্পাদন করিতে বলিবেন, তুমি তাহার ভালমন্দ কিছুই বিচার করিও না, গুরুবাক্য বলিয়া অমনি শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। অথবা মহারাজ তোমায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই বলিবেন না ; ইহাঁর নিদেশে আমি যে সকল বিষয়ের প্রস্তাব করিব ; তুমি যদি অগ্রে প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে, আমি সমুদায় তোমার নিকট ব্যক্ত করি।

শ্রবণমাত্র রাম নিতান্ত কাতর হইয়া কহিলেন, সেকি মা! আমিই কি পিতার অসন্তোষের কারণ হইয়াছি। আমার নিমিত্তই কি মহারাজ এত শোকাকুল হইয়াছেন, যদি পিতার সুখসন্তোষের নিমিত্ত আমাকে উপস্থিত রাজ্যাধিকারও পরিত্যাগ করিয়া অনাথের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিতে হয় ; অধিক কি যদি সাগরগর্ভে কি অনলেও প্রবেশ করিতে হয় ; আমি তাহাতেও কাতর নহি। প্রথমতঃ ইনি আমার পিতা, পরম গুরু ; দ্বিতীয়তঃ রাজা, ইহাঁর নিয়োগে আমি প্রাণ পর্য্যন্তও অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারি। অতএব জননি! কি হইয়াছে ;

আপনি বিশেষ করিয়া বলুন। ইনি যদি কোনরূপ সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি; অবশ্যই তাহা পালন করিব। আপনার কথা শুনিয়া অবধি আমার বড় মনো-বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। ত্বরায় বলিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন।

নির্ম্মলস্বভাব রামচন্দ্রের আগ্রহাতিশয় দর্শনে অনার্য্যা কৈকেয়ী মনে মনে বিপুল হর্ষ লাভ করিয়া অম্লান বদনে নিষ্ঠুর বচনে কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যেমন স্বভাবসুন্দর, আজ তোমার মুখেও তাহার অনুরূপ কথা শুনিয়া আমি যারপর নাই আহ্লাদিত হইলাম। এখন তোমার নিকট মহারাজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আমার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা রহিল না। পূর্ব্বে দেবাসুর-সংগ্রামে মহারাজ বিপক্ষশরে ক্ষত বিক্ষত, এমন কি একেবারে মূর্চ্ছিত সমরশায়ী হইয়াছিলেন। তৎকালে কেবল আমার প্রযত্নেই ইহাঁর প্রাণ রক্ষা হয়। এই জন্য মহা-রাজ আমার প্রতি আহ্লাদিত হইয়া আমায় দুইটী বর দান করিয়াছিলেন। এতদিন প্রয়োজন ছিল না; সুতরাং প্রার্থনাও করি নাই। সম্প্রতি প্রয়োজন হওয়াতে, ঐ উভয় বরের মধ্যে একবরে ভরতের রাজ্যাভিষেক; অপর বরে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত তোমার দণ্ডকারণ্যে বাস প্রার্থনা করিয়াছি। মহারাজ ইহাতে সম্মতও আছেন। এক্ষণে তোমায় কিরূপে সহসা এমন অপ্রিয় কথা বলি-

বেন, ভাবিয়া নিরুত্তর হইয়া আছেন। দেখ রাম! ঐহিক ও পারত্রিক সুখের জন্যই লোকে সৎপুত্রের কামনা করিয়া থাকে। তুমি মহারাজের নিতান্ত প্রিয় ও জ্যেষ্ঠ সন্তান। অতএব যদি পিতার ও আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে অভিলাষ থাকে, আমার কথায় কর্ণপাত কর। এবং সত্যৈকব্রত মহীপালকে সত্যপালনরূপ ঋণপাশ হইতে মুক্ত করিয়া সৎপুত্রের কার্য্য কর। মহারাজ আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, তুমি ইহাঁর নিদেশের বশীভূত হইয়া অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভ সম্বরণ করিয়া অযোধ্যা নগরী হইতে বহিষ্কৃত হও এবং মস্তকে জটাভার বহন ও বল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনে বনে বিচরণ কর। আর অনর্থককাল হরণ করিও না। তোমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছিলেন, তদ্দারা আমার ভরতই রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন এবং এই সসাগরা সদ্বীপা ধরায় একাধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিবেন। রাম! মহারাজ আমায় এইরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়া শোকে শোকে নিতান্ত অভিভূত ও একেবারে শুষ্কমুখ হইয়া গিয়াছেন, এবং এই কারণেই তোমার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারিতেছেন না। অতএব এক্ষণে তুমি উদ্ধার না করিলে আর ইনি কোনরূপেই রক্ষা পান না।

অসাধারণ গম্ভীরপ্রকৃতি রাম কৈকেয়ীর সেই কৃতান্তসম কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র কাতর বা

ক্রোধাবিষ্ট হইলেন না। রাজা দশরথ শ্রবণমাত্র ভাবী পুত্রবিয়োগ-দুঃখে অতীব কাতর এবং হা রাম! বলিয়া একবারে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর রাম কৃতান্তসহোদরী কৈকেয়ীর সেই করাল বাক্য শুনিয়াও অবিষণ্ন মনে ও মৃদুবচনে কহিতে লাগিলেন, জননি! যিনি আত্মসুখনিরপেক্ষ হইয়া একালপর্য্যন্ত আমার মঙ্গল কামনা করিয়া আসিতেছেন। আমাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলেও যাঁহার অসুখের সীমা থাকে না, যাঁহার প্রসাদে আমি এই পরম দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছি; সেই পূজ্যপাদ, সেই পরম করুণাময় পিতার সত্যপালনেও যদি শৈথিল্য প্রকাশ করিব; তবে এ ছার জীবনে আমার প্রয়োজন কি? পিতৃবিদ্বেষী বলিয়া জগতে এ দুরাত্মার নাম তবে আর কে লইবে? ভালমন্দ বিচার না করিয়া পিতৃবাক্য পালন করাই পুত্রের একমাত্র পরম ধর্ম্ম, এবং কায়মনোবাক্যে পিতৃআজ্ঞা রক্ষা করাই মানব জন্মের সার কর্ম্ম। অতএব সেই পরমদেবতা পিতা নিযোগ করিলে, এমন কি আছে, যাহা প্রিয়জ্ঞানে ও অবিচারিত মনে সাধন

করিতে না পারি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি; পিতৃনিদেশ সর্ব্বথা আমার শিরোধার্য্য। আমি এখনই জটা বল্কল ধারণ করিয়া গহন কাননে প্রবেশ করিব; কিন্তু জননি! এই কেবল আমার একমাত্র আক্ষেপের স্থল যে, প্রতিদিন আমায় দেখিলে, যাঁহার সুখ সন্তোষের সীমা থাকিত না; তিনি আজ আমায় দেখিয়াই কেন এত বিষাদিত হইতেছেন। প্রাণাধিক ভরতকে অভিষেক করাই যদি পিতার অভিমত হয়, তিনি স্বয়ংই কেন এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলেন না? মাত! রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কি? মহারাজ অনুমতি করিলে, কি রাজ্য, কি ধন, কি ঐশ্বর্য্য, অধিক কি, আমি জানকী পর্য্যন্তও ভরতকে প্রদান করিয়া পিতার প্রতিজ্ঞা পালন ও আপনার হিতসাধন করিতে পারি। জননি! এক্ষণে আমি চলিলাম; কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমায় মুহূর্ত্তকাল না দেখিলেও মহারাজের অসুখের সীমা থাকে না। সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত আমি বনগামী হইলে; আমায় না দেখিয়া ইনি নিতান্তই কাতর ও অসুখী হইবেন। অতএব যাহাতে পিতার শোক নিবারণ হয় এবং যাহাতে কোনরূপ অসুখ উপস্থিত হইতে না পারে; আপনি আলস্য ও ঔদাস্য শূন্য হইয়া তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইবেন। আমার বিরহে পিতৃদেবের যেন কোনরূপ উৎকণ্ঠা বা শোকাবেগ উপস্থিত না হয়। আপনি সর্ব্বদা পিতৃদেহের নিকটে থাকিবেন, কদাচ

একাকী থাকিতে দিবেন না। একাকী থাকিলে ইহাঁর অসুখের আর সীমা থাকিবে না। আমি পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এখন চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে চলিলাম। দ্রুতগামী দূতেরা অদ্যই অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিতে যাত্রা করুক।

পাষাণহৃদয়া কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া কহিলেন, হাঁ, দূতেরা অশ্ব লইয়া অদ্যই ভরতকে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবে। কিন্তু রাম! বনগমন বিষয়ে তোমার যখন একান্ত অধ্যবসায় দেখিতেছি, তখন তুমি আর কাল বিলম্ব করিও না। আমার অভিলাষ, তুমি এখনই এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ তোমার নিকট নিতান্ত লজ্জিত আছেন। তোমার সহিত বাক্যালাপও করিতেছেন না। রাজা যে এরূপ মৌন হইয়া আছেন, লজ্জাই কেবল ইহার একমাত্র কারণ; অতএব তুমি শীঘ্র বহির্গমন ও পিতার দীন দশা অপনয়ন করিয়া পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন কর। তুমি যাবৎ এই অযোধ্যা হইতে বনবাসে গমন না করিবে। তাবৎ কাল তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না। কালসর্পিণী কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ করাল বিষ উদ্গার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাজা দশরথ এই হলাহল বিষ ভোজন করিয়া হা!

রাম! হা হতোস্মি!" এই বলিয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকভরে সেই হেমময় পর্য্যঙ্কে মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম শশব্যস্তে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কশাহত অশ্বের ন্যায় স্বয়ং বনবাসে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এবং কৈকেয়ীর সেই কঠোর বাক্যে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া ঈষৎ কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় মুহূর্ত্তকালও এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। নিশ্চয় আমাকে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ী বলিয়া জানিবেন। তুচ্ছ বনবাস কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও যদি পিতৃদেবের হিত-সাধন হয়, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি। পিতৃশুশ্রুষা ও পিতৃ আজ্ঞা পালন অপেক্ষা পুত্রের পক্ষে জগতে পরম ধর্ম্ম আর কি আছে। পিতার আদেশ না পাইলেও আমি আপনার নিদেশেই দীর্ঘকালের নিমিত্ত গহন-কাননে গিয়া বাস করিব। জননি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই ঘৃণিত বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন বোধ হয় আমার কোন গুণই আপনার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি অদ্যই জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীরে অনুনয় করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। ভরত যাহাতে নির্ব্বিবাদে রাজ্য পালন ও ভক্তিভাবে পিতৃশুশ্রুষা করেন তদ্বিষয়ে আপনি প্রতিনিয়ত যত্নবতী থাকিবেন।

রামের এইরূপ উদার বাক্য শুনিয়া দশরথ শোকে অতীব অধীর হইয়া পড়িলেন এবং মন্ত্রবলে হতবীর্য্য ফণীর ন্যায় কেবল, "হা রাম! হা তাত!" বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। রাম ভক্তিভাবে প্রথমে পিতৃপাদপদ্মে প্রণিপাত করিলেন। পরে বিমাতৃ-চরণে প্রণাম ও তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া উদার চিত্তে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতকাল বিষণ্ণ বদনে এই সর্ব্বনাশের কথা শুনিতে ছিলেন। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া দীনভাবে অগ্রজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অভিষেকশালা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে দৃক্‌পাতও কাহার সঙ্গে বাক্যালাপও না করিয়া অবিচলিত চিত্তে ও মৃদুমন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি ত্রিলোক-দুর্ল্লভ রূপলাবণ্য বিশিষ্ট ও অতীব প্রিয়দর্শন ছিলেন; সুতরাং চন্দ্রের হ্রাস যেমন তদীয় নৈসর্গিক শোভার বিলোপ করিতে পারে না, সেই রূপ রাজ্যনাশ তাঁহার নৈসর্গিক প্রফুল্ল বদন সুধাকরকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অন্তঃকরণ, যেমন সুখদুঃখে কদাপি বিকার প্রাপ্ত হয় না। অলোকসামান্য গম্ভীর-প্রকৃতি রামচন্দ্রের অন্তঃকরণও তদ্রূপ সমভাবে রহিল। যিনি আজ কোশলসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অপ্রতিহত প্রভাবে একাধিপত্য বিস্তার করিবেন, তিনিই এখন রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় বনবাসে

চলিলেন, এ সর্ব্বনাশের কথা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, শত্রুজনের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়, পাষাণও দ্রবীভূত হইয়া যায়। কিন্তু রাম স্বয়ং এই ক্লেশকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াও কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না। পিতৃআজ্ঞা পালন করিবেন বলিয়া তাঁহার নৈসর্গিক সহাস্য বদন বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রফুল্ল হইয়াই উঠিল।

অনন্তর রাম মনে মনে দুঃখাবেগ সংবরণ এবং দুঃখের বাহ্যলক্ষণ সমুদায় সংবরণ করিয়া, আতপত্র, চামর, আত্মীয় স্বজন ও পৌরজনদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং মনোহর বাক্যে তত্রত্য সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্য-গুণাবলম্বী বিপুলপরাক্রম মহাবীর অনুজ লক্ষ্মণও দুঃখাবেগ গোপন পূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে প্রাণাধিক রাম আজি যুবরাজ হইবেন বলিয়া রামজননী কৌশল্যার অন্তঃপুরে কতই যে আমোদ, কতই যে উৎসব হইতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। উদারপ্রকৃতি রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করত এমন বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন, জ্যোৎস্নাপূর্ণ শার-দীয় সুধাংশুমণ্ডল যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা পরি-ত্যাগ করেন না, সেই রূপ তিনিও চির পরিচিত হর্ষ পরি-ত্যাগ করিলেন না। কেবল মনে মনে আন্দোলন করিতে

লাগিলেন, যে আহা! আমি রাজা হইব বলিয়া জননী কতই আহ্লাদ করিতেছেন। আজ আমার জননী রাজ-জননী হইবেন বলিয়া তাঁহার অন্তরে কতই পরিতোষ জন্মিয়াছে। কিন্তু এদিকে যে তাঁহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে; তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই। তুচ্ছ রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া যে আমি বনে বনে বিচরণ করিব, ইহাতে আমার অণুমাত্রও আক্ষেপ নাই। কিন্তু যিনি মুহূর্ত্ত কাল আমায় না দেখিলেই জগৎ শূন্য ও জীর্ণ অরণ্য প্রায় দেখিয়া থাকেন, সেই স্নেহময়ী জননী চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত আমার বিরহ বেদনা কি রূপে সহ্য করিবেন। রাম মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে জননীর অন্তঃপুরে যাইতে লাগিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

ক্রমশঃ পুরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস এই সর্ব্বনাশের কথা সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। তখন রাজমহিষীরা, অবনত মস্তকে ও কৃতাঞ্জলি পুটে রাজীব লোচনকে বিদায় গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, এবং অতীব দুঃখাবেগে

কহিতে লাগিলেন, হায়! যাঁহার সহাস্য বদন দেখিলে নয়ন মন পরি তৃপ্ত হয়, যাঁহার অমৃতায়মান বচনবিন্যাস শুনিলে, শ্রুতিযুগল স্নেহময় রসে অভিষিক্ত হয়, যাঁহাকে মুহূর্ত্ত কাল না দেখিলেও হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, সেই প্রিয়দর্শন, সেই প্রসন্নমূর্ত্তি, সেই জীবনসর্ব্বস্ব রাম আজ রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় গহন কাননে গমন করিবেন। যিনি জননী নির্ব্বিশেষে জন্মাবধি আমাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত কেহ ক্রোধাবিষ্ট হইলে, নানা প্রকার সুমিষ্ট বাক্যে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ সেই রামচন্দ্র অযোধ্যা শূন্য করিয়া বনবাসোদ্দেশে গমন করিবেন। রাজা দশরথের প্রেয়সী মহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় এই বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। চক্ষের জলে তাঁহাদের বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল; তাঁহারা হা রাম! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কখন হা মহারাজ! তুচ্ছ স্ত্রীর অনুরোধে শেষ দশায় এমন গুণের পুত্রকেও অনাথের ন্যায় নির্জ্জন বনে বিসর্জ্জন দিলেন; এই বলিয়া দশরথকে ভূরি ভূরি নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহীপাল অন্তঃপুর মধ্যে এই ঘোরতর আর্ত্তরব এবং এই রূপ নিন্দাবাদ শ্রবণ পূর্ব্বক শোকে শোকে দেহ কুণ্ডলিত করিয়া অধোবদনে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম বিমাতৃগণের মুখে এই রোদন ধ্বনি শুনিয়া বদ্ধকুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন, উহার দ্বারদেশে এক বৃদ্ধ এবং অপরাপর অনেকেই উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা রামচন্দ্রকে দর্শনমাত্র সন্নিহিত হইয়া কত আশা-র্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহারাজের পূজনীয় বহুসংখ্য বেদবিৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। তথায় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই দ্বার দেশে প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল, তন্মধ্য হইতে কতক গুলি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক রাজীবলোচনাক জয়া-শীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সম্বর্দ্ধনা করিয়া পরম আহ্লাদে অগ্রে অগ্রে প্রবেশ করত রামজননী কৌশল্যাকে তাহার আগমন সংবাদ প্রদান করিল।

এদিকে কৌশল্যা সংযম পূর্ব্বক রজনী যাপন করিয়া পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রাতে বিষ্ণু পূজা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমস্ত সমাপন করত পুলকিত মনে ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা হোম করিতেছেন। গৃহমধ্যে দধি, ঘৃত, অক্ষত, মোদক, হবনীয় দ্রব্য, লাজ শ্বেতমাল্য, পায়স সমিধ ও গঙ্গাজলপূর্ণ স্বর্ণকুম্ভ সমস্ত সজ্জিত, মহিষী দৈবকা-র্য্যানুষ্ঠানে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত আছেন। রাম আজ রাজা

হইবেন, বলিয়া তাঁহার অন্তরে কতই আনন্দ। তিনি ব্রত-পালনক্লেশে কৃশাঙ্গী হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে এরূপ আনন্দ জন্মিয়া ছিল যে সেই আনন্দভরে তাঁহার কৃশতা কিছুমাত্রঅনুভব হইয়াছিল না। তিনি পুলকিত কলেবরে দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন পদ্মপলাশলোচন রাম উপ-স্থিত হইলেন। স্নেহময়ী জননী দেখিবামাত্র আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া আরব্ধ দৈবকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।

সুধীর রাম জননীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা স্নেহময় সম্ভাষণ পূর্ব্বক প্রণত পুত্রের মুখচুম্বন ও স্নেহময় আলিঙ্গন করিয়া প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, আজ নিশ্চয়ই তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। কুলদেবতার নিকট প্রার্থনা করি, তুমি সেই কুলক্রমাগত প্রসিদ্ধ রাজলক্ষ্মী উপভোগ করিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রতিপালন কর। এবং রঘুবংশীয় বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের ন্যায় তোমার কীর্ত্তি যেন অল্প-কালের মধ্যেই দিগ্দিগন্তব্যাপিনী হয়। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান পূর্ব্বক ভোজনে অনুরোধ করিলেন।

রাম উপবিষ্ট না হইয়া বিনীতভাবে কহিলেন, মা! এদিকে যে আপনার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা কি এখনও জানিতে পারেন নাই। মহারাজ পূর্ব্বে বিমাতা কৈকেয়ীর

নিকট দুইটী বর প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, অধুনা তিনি, ঐ বরদ্বয়ের মধ্যে এক বরে আমার বনবাস, অপর বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক প্রার্থনা করিয়াছেন। তদনুসারে, পরম সত্যবাদী পিতা, আমাকে জটা ধারণ ও বল্কল পরিধান করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত তপস্বিবেশে অরণ্যবাসে আদেশ করিয়াছেন। অতএব জননি! আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। আমার আসনে আর প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমাকে ঋষিগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার করিতে হইবে। রাজভোগ্য ভোজনে আমার আর প্রয়োজন নাই। আমি এখন মুনিজনের ন্যায় কন্দ-মুল ফলাহারী হইয়া শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিব। কি রাজ্য, কি ঐশ্বর্য্য, সকলই পরিত্যাগ করিয়া আমাকে এখন বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইবে। প্রাণের ভাই ভরতই আজ আমার প্রতিনিধি যৌবরাজ্য গ্রহণ করিবেন। অতএব মা! আমি, পিতৃ আজ্ঞা পালনার্থ জটাবল্কল ধারণ করিয়া অদ্যই বনগমন করিব। আপনি অনুমতি প্রদান করুন।

কৌশল্যা শ্রবণমাত্র হা হতস্মি বলিয়া কুঠারচ্ছিন্না শালযষ্টির ন্যায়, সুরলোকপরিভ্রষ্টা সুরনারীর ন্যায় তৎ-ক্ষণাৎ ভূতলশায়িনী হইয়া মুর্চ্ছিতা হইলেন। যিনি কখনই ক্লেশ সহ্য করেন নাই, রাম বাতাভিহতা কদলীর ন্যায় তাঁহাকে ধরাসনে শয়ান ও মুর্চ্ছিত দেখিয়া বহুযত্নে ও অতি কষ্টে তাঁহার মুর্চ্ছাপনয়ন করিয়া দিলেন, এবং বড়বা যেমন ভার বহন পূর্ব্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূতলে বিলুণ্ঠিত

হয়, সহসা জননীকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন।

কৌশল্যা সংজ্ঞালাভ করিয়া উন্মত্তার ন্যায় একান্ত শূন্য নয়নে বারংবার রামচন্দ্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে ও কাতর স্বরে কহিলেন, রাম রে! কি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম! ইহা অপেক্ষা আমার বক্ষঃস্থলে বজ্রাঘাত হইল না কেন? হা বিধাতঃ এ চির-দুঃখিনীর-ললাটে পরিশেষেও কি এত দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছিলে। হা মহারাজ! এ হতভাগিনীর জীবনধন এ চীরদুঃখিনীর জীবনসর্ব্বস্ব রাজীবলোচন আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল। হা কালসর্পিণী কৈকেয়ি! তুই কি দোষে কোন প্রাণে আমার অমূল্য নিধিকে দংশন করিলি। তোর কি মন কিছুমাত্র কাতর হইল না; তোর পাষাণ-হৃদয়ে কি কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। হা ধর্ম্ম! এই কালসর্পিণীর করাল দংশনে তুমিও কি দেহ ত্যাগ করিয়াছ? তুমি জীবিত থাকিলে এ অভাগিনীর সর্ব্বনাশ কখনই হইত না। এ চিরদুঃখিনীর অঞ্চলের নিধি হৃদয় শূন্য করিয়া কখনই যাইত না। হায়! হায়! আমি এখন কি করিব, কোথায় যাইব। এমন সুখের সময়ে যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইবে; এমন আহ্লাদের সময় যে আমার সর্ব্বনাশ ঘটিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। হা বৎস রামচন্দ্র! হা জীবনসর্ব্বস্ব রাজীবলোচন! হা

মাতৃবৎসল! হা রঘুকুল ধুরন্ধর! এ চিরদুঃখিনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোমার ললাটে কি এত দুঃখ ছিল; এই হতভাগিনীর সন্তান বলিয়া তুমিও কি সুখী হইতে পারিলে না।

এই রূপে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রাজমহিষী কৌশল্যা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া কহিতে লাগিলেন, রাম রে! আমি যদি নিঃসন্তান হইতাম; তাহা হইলে লোকে না হয় আমারে বন্ধ্যা বলিয়া তিরস্কার করিত, কিন্তু এ নিদারুণ মনোবেদনা আমায় আর সহ্য করিতে হইত না। রাম! স্বামী অনুরক্ত থাকিলে, স্ত্রীলোকের যে সুখ সৌভাগ্য লাভ হয়, সপত্নীর জন্য ভাগ্যে তাহাও ঘটে নাই। এত কাল আমি যে কতই মনস্তাপ, কতই ক্লেশ, কতই দুঃখ, ও কতই যন্ত্রণা পাইয়াছি, তাহা আর বলিবার নহে। তথাপি আমি দ্বিরুক্তি করি নাই। একটি পুত্র হইলে আমার সকল দুঃখই দূর হইবে, এই আশ্বাসেই কেবল এত কাল আমি জীবন ধারণ করিয়াছিলাম। হৃদয়নন্দন! তুমি আমার জীবনের জীবন। মুহূর্ত্তকাল তোমার চন্দ্রানন দেখিতে না পাইলে, আমি দশ দিক্ অন্ধকারময় দেখিয়া থাকি, তোমার ন্যায় অমূল্য নিধিকে বনে বিসর্জন দিয়া আমি কোন্ প্রাণে প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব। আহা! রাম রে! সপত্নীগণের বাক্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে কষ্টকর আর কি আছে। তুমি থাকি-

তেই যখন সপত্নীরা আমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল তুমি বনে গমন করিলে, এ হতভাগিনীর দুর্ভাগ্যে যে কি ঘটিবে, তাহা আর বলিতে পারি না। রাম রে! দুঃখের কথা আর কি বলিব। পতি প্রতিকুল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করী সকলেও আমায় কত অবমাননা ও কতই ঘৃণা করিয়াছে। কেবল তোমার মুখপানে চাহিয়া আমি সে সব ভুলিয়া গিয়াছি। এখন তোমাকে বনে বিসর্জন দিয়া আমি কিরূপে ঐ কর্কশভাবিণীর মুখ দেখিব। হৃদয়নন্দন! যাহারা আমার একান্ত অনুগত ও প্রতিনিয়ত আমার সেবা শুশ্রূষা করিত, তোমার রাজ্যনাশ ও বনবাস হইলে, তাহারা কৈকেয়ীর ভয়ে হয় ত আমায় আর সম্ভাষণও করিবে না। বৎস! উপনয়নের পর তোমার বয়ঃক্রম সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে। এত কাল কেবল দুঃখাবসানের আশাতেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই কেবল তোমার সুখের সময়। এ সময়ে আবার অনাথের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিবে, আরণ্য কটু তিক্ত ফল মুল ভোজন করিয়া দীনের ন্যায় দিন যাপন করিবে; দেখিয়াও কি মায়ের প্রাণ সুস্থির হইতে পারে? আমি কত ক্লেশে কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তোমায় প্রসব করিয়াছি, কত কষ্ট, কত উপবাস, কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া তোমায় ক্রোড়ে পাইয়াছি। তোমাকে বনে দিয়া আমি কিরূপে কোন্ প্রাণে গৃহে থাকিব।

দগ্ধহৃদয়! তুমি কি এখনও বিদীর্ণ হইলে না। বর্ষা-

সলিলে নদীকূলের ন্যায় তুমি কি এখনও শতধা হইলে না। আর কি সুখে রহিয়াছ। আমার অমূল্যনিধি, আমার অন্ধের নয়ন আমায় ছাড়িয়া চলিলেন; দেখিয়াও কি আবার জীবনের আশা আছে। মৃগরাজ কেশরী যেমন সহসা সজলনয়না কুরঙ্গীকে লইয়া যায়; সেই রূপ কৃতান্ত আজ তোমাকে কেন লইলেন না? এখন নিশ্চয় জানিলাম; এমন সর্ব্বনাশের কথা শুনিয়াও যখন তুমি বিদীর্ণ হইলে না, তখন তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর, তোমার সমান পাষাণহৃদয় আর নাই। হা বৎস রামচন্দ্র! এ অভাগিনীর আর মৃত্যু নাই, যমালয়েও স্থান নাই। তোমার মুখে এই দুঃখের কথা যেমন শুনিলাম, অমনি দণ্ডবৎ ভূতলে পড়িলাম, কিন্তু হতভাগ্য জীবন আমায় পরিত্যাগ করিল না, এই দুঃখভারাক্রান্ত দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না, ইহাতেই বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে, যদি হইত, তবে আমাকে আর এমন যন্ত্রণা দেখিতে হইত না। বাছা রে! তোমারে বনবাস দিয়া আমার এ দগ্ধ জীবনে প্রয়োজন কি? অমূল্য নিধিকে অনাথের ন্যায় গহন কাননে বিসর্জ্জন করিয়া তুচ্ছ রাজ্যভোগে আমার আর প্রয়োজন কি? রাম রে! যদি তোমাকে একান্তই বনে যাইতে হয়, তবে বালবৎসা ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, সেইরূপ আমিও তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। হায়! আমি সন্তানের নিমিত্ত যে এত জপ ও এত তপ করিয়াছিলাম,

দুর্ভাগ্য ক্রমে উষর ক্ষেত্রে বীজের ন্যায় আমার সমুদায় প্রযত্নই কি নিষ্ফল হইয়াগেল।

রামজননী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে সপত্নীকৃত যাতনাপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া পাশসংযত-পুত্র-দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় অসীম শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাবীর লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যার এতাদৃশ শোক পূর্ণ বিলাপবাক্য শুনিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! জননীর এ দুঃখ আর দেখা যায় না। সর্ব্বগুণাকর জ্যেষ্ঠ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, আর কনিষ্ঠ আসিয়া রাজ্যশ্রী অধিকার করিবেন, কোন্ কালে কোন্ দেশে এমন অসঙ্গত বিচার সঙ্গত রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। মহারাজ নিতান্ত স্ত্রৈণ ও নিতান্ত কামুক। বৃদ্ধ কালে কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রকৃতির বিশেষ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি এখন স্ত্রীলোকের কুমন্ত্রণায় পড়িয়া কি না বলিবেন। এখন তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব সেই হত-বুদ্ধি স্ত্রৈণ পুরুষের অনুরোধে উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করা কি ভবাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তির উচিত কার্য্য? আর্য্য! বলুন্ দেখি, আপনি এমন কি অপরাধ করিয়াছেন, যে মহারাজ সেই দোষে আপনাকে বনবাসে আদেশ করি-লেন। পরোক্ষেও আপনার দোষকীর্ত্তনে সাহসী হয়

অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি অদ্যাবধি এমন কাহা-কেও দেখি নাই। আপনি দেবপ্রভাব, সরলস্বভাব ও নিলোর্ভ। শত্রুর প্রতিও আপনার অবিচলিত স্নেহ। ধর্ম্মের মুখাপেক্ষী হইয়া কোন্ ধার্ম্মিক পুরুষ আপনার ন্যায় গুণভূষণ পুত্রকে অকারণে পরিত্যাগ করিতে পারে? মহারাজ একে ত বৃদ্ধ,তাহাতে আবার স্ত্রৈণ ; কাজে কাজেই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি একে বারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের পবিত্র চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ পুত্র এমন স্ত্রৈণ পিতার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। আর্য্য! আপনার এই ঘৃণিত হিংসামুলক নির্ব্বাসন-সংবাদ রাজ্যমধ্যে প্রচার হইতে না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় এই শত্রুসংহারক শরাসন ধারণ পুর্ব্বক আপনার পার্শ্বদেশ রক্ষা করিব; তখন কাহার সাধ্য যে, আপনার অভিষেকের বিঘ্ন সম্পা-দন করিবে। যদি করে, তবে, এই তালতরু-সন্নিভ দুই বাহু, এই শত্রুসংহারক শর, এই মর্ম্মভেদী অসি অযোধ্যাপুরী নিশ্চয় নির্ম্মনুষ্য করিবে। সর্ব্ব গুণাকর রাম বিদ্যমানে অযোধ্যার যৌবরাজ্য অন্যের হস্ত গত হইবে,বীর লক্ষ্মণ জীবিত থাকিয়া কখনই দেখিতে পারিবে না। যে সকল ব্যক্তি ভরতের পক্ষপাতী হইয়া তাহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে, আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তাহারা প্রজ্বলিত হুতাশনে বা কালসর্পের করাল কবলে

আত্মসমর্পণ করিতে বাসনা করিয়াছে। অধিক, কি, কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া তাঁহার উৎসাহের নিমিত্ত যদি স্বয়ং মহারাজও আমাদের বিপক্ষতা করেন, এ লক্ষ্মণ তাঁহাকেও সংহার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। গুরু যদি কার্য্যাকার্য্য-বিচার-শূন্য ও সামান্য জনের ন্যায় গর্ব্বিত হন, তাহাকে শাসন করা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। জ্যেষ্ঠত্ব ও গুণবত্ত্বা-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য। মহারাজ কোন্ বলে কোন্ গুণে সেই রাজ্যে ভরতকে অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন ? আর্য্য! আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, রামের ও লক্ষ্মণের সহিত শত্রুতা করিয়া কেহই ভরতকে রাজ্য দিতে পারিবে না।

একবিংশ অধ্যায়।

জননি! আমি সত্য, শরাসন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি; আর্য্য রাম যদি মৃদুতা নিবন্ধন উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গমন করেন, নিশ্চয় জানিবেন, তাহা হইলে, আমি অযোধ্যা নগরী এই দণ্ডেই

নির্ম্মনুষ্য করিব। দেবি! আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি; সমুদায় অযোধ্যার লোক এক দিকে হইলেও দিবাকর যেমন অন্ধকারনিচয় নষ্ট করেন, তদ্রূপ আমি স্ববীর্য্যপ্রভাবেই আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে আপনি এবং আর্য্য রাম আপনারা উভয়েই বীর লক্ষ্মণের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন।

তখন কৌশল্যা অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া সাশ্রু নয়নে রামকে কহিলেন, বাছা রে! বৎস লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তাহা ত শুনিলে, তবে আর অনাথা জননীরে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে থাকিয়া আমার সেবা কর। তাহা হইলেই তোমার অনেক ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। দেখ, মহর্ষি কশ্যপ চিরকাল গৃহে অবস্থান করিয়া মাতৃসেবা করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যের ফলে, তিনি পরিণামে স্বর্গ লাভ করিলেন। আর দেখ, গুরুত্ব বিচার করিয়া দেখিলে, মহারাজ অপেক্ষা আমিই তোমার সমধিক পূজনীয়। তিনি তোমায় বনবাসে আদেশ করিয়াছেন, আমি তোমায় বারংবার নিষেধ করিতেছি; বল দেখি, তুমি এমন জ্ঞানবান্ হইয়া কিরূপে পরম পূজনীয়া জননীর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিবে। বৎস! তোমার ন্যায় গুণাকর পুত্রকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া মায়ের জীবনে আর প্রয়োজন কি? তোমায় লইয়া তৃণ ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করাও

আমার পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ। তুমি আমাকে এমন শোকাকুল দেখিয়াও যদি পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে আমি অনশনে দেহ ত্যাগ করিব।

জননীর এতাদৃশ শোকজনক বাক্য শ্রবণে রাম যারপর নাই শোকাকুল হইলেন বটে, কিন্তু, তিনি জানিতে পারিলে, আরও অধীর হইবেন, এই ভয়ে অতিকষ্টে স্বীয় শোচনীয় ভাব গোপন করিলেন, এবং ধর্ম্মসঙ্গত সান্ত্বনা বাক্যে জননীকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া কহিলেন, মা! যদি পুত্র হইয়া পিতার বাক্য পালন না করিলাম, তবে আমার ন্যায় অধার্ম্মিক ও আমার তুল্য কুপুত্র জগতে আর কে আছে? জননি! আমি প্রাণান্তেও পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। আপনার চরণে ধরি, আমার দিব্য, আপনি আর অধৈর্য্য হইবেন না; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে বনগমনে অনুজ্ঞা করুন, দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ডু, নিতান্ত অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃআজ্ঞায় ধেনুর প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে এই সূর্য্যবংশীয় মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষষ্ঠি সহস্র সন্তান ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। এবং যমদগ্নিতনয় মহাবীর পরশুরাম পিতৃনিয়োগে অরণ্যে কুঠার দ্বারা আপনার জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন; অতএব জননি! দেখুন, কেবল আমিই যে পিতৃনিদেশ পালনে এত চঞ্চল হইয়াছি, এমত নহে। আমি অ

সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মাদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তাঁহারা এবং অন্যান্য অনেকেই পরম দেবতা পিতার আদেশ প্রতিপালন এবং ইহার অনুসরণার্থ একটি পবিত্র পথও প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে কখন যাহার অনুষ্ঠান না হইয়াছে এবং যাহা এ পর্য্যন্ত কাহারও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়াছে; আমি সে ধর্ম্মের নিমিত্ত এত ব্যাকুল নহি। পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও প্রতিপালিত পথই আমার স্পৃহনীয়। মাতঃ! পিতৃআজ্ঞা অবিচার্য্য রূপে প্রতিপালন করাই সুপুত্রের কার্য্য। এই জন্যই আমি এ বিষয়ে এত যত্নবান্ হইয়াছি। আপনার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আপনি এমন ধর্ম্মকেও অধর্ম্মের ন্যায় বোধ করিতেছেন। দেখুন, পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কোন্ কালে কোন্ ব্যক্তির অনিষ্টাপাত বা ধর্ম্মহানি হইয়াছে।

বিচক্ষণ রাম জননীকে এই রূপ কহিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে আপনার অপেক্ষাও স্নেহ করিয়া থাক, তোমার ভক্তিও যে আমার প্রতি অচলা; তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। এবং তোমার বল বিক্রম ও সাহস অতুল্য; তেজ দুর্ব্বিষহ; তাহাও আমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি। আর জননী যে আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়াই আমার বনগমনবার্ত্তায় অকূল

শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, তাহাও আমি দেখিতেছি। কিন্তু ভাই! কি করি, উপায় নাই। পিতৃদেব বিমাতার নিকট সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া আমায় বনবাসের আদেশ করিয়াছেন। তুচ্ছ রাজ্যভোগ লালসায় তাঁহার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে সত্যভ্রষ্ট বা স্বর্গচ্যুত করাই কি সন্তানের কর্ত্তব্য কার্য্য? দেখ, লোকে ধর্ম্মকেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। পিতা আমাকে যে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক; পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা প্রতিপালন না করা তাহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অতএব আমি যখন পিতার নিদেশ ও বিমাতা কৈকেয়ীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি; তখন বনগমনে কোন মতেই ক্ষান্ত হইব না। অকিঞ্চিৎকর রাজ্যলোভে পড়িয়া সেই সনাতন সত্য ধর্ম্মকে বিসর্জন করা রঘুবংশীয়দিগের কার্য্য নহে; অতএব লক্ষ্মণ। তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুরূপ বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া পরমারাধ্য পিতার প্রতি অকারণে যে সমুদায় ভৎর্সনাবাক্য উচ্চারণ করিলে, তাহা আর মনেও করিও না; করিলে, মহা পাতকী হইবে। যে ধর্ম্ম অতি কঠোর; বিচক্ষণ ব্যক্তির সে ধর্ম্ম অবলম্বন করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

রাম আন্তরিক স্নেহের সহিত লক্ষ্মণকে এই রূপ উপদেশ করিয়া কৃতাঞ্জলি করে জননী কৌশল্যাকে

কহিলেন, মাতঃ আমি নিতান্তই বনগমন করিব। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমায় অনুমতি করুন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই পবিত্র ধর্ম্মের বিলোপ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন ভূতল হইতে পুনর্ব্বার স্বর্গারূঢ় হইয়াছিলেন, সেই রূপ আমিও পিতৃসত্য পালন করিয়া পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব। জননি! আপনি শোকাকুল হইবেন না। আমি নিশ্চয় করিতেছি; এই প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইয়া বনবাস হইতে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিব।

রাম অবিকৃত চিত্তে বিনীত বচনে এইরূপ ধর্ম্মানুগত ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে, কৌশল্যা মূর্চ্ছিতের ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন, এবং অনিমেষ নেত্রে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করুণ বচনে কহিলেন, বৎস! পিতার নিদেশ কি জননীর অপঘাত মৃত্যুর অপেক্ষাও গুরুতর হইল? কেবল তিনিই কি তোমার পূজনীয়; আমার বাক্য কি তোমায় প্রতিপাল্য নহে। আমি যে কত যত্নে, কত ক্লেশে, কত স্নেহে এতকাল তোমায় লালন পালন করিলাম; কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া তোমায় প্রসব করিলাম; সমুদায়ই কি নিষ্ফল হইয়া গেল। আমি যে এত বিলাপ ও এত পরিতাপ করিয়া কহিতেছি; তুমি কি বলিয়া আমায় পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইবে। আহা! রাম! মনে মনে কতই আশা করিয়াছিলাম। যে তুমি বড় হইলে, আমার সকল

যন্ত্রণা, সকল দুঃখ দূর হইবে। কিন্তু নিদারুণ বিধাতা এ হতভাগিনীর ললাটে যে এত দুঃখ লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা আমি স্বপ্নেও জানি না। হৃদয়নন্দন! তুমি আমার বড় আশার ধন; তোমাকে বিদায় দিয়া শূন্য পৃথিবীতে আমার বাঁচিবার ফল কি, আত্মীয় স্বজনেই বা প্রয়োজন কি এত কাল যে দেব দেবীর পূজা করিয়াছিলাম, তাহাতেই বা আমার কি ফল হইল। যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া কেবল তোমার চন্দ্রানন প্রতিনিয়ত দেখিতে পাই, তাহাও ভাল।

যেমন অন্ধকার প্রবিষ্ট গজরাজ উল্কাদণ্ড স্পর্শ করিলে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই রূপ জননীর এই প্রকার করুণ বিলাপ শুনিয়া রাম একান্ত কোপপরবশ হইয়া উঠিলেন। এক দিকে জননী কৌশল্যা শোকে উন্মত্তা, অপর দিকে ভ্রাতা লক্ষ্মণ দুঃখানলে সাতিশয় সন্তপ্ত; তদ্দর্শনে রাম আপনার অনন্য সুলভ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মবুদ্ধির অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! আমার প্রতি তোমার যে ঐকান্তিক ভক্তি ও দৃঢ়তর অনুরাগ আছে; তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। তুমি যে অসাধারণ বীর ও তোমার পরাক্রম যে অপ্রতিম; তাহাও আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি, কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি, আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত কেন আমাকে দুঃখিত করিতেছ। দেখ পূর্ব্ব জন্মার্জিত ধর্ম্মের ফলোৎপত্তির কাল উপস্থিত

হইলে, ইহ লোকে জীবগণ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, অনুষ্ঠাতা অনায়াসে এই ত্রিবর্গ লাভ করিতে পারে। একান্ত পতিপ্রাণা ও নিতান্ত শুদ্ধচারিণী পুত্রবতী বনিতার ন্যায় সেকার্য্য অবশ্যই তাহার স্পৃহণীয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মাদি কিছুরই সমাবেশ দৃষ্ট হয় না; তাহার অনুষ্ঠান কদাপি শ্রেয়স্কর নহে। যাহাতে ধর্ম্ম সংগ্রহ হয়; কায়মনোবাক্যে সেই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে ব্যক্তি উপেক্ষা দোষে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর হয়; সে লোকের নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়া থাকে। আর ধর্ম্মবিগর্হিত কামও কোন রূপে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ, আমাদের বৃদ্ধ পিতা ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা দ্বারা আমাদিগকে সবিশেষ উপদেশ দিয়াছেন; কাম, ক্রোধ বা হর্ষ বশতই হউক; তিনি যে আজ্ঞা দিবেন, ধর্ম্মজ্ঞানে ও অবিচার্য্য রূপে কোন্ দুরাত্মা তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? বৎস! এই সমস্ত কারণে পিতৃদেবের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিতে আমি কোন রূপেই সাহসী হইতেছি না। মহারাজ আমাদের পিতা; পুত্রের প্রতি পিতার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। এবং তিনি জননীর ভার্ত্তা; ভার্য্যার প্রতিও পতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে; অধিক কি এমন অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞা ক্রমে জননীও অনাথা স্ত্রীর ন্যায় আমার সহিত বহিষ্কৃত হইতে পারেন। অতএব

লক্ষ্মণ! জননী প্রসন্ন মনে বনগমন বিষয়ে আমায় অনুমতি করুন এবং যাহাতে আমি ব্রতকাল পূর্ণ করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিতে পারি; আমায় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন। মাতঃ! সামান্য সুখলালসায় আমি মহাফলজনক পবিত্র ধর্ম্মকে কোন রূপেই বিসর্জ্জন করিতে পারিব না। জীবন কাহারও চিরস্থায়ী নহে; অতএব সামান্যকালের নিমিত্ত অধর্ম্মানুসারে অদ্য এই অকিঞ্চিৎকর রাজ্য হস্তগত করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা হইতেছেনা।

পুরুষোত্তম রাম উদার চিত্তে দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণকে এই রূপ ধর্ম্মানুগত উপদেশ ও শোকাতুরা জননী কৌশল্যাকে প্রদক্ষিণ এবং প্রসন্ন করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার উপক্রম করিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

তখন লক্ষ্মণ পুরুষোত্তমের এই রূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস পর্য্যালোচনা করিয়া শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন, তিনি আর দুঃখ সংবরণ করিতে না পারিয়া অমনি

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। এদিকে শোকাতুরা জননী কখন "হা রাম!" বলিয়া মুর্চ্ছিত, ও কখন ভূতলে পতিত হইয়া ম্লান বদনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, এক দিকে স্নেহময়ী জননীর ও অপর দিকে ভ্রাতৃবৎসল প্রিয় লক্ষ্মণের এই রূপ শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া সুধীর রাম কেবল স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াই কৌশল্যা সমক্ষে সুমিত্রানন্দনকে কহিতে লাগিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! এক্ষণে শোক সংবরণ কর, আর কাঁদিও না; আমার এই অবমাননা আর মনেও করিও না। আমার নিমিত্ত অভিষেকের যে সকল আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং আমার এই বন গমন রূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। অভিষেকের সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসাহের সহিত যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে আবার তাহার নিবৃত্তি নিমিত্তও সেইরূপ উৎসাহী হও। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাঁহার এত শোক সন্তাপ অসুখ ও যাতনা উপস্থিত হইয়াছে, সেই পরমারাধ্যা বিমাতা কৈকেয়ীর যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া তুমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তঃকরণে যে অনিষ্টাশঙ্কা মূলক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, আমি ক্ষণকালের নিমিত্ত তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান কি অজ্ঞান বশতই হউক পিতার নিকট যে কোন অপরাধ করিয়াছি; কদাচই আমার স্মরণ হয় না। তিনি সত্যবাদী, সত্য

প্রতিজ্ঞ ও পরম ধার্ম্মিক; কেবল পরলোক ভয়ে কাতর হইয়াই আমায় বনবাসে আদেশ করিয়াছেন। আমি তাঁহার কথা উল্লঙ্ঘন করিলে, তিনি ইহ লোকেও যৎ-পরোনাস্তি কষ্ট অনুভব করিবেন এবং পরিণামে পরলোকেও নিরয়গামী হইবেন। তাঁহার সেই দুঃখ আমাকেও যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ দিবে। এই সমস্ত পর্য্যা-লোচনা করিয়া আমি প্রবাস গমনে এত চঞ্চল হইয়াছি। আমি বনগামী হইলে, আজ বিমাতা কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে যৌব-রাজ্যে অভিষেক করিবেন, আমি জটাবল্কল ধারণ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি পরম সুখে কোশলরাজ্যে অটল হইয়া বসিবেন এবং সেই সত্যৈকব্রত পরম পূজনীয় পিতাও সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী বলিয়া ইহ লোকে ও পরলোকে গর্ব্ব করিতে পারিবেন। অতএব সামান্য-সুখ-লালসায় সেই পরমারাধ্যা বিমাতা ও পূজ্যপাদ পিতার মনস্তাপের কারণ হইয়া আমি মুহূর্ত্তকালও কোশলরাজ্যে বাস করিতে চাহি না। আমি এখনই বন-বাসোদ্দেশে গমন করিব। লক্ষ্মণ! দেখ, আমার রাজ্য নাশ ও বনবাস এই দুই বিষয়ে কেবল দৈবই কারণ! সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে। দৈবই ইহার নিদান; তাহা না হইলে, দয়া মায়া মমতা সমুদায় বিসর্জ্জন করিয়া তিনি আমার প্রতি এরূপ দুরভিসন্ধি কদাচ প্রকাশ

করিতেন না। ভাই! তুমিও ত জান, এতকাল আমি মাতৃ-গণের মধ্যে কাহাকেও ইতরবিশেষ জ্ঞান করি নাই। এই কারণে কৈকেয়ীও আমাকে ও প্রাণের ভাই ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই। অতএব তিনি যে আজ সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় বিমাতৃভাব অবলম্বন করিয়া অতি কঠোর বাক্যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করি-তেছেন, দৈব ভিন্ন ইহার প্রকৃত কারণ আর কিছুই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাবা, গুণবতী ও আমার প্রতি অসামান্য স্নেহময়ী হইয়াও সামান্যা বনিতার ন্যায় ভর্ত্তৃসমক্ষে যে এমন অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন, দৈবই ইহার এক মাত্র কারণ। যাহা অচিন্তনীয় ও অনি-র্ব্বচনীয়, তাহাই দৈব। জীবগণের বিধাতা ব্রহ্মাদি দেব-তারাও এই অনিবার্য্য দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দুর্জ্ঞেয় দৈবপ্রভাবেই আমার স্নেহময়ী বিমাতা কৈকেয়ীর ভাব বৈপরিত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, কোন্ ব্যক্তি সেই অচিন্তনীয় দৈবকে উল্লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবে। সুখ, দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরা-জয়, ভয়, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, বন্ধন ও মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয়কারণ এমন যাহা কিছু হটাৎ সংঘটিত হইতেছে, সমুদায়ের মুল দৈব। পুরুষকার অকিঞ্চিৎকর মাত্র। দেখ, উগ্রতপা তাপসেরা এই দুষ্পরিহার্য্য দৈব নিবন্ধন নিতান্ত কঠোর ব্রতনিয়মাদি

সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কাম, ক্রোধ ও হিংসা দেষাদির বশীভূত হইয়া থাকেন। আর এই অকিঞ্চিৎকর সংসার মধ্যে আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অচিন্তনীয় বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়, দৈবের কার্য্য ভিন্ন তাহা আর কিছুই নহে। অতএব, লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও আমার এই উপস্থিত অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা চিত্তকে সংযত করিতে পারিলে, তোমার আর কিছু মাত্র পরিতাপ বা ক্লেশ থাকিবে না। তুমি এই উপদেশরূপ নির্ম্মলজ্যোতি দ্বারা আন্ত-রিক দুঃখ ও মোহান্ধকার বিনাশ করিয়া আমার ন্যায় সৎপথে পদার্পণ এবং আমার অভিষেক-সাধনার্থ যে সকল জলপূর্ণ কলস সংস্থাপিত রহিয়াছে, তৎসমুদায় দ্বারা আমার বনবাস ব্রতের স্নানক্রিয়া সম্পাদন কর। অথবা অভিষেক-সংক্রান্ত এই-সমস্ত দ্রব্যে আর দৃষ্টিপাত করিবার আবশ্যকতা নাই। আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া তাপসব্রতে দীক্ষিত হইব। বৎস! উপস্থিত রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না। রাজ্য ও বন উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত ও প্রকৃত জ্ঞানীর আশ্রয়। অতএব ভাই! দৈবের প্রভাব যে কিরূপ, সমুদায় তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। তুমি এই দৈবের মর্ম্ম অবগত হইয়া দৈবোপহত পিতা ও বিমাতা কৈকেয়ীর প্রতি তরুণসুলভ অধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ কর।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পুরুষোত্তম রাম এই রূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের (১) মধ্যগত হইয়া অবনত বদনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং প্রশস্ত ললাট পট্টে ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ রোষিত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল ক্রোধভরে শারদীয় সূর্য্যমণ্ডল ও ক্রোধান্ধ কেশরীর ন্যায় অতীব দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। অনন্তর, মত্ত মাতঙ্গ যেমন অনায়াসে আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি, ক্রোধাপনয়নার্থ অগ্রজ কর্ত্তৃক গৃহীত অগ্র হস্ত বিক্ষিপ্ত ও নানা প্রকার গ্রীবাভঙ্গী বিস্তার করিয়া বক্র ভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক আরক্ত লোচনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মদোষ পরিহার ও নিজ কল্পিত দৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্য্যাদায় সংস্থাপনার্থ বনগমনে

(১) রামের ধর্ম্মের প্রতি এতাদৃশী আস্থা দেখিয়া হর্ষ এবং উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার বনবাস দর্শনে দুঃখ।

আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে; তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। ভ্রান্তি না হইলে, ভবাদৃশ বিচক্ষণ ব্যক্তির মুখ হইতে এমন অসঙ্গত কথা কখনই নির্গত হইত না। আপনি কি এখন দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না? আপনি তবে কি নিমিত্ত দুর্ব্বলের ন্যায় সেই অকিঞ্চিৎকর শোচনীয় দৈবকে বারংবার প্রশংসা করিতেছেন। মহারাজ নিতান্ত পাপী, তাঁহার মহিষী যারপর নাই পাপীয়সী। ইহাঁদিগের পাপ স্বভাবে আপনার বিশ্বাস হইতেছে না কেন? আপনি কি অবগত নহেন, যে এই জীবলোকে অনেকেই প্রকৃত পাপী, অথচ কেবল ধর্ম্মের ভান করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মহারাজ ও মহিষী কেবল স্বার্থের অনুরোধেই ভবাদৃশ বিচক্ষণ পুত্রকে শঠতা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। তাহাই যদি না হইবে, রাজ্যাভিষেকের সমুদায় উদ্যোগ করিয়া এখন কদাচই তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। ধর্ম্মাত্মন্! আর দেখুন, সেই বরপ্রসঙ্গ যদি সত্যই হইত, অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল। যাহাই হউক, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিতান্ত নিন্দনীয়। যে কার্য্য কোন দেশে কোন কালেও শ্রুত হওয়া যায় নাই। আজ মহারাজ সেই শোচনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আর্য্য! এমন জঘন্য কার্য্য আমি প্রাণ থাকিতে

কদাচ সহ্য করিতে পারিব না। হে ধৈর্য্যগুণাবলম্বিন্! আমি মনের দুঃখে কিছু কটূক্তি করিতেছি, কনিষ্ঠ বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবেন। পুরুষোত্তম! আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে। আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি। আপনি যখন কর্ম্মক্ষম, তখন কি কারণে সেই স্ত্রৈণ পুরুষের অধর্ম্মপূর্ণ ঘৃণিত বাক্যের বশীভূত হইবেন। দেখুন দেখি, অকাস্মাৎ এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল; শঠতা ভিন্ন ইহার কি অন্য-কারণ আছে? কিন্তু আপনিও যে আবার ইহা স্বীকার করিতেছেন না; ইহাই কেবল আমার একমাত্র দুঃখ। বস্তুত আপনার এই ধর্ম্মবুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে উপস্থিত রাজ্যপদ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলে, ইতর সাধারণ সকলেই আপনার অযশ ঘোষণা করিবে। কৈকেয়ী বিমাতা, তাঁহার কথা আর কি কহিব, মহারাজ কেবল নাম মাত্রেই আমাদের পিতা, ফলত তিনি আমাদের পরম শত্রু, যাহাতে অমাদের অনিষ্ট হয়, প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আপনি ভিন্ন তাঁহার দুরভিসন্ধি সাধন করিতে মনে মনেও কেহ অভিলাষী হন না তিনি স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও দুর্ব্বলের ন্যায় দৈবকৃত বিবেচনা করিয়া তাহাতেই সম্মত হইতেছেন। আর্য্য আমি

অনুরোধ করি, আপনি এখনই এ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার অসঙ্গত দৈব কোন রূপেই আমার প্রীতকর হইতেছে না। যাহারা দুর্ব্বল, নিস্তেজ, ও বীর্য্যহীন, অগত্যা তাহারাই দৈবকে অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা বলবান্ বীর্য্যবান ও তেজস্বী, যাহাদিগের বলবিক্রমে মেদিনী প্রকম্পিতা, তাহারা প্রাণান্তেও দৈবের মুখাপেক্ষা করে না। যে ব্যক্তি স্বীয় পুরুষকারপ্রভাবে দৈবকে দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয়, দৈববলে স্বার্থের হানি হইলেও কদাপি অবসন্ন হয় না। অদ্য লোকে দৈববল এবং পৌরুষবল, উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। আজ দৈব ও পুরুষের পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক, দৈববলে প্রতিহত দেখিয়াছে, অদ্য তাহারাই আবার বীর লক্ষ্মণের পৌরুষের হস্তে সেই দৈবকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় স্বীয় পরাক্রমে এই দুর্ব্বল পুরুষোচিত শোচনীয় দৈবকে নিতান্তই প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথ বা বিমাতা কৈকেয়ীর কথা দূরে থাক্, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি, ত্রিলোকের লোক সমস্তও যদি এক দিকে হয়, তথাপি আজ আমার সমক্ষে আপনার রাজ্যাভিষেকের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কেহই বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। যাহারা বিমাতার পক্ষ ও পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাসে উৎসাহী হইয়াছে। চতুর্দ্দশবৎসরের নিমিত্ত বনবাস, তাহাদিগের দুর্ভাগ্যেই বিরাজ করিতেছে। ভবাদৃশ স্বভাব-

সুহৃদর ব্যক্তির অচিন্তনীয় অনিষ্ট সম্পাদন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত পিতা ও বিমাতার যে দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমার কোপানল তাহার মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। যে আমার প্রতিদ্বন্দী, আমার দুর্ব্বিষহ পুরুষকার যেমন তাহার সুখের কারণ হইবে না, তদ্রূপ দৈববলও তাহার প্রীতি জন্মাইতে পারিবে না। আর্য্য! অধিক কি, এই কোশল রাজ্য যদি নির্ম্মনুষ্য দেখিতে অভিলাষ না থাকে; অকিঞ্চিৎকর দৈব পরিত্যাগ করিয়া সমুদায় রাজ্য অধিকার করুন। সহস্র-বৎসর অন্তে যখন আপনার পুত্রেরা রাজ্যসিংহাসনে উপবেসন করিবে এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইবে, তখন আপনি তাহাদিগের হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পূর্ব্বরাজগণের অবলম্বিত অরণ্যে প্রস্থান করিবেন।

চপলতা ও স্বার্থপরতা দোষে পিতা প্রতিকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এ আশঙ্কা আপনি কদাচ করিবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি যদি আপনকার রাজ্য রক্ষা না করি, তাহা হইলে যেন চরমে আমার বীরলোক লাভ হয় না তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, সেইরূপ বীর লক্ষ্মণ আপনার রাজ্য রক্ষা করিবে। অনুরোধ করি, এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান্ হইয়া এই সমস্ত মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। নিমন্ত্রিত বা অন্যান্য মহীপালগণ যদি ইহাতে কোনরূপ

অন্তরায় সম্পাদন করেন, আমি একাকীই তাঁহাদের মস্তক-ছেদন করিব। আর্য্য! আমার যে এই তালতরুসন্নিভ বৃহৎ ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ আমি ধারণ করিয়াছি? এই যে প্রকাণ্ড কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থই ধারণ করিয়াছি? এই খড়্গে কি কাষ্ঠচ্ছেদন হইয়া থাকে! এই শরে কি কাষ্ঠাবতরণ হইয়া থাকে? মনেও করিবেন না; কেবল শত্রুর খর্ব্ব খর্ব্ব করিবার নিমিত্তই আমি এই চারিটী পদার্থ ধারণ করিয়াছি, এক্ষণে বজ্রধারী স্বয়ং পুরন্দর কেন আমার প্রতিপক্ষতা করুন না, এই বিদ্যুৎপ্রভ ভাস্বর শাণিত অসি দ্বারা তাঁহার শিরোশ্ছেদন করিয়া ফেলিব। তদীয় হস্তীর শুণ্ড, তুরঙ্গমের উরুদেশ ও পদাতির মস্তক আমার এই খরধার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরক্ষেত্র একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। আজ মহারাজের পক্ষপাতী বিপক্ষেরা আমার অসিলতায় কেহ কেহ ছিন্ন-মস্তক, কেহ ছিন্নপাদ, কেহ ছিন্নদেহ হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দাম-পরিশোভিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় সমরাঙ্গণে শয়ান হইবে। আমি যখন সুতীক্ষ্ণশর, শরাসন ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইব, তখন পুরুষের মধ্যে কে আছে যে, বীরদর্পে এ বীরকে পরাজয় করিবে। আমি বহুসংখ্য শরে একব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহুব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মদেশ অনবরত বিদ্ধ

করিব। অদ্য, মহারাজের প্রভুত্বনাশ ও আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপনার্থ আমার বীরপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত, চন্দনলেপন, অঙ্গদধারণ, ধনদান ও মিত্রবর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, আমার সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতক প্রতিপক্ষগণের প্রাণসংহার করিয়া স্বীয় অনুরূপ কার্য্যসাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ শত্রুকে ধন, প্রাণ ও প্রিয়জন হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপেই হউক, এ রাজ্য অবশ্যই আপনার হস্তগত করিয়া দিব।

সূর্য্যবংশাবতংস পুরুষোত্তম রাম অনুজ লক্ষ্মণের এই প্রকার বীরদর্প-মিশ্রিত বচনবিন্যাস শ্রবণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যাহাই কেন না বল, পিতৃআজ্ঞা পালন করাই সর্ব্বতোভাবে সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছে।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তখন কৌশল্যা আত্মজের একান্ত অধ্যবসায় দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায়! সসাগরা সদ্বীপা ধরার অধীশ্বর যাঁহার পিতা; যিনি জন্মাবচ্ছিন্নে আন্তরিক বা শারীরিক কোন প্রকার দুঃখ অনুভব করেন নাই। সেই রাম বনগামী হইয়া কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি (১)দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন। যাঁহার ভৃত্যবর্গেরাও সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি স্বয়ং প্রবাসে গিয়া কিরূপে আরণ্য ফলমূল ভোজন করিয়া দিনপাত করিবেন। হা বিধাতঃ! সর্ব্বগুণাকর রাজীবলোচন রাজকুমার রাম আজ অনাথের ন্যায় নির্ব্বাসিত হইতেছেন, এ কথা শুনিয়া কেহই বিশ্বাস করিবে না। করিলেও কাহার অন্তরে ভয় উপস্থিত না হইবে? যখন আমার রামের বনবাস ঘটনা হইল, তখন যে দৈবই সকলের নিয়ন্তা, ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহার আর সংশয় নাই। রাম! নিদাঘসময়ে প্রদীপ্ত হুতাশন

---

(১) ক্ষেত্রে পতিত ধান্য গ্রহণ।

যেমন শুষ্ক তৃণলতা সকল দগ্ধ করিয়া ফেলে, সেইরূপ তোমার বিরহশোকানল আমার হৃদয়কে নিশ্চয় দগ্ধ করিবে, তোমার অদর্শনবায়ু উহাকে সমধিক প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে। দুঃখ এই শোকানলের কাষ্ঠ, আমার নয়নবারি উহার আহুতি এবং চিন্তা-জনিত বাষ্প উহার ধূমস্বরূপ হইবে। আমি তোমার বিরহ বেদনা কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিব না। বালবৎসা গাভী যেমন বৎসের অনুসরণ করে, তদ্রূপ আমিও তোমার অনুসারিণী হইব।

রাম কহিলেন, মাতঃ! মহারাজ একেত কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছেন, আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেণ, তাহা হইলে, তিনি শোকে নিতান্ত আকুল হইয়া নিশ্চয় দেহ ত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই পরমগুরু; স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুর কার্য্য আর কিছুই নাই। অতএব জননি! এমন জঘন্য বিষয় মনেও স্থান দিবেন না। যত দিন পিতা জীবিত থাকিবেন, আপনি গৃহে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবেন, নিয়মিত কাল পূর্ণ হইবামাত্র আমি আবার অযোধ্যায় আসিব।

রামজননী কৌশল্যা রামের এইরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন, বৎস! স্বামীর সেবা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। তখন রাম কহিলেন, জননি! দেখুন, মহারাজ আপনার

পতি এবং আমার পিতা, বিশেষতঃ তিনি সকলের অধী-শ্বর। তিনি যাহাই কহিবেন; অবিচার্য্য রূপে পালন করা আমাদের উভয়ের কর্ত্তব্য। অতএব আপনি গৃহে থাকিয়া একান্তমনে পতির শুশ্রূষা করুন, চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে আমি পুনরায় প্রত্যাগত হইয়া আপনার পাদপদ্ম সেবা করিব।

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা শোকাকুলিত চিত্তে ও কাতর বচনে কহিলেন, রাম! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া সপত্নীগণের মধ্যে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিব না। পিতৃসত্য পালন জন্য যদি বনবাসই স্থির করিয়া থাক, তাহা হইলে, আরণ্য মৃগীর ন্যায় আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাও। এই বলিয়া কৌশল্যা করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রাম, জননীর যাতনা দর্শনে কাতর না হইয়া কহি-লেন, মাতঃ! পাণিগ্রহণ অবধি জীবনান্ত পর্য্যন্ত ভর্ত্তাই স্ত্রীলোকদিগের একমাত্র প্রভু ও একমাত্র দেবতা, সুতরাং মহারাজ আমার ও আপনার উপর যে ইচ্ছানুরূপ ব্যব-হার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তিনি অধিনাথ থাকিলে আপনাকে অনাথের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। আর দেখুন, ভরত অতি প্রিয় ভাষী, পরম ধার্ম্মিক, তিনি সর্ব্বোতোভাবে আপনার মনোরঞ্জন করিবেন, এবং আপনিও প্রাণের ভাই ভরতকে আমার ন্যায় স্নেহ করিবেন। এক্ষণে সাবধান, আমি

বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমার বিরহশোকে মহারাজের যেন কোনরূপ উৎকণ্ঠা উপস্থিত না হয়। আমার বিয়োগদুঃখ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দারুণ হইয়া উঠিবে। দেখিবেন, ইহার পর যেন তাঁহার প্রাণান্তকর কোন রূপ অনিষ্ট সংঘটন না হয়। আপনি কায়মনোবাক্যে সেই বৃদ্ধ রাজার হিত সাধন করিবেন। ব্রতোপবাসে তৎপর হইয়াও যে নারী একান্তমনে পতিসেবা না করে, তাহার কদাচ সদ্গতি হয় না। যে নারী অন্য প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়াও কায়মনোবাক্যে ভর্ত্তার সেবা করিয়া থাকে, পরিণামে তাহার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। দেবতাদিগকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার ইচ্ছা না হয়, কেবল পতি সেবা করিলেই কোনরূপ অধর্ম্ম তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। দেবি! স্মৃতি ও শ্রুতি শাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এই রূপ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামী সেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক আমার শুভোদ্দেশে দেবতাদিগের অর্চ্চনা এবং ব্রতপরায়ণ বিপ্রবর্গের পূজা করুন। যদি মহারাজ আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন, তাহা হইলে, ইহার ফল অবশ্যই দেখিতে পাইবেন।

তখন বিশাললোচনা কৌশল্যা বিচক্ষণ রামচন্দ্রের এইরূপ উপদেশগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুনয়নে ও দুঃখাবেগে কহিলেন, বৎস! তোমার বনগমনে যেরূপ অধ্যবসায় দেখিতেছি, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার

সাধ্য নহে। বোধ হয়, অবশ্যম্ভাবী বিয়োগকাল অতিক্রম করা অতীব সুকঠিন কার্য্য। তুমি এক্ষণে মনের সুখে বনবাসে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি নির্ব্বিঘ্নে নিয়মকাল অতিক্রম করিয়া প্রত্যাগত না হইলে আমার দুর্ভাবনা আর দূর হইবে না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রত পালন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইয়া যে দিন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিবে, সেই দিন তোমার মুখ-চন্দ্র দেখিয়া আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইব। আহা! ভাগ্যে কি সেই দিন উপস্থিত হইবে? যে দিন দেখিব, তুমি পিতৃআজ্ঞা পালন পূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া সহাস্য বদনে আমার মলিন বদন প্রফুল্ল করিবে। বৎস! তোমায় আর অধিক কি কহিব, চিরদুখিনী জননী বলিয়া যেন মনে থাকে, এই বলিয়া কৌশল্যা সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার রামের চন্দ্রানন দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর রাজমহিষী কৌশল্যা অপেক্ষাকৃত শোক সংবরণ করিয়া আত্মজের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! যখন তুমি কোন মতেই ক্ষান্ত হইলে না, তখন আর বারংবার অনুরোধ

করা নিষ্ফল ; এক্ষণে তুমি সাবধানে প্রস্থান কর, আমি কেবল তোমার মুখপানে চাহিয়াই রহিলাম শীঘ্রই প্রত্যাগত হইয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল করিও। তুমি বিপুল হর্ষ ও পবিত্র নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মপালনে একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছ ; সেই ধর্ম্ম প্রতিনিয়ত তোমার প্রাণ রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রতিদিন প্রণাম করিয়া থাক, নিবিড় কানন মধ্যে তাঁহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়া ছিলেন, নির্জ্জন বনে তাঁহারা প্রতিদিন তোমার সহায়তা সম্পাদন করুন। পিতা মাতার সেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে তুমি চিরজীবী হও। সমিধ, কুশ, পবিত্র বেদী, আয়ত স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, জলাশয়, পতঙ্গ, পন্নগ, সিংহ ও বৃক্ষ সকল সর্ব্বদা তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য বিশ্বদেব, মরুত মহর্ষি, ধাতা, বিধাতা, পূষা, অর্য্যমা ভগ, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কাল প্রতিনিয়ত তোমার মঙ্গল বিধান করুন। শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, ভগবান্ স্কন্দ, চন্দ্রমা, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি, নারদ তোমায় রক্ষা করুন। অধিপতির সহিত দিক্ সকল আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া সর্ব্বদা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করুন। তুমি যখন মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিবে, তখন কুলাচল, সমুদ্র, রাজা, বরুণ স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও

অস্থির বায়ু, নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ, অহোরাত্র উভয় সন্ধ্যা সর্ব্বদা তোমার প্রাণ রক্ষা করুন। দেবতা ও দৈত্যেরা নিরন্তর তোমায় সুখে রাখুন। ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ অতিভীষণ বনচারী পিশাচ, রাক্ষস এবং মাংসাশী অপরাপর ভীষণ জন্তুগণ হইতে তোমার অন্তরে যেন কদাপি ভয়সঞ্চার না হয়। বানর বৃশ্চিক, দংশ, মশক, সরীসৃপ ও কীট সমস্ত অরণ্যমধ্যে তোমার যেন কোন প্রকার অনিষ্টাচরণ না করে। মহাগজ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বিশাল দংষ্ট্র ভল্লুক, মহিষ, এবং অন্যান্য করাল-দর্শন নরমাংস-লোলুপদিগকে আমি প্রতিনিয়ত পূজা করিব, তাহারা যেন তোমার প্রাণ বিনাশ না করে। তোমার পথের বিঘ্ন সমস্ত বিদূরিত হউক, তোমার পরা-ক্রম সিদ্ধ হউক। তুমি পথিমধ্যে অপর্য্যাপ্ত ফল মূল প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান কর। খেচর ও স্থলচর প্রাণি সকল, এবং যে যে দেবতা তোমার প্রতিকূল, তাঁহারাও তোমার আনুকূল্য করুন। শুক্র, সোম, কুবের, যম, হুতাশন, বায়ু, ধূম, এবং ঋষিমুখচ্যুত বিশুদ্ধ মন্ত্র সকল, তোমার মঙ্গল বিধান করুন। এবং সর্ব্বলোক-প্রভু ভগবান্ ভূতভাবন স্বয়ম্ভূ সর্ব্বদা তোমার রক্ষণা-বেক্ষণ করুন।

আয়তলোচনা রাজমহিষী কৌশল্যা একাগ্র চিত্তে রাম চন্দ্রকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া গন্ধ, মাল্য ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার মঙ্গলার্থ দেবগণকে ভক্তিভাবে পূজা

করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা বহ্নি স্থাপন পূর্ব্বক আত্মজের শুভোদ্দেশে হোম করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং তদুপযোগী হবি, শ্বেত মাল্য, শ্বেত সর্ষপ, সমিধ আহরণ করিয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায়গণ রামের বিঘ্নশান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধি হোম করিতে লাগিলেন। এবং হুতাবশেষ দ্বারা যজ্ঞাংশভুক্ ইন্দ্রাদি লোকপালদিগকে বলি ও ব্রাহ্মণদিগকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের বনবাসোদ্দেশে ভক্তিভাবে স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, যশস্বিনী মহিষী উপাধ্যায়দিগকে অভিলাষানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুরের প্রাণ সংহার কালে সর্ব্বদেবনমস্কৃত ভগবান্ বজ্রপাণির যে শুভঘটনা হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্ব্বকালে, বিনতা, অমৃতাভিলাষী আত্মজের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, অমৃতোদ্ধার সময়ে অমররাজ, দৈত্য দলনে প্রবৃত্ত হইলে, দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত একাগ্র চিত্তে যে শুভানুধ্যান করিয়াছিলেন, অতুলবল ভগবান্ বামনদেব বলিকে ছলিবার নিমিত্ত যখন স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিলোক আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার যে শুভ উপস্থিত হইয়াছিল; তুমি আজ তাহাই প্রাপ্ত হও। দেবী কৌশল্যা এই বলিয়া রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধলেপন এবং

মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরীক্ষিত ঔষধি ও বিশল্যকরণী তাঁহার হস্তে বন্ধন করিয়াদিলেন।

অনন্তর তিনি রাজীবলোচনকে বারংবার স্নেহময় আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস রাম! এক্ষণে তুমি প্রসন্ন মনে প্রস্থান কর। তুমি নির্ব্বিঘ্নে অভীষ্ট সাধন পূর্ব্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে তুমি নীরোগে প্রত্যাগমন করিয়া জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে, আমি পরম সুখে ও পরম আহ্লাদে তাহাই দেখিব। আমি রুদ্রাদি দেবগণ, উরগগণ ও ভূতগণের অর্চ্চনা করিয়াছি। তুমি বহুদিনের নিমিত্ত এই স্বর্ণপুরী শূন্য করিয়া বনবাসী হইতেছ, ইহাঁরা প্রতিনিয়ত তোমার শুভানুধ্যান করুন। রামজননী কৌশল্যা এই বলিয়া স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

অনন্তর, মহাত্মা রাম স্নেহময়ী জননীকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ও তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া জানকীর আবাসভবনে গমন করিতে লাগিলেন

গমনকালে তাঁহার দেহপ্রভা সর্বাধিক প্রদীপ্ত হইয়াই যেন সেই জনসঙ্কুল রাজপথ সমুদায়ের অতীব শোভা সম্পাদন করিয়া তুলিল, এবং তাঁহার অনন্যসুলভ গুণগ্রামে তত্রত্য লোক সকলের হৃদয় একেবারে চমকিত হইয়া উঠিল।

এ দিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই। প্রিয়পতি আজ যুবরাজ হইবেন, সমস্ত কোশলরাজ্য আজ হস্তগত করিয়া প্রজাপালনে দীক্ষিত হইবেন; ইহাতে তাঁহার মনোমধ্যে যে কতই আহ্লাদ ও কতই বা আনন্দের উদ্রেক হইয়াছে, তাহার আর পরিসীমা নাই। তিনি সেই আনন্দভরে গদগদ হইয়া ভক্তিভাবে ও কৃতজ্ঞহৃদয়ে পরম দেবতার পূজা সমাপন পূর্ব্বক অনুক্ষণ তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে পদ্মপলাসলোচন রাম লজ্জায় অবনত হইয়া তথায় প্রবেশ করিলেন। প্রাণবল্লভের সেই স্বভাবসুন্দর সহাস্য বদন সহসা একান্ত শোকসন্তপ্ত দেখিয়া জানকী শশব্যস্তে অমনি উত্থিত হইলেন, তখন রাম আপনার মনোগত শোচনীয় ভাব সংবরণ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু,কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আকার ইঙ্গিতে তাঁহার মনোগত শোচনীয় ভাব স্পষ্টই যেন প্রকাশ পাইতে লাগিল। না পাইবে কেন, প্রকৃত প্রণয়িনীর সমক্ষে প্রণয়ী জনের মনোগত ভাব কি কখন অপ্রকাশ থাকিতে পারে।

অনন্তর জানকী রামের সেই অমল মুখকান্তি মলিন দেখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিষণ্ণ বদনে কহিতে লাগিলেন, কেন প্রাণবল্লভ! এমন সুখের সময়ে আপনার এমন অভাবনীয় ভাবান্তর দেখিতেছি কেন? শত শলাকা-বিরাজিত দুগ্ধফেণ-নিভ সিতাতপত্রে আপনার সুকুমার সহাস্য বদন আজ কি কারণে আবৃত হয় নাই। রাজহংস ও শারদীয়শশাঙ্ক-নিন্দিত বিচিত্র চামরযুগল হস্তে লইয়া অনুচরেরা কিজন্য আজ বীজন করিতেছে না? সুত, মাগধ ও বন্দিগণ অদ্য মনের উল্লাসে সুললিত স্বরে গুণ-গারিমা গান করিয়া আপনার স্তুতিবাদ করিতেছে না কেন? নাগরিক ও জানপদ প্রজা এবং প্রধান প্রধান পারিষদ্-বর্গেরা মনোমত বেশ ভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কৈ আপনার অনুসরণ ত করিল না। বেদবিদ্ বিপ্রবর্গেরা বিধানানুসারে আপনার মস্তকে মধু ও দধিও ত প্রদান করিলেন না? সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুদৃশ্য পুষ্পরথ, সুবর্ণালঙ্কৃত বেগবান্ অশ্বচতুষ্টয়ে সংযোজিত হইয়া কিকারণে আপনার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না। সজল জলদাবলীর ন্যায় নীলবর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় প্রকাণ্ড অথচ সুদৃশ্য ও সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী সকল কি নিমিত্ত আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিল না? সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া পরিচারকেরা পরম আহ্লাদে আপনার অগ্রসর হইল না কেন? কৈ রাজপুরে নৃত্য গীত, ও আমোদ-কোলাহল কিছুই ত শুনিতে পাই না? প্রাণবল্লভ!

আমার সত্য করিয়া বলুন, এমন সুখের সময় আপনার স্বাভাবিক প্রসন্নভাব ও সুমধুর হাস্যমিশ্রিত মুখমণ্ডল আজি কিকারণে এমন মলিন হইয়া গিয়াছে। প্রাণনাথ! আপনার এমন অচিন্তনীয় শোচনীয় ভাব দেখিয়া আমার মন প্রাণ নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। শীঘ্র বলুন, বলিয়া আমার প্রাণ বাঁচান।

তখন, রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণ-গোচর করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! যাহা সকলের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহা আর গোপন করিয়া ফল কি? প্রিয়তমে! আর কেন অনর্থক আমার রাজ্যাভিষেকের আশা করিতেছ; বিমাতার প্রসাদে আমি এখন সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছি। পূজ্যপাদ পিতা আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া অরণ্যবাসে আদেশ করিয়াছেন; আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এমন অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে মহারাজ দেবী কৈকেয়ীর নিকট দুইটী বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সমস্ত আয়োজন করিলে, বিমাতা কৈকেয়ী তাঁহাকে অগ্রে সত্যপাশে বদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ঐ বরদ্বয়-সংক্রান্ত পূর্ব্ব কথার উল্লেখ করেন। পিতা ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তিও করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরদ্বয়ের প্রভাবে আমার পরিবর্ত্তে প্রাণের ভাই ভরতের

হস্তে রাজ্যভার এবং আমার জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস স্থির হইয়াছে। সুতরাং এখন আমি অযোধ্যাব যুবরাজ না হইয়া নির্জ্জন বনে গমন করিব; এজন্য তোমায় এক বার দেখিতে আসিলাম। কিন্তু প্রিয়ে! সাবধান, প্রিয় ভ্রাতা ভরত যুবরাজ হইলে, তাঁহার নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না। যাহারা ঐশ্বর্য্যমদে গর্ব্বিত হয়, মেঘান্তরিত-রৌদ্রবৎ অন্যের গুণানুবাদ তাহাদের নিতান্ত অসহ্য। তুমি যদি সর্ব্বদা সর্ব্বাংশে ভরতের অনুকূল হইয়া চলিতে পার, তবেই তাঁহার নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। যে কারণেই হউক পিতৃদেব তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদান করিলেন, সুতরাং তিনিই রাজা, রাজাকে সর্ব্বতোভাবে প্রসন্ন রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রিয়তমে! পিতৃসত্য পালনার্থ অদ্যাবধি চতুর্দ্দশ বৎসর আমাকে সমস্ত সুখ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে গমন করিতে হইবে; অতএব যে পর্য্যন্ত আমি গৃহে প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল আমার বিরহবেদনায় অধীর না হইয়া কেবল ব্রত ও উপবাস অবলম্বন করিয়াই থাকিও। প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া যথাবিধি দেবপূজা, গুরুজনের, বিশেষতঃ আমার পরম দেবতা পিতার পাদপদ্ম সেবায় নিরত থাকিবে। আমার জননী অতি দুঃখিনী, এক্ষণে তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত। বিশেষতঃ আমিই কেবল তাঁহার একমাত্র সন্তান; আমার বিরহে তাঁহার

অসুখের সীমা থাকিবে না। তুমি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিবে। যাহাতে জননীর কোন রূপ অসুখ বা উৎকণ্ঠা উপস্থিত না হয়, তুমি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাহার চেষ্টা করিবে। আর আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপ স্নেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন। দেখিও, যেন ভ্রমক্রমেও তাঁহাদের অবমাননা না হয়। প্রিয় ভ্রাতা ভরত এই কোশলরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। পরিবারবর্গের প্রতিপালনের ভারও তিনিই এখন বহন করিবেন। সাবধান, তুমি কদাপি তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্যে ও সমধিক যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে, মহীপালেরা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার বৈপরীত্য নিবন্ধন কুপিত হইলে, তাঁহাদের নিকট আর নিস্তার নাই। অধিক কি, অহিতকারী দেখিলে, তাঁহারা আপন ঔরসজাত পুত্রকেও অকাতরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, কিন্তু হিতকারী হইলে, এক জন নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রতিও অপত্যের ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব প্রিয়ে! আমি এই সকল কারণেই তোমায় বার বার সাবধান করিতেছি। রাজা ভরতের মতের বহির্ভূত কার্য্যে তুমি কদাচ সাহসী হইও না। আমি এখন অরণ্যে চলিলাম। কেবল এই মাত্র আমার অনুরোধ, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, একটীও যেন ঊষরক্ষেত্রে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফল না হয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

একান্ত পতিপ্রাণা জানকী রামবাক্য শ্রবণ মাত্র অসীম বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! সে কি, আপনি কি আমার মন জানেন না। আপনি কোন্ প্রাণে কি ভাবিয়া এমন নিষ্ঠুর কথা কহিলেন, আপনার কথা শুনিয়া অতিদুঃখে হাস্য যে আর সংবরণ করিতে পারি না। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা কি বিচক্ষণ ব্যক্তির অনুরূপ কার্য্য? বলিতে কি, এমন ঘৃণার কথা শ্রবণ করিলেও পাপগ্রস্ত হইতে হয়। প্রাণবল্লভ! আপনি কি জানেন না? পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই ভোগ করে, কিন্তু পতিপ্রাণা ভার্য্যা কেবল পতির ভাগ্যই ভোগ করিয়া থাকে। পতিই পতিদেবতা রমণীদিগের ঐহিক ও পারত্রিক সুখের এক মাত্র উপায়। পতির পাদসেবা করাই সতীর এক মাত্র কার্য্য। অতএব যখন আপনার বনগমন আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে ফলে আমারও তাহাই

ঘটিয়াছে। দেখুন, স্ত্রীজাতি সহজেই অবলা, পিতা, মাতা, তনয় বা অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা আর কি কহিব, তাহারা আপনাকেও উদ্ধার করিতে পারে না। ইহলোকে বা পরলোকে কেবল পতিই তাহাদের একমাত্র গতি। পিতামাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, কি সম্পদে কি বিপদে স্বামীর সহগামিনী হওয়াই সতীর এক মাত্র ধর্ম্ম। তুচ্ছ স্বর্গসুখেও জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীর চরণচ্ছায়ার আশ্রয় লওয়া সতীর উচিত কার্য্য। অতএব নাথ! আপনি যদি অদ্যই দণ্ডকারণ্যে গমন করেন, কৃপা করিয়া এ দাসীকেও সহচারিণী করিতে কোন রূপে অমত করিবেন না। আমি পদতলে কুশের কণ্টক দলন করিতে করিতে আপনার অগ্রে অগ্রে যাইব। দীর্ঘপ্রবাসগামী পথিকেরা যেমন পানাবশেষ সলিল সঙ্গে লইয়া যায়। প্রার্থনা করি, তদ্রূপ আপনিও এ কিঙ্করীকে সহচারিণী করুন। আর্য্যপুত্র! আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না; আপনাকে ছাড়িয়া অকিঞ্চিৎকর স্বর্গসুখেও আমার অভিলাষ নাই। আপনার সহবাসই কেবল এ দাসীর প্রার্থনীয়। প্রাণনাথ! আমি ত কখন আপনার নিকট এমন কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমায় রাখিয়া যাইবেন কেন?

জীবিতনাথ! এ আশা অনেক দিন হইতেই আমার অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, যে, যে স্থানে মৃগ, বরাহ প্রভৃতি বন্য জীব জন্তুগণ বাস করিতেছে; যথায় নানাবিধ অযত্নজাত পুষ্পনিচয়ের সৌরভে চারি দিক্

আমোদিত হইতেছে; সেই নিবিড় কাননে তাপসী হইয়া নিয়ত আপনার চরণ সেবা করিব। যে সরোবরে অমল কমলদল সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে; অলিকুল মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুণ গুণ রবে সেই সকল প্রফুল্ল কমল এক বার চুম্বন করিতেছে, আবার দলবদ্ধ হইয়া উড্ডীন হইতেছে, যথায় হংস ও কারণ্ডব সকল কলরব করিয়া নিরন্তর সন্তরণ করিতেছে; আমি তথায় গিয়া প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক অবগাহন করিব। নাথ! আপনি আমার নিকটে থাকিলে, সেই বানরসঙ্কুল ভীষণ বনপ্রদেশেও পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে আপনার চরণযুগল সেবা করিতে পারিব এবং আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া আপনার সহিত নির্ভয়ে ও পরম সুখে শৈল, সরোবর ও পল্বল সকল অবলোকন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিব। যতই কেন দুঃখ না হউক, যতই কেন কষ্ট না হউক, আমি সকলই অনায়াসে সহ্য করিতে পারিব। কিছুতেই আমার কষ্ট বোধ হইবে না। ক্ষুধা পাইলে আমি বনের ফল মূল ভোজন করিব; উপাদেয় অন্ন পানের নিমিত্ত কদাপি আপনার মনে কষ্ট দিব না। আমি ছায়ার ন্যায় আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। আপনার আহারান্তে আহার করিব। এই রূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও আমার কিছুমাত্র কষ্ট বোধ হইবে না। প্রাণবল্লভ! কেবল বন বলিয়া কি, আপনি যে খানেই যাইবেন, এ দাসী সেই খানেই আপনার সহ-

চারিণী, এ কিঙ্করী সেই খানেই আপনার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আর দেখুন আপনি যখন বনপর্য্যটনে একান্ত ক্লান্ত বা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইবেন, এ চির-কিঙ্করী আপনার পাদপদ্ম সেবা করিলে, পথশ্রমের অনেক শাম্য বোধ হইবে। অতএব নাথ! আমি কোন মতেই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। এখান অপেক্ষা তথায় আমি সহস্রগুণে সুখ সন্তোষ লাভ করিতে পারিব। বলিতে কি, আপনি আমার কাছে থাকিলে, সেই জনশূন্য অরণ্যই স্বর্গ তুল্য সুখের আস্পদ হইবে। এই পতিশূন্য অট্টালিকার অপেক্ষা সেই পর্ণকুটীরই আমার সমধিক প্রীতিকর হইবে অতএব হে কৃপাময়! কৃপা করিয়া এ দাসীকেও সহচারিণী করুন।

জীবিতনাথ! আমি নিশ্চয় জানি, কি রাজভবন কি বন, কি উপবন, আপনি আমাকে সর্ব্বত্রই পরম সুখে প্রতি-পালন করিতে পারিবেন। কেবল আমি বলিয়া কি, এ অযোধ্যার সমুদায় লোকের ভার লইলেও আপনার কোন রূপ আশঙ্কা হইবে না। অতএব দয়াময়! এ শূন্য অট্টালিকায় আমারে কদাচ পরিত্যাগ করিয়া যাই-বেন না, করিলে, এ প্রাণ আর কিছুতেই বাঁচিবে না। আমার অনুরোধ রাখুন, আমি কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করি, চিরকিঙ্করী বলিয়া আমাকেও সহচারিণী করুন!

[illegible]বিংশ অধ্যায়।
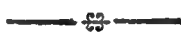
বনগমন বিষয়ে জানকীর এতাদৃশ আগ্রহ দর্শনে রাম মনে মনে উহার দুঃখপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, জানকি! বন বড় ভয়ানক স্থান। তুমি রাজার কন্যা রাজার বধূ; বনবাসের ক্লেশ তোমার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিবে। তুমি গৃহে থাকিয়াই ধর্ম্মাচরণ কর; তাহা হইলেই আমি সুখী হইব। প্রিয়ে! অরণ্যে পদে পদে বিপদ; প্রতিদিন নূতন নূতন ক্লেশ, নূতন নূতন যাতনা ভোগ করিতে হয়। কত দুরারোহ পর্ব্বত, কতবন্ধুর মরুভূমি সমুদায় পাদচারে অতিক্রম করিতে হয়, তাহা আর বলিবার নহে। তথাকার নদ নদী সমুদায় নিতান্ত পঙ্কিল ও নক্র কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জলচর সমূহে নিরন্তর ব্যাপ্ত রহিয়াছে। উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও তাহা সহজে পার হইতে পারে না, তৎসমুদায় নদ নদী হয়ত সন্তরণ করিয়াই পার হইতে হইবে। তথায় কোন স্থানে গিরি-কন্দর-বিহারী কেশরিগণ নিরন্তর গর্জ্জন করিয়া বেড়া-

হইতেছে। কোন স্থানে নরমাংসলোলুপ দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সঞ্চরণ করিতেছে। কোন স্থানে নির্ঝরবারি এরূপ শব্দে পড়িতেছে; যে, শুনিবামাত্র যেন কর্ণকুহর বধির হইয়া যায়। গমনপথ সমুদায় কণ্টকাকীর্ণ, সঙ্কীর্ণ ও লতাবল্লীতে পরিপূর্ণ। তাহাতে আবার আরণ্য কুক্কুরেরা ভয়ঙ্কর স্বরে অনবরত চীৎকার করিয়া থাকে। কোথাও বা কেবল কটু তিক্ত ফলমূল মাত্রেই জীবন ধারণ করিতে হয়। পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে কখন পর্ব্বত গহ্বরে, কখন তরুকোটরে, কখন বৃক্ষমূলে কখন অনাবৃত প্রান্তরে কখন বা বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্ত দেহে শয়ন, এবং ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, মিতাহারী হইয়া স্বয়ংপতিত কটু তিক্ত ফলমূলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। বনবাস আশ্রয় করিলে, শক্ত্যনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বল্কল ধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা ও অতিথিগণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে হইবে। যাহারা বনগামী হইয়া দিবাভাগে নিয়ম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে ফলমূল ও কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করিতে হয়। তথাকার বায়ু প্রতিনিয়ত প্রবল বেগে বহিতেছে। কুশ ও কাশ সততই আন্দোলিত এবং কণ্টক বৃক্ষের শাখা সকল বায়ুভরে পথ অবরোধ করিয়া দিবানিশি কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর

অন্ধকার, কিছুই লক্ষ্য হয় না। তথায় সিংহ শার্দ্দূল বরাহ প্রভৃতি ভয়াবহ আরণ্য জন্তুগণ ভীষণস্বরে চীৎকার করিয়া পথি মধ্যে সদর্পে প্রতিনিয়ত ভ্রমণ করিতেছে। নদীর ন্যায় কুটিল গামী উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক, কীট, পতঙ্গ, দংশ ও মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়। বর্ষার ধারা, শীতের হিমানী, নিদাঘ সময়ের উত্তাপ হয়ত মস্তকেই ধারণ করিতে হইবে। কখন বা উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিবে। ক্ষুধা বা পিপাসার উদ্রেক হইলেও পান ভোজন সর্ব্বত্র সুলভ হইবে না। তথায় পদে পদে আশঙ্কা। কায়ক্লেশও বিস্তর; এই কারণেই কহিতেছি, প্রিয়ে! অরণ্য সুখের স্থান নহে। অরণ্যবাস তোমায় সাজিবে না। তুমি রাজনন্দিনী অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ; দুঃখ যে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ; এক দিনের নিমিত্তও তাহা অনুভব কর নাই। চিরকাল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এখন কি আবার সেই ভীষণ বনবাসের অসহনীয় ক্লেশ সহ্য করিতে পারিবে? প্রেয়সি! এখন পর্য্যন্ত কৌমারমাধুর্য্য তোমার শশাঙ্কনিন্দিত মুখমণ্ডলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এই কেবল নবীন যৌবনের আরম্ভ; এমন নূতন বয়সে সুদীর্ঘকাল বনে বনে ভ্রমণ করিলে, বনের কটু তিক্ত ফল মূল ভোজন করিলে, তোমার এই ত্রিলোকমোহিনী কান্তির সৌন্দর্য্যলহরী কি আর দেখিতে পাইব? সেই দুর্গম বন, সেই গভীর জলাশয়, সেই

বন্ধুর পর্ব্বত, সেই সুদুস্তর প্রান্তর, সেই কঠিন মৃত্তিকা কি তোমার সুকোমল পদকমলের উপযুক্ত পথ। যে অঙ্গ প্রতিনিয়ত সুগন্ধ চন্দনে অনুলিপ্ত হইয়া আসিতেছে; বনের তৃণ পত্র রচিত কঠিন শয্যা কি সেই সুকোমল অঙ্গলতিকার বিশ্রাম স্থান হইতে পারে? প্রিয়ে চারু-শীলে! ইহাও কি কখন সম্ভবে? কোথায় নির্ম্মল সরোবরের তরঙ্গমালা নিন্দিত সুমধুর লাবণ্য; আর কোথায় দিনকরের প্রখর কিরণ। বিশেষতঃ তুমি অবলা, স্বভাবতই ভীরু; তথায় নানা প্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া তুমি কোন রূপেই তিষ্ঠিতে পারিবে না। নিবারণ করি, অরণ্য কোন রূপেই সুখের নহে; ক্ষান্ত হও, আমার কথা রাখ, আমি এখন হইতেই দেখিতেছি, তথায় পদে পদে কেবল বিপদ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

মহাত্মা রাম, জানকীর সমক্ষে অরণ্যবাসের এইরূপ ক্লেশ পরম্পরা বর্ণন করিলে, পতিপ্রাণা জানকী একান্ত দীন নয়নে ও করুণ বচনে কহিতেলাগিলেন, নাথ! আপনি বনবাসের যেসমস্ত ক্লেশের কথা উল্লেখ করিলেন, আপনি কাছে থাকিলে, সে সমুদায় ক্লেশ আমি ক্লেশ বলিয়াই জ্ঞান

করিব না। দেখুন, অরণ্য মধ্যে সিংহ, শার্দ্দূল, বরাহ, শরভ, চমর ও গবয় প্রভৃতি যে সমস্ত বন্য জন্তু আছে; তাহারা আপনাকে কখন দেখে নাই, দেখিলে নিশ্চয় ভয়ে পলায়ন করিবে। আপনার সঙ্গে থাকিয়া সে সকল জন্তুদিগকে আমি অণুমাত্রও ভয় করিব না। অধিক কি, আপনার প্রসাদে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারেন না। কিন্তু প্রাণবল্লভ! আমায় পরিত্যাগ করিয়া আপনি বনগামী হইলে, দুর্দ্দান্ত বিরহবেদনা আমি আর কোন রূপেই সহ্য করিতে পারিব না। আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব। ভাল নাথ! আপনি যে কহিলেন, *অরণ্যে শত শত সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ* প্রতিনিয়ত বিপরীত ক্রীড়া করিতেছে। কতশত বিরাট-মূর্ত্তি নরবিদ্বেষী রাক্ষসগণ সদর্পে বিরাজ করিতেছে; তাহা-দের ঘোরতর গর্জ্জন, ভয়ঙ্কর গমন, করাল মূর্ত্তি, ভীষণ মুখব্যাদান; সমুদায় সত্য; কিন্তু উপদেশ কালে আপ-নিই ত আমায় কত দিন কহিয়াছেন যে, পতিপ্রাণা রমণীরা সকল যাতনাই সহ্য করিতে পারে, সকল প্রকার কষ্টই ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু স্বামি-বিরহ যে তাহাদের পক্ষে কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহা আর বলিবার নহে। অতএব নাথ! বলুন দেখি, আপনার বিরহে আপনার জানকীর দেহে কি আর প্রাণ থাকিবে? আর দেখুন, পূর্ব্বে পিত্রালয়েও আমি দৈবজ্ঞ ও সামুদ্রিক-লক্ষণ-বিদ্ ব্রাহ্মণদিগের মুখে শুনিয়াছি, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয়

বনবাস আছে। সেই অবধি বনবাসবিষয়ে আমারও একান্ত বাসনা। আর্য্যপুত্র! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে যাহা গণনা করিয়াছেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে। প্রকৃত সময়ও উপস্থিত। আমি কোন মতেই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। আপনি কৃপা করিয়া এ দাসীর অভিলাষ পূরণ করুন। ব্রাহ্মণদিগের বাক্যও সফল হউক। করুণাময়! যে পুরুষ ইন্দ্রিয় সংযম করিতে অসমর্থ, অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় নহেন, আমি নিশ্চয় জানি, স্ত্রীসঙ্গ-নিবন্ধন তাঁহাকেই বনবাসের ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতে হয়। কিন্তু আপনি যখন জিতাত্মা অর্থাৎ কামাদি আন্তরিক শত্রুকে পরাজয় করিয়াছেন, তখন আর আপনার আশঙ্কা কি? আরও শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম; সেই সময়ে এক জন সাধুশীলা তাপসী আসিয়া আমায় দেখিবা মাত্র মাতার নিকট আমার বনবাসের বিষয় উল্লেখ করিয়া-ছিলেন, নাথ! যদি আমায় সহচারিণী না করেন, তবে সে তাপসীর তপোবল কি কেবল কথামাত্র? এখন কি সব বিস্মৃত হইলেন, আমি পূর্ব্বে এমন অনেক দিন কত অনুনয় বিনয় করিয়া আপনার নিকট কতবার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম, আপনিত আমার প্রার্থনায় একবারও অমত করেন নাই। অ.জ্ বিমুখ হইলেন কেন? নাথ! বনে বনে আপনার পরিচর্য্যা ও সেবা শুশ্রূসা করিব বলিয়া আমার মনে মনে বড় আনন্দ হইয়াছে। দয়াময়! দেখুন, পতিই পতিপ্রাণা রমণীদিগের পরম দেবতা, সুতরাং আমি

প্রেমভাবে পতির অনুসরণ করিলে লোকে আমার যশই ঘোষণা করিবে। কেবল ইহ লোকে কেন, আপনার অনুগমন লোকান্তরেও আমার সুখের কারণ হইয়া উঠিবে।

নাথ! আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পরম পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি যে, পিতা, মাতা বা পিতামহাদি কর্ত্তৃক দানধর্ম্মানুসারে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক যে স্ত্রী যাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, সে নারী ইহ লোকেও তাহারই হইবে, পরলোকেও অন্যের নহে। অতএব দয়াময়! আপনি কোন্ প্রাণে আপনার জানকীরে সহচারিণীও করিতে অমত করিতেছেন। আমি আপনার চিরকিঙ্করী, আপনার সুখেই আমার সুখ, আপনার কোনরূপ দুঃখ দেখিলে আমার ক্লেশের পরিসীমা থাকে না। আমি আপনার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনুরক্ত; কৃপা করিয়া আমাকে সহচারিণী করুন। নতুবা এ দুঃখিনীরে আর দেখিতে পাইবেন না। আমি আপনার বিরহ-যাতনা কদাপি সহিতে পারিব না। আপনার অদর্শনে আমি নিশ্চয়ই বিষপান করিব; না হয় অনলে বা সলিলে প্রবেশ করিয়া এ পাপ জীবন বিসর্জন করিব।

পতিপ্রাণা একান্ত মুগ্ধস্বভাবা বৈদেহী বনগমন বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, রাম কোন মতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া আকুল হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে

বারিধারা পড়িতে লাগিল। দেখিয়া রাম বনবাস রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহারে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।
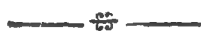
ত্রিংশ অধ্যায়।

প্রকৃত প্রণয় স্থলে নির্জ্জনে প্রণয়ীকে প্রণয়িনীর সকল প্রকার কথাই সহিতে হয়। প্রণয়িনী প্রীত হইলে প্রিয়-বাক্যে প্রিয় জনের প্রীতি বর্দ্ধন করে, কার্য্য বশতঃ কখন প্রণয়কোপের বশবর্ত্তিনী হইলে, তন্নিবন্ধন কটূক্তি করিতেও ত্রুটি করে না। কিন্তু ঐ উভয় প্রকার কথাই আবার প্রণয়ীর কর্ণে তুল্য প্রীতির সহিতই প্রবিষ্ট হয়। জানকী নিতান্তই পতিপরায়ণা ও পতিপ্রাণা ছিলেন। তিনি রামের সান্ত্বনাবাক্য না শুনিয়া কিঞ্চিৎ অভিমান সহকারে উপহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নাথ! আমার পিতা বিদেহরাজ, যদি আপনাকে আকারে পুরুষ অথচ কার্য্যে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে আপনার হস্তে আমায় কদাচ সংপ্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়াথাকে যে, আপনার তেজ শারদীয় সূর্য্য-কিরণ হইতেও অনন্ত গুণে প্রখর; কিন্তু সামান্য জনের ন্যায় আপনার ভীরুতা দেখিয়া সে কথা কেবল কথা-

মাত্রই বোধ হইতেছে। আপনি কিকারণে এত বিষণ্ণ হইতেছেন, কি নিমিত্তই বা এত আশঙ্কা করিতেছেন যে, অনন্যপরায়ণা কামিনীরে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছেন। সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রী যেমন পতির একান্ত বশবর্ত্তিনী ছিলেন, তদ্রূপ আমিও আপনার পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানি না। কুল-কলঙ্কিনী অসতী কামিনীর ন্যায় আমি, মনে মনেও অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি নাই। আর আপনিও অনন্য-পূর্ব্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, এবং বহুকাল হইতে আমার আচার, ব্যবহার ও অভিপ্রায়ও জানিয়া আসিতেছেন, এক্ষণে জায়াজীবের (১) ন্যায় অন্য পুরুষের হস্তে আমায় সমর্পণ করা কি আপনার উচিত কার্য্য? না এত কাল যে নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি-লেন, তাহারই পরিণাম।

নাথ! এতকাল নির্গুণ পুরুষের ন্যায় যাহার হিতাভিলাষ করিয়া আসিতেছেন, যাহার নিমিত্ত এই স্বর্ণপুরী পরি-ত্যাগ করিয়া বনবাসে প্রস্তুত হইয়াছেন, আপনিই সেই ভরতের দাস হইয়া থাকুন। আমি কোন মতেই তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারিব না। আমি কোন রূপেই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না। আপনি তাপস, আমি তাপসী; আপনি অরণ্যগামী, আমি আপ-

---

(১) লম্পট বা বেশ্যাপ্রিয়।

নার অনুগামিনী; আপনি স্বর্গবাসে অভিলাষী হইলেও আমি আপনার অনুসরণ করিব। আমি কিছুঁতেই কাতর হইব না। আপনি আমার কাছে থাকিলে, বিহার-শয্যার ন্যায় পথি মধ্যে কোনরূপ ক্লেশ অনুভব করিব না। বনমধ্যে কুশ, কাশ ও শর প্রভৃতি যে সকল কণ্টক বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তূল বা মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুসংযোগে যে ধূলিপটল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, আমি পরমোৎকৃষ্ট চন্দনরসের ন্যায় প্রীতিকর জ্ঞান করিব। আমি যখন আপনার সহিত বনমধ্যে পর্ণশয্যায় বা ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পতিশূন্য পর্য্যঙ্কের দুগ্ধফেণ-নিভ বিচিত্র শয্যা কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফল মূল ও পত্র অল্পই হউক, বা অধিকই হউক, আপনি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবেন, আমি অমৃতরসের ন্যায় সুমধুর বলিয়া তাহাই গ্রহণ করিব। পিতা মাতা কি গৃহের কথা আর মনেও করিব না। এই সমস্ত দুস্ত্যজ বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আমি দূরান্তরে থাকিব বলিয়া আপনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। আমি মিনতি করি, আপনার চরণে ধরি, আপনি কৃপা করিয়া চিরকিঙ্করীকে সহচারিণী করুন। আপনার সহবাসই আমার অক্ষয় স্বর্গ; আপনার বিরহই আমার অক্ষয় নরক। আপনি কাছে থাকিলে, সেই পর্ণকুটীরই আমার রাজভবন ও পর্ণ-শয্যাই বিহারশয্যার ন্যায় আমার সুখের স্থান হইবে।

আমি বনবাসে কিছুমাত্র বিষণ্ণ বা দুঃখিত হইব না। কিন্তু নাথ! যাহার জন্য আপনার এমন দুর্গতি হইল, সেই ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া আমি কোন মতেই শূন্য গৃহে থাকিতে পারিব না। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা আর কি কহিব, আপনার বিরহে মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণ করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে।

একান্ত পতিপ্রাণা জনকাত্মজা জানকী রামের প্রতিষেধ বাক্যে বিষাক্ত বাণবিদ্ধ করেণুকার ন্যায় একান্ত আহত হইয়া এইরূপে বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিপতি-বিয়োগদুঃখে অতীব উৎকণ্ঠিতা হইয়া কখন মূর্চ্ছিত, কখন ভূতলে পতীত, কখন বা হা প্রাণনাথ! বলিয়া রামচন্দ্রকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ সময়ে তাঁহার নয়নযুগল হইতেও বহুকালসঞ্চিত অশ্রুজল উদ্গত হইতে লাগিল। অমল কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ দরদরিত ধারে জলধারায় তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। এবং অসীম শোকানলে সেই বিশাললোচনার শশাঙ্কনিন্দিত বদনমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান ও নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার শোক ও পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

তখন রাম, জানকীরে শোকে, মোহে ও দুঃখে বিচেতন-প্রায় দেখিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক গাঢ়তর আলিঙ্গন

করিতে লাগিলেন, এবং প্রিয়বাক্যে প্রেয়সীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, প্রাণেশ্বরি! তোমার এরূপ যন্ত্রণা দেখিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। ভগবান্ স্বয়ম্ভূর যেমন কুত্রাপি ভয়-সম্ভাবনা নাই; সেইরূপ আমিও ত্রিলোকমধ্যে কাহাকেও ভয় করি না। তোমার প্রকৃত অভিপ্রায় কি, আমি জানিতাম না। নিবিড় কাননমধ্যে তোমার রক্ষণাবেক্ষণে সুপারগ হইয়াও কেবল এই কারণে আমি এতকাল সম্মত হই নাই। এক্ষণে জানিলাম; আমার সহবাসে বনবাসে তোমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। অতএব প্রিয়ে! আত্মজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন প্রাণান্তেও দয়া দাক্ষিণ্য বিসর্জন করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। পূর্ব্বে সাধুশীল রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়াই এই পরম পবিত্র বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমিও তোমার সহিত একত্রিত হইয়া সেই পূর্ব্বাচরিত পবিত্র ধর্ম্মের অনুসরণ করিব; সূর্য্যপত্নী সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, সেইরূপ তুমিও এখন আমার অনুগমন কর। সত্যৈকব্রত পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিয়াছেন, তখন আর আমি কোনরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। দেখ, পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকারই সৎপুত্রের সনাতন ধর্ম্ম; আমি সেই পরম দেবতা পিতার আদেশ উল্লঙ্ঘন বা তাঁহাকে অবমাননা করিয়া অবনীতলে মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্র-

ত্যক্ষ ; কেবল ধ্যানধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা ; তাঁহার উপাসনা করিলে, ত্রিলোকস্থ সমস্ত দেবগণেরই উপাসনা করা হয়। এবং ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গও অনায়াসে উপভোগ করা যায়। জানকি ! এই সকল কারণে তাঁহার আজ্ঞার উপেক্ষা ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া আমি এ স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। আর দেখ, প্রেয়সি ! পিতৃসেবার ন্যায় পবিত্র বিষয় বা ধর্ম্মজনক কার্য্য আর কিছুই নাই। সত্য, দান, মান, ও ভূরিদক্ষিণ যাগ ; যাহাই কেন না বল, পিতৃসেবার ন্যায় পরিণামে প্রীতিকর আর কিছুই নাই। যে সন্তান অনন্যপরায়ণ হইয়া একমনে পিতার চিত্তবৃত্তির অনুবৃত্তি করে, কি স্বর্গ, কি ঐশ্বর্য্য ; কি সুখ ; সমস্তই তাহার সুলভ। যে সকল মহাত্মারা ভক্তিভাবে পিতার পাদপদ্ম সেবায় নিরতহন তাঁহারা পরিণামে দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, গোলক, ব্রহ্মলোক বা অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ করেন। সুতরাং পিতৃদেব সত্যপথে থাকিয়া আমায় যে রূপ আদেশ করিয়াছেন, আমি প্রাণান্তেও তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি পিতৃসেবারূপ সনাতন ধর্ম্মের বিদ্বেষী হইয়া স্বেচ্ছাচারীর ন্যায় স্বয়ংকল্পিত পথে পদার্পণ করে, যে ব্যক্তি বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া পিতৃআজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পবিত্র ধর্ম্মের বিলোপ করিতে চেষ্টা করে ; বলিতে কি, আমার মতে তাহার মৃত্যুও শোচনীয় নহে।

জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্যগমনে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ ছিল না। কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ; বিশেষ যে সমস্ত ক্লেশের জন্য তোমায় নিষেধ করিয়াছিলাম; গৃহে থাকিয়াও যদি ততোধিক যাতনাই ভোগ করিতে হইল, তবে বনে যাওয়াই ভাল। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া অরণ্যবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম এবং ইক্ষ্বাকুবংশের অনুরূপ কার্য্য। আমি সম্মত হইলাম। এক্ষণে তুমি বনযাত্রার উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। আমাদের ধন সম্পত্তি যত আছে; ব্রাহ্মণ, দীন, দুঃখী ও আতুরকে সমুদায় বিভাগ করিয়া দেও। ভক্ষার্থী ভিক্ষুকদিগকে অপর্য্যাপ্ত রূপে ভোজ্য দ্রব্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার, রমণীয় বস্ত্র, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অন্যান্য যা কিছু আছে; অগ্রে বিপ্রবর্গকে পরিতোষ করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, ত্বরায় প্রস্তুত হও। তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া পরম আহ্লাদে সমস্ত ধন সম্পত্তি বিতরণ করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

সুশীল লক্ষ্মণ পূর্ব্বেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং অগ্রজের বিরহযাতনা সহিতে পারিবেন না, ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন; আর্য্য! এ দাস আপনার চিরানুগত ও একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। আপনিই কেবল এ কিঙ্করের একমাত্র গতি। আপনি যদি অরণ্যবাসী হইলেন, তবে আর লক্ষ্মণের এ ক্লেশময় শূন্য রাজভবনে থাকিয়া সুখ কি? যে স্থান কলকণ্ঠ কোকিল কুলের কল নিনাদে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; সেই রমণীয় প্রদেশে আপনি আর্য্যা জনকতনয়ার সহিত সহর্ষে বিচরণ করিবেন, আর এ চির সেবক ফল মূলাদি আহরণ করিয়া প্রতিনিয়ত আপনাদের পরিচর্য্যায় তৎপর থাকিবে। অতএব এ দাসকে সঙ্গে লইতে কখন অমত করিবেন না। আপনাকে ছাড়িয়া আমি দেবত্বও চাহি না;

উৎকৃষ্ট লোকও অভিলাষ করি না; ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।

মহাত্মা রাম অনুজ লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ কিছুতেই নিষেধ না মানিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে আমাকে আপনারই অনুগমন করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, এখন আবার কি কারণে আমায় নিবারণ করিতেছেন। আমি কি ও চরণে কোন অপরাধ করিয়াছি; যে, সেই অপরাধে এ দাসকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন।

রাম কহিলেন, না ভাই। তুমি কোন অপরাধ কর নাই। বিপদে তুমিই আমার একমাত্র সহায় ও সম্পদে অদ্বিতীয় মিত্র। আমি তোমায় প্রাণাধিক স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি অতি ধার্ম্মিক, সৎপথাবলম্বী ও সদাচারপরায়ণ। তুমি কাছে থাকিলে, ক্লেশকর অরণ্যবাসেও আমাকে কিছুমাত্র ক্লেশ পাইতে হইবে না, সত্য; কিন্তু তোমাকে দুঃখের অংশভাগী করিতে আমার কোন রূপে ইচ্ছা হইতেছে না। আমার অদৃষ্টে যদি কোন রূপ দুঃখ থাকে; আমিই তাহা ভোগ করিব; নিরর্থক তোমার সে কষ্টভার বহন করিবার প্রয়োজন কি? লক্ষ্মণ! দেখ এই রক্তমাংসময় শরীর ধারণ করিলে সময়ে সময়ে সকল প্রকার কষ্টই সহ্য করিতে হয়, সুতরাং ইহাতে আমার কিছুমাত্র আক্ষেপ নাই। আমি বনের সকল কষ্টই সহ্য

করিতে পারিব; কিন্তু অরণ্যজীবী কিরাতের ন্যায় রবি-কিরণে তোমার মুখমণ্ডল মলিন দেখিয়া আমি কোনরূপেই ধর্য্যাবলম্বন করিতে পারিব না। ক্ষান্ত হও; তুমি গৃহে থাকিয়াই গুরুজনের পরিচর্য্যা কর। আমি তাহাতেই সুখী হইব।

মহাত্মা রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিঁয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! আর দেখ, আজ তুমিও যদি আমার অনুগমন কর। দুঃখিনী জননী ও সুমিত্রা মাতাকে তবে আর কে সান্ত্বনা করিবে। যিনি কামনা পূর্ণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্ত্তী হইয়া বিমাতা কৈকেয়ীর অনুরাগে আসক্ত হইয়াছেন। আহা! কৈকেয়ী যখন এই সমস্ত কোশল-রাজ হস্তগত করিবেন, না জানি তখন জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রা মাতাকে কতই বা যাতনা উপভোগ করিতে হয়। ভরত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে হয়ত একবার স্মরণও করিবে না। ভাই! আমি এই কারণে তোমায় বার বার অনুরোধ করি-তেছি, তুমি গৃহে থাকিয়া যেরূপেই হউক দুঃখিনী জননী-দিগকে ভরণ পোষণ কর। ইহাতেই আমার প্রতি তোমার অসাধারণ ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। অতএব তুমি আমার হইয়া আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। দেখ, যদি আমরা সকলেই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই, তাহা হইলে তাঁহাদের উৎকণ্ঠা ও অসুখের সীমা থাকিবে না।

রামবাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য তজ্জন্য!

আপনি অণুমাত্রও চিন্তা করিবেন না। ভরত রাজা হই-লেও আপনার কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত ও আপনার প্রতাপবলে নিতান্ত ভীত হইয়া আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিবে। যদিচ দুরভিসন্ধি বা গর্ব্বপ্রভাবে কোনরূপ অন্যায় আচরণে অগ্রসর হয; নিশ্চয় জানিবেন, তাহা হইলে, সে দুরাশয়কে নিঃসংশয়ে সংহার করিব। বলিতেকি, ত্রিলোকের সমস্ত লোকও যদি তাহার পক্ষ হয়, বীর লক্ষ্মণের হস্তে তাহাদের প্রাণও উৎসর্গ করিয়া দিবেন। আর দেখুন, আর্য্য! আর্য্যা কৌশল্যা যে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া দুঃখিনীর ন্যায় দ্বারে দ্বারে গমন করিবেন, ইহা কোন রূপেই সম্ভব হয় না। যিনি উপজীবী লোকদিগকে বহুসংখ্য ভূমিখণ্ড প্রদান করিয়া অক্লেশে প্রতিপালন করিতেছেন, নিজের ভরণ পোষণ কি, আমাদের ন্যায় সহস্র লোকের প্রতি-পালন করিতেও তিনি কাতর হইবেন না। অতএব পুরুষোত্তম! কৃপা করিয়া এ দাসকেও আপনার অনুসরণে অনুমতি করুন। ইহাতে আপনারও কোনরূপ অধর্ম্ম হইবে না, এবং আমিও যার পর নাই কৃতার্থ হইব। আমি সুতীক্ষ্ণ শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গিয়া পথ প্রদর্শন করিব। প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপযোগী আরণ্য ফল মূল আহরণ করিয়া দিব। আপনি আর্য্যা জানকীর সহিত পরম সুখে গিরিকাননে বিচরণ করিবেন। জাগরিত বা নিদ্রাভিভূত থাকিলেও আপনার কোনরূপ

আশঙ্কা থাকিবে না। এ চিরকিঙ্কর শাণিত শরাশন হস্তে লইয়া প্রতিনিয়ত আপনাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিরত থাকিবে।

সূর্য্যকুলচূড়ামণি রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে অনেক নিবারণ করিয়াও যখন দেখিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না; তখন অগত্যা কহিলেন, ভ্রাত! যদি নিতান্তই আমার অনুচর হইতে তোমার অভিলাষ হইয়া-থাকে, আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া শীঘ্র আইস। মহাত্মা বরুণদেব, রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণ শর, শরাসন, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, তূণ এবং সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান সুতীক্ষ্ণ অসিলতা এই সমস্ত অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়া-ছিলেন। যৌতুক স্বরূপ সমুদায় আমাদের হস্তগত আছে। আমি আচার্য্য গুরুকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার গৃহে সমস্তই রাখিয়াছি। তুমি ঐ সমস্ত অস্ত্র লইয়া ত্বরায় আগমন কর।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসের আদেশে সমধিক উৎসাহিত হইয়া আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করি-লেন। তৎপরে গুরুগৃহে গিয়া অর্চ্চিত ও মাল্য-সমলঙ্কৃত অস্ত্র সমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে অগ্রজের নিকট আগ-মন করিলেন, দেখিয়া রাম পরম প্রীতির সহিত কহি-লেন, বৎস! প্রকৃত সময়েই আসিয়াছ। এক্ষণে তোমার সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত ধন সম্পত্তি তপস্বী ও ব্রাহ্মণ দিগকে বিতরণ করিব। গুরুভক্তি-পরায়ণ অনেক

বিপ্রেরা আমার আশ্রয়ে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য আশ্রিত ব্যক্তিদিগকেও অর্থদান করিতে হইবে। তুমি এক্ষণে মহর্ষি বশিষ্ঠতনয় সুযজ্ঞকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে সমুচিত অর্চ্চনা করিয়া অরণ্যে যাত্রা করিব।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—— ❀ ——

অনন্তর মহাত্মা লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সুযজ্ঞের আবাসে গমন করিলেন, এবং অগ্নিহোত্র-গৃহে তাঁহাকে আসীন দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আর্য্য রাম উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাসে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। আপনি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।

শ্রবণমাত্র ঋষিকুমার কৃতাহ্নিক হইয়া লক্ষ্মণের সহিত সত্বরগমনে রামসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় এই মুনিতনয় সন্নিহিত হইবামাত্র রাম ও জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং সুবর্ণময় উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও অন্যান্য রত্ন-জাত প্রদান করিয়া কহিলেন, সখে! আমার অনুগামিনী জানকী এই কাঞ্চী, অঙ্গদ, বিচিত্র কেয়ূর এবং রমণীয়

আস্তরণের সহিত নানারত্ন-বিভূষিত পর্য্যঙ্ক আপনার সহ-ধর্ম্মিণীকে প্রদান করিতেছেন, গ্রহণ করুন। ঋষিবর! জানকীর ইচ্ছা, মদ্দত্ত এই মুক্তাহার ও কণ্ঠমালাও আপনার প্রণয়িনীর অঙ্গে পরাইয়া দিবেন। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী পাইয়াছি, স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও আপনাকে অর্পণ করিলাম।

তখন মুনিকুমার ঐ সমস্ত ধনরত্ন প্রীতমনে প্রতিগ্রহ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীরে ভূয়োভূয় আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাম অনুজ লক্ষ্মণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও ভগবান্ বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে সহস্র ধেনু, সুবর্ণ রজত ও মহামূল্য রত্নজাত প্রদান করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা দ্বারা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন কর। যিনি আমার জননীকে প্রতিদিন আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া থাকেন, কৌশেয় বস্ত্র, যান, ও দাসদাসী সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদের মন্ত্রী ও সারথি, এখন তাঁহার চরম কাল উপস্থিত, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র, রত্ন ও গোসহস্র দান কর। আমাদের আশ্রয়ে কঠশাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী ও পরোপকারী যে সকল ব্রহ্মচারী আছেন, তাহারা বেদানু-শীলনে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, এজন্য অন্য কার্য্যে তাঁহা-দের কিছুমাত্র অবকাশ নাই। আমি জানি, সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদিগের যথেষ্ট অভিরুচি আছে; কিন্তু তাঁহারা নিতান্ত অলস বলিয়া সে অভিলাষ সফল করিতে পারেন না।

তুমি সেই সকল স্বভাবসুন্দর মহাত্মাদিগকে রত্নভার পূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, অসংখ্য উক্ষ, চণক, মুদগ এবং দধি দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য গাভী প্রদান কর। আর আমার জননীর নিকটেও এইরূপ অনেক ব্রহ্মচারী আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককেও যথেষ্ট পানভোজ্য প্রদান কর। এবং যাহাতে মাতার মনস্তুষ্টি জন্মে, তৎপরিমাণে তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দান কর।

তখন পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ রামের নিদেশে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় দীন দুঃখী ও ব্রাহ্মণদিগকে অকাতরে ধন-দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময়ে উপজীবী ভৃত্য-বর্গেরা তাঁহাদিগকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় জানিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতেছিল, দীনবৎসল রামচন্দ্র তাঁহা-দিগের প্রত্যেককে আশাতিরিক্ত অর্থদান করিয়া কহিলেন, দেখ, আমরা অদ্যাবধি চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বন-বাসে গমন করিলাম। যত দিন প্রত্যাগমন না করি, তাবৎ কাল আমার ও লক্ষ্মণের গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অনুজীবী লোকদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া ধন আনয়নার্থ ধনাধ্যক্ষকে অনুমতি করিলেন। শ্রবণ-মাত্র পরিচারকেরা ক্ষণকাল মধ্যে অসংখ্য অর্থ আনয়ন করিয়া তথায় স্তূপাকার করিল। রাম অনুজের সহিত একত্রিত হইয়া অন্ধ খঞ্জ বধির ও দীন দুঃখী আবালবৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি যাহা অভি-

লাষ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। রাম তৎক্ষণাৎ তাহার মনোরথ সফল করিলেন। কেহ বা আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া, কেহ বা অপর্য্যাপ্ত বস্ত্র লাভ করিয়া, কেহ বা প্রার্থনাধিক ভূমি লাভ করিয়া পরম আহ্লাদে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে ত্রিজট নামে গর্গবংশজ পিঙ্গলকায় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অন্য জীবিকা কিছু ছিল না। কেবল ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া তাঁহাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। তাঁহার প্রণয়িনী নিতান্ত তরুণী, দরিদ্রতানিবন্ধন অসীম কষ্ট ভোগ করিতেন। রাম বনযাত্রায় প্রস্তুত হইয়া ধন-দান করিতেছেন, শুনিয়া তিনি কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া স্বামীর নিকট গিয়া কহিলেন, নাথ! তুমি এখন কুদ্দাল ও ফাল পরিত্যাগ কর; এবং আমি যাহা কহি-তেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। রাজা দশরথের আত্মজ রাম আজ বনগামী হইবেন, এই উদ্দেশে তিনি দীন দুঃখী কাণ খঞ্জ অন্ধ প্রভৃতি সকলকেই অকাতরে ধন দান করিতেছেন, এই সময়ে গিয়া একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, হয়ত তোমায় আর এ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

তৎ শ্রবণে মহাত্মা ত্রিজট ছিন্ন শাঠী দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া ভার্য্যার সহিত অনিবার্য্য গমনে রামের আবাস ভবনে যাত্রা করিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে

রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার। আমি নিতান্ত দুঃখী, অনেকগুলি সন্তান সন্ততিও হইয়াছে। অক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, আমার এমন কোন উপায় নাই। কেবল বনে বনে ভূমি খনন করিয়া অতি দুঃখে আমি সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি, অতএব রাম! কৃপা করিয়া এ দীনের প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর।

রাম শুনিয়া কিঞ্চিৎ পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্রবর! দেখুন, আমার বহুসংখ্য ধেনু রহিয়াছে, এখন পর্য্যন্ত সহস্র ধেনুও দান করা হয় নাই। আপনার হস্তে যে দণ্ড আছে, ঐ দণ্ড আপনি যত দূর নিক্ষেপ করিতে পারিবেন, তৎপরিমাণ স্থানে যত গাভী থাকিবে; আমি সমুদায় আপনাকে দিব। ব্রাহ্মণ নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন, তাহাতে আবার এমন প্রলোভের কথা শুনিয়া তাঁহার বল বীর্য্য যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। রামের কথা শ্রবণমাত্র তিনি সত্বর কটীতটে শাঠী বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ড কাষ্ঠ ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে ও মহাবেগে উহা নিক্ষেপ করিলেন। পরিমুক্ত হইবামাত্র ঐ দণ্ড কাষ্ঠ প্রবল বেগে সরযূর পরপারবর্ত্তী বৃষবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ রাম, সরযূর উত্তর পার পর্য্যন্ত যতই ধেনু ছিল, সমুদায় ত্রিজটের আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে ভক্তিভাবে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এ বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র ক্রোধ

করিবেন না। আপনার শরীর নিতান্ত কৃশ, দূরে দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারেন কি না, জানিবার জন্যই আপনাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলাম। প্রার্থনা করি, পরিহাসের কথা আর মনে রাখিবেন না। আপনার অপর যদি কোন অভিলাষ থাকে, নিঃশঙ্ক চিত্তে তাহাও প্রকাশ করুন। আমার যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে; বিপ্রবর্গের মনস্তুষ্টি সম্পাদনার্থ আমি আজি সমুদায়ই বিতরণ করিব। আমার এই সমস্ত অর্থ ধর্ম্মানুসারে সঞ্চিত, ধর্ম্ম বুদ্ধিতে দান করিলে অবশ্যই সার্থক হইবে।

তখন মহর্ষি ত্রিজট পরম আহ্লাদে ঐ সকল ধেনু লইয়া যশ, বল, প্রীতি ও সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রচিত্তে রামকে আশীর্ব্বাদ করত ভার্য্যার সহিত স্ব ধামে প্রতিগমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, রাজকুমার রাম অবশিষ্ট অর্থ সমুদায় ব্রাহ্মণ ভৃত্য দীন দুঃখী ও ভিক্ষোপজীবী দরিদ্রদিগকে আদর সহকারে বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

রাম এই রূপে সমস্ত ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার আশয়ে সীতার সহিত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। জানকী স্বহস্তে

যে সমস্ত অস্ত্র অর্চ্চনা করিয়া মাল্য চন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দুই জন পরিচারিকা তৎসমুদায় লইয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। রাজপথ সমস্ত লোকারণ্য; তথায় গমনাগমন করা অতীব সুকঠিন; এজন্য তৎকালে সকলে প্রাসাদ, হর্ম্ম্য বা বিমানশিখরে অধিরোহণ করিয়া রামচন্দ্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন অবলোকন করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া নিতান্ত দীন নয়নে পরস্পর কহিতে লাগিল। আহা! যাঁহার গমন কালে, চতুরঙ্গবল মহাসমারোহে অনুগমন করিত; সেই রাম আজ রাজ্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সামান্য জনের ন্যায় একাকী পাদচারে গমন করিতেছেন; যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা, রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ; এবং সূর্য্যবংশাবতংস লোকাভিরাম রামচন্দ্রের ভার্য্যা, যিনি ভূতলে কখন পাদবিক্ষেপ করেন নাই, অন্তরীক্ষচর বিহঙ্গমেরাও যাঁহার ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি কখন দেখিতে পায় নাই; সেই অসূর্য্যম্পশ্যারূপা কুলকামিনী জানকী রাজ্যসুখ বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া বনেচর বধূর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিবার নিমিত্ত স্বামীর সহচারিণী ও সামান্য বনিতার ন্যায় সমস্ত লোকের নেত্রগোচর হইতেছেন। আহা! এই কোমলাঙ্গী অরণ্যগামিনী হইলে, গ্রীষ্মের উত্তাপ, বর্ষার জলধারা ও শীতের দুরন্ত শিশির শীঘ্রই ইহাঁর কোমলাঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। রাজা দশরথ

আজ নিশ্চয় পিশাচগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা না হইলে, এমন গুণের পুত্র রাজীবলোচনকে অকারণে কখনই বনে দিতেন না। বলিতে কি, জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখন যাহা করিতে সাহসী হয় নাই; তুচ্ছ কামিনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজ আজ সেই শোকাবহ অভাবনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জগদ্বিখ্যাত চিরপবিত্র রঘুকুলকে অভূতপূর্ব্ব কলঙ্কপঙ্কে চিরকালের নিমিত্ত নিমগ্ন করিলেন। হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ! যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া রহিয়াছে, অহিংসা, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, সুশীলতা, এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহ; অনন্যসুলভ এই ছয়টী সদ্‌গুণ যাঁহার পবিত্র শরীরে বিরাজ করিতেছে; তাঁহার কথা আর কি কহিব, যে পুত্র নির্গুণ ও যাহার চরিত্র সাধুসমাজে নিতান্ত তিরস্কৃত; তাহার প্রতিও কেহ এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। নিদাঘসময়ে সুতীক্ষ্ণ সূর্য্য-কিরণে সরোবরের জল সমস্ত শুষ্ক হইলে জলজন্তু সমুদায় যেমন আকুল হইয়া উঠে; তদ্রূপ ইহাঁর বিরহানলে দগ্ধ হইয়া প্রজালোকের অসুখ ও উৎকণ্ঠার আর সীমা থাকিবে না। এই ধর্ম্মশীল লোকাভিরাম, সকল লোকের মূল; অন্যান্য সকলে ইহাঁর শাখা পল্লব ও ফল পুষ্পের তুল্য; মূলের উচ্ছেদ হইলে যেমন ফলপুষ্পবান্ বৃক্ষ অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ ইহাঁর বিচ্ছেদে সকলকেই শোকাকুল হইতে হইবে। এ নির্ম্মায়িক স্ত্রৈণ রাজার রাজ্যে বাস করিয়া সকলকেই

সুখে জলাঞ্জলি দিতে হইবে। অতএব আমরা এ পাপ রাজ্যে আর ক্ষণকালও বাস করিতে চাহি না। আইস, আমরা গৃহ, উদ্যান ও ক্ষেত্র সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁরই অনুসরণ করি। ইনিই আমাদের রাজা; ইহাঁর সুখেই আমাদের সুখ, ইহাঁর বিপদেই আমাদের বিপদ। এই স্বর্ণপুরী শূন্য করিয়া আজ রাম যে পথে যাই-বেন, সুশীল লক্ষ্মণের ন্যায় আমরা সকলেই ভার্য্যা ও সুহৃদ্বর্গের সহিত সেই পথই আশ্রয় করিব। গৃহদেব-তারা আমাদের এই অনাথা বাস্তুভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ, যজ্ঞ, জপ, হোম, মন্ত্র ও বলি একে-বারেই বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদের যে সকল ধন সম্পত্তি ভূগর্ব্ভে নিহিত রহিয়াছে, তাহা অচিরাৎ উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য সমুদায় অপহৃত হইবে। গৃহের সর্ব্বস্থান ধূলিধূসর, ও প্রাঙ্গণ নিতান্ত অপরিষ্কৃত হইয়া উঠিবে। মৃৎপাত্র সকল চূর্ণ এবং ভিত্তি সকল বিপ্লব কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া পড়িবে। রন্ধনের ধূম কি জলের সম্পর্ক কিছুই থাকিবে না। মূষিকেরা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইবে। আমরা এ ছার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। আচারনিষ্ঠুরা কৈকেয়ী আসিয়া এখন নিষ্ক-ণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন। আমাদের রাজকুমার যে বনে গিয়া বাস করিবেন, আমরাও সেই অরণ্যে গিয়া বাস করিব। তাহা হইলে, সেই বনই তখন মহাসমৃ-

দ্ধিশালী নগরী, আর লোকাভাবে এই অযোধ্যা পুরীই, নিবিড় অরণ্য হইয়া উঠিবে। আমরা রাজকুমারের সহিত বনগামী হইলে, আমাদের ভয়ে ভীত হইয়া ভুজঙ্গেরা বিবর, মৃগ পক্ষিরা গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও সিংহ সকল বন পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। আমরা যাহা অতিক্রম করিব, তাহারা সেই প্রদেশ অধিকার এবং যে স্থানে আমরা সুখাদ্য মাংস ও ফল মূল সুলভ দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করুক। আমরা রামের সহিত বনে গিয়া পরম সুখে বাস করিব। কৈকেয়ী এখন পুত্র ও মিত্রবর্গের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যা নগরী শাসন করুন। এই বলিয়া পুরবাসিগণ শোকে অধীর হইয়া হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল। কে যে কাহাকে সান্ত্বনা করিবে, এমন লোক আর রহিল না।

রাম তৎকালে পৌর জনের মুখে এইরূপ শোচনীয় বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। প্রত্যুত গজেন্দ্রের ন্যায় মৃদু মন্দ গমনে পিতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, দ্বারে বিনীত বীর পুরুষেরা প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছে; অদূরে সুমন্ত্র মহাশয় বামকরে বাম কপোল সংস্থাপন পূর্ব্বক ঘন বিষাদে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন, তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কিছুমাত্র কাতর না হইয়া ফুল্লারবিন্দ বদনে ক্রমে অগ্র-সর হইতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর পদ্মপলাসলোচন নবঘনশ্যাম রাম পিতৃভবনের সন্নিহিত হইয়া সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ত্বরায় গিয়া পিতৃদেবের নিকট আমার আগমন সংবাদ দেও। শ্রবণমাত্র সুমন্ত্র মহাশয় মহারাজের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়, সলিলশূন্য সরোবরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় শোক সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া কখন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; কখন হা রাম! হা জীবনসর্ব্বস্ব! এই বাক্য মুখে উচ্চারণ করিয়া বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মলিন ও আরক্ত নেত্রযুগল হইতে দরদরিত ধারে বারিধারা পড়িতেছে। সুমন্ত্র মহাশয় সন্নিহিত হইয়া সভয়াস্তঃকরণে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! আপনার রাম সমস্ত ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে

দণ্ডায়মান আছেন। অদ্যই বনগমন করিবেন। আদেশ হইলে একবার মহারাজের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পারেন।

সুমন্ত্রমুখে রামের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া দশরথের শোকানল যেন দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার যতগুলি ভার্য্যা আছে; তুমি অগ্রে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর। আমি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমার রামকে একবার দেখিব। তখন সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা পাইয়া অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহারাজ আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, শীঘ্র একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। সুমন্ত্রমুখে রাজার আদেশ বাক্য শুনিয়া তাঁহার তিন শত পঞ্চাশত পত্নী রামজননী কৌশল্যাকে বেষ্টন পূর্ব্বক রাজসন্নিধানে উপনীত হইলেন। দেখিয়া দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, মন্ত্রিবর! এখন আমার রাজীবলোচনকে আনয়ন কর। সুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে সঙ্গে লইয়া রাজসন্নিধানে আসিতে লাগিলেন।

দশরথ দূর হইতে সেই বহুদিনের বাসনার ধন পদ্মপলাসলোচনকে কৃতাঞ্জলি করে ও বিনীত বদনে আগমন করিতে দেখিয়া হা রাম! বলিয়া অনিবার্য্য বেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার আশয়ে দ্রুতপদে

ধাবমান হইলেন। কিন্তু অসীম শোকসন্তাপে তাঁহার সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ পিতৃদেবকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া ত্বরায় তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। সভাস্থলে সহসা সহস্রসংখ্য রাজপত্নীরা হা প্রিয়-দর্শন রাম! বলিয়া হাহাকার ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন, এবং কখন মস্তকে ও কখন বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে শোকধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। ঐসময় রাজপত্নীদিগের আর্ত্তনাদে ও তাঁহাদিগের ভূষণশব্দে বোধ হইতে লাগিল, যেন প্রলয়কালের জলনিধিই ভীষণ শব্দে উথলিয়া উঠিতেছে কি দাবদগ্ধ অরণ্যচারিরাই ঘোরতর শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে; ফলতঃ সে সময় যে কিরূপ ভয়ানক; মনে হইলে, এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাষ্পাকুল লোচনে ভূতলশায়ী মহারাজকে গ্রহণ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন।

দশরথ কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিলে, মহাত্মা রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন! পিতঃ আমি দণ্ড-কারণ্যে চলিলাম। আপনি আমাদের অধীশ্বর; সৌম্য দৃষ্টিতে এক বার দর্শন করিয়া আমাদিগকে বনগমনে অনুমতি করুন। জানকী ও লক্ষ্মণকে বনবাসের ক্লেশ-পরম্পরা উল্লেখ করিয়া আমি অনেক নিবারণ করিলাম; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ইহাঁরা নিতান্তই আমার

অনুগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। অতএব মহারাজ! ভগবান্ স্বয়ম্ভূ যেমন সন্তানগণকে তপশ্চরণে আদেশ করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপনিও শোক সংবরণ করিয়া আমাদের সকলকেই বনগমনে আদেশ করুন।

তখন মহীপাল রামমুখনিঃসৃত এই শোচনীয় বাক্য শুনিয়া তাঁহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, তৎপরে বাষ্পগদগদ স্বরে কহিলেন, বৎস! এ সময়ে যদি আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত; তাহা হইলে আমি পরিত্রাণ পাইতাম। রাম! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া নিতান্তই মুগ্ধ হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ কর। রাম শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! এখন আপনার অত্যন্ত শোক উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই এমন কথা কহিতেছেন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। অতঃপর সহস্র বৎসর পরমায়ুলাভ করিয়া আপনিই সাম্রাজ্য শাসন করুন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বনভ্রমণ ও আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া পুনরায় আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিব।

ঐ সময়ে ক্রূরাশয়া কৈকেয়ী রামের বাক্যে অনুমোদন করিবার জন্য অন্তরাল হইতে মহারাজকে সঙ্কেত করিতেছিলেন। স্ত্রৈণ রাজা ঐ সঙ্কেত বাক্য শুনিয়া করুণ স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমিই যথার্থ সত্যবাদী ও সুধার্ম্মিক, তোমার মতদ্বৈধ সম্পাদন করা কাহার সাধ্য। অতএব তুমি ঐহিক ও পারত্রিক অভ্যুদয় কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর।

তোমার পথের বিঘ্ন বিদূরিত ও সুখশান্তি লাভ হউক। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। এক্ষণে আমার একটি অনুরোধ, তুমি আমার ও তোমার জননী কৌশল্যার মুখাপেক্ষা করিয়া আজিকার রজনী এই স্থানেই অবস্থান কর। আজ আমি নয়নে নয়নে তোমায় রক্ষা করিয়া তোমার সহিত একত্রে পান ভোজন করিব। তুমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে পরিতৃপ্ত হইয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিও। আহা! বৎস! তোমার সমান স্বভাবসুন্দর ও সুধার্ম্মিক ত্রিলোকে আর দুইটী নাই। তুমি যে এমন দুষ্কর কার্য্যসাধনেও অগ্রসর হইয়াছ, কেবল আমার পরলোকসুখই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। রাম! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। এতকাল যাহাকে চন্দনলতা ভ্রমে পরমাহ্লাদে লালন পালন করিয়াছিলাম, ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায় যাহার অভিপ্রায় অতীব ভীষণ; সেই পাপীয়সীই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় বিরত করিয়াছে। আমি সেই ক্রূরাশয়া কুলনাশিনী কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় যে বঞ্চনা জালে পতিত হইয়াছি; তুমি তাহারই পরিণাম ভোগ করিতে চলিলে। কিন্তু রাম! আমার নিতান্তই ইচ্ছা; আজিকার রজনী এইখানে অবস্থান করিলে, আমি মনের আশা পূর্ণ করিয়া তোমায় একবার রাজভোজ্য সামগ্রী প্রদান করিব।

রাম কহিলেন, পিতঃ! যাহা কহিলেন, সত্য; কিন্তু

বলুন দেখি ; আজ আমি যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কাল ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, তাহা কে প্রদান করিবে, কাল নিদ্রার আবেশ হইলে এরূপ সুখোচিত শয্যা আমি কোথায় পাইব। অতএব মহারাজ ! সামান্য-সুখলালসায় প্রকৃত সুখের কাল বিলম্ব করা কোন রূপেই উচিত হয় না ? যত শীঘ্র পারি, এক্ষণে নিক্রান্ত হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। আমি এই স্বর্ণপুরী অকাতরে পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি অক্ষুব্ধ চিত্তে ও পরম আহ্লাদে ভরতকে প্রদান করুন। অদ্য আমি বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কখনই বিচলিত হইবে না। দেবাসুর-সংগ্রামে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, আপনি এখন তাহা রক্ষা করিয়া ইক্ষ্বাকু কুলোচিত সনাতন সত্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। আর আমি আপনার সত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া তাপসগণের সহবাসে সুখে সময় ক্ষেপ করিব। পিতঃ! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখাভিলাষে তুচ্ছ রাজ্যলাভে কদাপি লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহা সাধন করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য অতএব মহারাজ ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। এক্ষণে আমার বিয়োগ শোক সংবরণ করুন। অনর্থক আর রোদন করিবেন না। দেখুন, সামান্য বায়ু সংযোগেও যদি মহাসাগরের জল উথলিয়া উঠিল, তবে

তাহার গম্ভীরতা ত্রিলোকে কিরূপে প্রথিত থাকিবে। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, বা স্বর্গ, এমন কি স্বীয় জীবনকেও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি। আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি; আপনার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া সামান্য সুখলালসায় পুর-মধ্যে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিতে চাহি না। বিশে-ষতঃ দেবী কৈকেয়ী যখন আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করেন, তখন আমি শপথ করিয়া কহিয়াছিলাম, দেবি! আমি অদ্যই অযোধ্যানগরী পরিত্যাগ করিয়া আপ-নার অভিলাষ পূরণ করিব। অতএব দেখুন, তাহার নিকট পূর্ব্বে অঙ্গীকৃত হইয়া এখন আবার সেই সনাতন ধর্ম্মের বিলোপ করা কি ইক্ষ্বাকু বংশের অনুরূপ কার্য্য, পিতঃ। আর অনর্থক শোক করিবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্ত ভাবে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে; কোকিলেরা কল-কণ্ঠে নিরন্তর কলরব করিতেছে; আপনি উৎকণ্ঠা পরি-ত্যাগ করিয়া ত্বরায় আদেশ করুন; আমি তপস্বি বেশে তথায় গিয়া তাপসগণের সহিত পরম সুখে বাস করিব। পিতঃ। এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, আমি পুনরায় যখন প্রত্যাগমন করিব; তখন আপনি অকারণে কেন এত সন্তপ্ত হইতেছেন, অপরিণামদর্শীর ন্যায় কেনই বা এত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। কোথা অন্য কেহ এই ভ্রমা-ত্মক শোকের বশীভূত হইয়া মুগ্ধ হইলে, আপনি সান্ত্বনা করিবেন, না নিজেই সামান্য জনের ন্যায় সেই অলীক

শোক মোহে একেবারে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন। নর-নাথ! আমি নির্ম্মল চিত্তে কহিতেছি; সাম্রাজ্যসুখে বা বিষয় সম্ভোগে আমায় অণুমাত্রও অভিলাষ নাই। আপনি এখন প্রীতমনে ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া দেবী কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন। আমি আপনার শিষ্টানুমোদিত আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অরণ্যে চলিলাম। আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা দোষে দূষিত সুতরাং কলুষিত করিয়া এই অকিঞ্চিৎকর রাজ্য, তুচ্ছ বিষয়সম্ভোগ অধিক কি প্রিয়তমা জানকীরেও চাহি না। এবং আপনি যে আমার নিমিত্ত শোক মোহে এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, ক্ষণকালের জন্যও আপনার মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আমায় আর অনুরোধ করিবেন না। যতই বিলম্ব হইতেছে, পাছে কোন সঙ্কল্পের অন্যথা ঘটে, এই আশঙ্কা ততই যেন আমার হৃদয়কে আকুল করিয়া ফেলিতেছে। আপনি প্রসন্নমনে আমার বাক্যে অনুমোদন করুন। আমি কাননে কাননে ভ্রমণ ফলমূল ভক্ষণ ও সরিৎ সরোবর দর্শন করিয়া সুখী হইব। আপনি নিষ্কণ্টকে ভরতের হস্তে সাম্রাজ্য অর্পণ করুন।

অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি রাম উদার চিত্তে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া বিরত হইলে, রাজা দশরথ অতীব দুঃখাবেগে হা রাম! বলিয়া অমনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী

ভিন্ন অন্যান্য মহিষীরা সকলেই হা রাম! বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা দীন নয়নে হাহাকার করিতে লাগিল। সুমন্ত্র মহাশয় নিতান্ত শোকবিহ্বল হইয়া নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, সুমন্ত্র মহাশয় শোকে একান্ত অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, কখন ক্রোধে অন্ধ হইয়া পাদদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনবরত করে কর পরামর্শণ ও দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখবর্ণ সহসা বিবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি মহারাজের অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া সন্তপ্ত মনে ও বাক্যশরে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! এত দিনে নিশ্চয় জানিলাম; তোমার সমান নীচাশয় বা তোমার সদৃশ পাষাণহৃদয় আর দুইটী নাই। এই সুবিস্তীর্ণ কোশল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর মহীপাল দশরথ তোমার স্বামী, তুমি

যখন ইহাঁকেও অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই। দেবি! আমরা বারংবার নিষেধ করিতেছি; যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, অচলরাজের ন্যায় নিশ্চল, ও মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর; সামান্য-রাজ্যসুখ লালসায় তাঁহাকে কদাপি কলুষিত করিও না। বিশেষত ইনি তোমার স্বামী, তোমার সমক্ষে এত বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছেন, দেখিয়াও কি তোমার লজ্জা হয় না? পতির ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সাধন করাই পতিপ্রাণা রমণীর পরম ধর্ম্ম; এমন পবিত্র ধর্ম্মের বিলোপ করিতেও যখন তোমার কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইল না; তখন বুঝিলাম, এই চিরবিশুদ্ধ রঘুবংশ তোমা হইতেই অভিনব কলঙ্কে নিমগ্ন হইল। কৈকেয়ি! নিবারণ করি, এ পাপ সঙ্কল্প মনেও স্থান দিও না। দেখ, রাজার লোকান্তর হইলে, তাঁহার যতই কেন সন্তান না থাকেন, পৈতৃক রাজ্যে সর্ব্বথা জ্যেষ্ঠেরই অধিকার। কি শাস্ত্রতঃ কি লোকতঃ অনাদি কাল হইতে এই আচারটীই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মহারাজের জীবদ্দশাতেই তুমি তাহা বিলোপ করিতে যত্ন করিতেছ; কর, তোমার পুত্র ভরতও রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন। আমরা রামেরই অনুসরণ করিব। এরূপ ঘৃণিত আচরণ দেখিয়া তোমায় কে ঘৃণা না করিবে। তুমি যে জঘন্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছ; তোমার এ পাপ রাজ্যে কি ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা বাস করিতে অভিলাষী হই

যেন ? মনেও করিও না। রামের যে পথ ; আমাদের সকলেরই সেই পথ। তুমি এখন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ও ব্রাহ্মণ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল রাজ্য লইয়াই সুখী হও। আহা ! কৈকেয়ি ! এই সর্ব্বনাশের কথা তোমার করাল বদন হইতে যখন নির্গত হইল, বসুন্ধরা দেবী তখনই কেন শতধা বিদীর্ণ হইলেন না ; ব্রহ্মর্ষিগণ জ্বলন্ত অনলবৎ ভয়াবহ ধিক্কারে সদ্যই কেন তোমাকে ভস্মসাৎ করিলেন না। মহারাজ যে এতকাল তোমার মনোবৃত্তির অনুবৃত্তি করিয়া আসিতেছেন, জানি না তাঁহার পরিণামে কতই বিপদ ঘটিবে। কি আশ্চর্য্য ! অপ্রিয়বাদিনী বনিতার এমন ক্রূর অভিপ্রায় জানিয়াও যে তিনি কাপুরুষের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। কোন্ ব্যক্তি কুঠারাঘাতে আম্র বৃক্ষকে ছেদন করিয়া নিম্বের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে ? আলবালে দুগ্ধসেক করিলে নিম্ব কি কখন মধুর হয় ? অঙ্গার শতবার ধৌত হইলেও তাহার মলিনত্ব পরিহার হয় না। কৈকেয়ি ! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও ঠিক তদ্রূপ। লোকে কহিয়া থাকে, যে, নিম্ব বৃক্ষ হইতে কদাপি মধু নিঃসৃত হয় না। এ কথা যথার্থ। আমি বৃদ্ধগণের নিকট শুনিয়াছি, তোমার প্রসূতিরও পাপে আসক্তি ছিল। এক্ষণে কার্য্যবশতঃ তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে মহাতপা কোন এক মহর্ষি তোমার পিতাকে বরদান

করিয়াছিলেন। সেই বরপ্রভাবে তিনি পশু পক্ষি প্রভৃতি সমস্ত জীবগণেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়-রাজ শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে একটি সুবর্ণ।ান্তি জৃম্ভ পক্ষী রব করিতেছিল। তোমার পিতা কেকয়াধি-নাথ ঐ শব্দ শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ রাজার এইরূপ হাস্য দর্শনে তোমার জননী মনে করিলেন, মহারাজ আজ অকারণে কেন হাস্য করিলেন, বুঝি, আমার কোন অসঙ্গত ব্যবহার দেখিয়া থাকিবেন। তিনি মনে মনে এইরূপ আন্দো-লন করিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেকয়-রাজ! দেখ, তুমি কিকারণে আজ এত হাস্য করিতেছ। এখনই প্রকাশ কর, না করিলে, আমি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিব। তোমার পিতা কহিলেন, মহিষি! এ হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে, সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে। অতএব ক্ষান্ত হও, আমার বিয়োগ হইলে, তোমার অসুখ ভিন্ন সুখ নাই। তোমার জননী পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচই আর মরই, একবার আমার নিকট ব্যক্ত করি-তেই হইবে। প্রকৃত কারণ জানিলে, আর কখন আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পারিবে না।

তখন কেকয়াধিনাথ সেই আচারপরিনিষ্ঠুরা মহিষীর নির্ব্ব-ন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া যাঁহার বরে এই উৎকৃষ্ট শক্তি অধি-কার করিয়াছিলেন, অগত্যা তাঁহার নিকট গিয়া আনুপূ-র্ব্বিক সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া ঋষিবর কহি-

লেন, নরনাথ! তোমার পত্নী আত্মহত্যাই করুন, আর তোমায় পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়েই গমন করুন, তুমি কিছুতেই এই রহস্য কথা প্রকাশ করিও না। করিলে, নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হইবে।

কৈকেয়ি! মহর্ষি এইরূপ কহিলে, তোমার পিতা নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া তদ্দণ্ডেই তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে তোমার প্রসূতির ন্যায় তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভূত করিয়া কুপথে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোকেরা মাতার গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। তোমার ব্যবহার দেখিয়া তাহা এখন সত্যই বোধ হইল। দেবি! বারণ করি, তুমি তোমার জননীর ন্যায় অসৎ ব্যবহার আর মনে করিও না। মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া এখন তাহাতেই সম্মত হও। এবং আমাদেরও প্রাণ রক্ষা কর। নীচপ্রকৃতি মনুষ্যের ন্যায় নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য সদাশয় স্বামীকে অসৎপথে প্রবর্ত্তিত করা কি রঘুকুলবধূর কর্ত্তব্য কার্য্য? যদিচ ইনি লীলাপ্রসঙ্গে কোন কথা কহিয়া থাকেন, তাহা আর মনে করিও না। দেখ দেখি, রাম জীবলোকের প্রতিপালক, কার্য্যকুশল ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ; বিশেষত গুণেও তিনিই শ্রেষ্ঠ, আর কি কি, ত্রিলোকমধ্যে যতই উৎকৃষ্ট গুণ আছে, রাম সমুদায় সম্যক্ অধিকার করিয়াছেন। অতএব এমন গুণের পাত্র বর্ত্তমানে ভর-

তের রাজ্যাভি.ষক কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত হয় না। দেবি! যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনচরের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করেন, তাহা হইলে জগতে তোমার অপযশের আর সীমা থাকিবে না। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য শাসন করুন। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমোদ আহ্লাদ কর। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, মহারাজ পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের আচরিত সৎপথ অবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র মহাশয় সভামধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু অরণ্যে রোদনবৎ সমুদায় বিফল হইয়া গেল। ক্রূরাশয়া কৈকেয়ী তাহাতে কিছুমাত্র কাতর বা ক্ষুব্ধ হইলেন না। তাঁহার মুখরাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর রাজা দশরথ সেই ভীষণ প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! যাহা হইবার নহে তজ্জন্যে বৃথা আর্ত্তনাদ করিয়া ফল কি? তুমি এক্ষণে বনবাস-সুখের নিমিত্ত চতুরঙ্গবল সজ্জিত করিয়া প্রচুর অর্থের

সহিত রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রেরণ কর। সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে বচনচতুরা গণিকারা বেশবিন্যাস করিয়া গমন করুন্। ধনবান বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া যাক। যাহারা রামের আশ্রিত ও যে সকল সৈনেরা বলবীর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত ইহাঁর সহিত একত্রে ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে অর্থ লইয়া গমন করুক। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ও শকট সমুদায় আমার রামের সমভিব্যাহারে দেও। অরণ্যমর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমস্ত লোক রামের অনুগমন করুক। রাম কাননে গিয়া ইহাদিগের সাহায্যে মৃগবধ, আরণ্য মধুপান ও বিবিধ নদ নদী সমুদায় দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইবেন। ধনকোষ ও ধান্যকোষ যা কিছু আমার অধিকারে আছে, সমুদায় রামের সঙ্গে পাঠাইয়া দেও। আমার রাম পবিত্র কাননে ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাপসগণের সহিত পরম সুখে তথায় বাস করিবেন। সুমন্ত্র! অধিক কি, এই অযোধ্যা নগরীতে আমার যা কিছু ভোগ্য দ্রব্য আছে, সমুদায় কুমারের সমভিব্যাহারে প্রদান কর। ইহার পর ভরত আসিয়া কোশলদেশ শাসন করিবেন।

রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিলে, কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে অপরিসীম ভয় উপস্থিত হইল! তন্নিবন্ধন তাঁহার মুখ মলিন ও কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যার পর নাই বিষণ্ণ হইয়া দশরথকে কহিলেন, সে কি মহারাজ! যদি অযোধ্যার সমুদায় বিলাসসামগ্রী

রামের সমভিব্যাহারেই পাঠাইয়া দেন; তাহা হইলে, পীতসার সুরার ন্যায় শূন্যরাজ্য লইয়া আমার ভরতের সুখ কি ?

কৈকেয়ী স্ত্রীজাতিসুলভ লজ্জা ভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া সভামধ্যে এইরূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে, মহীপাল ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আরক্ত লোচনে কহিতেলাগিলেন, অনার্য্যে! তুই দাসের ন্যায় ভারবহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছিস্, আমিও বহিতেছি। আর কেন বার বার আমায় ব্যথিত করিতেছিস্। স্বীয় বংশোচিত দয়া দাক্ষিণ্যে জলাঞ্জলি দিয়া যখন রামের বনবাস প্রার্থনা করিস্, তখন কেন এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলি না। শুনিয়া কৈকেয়ী অধিকতর ক্রোধের সহিত কহিলেন, মহারাজ! দেখ, এই সূর্য্যবংশে সগর রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে যেমন ভোগসুখে বঞ্চিত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছিলেন, আমার অভিলাষ, আজ রামকেও সেই রূপ বহিষ্কৃত করিয়া দেও।

আহা! তৎকালে কৈকেয়ীর কঠোর বাক্য শুনিয়া কোন্ ব্যক্তির মর্ম্মান্তিক যাতনা উপস্থিত না হইয়াছিল। সভাস্থ সমস্ত লোক শুনিবামাত্র শোকে মোহে ও লজ্জা ভয়ে যেন ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। কিন্তু অকরুণা কৈকেয়ী ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কি কহিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঐ সময় সভামধ্যে মহারাজের প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থ

নামে একজন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন। তিনি কৈকেয়ীর বাক্য সহিতে না পারিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ও পাপপরায়ণ ছিল। পথে যে সকল বালক ক্রীড়া করিত; দুর্ম্মতি অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে ফেলিয়া দিত এবং ঐ শিশু সন্তানদিগকে স্রোতে নিমগ্ন দেখিয়া মহা আমোদে হাস্য করিত। এমন কি, যে কার্য্য সাধুবিগর্হিত বলিয়া লোকে পরিত্যাগ করিত; দুরাত্মা তাহাতেই অগ্রসর ছিল। প্রজালোকেরা এই অসমঞ্জের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া একদা রাজার নিকট গিয়া কহিল, মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকেই চাহেন, না প্রজালোকের প্রাণ রক্ষা করিতেই অভিলাষ করেন। অবনিপাল কহিলেন, প্রজাগণ! আজ অকারণে এমন আর্ত্তনাদ করিতেছ কেন? বল, কি নিমিত্ত তোমরা নিতান্ত ভয়বিহ্বল হইয়াছ। প্রজারা কহিল মহারাজ! আমাদের শিশু সন্তান সকল পথে ক্রীড়া করে, আপনার অসমঞ্জ মূর্খতা বশত তাহাদিগকে ধৃত করিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাকে। আপনি যদি ইহার প্রতিকার না করেন, এই আপনার রাজ্য থাকিল, আমরা চলিলাম। তখন নরপতি প্রকৃতিগণের হিতার্থ অনুচরবর্গকে কহিলেন অনুচরগণ। দেখ, সর্ব্বথা প্রজারঞ্জন করাই ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের একমাত্র ধর্ম্ম। প্রজালোকের মনে যাতনা দিয়া আমি পুত্রের মুখাপেক্ষা করিতে

চাহি না। অতএব তোমরা অদ্যই অসমঞ্জকে নির্ব্বাসন-বেশ পরিধান করাইয়া ভার্য্যার সহিত যাবজ্জীবনের জন্য বনবাসে প্রেরণ কর। দুরাত্মা অসমঞ্জও পিতার কথা শ্রবণমাত্র ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নির্গত হইল। এবং কাননে কাননে ও পর্ব্বতে পর্ব্বতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কৈকেয়ি! দেখ, অসমঞ্জ এইরূপ দুর্ব্বিনীত ও পাপাসক্ত ছিল বলিয়াই সাধুশীল সগর তাহারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেবি! বল দেখি, রাম ত অসমঞ্জের ন্যায় দুর্ব্বিনীত নহেন, তাঁহার এমন কি অপরাধ আছে, যে, সেই কারণে তুমি এমন অভাবনীয় ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ। আমরা পরোক্ষেও রামের কোনরূপ দোষের কথা শুনি নাই। অথবা আমরা তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি রামের কোনরূপ দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক, উল্লেখ কর। পশ্চাৎ না হয় ইহাঁকে বন-বাসে দিবে। যিনি চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল শিষ্ট ও সাধু, তাঁহার অনিষ্ট কামনা করিলে, অধর্ম্ম নিবন্ধন সুররাজ ইন্দ্রেরও মহিমা বিলুপ্ত হইয়া যায়। কৈকেয়ি! আমরা বারংবার এই জন্যই কহিতেছি, তুমি রামকে বঞ্চিত করিও না। করিলে, তোমার মুখ দেখা দূরে থাক, তোমার নামও কেহ স্মরণ করিবে না।

মহীপাল দশরথ প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বাষ্পগদগদকণ্ঠে ও শোকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, কুলপাংশুলে! দেখিলাম, বৃদ্ধ

সিদ্ধার্থের উপদেশগুলিও তোমার প্রীতিকর হইল না। যাহাতে আমার ও তোমাঁর হিত হইবে, তুমি সে দিকেই দৃষ্টি পাত করিবে না। এইরূপ নীচপথ আশ্রয় করিয়া নীচকার্য্যের অনুষ্ঠান করাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, হউক, আমি রাজ্য সম্পদ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া রামের সঙ্গেই চলিলাম, তুমি ভরতের সহিত রাজভোগ উপভোগ করিয়া সুখী হও।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম বিমাতার পরিতোষার্থ বিনয় সহকারে মহীপালকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ। হস্ত দান করিয়া বন্ধনরজ্জুর মমতা করা নিষ্প্রয়োজন। আমি যখন পৃথিবীর সকল সম্পর্কই পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম; তখন সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া আর আমার কি হইবে। অকিঞ্চিৎকর বিষয় সম্ভোগের প্রত্যাশা করিয়াই বা আমার কি ফল হইবে। এই কোশল সাম্রাজ্যে আপনার রাজভোগ্য যা কিছু আছে, সমুদায় ভরতকে দান করিলাম, আমি কিছুই

সঙ্গে লইতে চাহি না। বনমধ্যে বন্য ফল মূলই আমার জীবিকা ও পর্ণশয্যাই আমার রাজভোগ্য শয্যা হইবে। অতঃপর আমার অরণ্যবাসের নিমিত্ত আমাকে চীর বস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দেন।

রাম বিনয়াবনত্র বদনে পিতার নিকট এই মাত্র প্রার্থনা করিলে, বিনয়বধিরা কৈকেয়ী তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহ হইতে চীর বস্ত্র আনয়ন করিলেন এবং লজ্জাভয়ে একবারে জলাঞ্জলি দিয়া সেই সভামধ্যে রাজকুমারকে কহিলেন, রাম! এই আমি চীর বস্ত্র আনয়ন করিলাম, পরিধান কর। তখন সেই উদারস্বভাব পুরুষোত্তম রাম পরিধেয় সূক্ষ্ম-বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সভামধ্যে অকাতরে চীরবস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও পিতার সমক্ষে চীর বস্ত্র পরিধান করিয়া তপস্বিবেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর, জনকনন্দিনী জানকী, যিনি অসূর্য্যম্পশ্যা রাজবধূ, চীর বস্ত্র কেমন, চক্ষেও কখন দেখেন নাই। চির-কাল কৌশেয় বসনে যাঁহার অঙ্গলতিকা সমলঙ্কৃত থাকিত, সেই কোমলাঙ্গী সভামধ্যে চীর বস্ত্র গ্রহণ করিয়া বাগুরাদর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ও বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুল-লোচনে রামচন্দ্রের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, নাথ! বনবাসী তাপসেরা এ চীর বস্ত্র কিরূপে পরিধান করিয়া থাকে, এই বলিয়া এক খণ্ড কণ্ঠে ও অপর এক খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়মান রহি-

লেন। তদ্দর্শনে রাম নিতান্ত দীন মনে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় বস্ত্রের উপর চীরবন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পৌরকামিনীরা জনকদুহিতা জানকীর অঙ্গে চীরবন্ধন করিতে দেখিয়া অনিবার্য্য বেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাম! জানকী চিরকাল মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এখন চীরবস্ত্র কিরূপে পরিধান করিবেন, মহারাজ তোমাকেই বনগমনে আদেশ করিয়াছেন। জানকী কুলবধূ; বনেচর বধূর ন্যায় তিনি কিরূপে তোমার অনুগমন করিবেন। তিনি তপস্বিবেশে কদাপি বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি অতি ধর্ম্মিষ্ঠ; যদিচ তুমি স্বয়ং এ স্থানে বাস করিতে সম্মত না হও, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীরে এস্থানে রাখিয়া যাও। যতদিন তুমি না আসিবে, তাবৎ ইহাঁকে দেখিয়াই আমরা অপেক্ষাকৃত সুখী হইব।

পুরুষোত্তম রাম পুরনারীগণের মুখে এইরূপ করুণ বাক্য শুনিয়াও বিরত হইলেন না, দেখিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠ মহাশয় নিতান্ত দীন নয়নে মৈথিলীকে চীরধারণে নিবারণ করিয়া অতীব ক্রোধাবেগে কৈকেয়ীর প্রতি আরক্ত লোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন অনার্য্যে! দেখ, তুমি মহারাজকে বঞ্চনা জালে ফেলিয়া কি না করিলে, তোমার মনে যতদূর দুরভিসন্ধি ছিল, লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া সমুদায় সাধন করিয়া নিলে,

এক্ষণে দেবী জানকীর এমন শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও তোমার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইতেছে না। জানি না, তোমার হৃদয় কি পাষাণময় কি বজ্রনির্ম্মিত; অথবা বিধাতা তোমার হৃদয় ইহা অপেক্ষাও দৃঢ়তর কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা পাষাণ হইলে অবশ্যই দ্রব হইত, বজ্র হইলেও অবশ্যই বিদীর্ণ হইয়া যাইত। নৃশংসে! দেবী জানকীর কখনই বনগমন করা হইবে না, রাম অরণ্যবাসী হইলে, ইনিই রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। ভার্য্যা স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ, সুতরাং রামের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া জানকীই রাজ্যপালন করিবেন। আর যদি ইনি নিতান্তই স্বামীর সহচারিণী হন, তাহা হইলে, আমরা এবং অন্যান্য সকলেই রামের অনুসরণ করিব। অন্তঃপুররক্ষকেরাও যথায় রাম, সেই স্থানে যাইবে। ভরত ও শত্রুঘ্নও চীর বস্ত্র পরিধান করিয়া, হয়ত, জ্যেষ্ঠ রামেরই অনুসরণ করিবেন। এই কোশল সাম্রাজ্যে যা কিছু উপভোগের সামগ্রী আছে, তাহা এবং দাসদাসী সকলকেই রামের সঙ্গে লইয়া যাইব। কাজেই এরাজ্য নির্জন শূন্য ও ঘোরতর অরণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। তুমি কুলকলঙ্কিনী ও রাজ্যনাশিনী হইয়া একাকিনী এই কোশল দেশ শাসন করিও। যে রাজ্যে রাজীবলোচন রাজা নহেন, তাহা রাজ্য বলিয়াই পরিগণিত হইবে না। রাম যে বনে গমন করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ তোমার অনুরোধে রাজকুমারকে অরণ্য-

বাধা করিতেছেন, তখন সুধীর ভরত আসিয়া এ অধর্ম্মের রাজ্য কখনই শাসন করিবেন না। তিনি যদি যথার্থ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, অধিক কি, তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত অতিবিচক্ষণ, তাঁহার চরিত্র অতিশয় পবিত্র। তিনি নিজের বংশাচার বিলক্ষণ অবগত আছেন, তুমি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেও মহাত্মা কদাপি তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না। সুতরাং তুমি পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া পুত্রেরই অনিষ্ট সম্পাদন করিলে। দেখ, রামচন্দ্রের নির্ম্মল স্বভাবে যাহার মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয় নাই, জীবলোকে এমনলোক অতিবিরল। অধিক কি, ঐ দেখ বনের পশু পক্ষীরাও কূজনচ্ছলে রোদন করিতে করিতে রামের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বৃক্ষ সকল ইহাঁর প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কৈকেয়ি! আমি মিনতি করি, তুমি জানকীর চীরবসন অপনীত করিয়া উৎকৃষ্ট বসন ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ইহাঁকে প্রদান কর। আহা! যিনি চিরকাল মহামূল্য কৌশেয় বস্ত্রও ঘৃণা করিয়া পরিধান করেন নাই; চীরবস্ত্র কি তাঁহার সেই কোমলাঙ্গের উপযুক্ত হইতে পারে? দেবি! ভাল, তুমি কেবল রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ। মহারাজের নিকট তাঁহারই চীরবস্ত্র পরিধানে অভিলাষ করিয়াছ। কিন্তু জানকী সুবেশে তাঁহার সহবাসে কাল যাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? বিশেষ আমি

তোমাদের কুলগুরু, আমি কৃতাঞ্জলি পুটে ভিক্ষা করিতেছি; জানকী এক্ষণে উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া রামের অনুগমন করুন। আর দেখ, বরগ্রহণকালে, তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, সীতার বিষয় ত কিছু উল্লেখ কর নাই।

কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয় বিনয় সহকারে বারংবার ঐরূপ কহিতে লাগিলেন, কিন্তু ভস্মরাশিতে ঘৃতবর্ষণের ন্যায় সমুদায় নিষ্ফল হইয়া গেল। এদিকে একান্তপতিপ্রাণা জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে নিতান্ত অভিলাষিণী হইয়াছিলেন, তিনি কিছুতেই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

—০ঃঃ*ঃঃ০—

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

আহা! যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ; সেই অসূর্য্যম্পশ্যরূপা সীতা সভামধ্যে অনাথার ন্যায় নিতান্ত দুঃখী জনেরও অগ্রাহ্য চীরবসন পরিধান করিতে লাগিলেন, দেখিয়া কৈকেয়ী ভিন্ন কোন্ পামরী, কোন্ পামরে রপাষাণ হৃদয় দয়ার্দ্র না হইয়াছিল। আবাল

বৃদ্ধ বনিতা সকলেই হা রাম! হা পতিপ্রাণা জানকি! হা ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ! এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে করিতে দশরথকে শত শত ধিক্‌কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ শোকে শোকে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন,আহা! কৈকেয়ি! দেখ, কৌমার মাধুর্য্য এখন পর্য্যন্তও জানকীর সুধাংশুনিন্দিত বদনমণ্ডলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, ইনি অতি বালিকা, নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন, দুঃখ কেমন, এক দিনের নিমিত্তই তাহা উপভোগ করেন নাই। কেবল বনচারিণী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর ধারণ করিয়া বিন্যাস-প্রসঙ্গে বিমোহিত হইয়াছেন, এক্ষণে ইনি এ চীরবসন পরিত্যাগ করুন। আমার প্রাণে আর সহ্য হয় না। আমার রাজীবলোচনের ন্যায় জানকীরেও চীরবাস পরিধান করিতে হইবে, পূর্ব্বে, এরূপ প্রতিজ্ঞা আমি ত কখনই করি নাই। বিশেষ গুরুদেব বশিষ্ঠ মহাশয়ও কহিলেন, জানকী বনবাসের ক্লেশ কখনই সহিতে পারিবেন না। অতএব দেবি! জানকী এখন সকল প্রকার রত্নভার লইয়া বনগমন করুন। আমি তোমার কপট বাক্যে বিমোহিত হইয়া বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় রামের বনগমন বিষয়ে নিতান্তই নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আবার জনকাত্মজারও তাপসীবেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহাতে তোমার নরকেও

স্থান হইবে না। পুস্পোদ্গম হইলে, বংশ যেমন বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ তোমার এই দারুণ অভিপ্রায় নিশ্চয় আমার বিনাশের কারণ হইবে। কৈকেয়ি! ভাল স্বীকার করিলাম, রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, তজ্জন্যই তাঁহার প্রতি এমন সর্ব্বনাশের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ; কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না জানকী তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছেন, যে ইহাঁকে দেখিয়াও তোমার কিছুমাত্র দয়া হইতেছে না। রামের নির্ব্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে, তাঁহার পর আবার এ সমস্ত শোকাবহ মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়া কি লাভ হইবে। রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে আমার নিকট আগমন করিলে, তুমি ইহাঁর বনগমন প্রার্থনা করিয়াছিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিতেছি, তোমার নিতান্তই দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ ব্যবহারে ঘোরতর নরকেও তোমার স্থান হইবে না।

রাম পিতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া অবনত বদনে কহিলেন, পিত! আমার দুঃখিনী জননী আমাকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। কিন্তু জননী কখন আমার বিরহবেদনা সহ্য করেন নাই। তিনি আমার বিয়োগশোকে যার পর নাই অসুখী হইবেন। মহারাজ! আমার অনুরোধ,

আপনি অতঃপর আমার শোকাতুরা জননীকে সম্মানে রাখিবেন। দেখিবেন, জননী যেন আমার শোকে আকুল হইয়া পরিশেষে প্রাণত্যাগ না করেন।

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

মহীপাল দশরথ পুরুষোত্তম রামের এইরূপ ঔদার্য্য-গুণগুম্ফিত বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহার সেই মুনিবেশ নিরীক্ষণ করিয়া হা! সত্যৈকব্রত পিতৃবৎসল রাম! ত্রিলোক মধ্যে এক মাত্র তুমিই ধন্য, এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে মুখে উচ্চারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহার পত্নীগণ হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দুর্নিবার দুঃখাবেগে তাঁহার অন্তঃকরণ একেবারে বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে সমর্থ হইলেন না। দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না। একান্তই বিমনায়মান হইলেন; এবং ক্ষণকাল মূর্চ্ছাবেগে হত-চেতন হইয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মূর্চ্ছাপনয়ন হইলে, তিনি রামের

চিন্তায় যার পর নাই আকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন, হায়! হায়! আমি পূর্ব্ব জন্মে না জানি কতই বা সবৎসা-ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছিলাম। কতই বা প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করিয়াছিলাম, তাহা না হইলে, আমার হৃদয়দুর্লভ জীবনসর্ব্বস্ব রামচন্দ্র শেষ দশায় আমাকে পরিত্যাগ করিবেন কেন। আহা! আমি সসাগরা সদ্বীপা ধরার অধীশ্বর, আমার রাম আজ সভামধ্যে চীরবস্ত্র পরিধান করিলেন, আমি জীবিত থাকিয়া তাহাও দেখিলাম। ইহাতেই বোধ হয়, অসময়ে মৃত্যুও সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে। যদি হইত, পাপীয়সী কৈকেয়ীর এ যন্ত্রণা আমাকে আর সহিতে হইত না।

রাজা দশরথ গলদশ্রু লোচনে ও কাতর বচনে এইরূপ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রামকে কহিলেন, রাম! —নামগ্রহণমাত্র প্রবলবেগে বাষ্পবারি উদ্গত হইয়া তাঁহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ফেলিল; তখন আর তিনি বাঙ্মাত্রও মুখে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। হতচেতন হইয়া ক্ষণকাল ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। তৎপরে কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া বাষ্পাকুল লোচনে সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বসমূহে সংযোজিত করিয়া ত্বরায় বাহনোপযোগী রথ আনয়ন কর। এবং আমার রামকে জনপদের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আইস। এক জন সাধুশীল মহাবীরকে পিতা মাতা স্নেহে

জলাঞ্জলি দিয়া নির্ব্বাসিত করিতেছেন, ইহাতেই গুণবান্দিগের যথেষ্ট গুণ প্রকাশ পাইবে, সন্দেহ নাই।

তখন সারথি সুমন্ত্র অবিলম্বে নির্গত হইয়া রথ সজ্জিত ও অশ্বে সংযোজিত করিয়া আনিলেন। এবং রামের নিকট আসিয়া সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, রাজকুমার! যদি একান্তই অযোধ্যানগরী অনাথ করিয়া অরণ্যেই গমন করিবেন, আমাদের একটি অনুরোধ আপনাকে রক্ষা করিতে হইবে। আমরা জীবিত থাকিতে আপনাকে কদাচ পদব্রজে গমন করিতে দেখিতে পারিব না। বিশেষতঃ মহারাজও আদেশ করিতেছেন। অতএব আমি রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছি; আরোহণ করুন।

এদিকে রাজা দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত ত্বরায় উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর। রাজার আদেশমাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষগৃহে গিয়া উৎকৃষ্ট বসন ও ভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক সীতাকে প্রদান করিল। জানকী আপনার অঙ্গে ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করিলেন। প্রভাতকালীন দিনমণির প্রভা যেমন নভোমণ্ডলকে শোভিত করে, তৎকালে জানকীর কমনীয় কান্তিও ঐ গৃহকে সেইরূপ সুশোভিত করিল।

তখন রামজননী কৌশল্যা জানকীরে আলিঙ্গন ও

তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎসে জানকি! যে নারী প্রিয়জনের প্রণয়ভাজন হইয়াও বিপৎকালে স্বামীর সেবা না করে, ইহ লোকে সে অসতী বলিয়া পরিগণিত হয়। অসতী স্ত্রী স্বামীর সম্পদের সময় প্রিয়বাক্যে তাহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক নানা প্রকার সুখভোগ করে, কিন্তু অল্পমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলেই তাহাকে বিবিধ দোষে দূষিত ও কথায় কথায় যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া থাকে; বলিতে কি, পতি বিপদ্‌গ্রস্ত হইলে, অসতীরা অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগও করিতে পারে। তাহারা মিথ্যা কথা এবং অসদ্ব্যবহারে সর্ব্বদা অনুরাগিণী, দুর্গম স্থানে গমন ও বিবিধ অঙ্গ ভঙ্গি প্রদর্শনে সুপটু। তুচ্ছকারণেও সেই পরমারাধ্য পতির প্রতি যারপরনাই বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল কামিনীদিগের চিত্ত নিতান্ত অস্থির, তাহারা কুল, পতিবশ্যতা বা ধর্ম্মজ্ঞান অতীব যৎসামান্য বিবেচনা করিয়া থাকে। বসন ভূষণেও বশীভূত হয় না। কৃতঘ্ন হয়, এবং সুস্পষ্ট দোষ দেখাইয়া দিলেও কদাচ তাহা স্বীকার করে না। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ ও স্বীয় বংশমর্য্যাদা পরম যত্নে প্রতিপালন করেন। এবং যাঁহারা প্রতিনিয়ত সত্যে নিরত ও শুদ্ধস্বভাব। তাঁহারাই সতী ও একমাত্র স্বামীকেই পরমদেবতা ও পুণ্যসাধন বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব জানকি! আমার রাম রাজসন্তান হইলেও কার্য্যবশতঃ এখন নিতান্তই

দরিদ্র ও দুঃখী হইয়াছেন। তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য জ্ঞান করিবে। কদাচ অনাদর করিও না। করিলে, নিঃসন্দেহ ঘোরতর-নিরয়গামিনী হইবে।

তখন একান্ত পতিপ্রাণা জনকাত্মজা জানকী কৌশল্যার এইরূপ সদর্থসঙ্গত বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদুবচনে কহিলেন, আর্য্যে। আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিয়া যেরূপ আদেশ করিতেছেন, জানকীর প্রাণবিয়োগ হইলেও তাহার অন্যথা হইবে না। স্বামীর প্রতি স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আপনি আপনার বধূকে অসতীদিগের তুল্য মনে করিবেন না। চন্দ্রের প্রভা যেমন চন্দ্র হইতে কদাচ বিচ্ছিন্ন নহে, তদ্রূপ আমিও ধর্ম্ম হইতে কদাপি বিশ্লিষ্ট নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা, চক্রশূন্য রথ নিরর্থক, সেইরূপ স্ত্রীজাতি শত পুত্রের মাতা হইয়াও একমাত্র ভর্ত্তৃহীন হইলে, প্রকৃত সুখে কদাচ সুখী হইতে পারে না। দেখুন, কি পিতা, কি মাতা, কি পুত্র ইহাঁরা সন্তুষ্ট হইলে, পরিমিত বস্তুই প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু জগতে স্বামিভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহই নাই। অতএব, এমন পরমারাধ্য পতিকে কে না আদর করিবে? বিশেষতঃ আমি বাল্যকালাবধি মাতার নিকট শুনিযাছি; পতিপ্রাণা রমণীদিগের পতিই একমাত্র গুরু, পতির সেবা করাই

তাহাদিগের অদ্বিতীয় ধর্ম্ম। অতএব আর্য্যে! আপনি যাহা উপদেশ করিলেন, আমি তাহা একমাত্র পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া অবশ্যই পালন করিব। তখন দেবী কৌশল্যা পতিদেবতা বৈদেহীর এইরূপ হৃদয়হারি বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষ (১) ও দুঃখাবেগে অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সত্যৈকব্রত রাম শোকাকুলা জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণ-সমক্ষে করপুটে কহিলেন, জননি! আপনি দুঃখে ও শোকসন্তাপে সন্তপ্ত ও বিমনা হইয়া পিতৃদেবকে কদাচ দেখিবেন না। এই চতুর্দ্দশবৎসর দেখিতে দেখিতেই অতিবাহিত হইয়া যাইবে।। আমাদের নিমিত্ত আপনি কিছুমাত্র কাতর হইবেন না। নিয়মিতকাল অতীত হইলেই আমি, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পুনরায় অযোধ্যা নগরীতে প্রত্যাগত হইব।

রাম স্বীয় ঔদার্য্যবলে, অকাতরে জননীকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকবিহ্বলা মাতৃগণকে দর্শন করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনীতবচনে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র বাস নিবন্ধন অজ্ঞানত; বা জ্ঞানতও যদি কখন কোন অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, কৃপা করিয়া ক্ষমা করিবেন।

তখন শোকার্ত্ত রাজপত্নীরা রামের এইরূপ ধর্ম্মানুগত

---

(১) পুত্রাদির বনগমনে দুঃ[illegible] এবং [illegible] তাদৃশ সমর্থ সঙ্গত বাক্য শ্রবণে হর্ষ।

বাক্য কর্ণগোচর পূর্ব্বক শোকে হাহাকার করিয়া উঠি-লেন, আহা! কি আক্ষেপের বিষয়! পূর্ব্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতির বাদ্য মেঘধ্বনির ন্যায় অপরিসীম আনন্দ প্রদান করিত, সেই গৃহ এখন মহিলাগণের বিলাপ, পরিতাপ ও রোদন ধ্বনিতে আকুল হইয়া উঠিল।

—০:::*::০—

চত্বারিংশ অধ্যায়।

অনন্তর, রাম, লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত কৃতাঞ্জ-লিপুটে পিতৃপাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্ত মনে জননীর চরণে প্রণাম করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণও সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যা, তৎপরে জননী সুমিত্রাকে প্রণাম করিলেন, সুমিত্রা আত্মজের মস্তকাঘ্রাণ ও স্নেহময় আলিঙ্গন পূর্ব্বক হিতাভিলাষে কহিতে লাগিলেন, বৎস! যদিচ তুমি আমার সন্তান এবং সকলের প্রতিও তোমার বিলক্ষণ অনুরাগ আছে। তথাচ আমি তোমাকে বনবাসে অনুমতি করি-তেছি; তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম বনগামী হইলেন, তুমি সতত সতর্ক হইয়া [illegible] সেবা শুশ্রূষা করিবে। রাম বিপন্নই হউন, বা সম্পন্নই হউন, ইনি ভিন্ন তোমার

আর গত্যন্তর নাই। আর দেখ, ইহ লোকে জ্যেষ্ঠের অনুবৃত্তি করাই কনিষ্ঠের সার কর্ম্ম ; বিশেষত ইক্ষ্বাকু-বংশের অনুরূপ কার্য্য। দান, যজ্ঞ ও সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ, সমুদায় ক্ষত্রিয়কুলের অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি রামকে পিতা ও জানকীরে জননীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা প্রকাশ করিও। এবং যে বনে রাম গমন করেন, সেই অরণ্যই অযোধ্যার তুল্য দেখিও। এই বলিয়া সুমিত্রা লক্ষ্মণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন, তৎপরে কহিলেন, বৎস লক্ষ্মণ! তবে এখন নির্ব্বিঘ্নে বনযাত্রা কর।

অনন্তর সারথি সুমন্ত্র শোকসন্তপ্ত মনে ও গলদশ্রু-লোচনে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। কৈকেয়ী আপনাকে অদ্যই বনগমনে আদেশ করিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দ্দশ-বৎসর বনবাসের কাল পরিগণিত হইবে।

তখন জানকী আহ্লাদভরে অগ্রে সেই কনকখচিত রমণীয় রথে আরোহণ করিলেন, তৎপরে, রাম, পিতৃদেব বনবাসের বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীরে যে সমস্ত আভরণ ও মহামূল্য বস্ত্রাদি প্রদান করিয়াছিলেন, তৎ-সমুদায় এবং চর্ম্মাবগুণ্ঠিত পেটক, বর্ম্ম ও বিবিধপ্রকার অস্ত্র সমভিব্যাহারে লইয়া অনুজ লক্ষ্মণের সহিত রথা-রোহণ করিলেন। তখন সারথি সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান্ উৎকৃষ্ট অশ্বে কষাঘাত করিবামাত্র রথ মহা-

শব্দে ধাবমান হইতে লাগিল। আহা! সে সময়ের সেই সেই শোচনীয় ভাব মনে হইলে এখনও হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে নগরবাসীরা অতীব শোকাবেগে হাহাকার করিয়া মূর্চ্ছিত ও হতচেতন হইয়া ধরাতলে শয়ন এবং চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। ঐ সময়ে উন্মত্ত মাতঙ্গগণের ভীষণ গর্জ্জনে, অশ্বগণের দুঃখপরীত চীৎকারে, পুরনারীগণের উচ্চতর রোদনশব্দে সমস্ত পুরী একেবারে কোলাহলময় হইয়া উঠিল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতারা সকলেই সেই অসহনীয় শোকাবেগে উৎপীড়িত হইয়া নীর দর্শনে নিদাঘসন্তপ্ত পথিকের ন্যায় দ্রুতবেগে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কেহ কেহ রথে লম্বমান হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও উচ্চৈঃস্বরে কহিল, সুমন্ত্র! একবার অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া মৃদুবেগে গমন কর। আমরা রামচন্দ্রের চন্দ্রানন বহুদিন আর দেখিতে পাইব না। এক বার ভাল করিয়া দেখি, আহা! কৌশল্যে! বিধাতা তোমার হৃদয়কে নিশ্চয় পাষাণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে, এমন স্বর্ণপ্রতিম তনয়কে অনাথের ন্যায় নিবিড় অরণ্যে বিদায় করিয়াও বিদীর্ণ হইল না। আহা! জানকী! তুমি যথার্থ পতিপ্রাণা; কিরূপে পতির অনুবৃত্তি করিতে হয়, তাহা তুমিই জান। তুমি ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিয়া কৃতার্থ হইলে, সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরু পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করে না, তুমিও সেই রূপ

স্বামিসেবানুরক্তা হইয়া বনগমনেও ইহাঁর সঙ্গ পরিত্যাগ কর নাই। লক্ষ্মণ! ত্রিলোক মধ্যে তুমিই ধন্য, তুমি বনে বনে এই দেবপ্রতিম রাজীবলোচন রামের পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হইবে। তুমি যে ইহাঁর অনুসরণ করিতেছ, ইহাতে জগতে তোমার অতীব প্রশংসনীয় ভ্রাতৃবৎ-সলতা গুণ প্রকাশ পাইয়াছে। এবং ইহাই তোমার উন্নতি ও ইহাই তোমার স্বর্গারোহণের সোপানমার্গ। এই বলিয়া পুরবাসিগণ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে মহীপাল দশরথ প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার আশয়ে দীন নয়নে বহু বিলাপ, পরিতাপ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভার্য্যাদিগের সমভিব্যাহারে বহির্গত হইতে লাগিলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে, করেণুকা-গণ যেমন উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, সেই রূপ রাজপত্নীগণের আর্ত্তনাদে অযোধ্যানগরী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা দশরথ অসীম শোকাবেগে ও অতীব বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। উদারস্বভাব রাম তাঁহাদিগের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! শীঘ্র শীঘ্র রথ লইয়া চল। এক দিকে রাম পুনঃ পুনঃ ত্বরা দিতে-ছেন, অপর দিকে পৌর জনেরা অপরিসীম শোকাবেগে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন,

সুমন্ত্র তখন কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে রহিলেন। পৌরজনের চক্ষের জলে পথের ধূলি-পটল নির্ম্মূল হইয়া গেল। পুরমধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই কখন হা রাম! বলিয়া রোদন, কখন হা সত্যৈকব্রত রাজীবলোচন! বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। জলচর জন্তুদিগের আস্ফালনে সরোজদল চঞ্চল হইলে, তাহা হইতে যেমন জলকণা নিঃসৃত হয়, অসহনীয় বিরহযাতনায় সেইরূপ পৌরকামিনী-দিগের নয়নযুগল হইতেও বারিধারা পড়িতে লাগিল। তখন মহীপাল অতীব শোকসন্তাপে পৌরগণের মানসিক ভাব এই প্রকার বিকৃত হইয়াছে দেখিয়া কুঠারচ্ছিন্ন-তরুর ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত পৌরগণেরা অমনি কোলাহল করিয়া উঠিল, তৎকালে কতকগুলি লোক হা রাম! অপর কতকগুলি লোক হা মহিষী কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিলেন।

তখন অসামান্য উদারচিত্ত রাম পশ্চাৎভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক জনকী প্রবল শোকাবেগে বিষণ্ণ, বিমোহিত ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন। পাশনিবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন প্রসূতিকে দেখিতে পারে না, রাম সত্যপাশে নিবদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া তৎকালে তাহাদিগকে আর

সুস্পষ্টভাবে দেখিলেন না। কিন্তু পিতা মাতার দুঃখ তাঁহার নিতান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা প্রতিনিয়ত অশ্ব গজ বা যানারোহণে গমনাগমন করেন, অসহ্য শোকানলে সন্তপ্ত হইয়া তাঁহারা আজ সামান্য জনের ন্যায় পদব্রজে আসিতেছেন, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন, আজ তাঁহারা অভিনব দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিতেছেন, দেখিয়া রাম অঙ্কুশাহত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আকুল হইয়া উঠিলেন, এবং বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আর বিলম্ব করিও না, ত্বরায় রথ লইয়া চল। শ্রবণমাত্র তিনি রথ চালাইতে লাগিলেন। এদিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বাল বৎসের নিমিত্ত গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী কৌশল্যাও তদ্রূপ হা রাম! হা রাম! বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এবং কখন হা ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ। কখন হা পতিপ্রাণা জানকি! বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ এক দিকে রথবেগ সংবরণ করিতেছেন, অপর দিকে রাম দ্রুতপদে গমনের উদ্যোগ করিতেছেন, দেখিয়া সুমন্ত্র মহাশয় যুদ্ধার্থী উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যবর্ত্তী পুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তখন রাম সুমন্ত্রের নিশ্চেষ্টভাব অবলোকন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে প্রত্যাগমন না করিলে, পিতা যদি তোমাকে আদেশ উল্লঙ্ঘন জন্য তিরস্কার করেন, লোকের কোলা-

হলেও ক্রন্দনশব্দে আদেশ কর্ণগোচর হয় নাই, বলিলেও তখন চলিবে, কিন্তু সুমন্ত্র! বিলম্ব ঘটিলে আমাকে অশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে। শুনিয়া সুমন্ত্র সম্মত হইলেন। এবং রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যে সমস্ত লোক আগমন করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজার পরিবারবর্গেরা নিরাশ হইয়া মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাদিগের মন কোন রূপেই রামের সঙ্গ ছাড়িল না। যে দিকে রাম, সেই দিকেই প্রধাবিত হইতে লাগিল।

অনন্তর অমাত্যেরা একবাক্য হইয়া মহারাজকে কহিলেন, নরনাথ! যাঁহার পুনরাগমনের আশা আছে, বহুদূর রোদন করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তচ্ছ্রবণে রাজা ও তাঁহার পত্নীগণ রামের অনুসরণে ক্ষান্ত হইলেন। এবং ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ও বিষণ্ণ বদনে রামের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এক চত্বারিংশ অধ্যায়।

পুরুষপুঙ্গব রাম পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, অন্তঃপুর-মধ্যে পৌরকামিনীগণের ঘোরতর আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পর কহিল, আহা! যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও দীন জনের আশ্রয়, যাঁহার ন্যায় প্রিয়দর্শন ও স্বভাবসুন্দর ভূমণ্ডলে অতি বিরল, কেহ মিথ্যা দোষ প্রদর্শন করিলে যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না। যিনি অপ্রীতিসূচক কথাও মুখাগ্রে আনেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন, যিনি দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী এবং জননী নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। যিনি জীবলোকের প্রতিপালক, আহা! কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া রাজা সেই গুণের পুত্রকে কোথায় পাঠাইলেন। হায়! রাজা কি এমনই জ্ঞান শূন্য হইয়াছেন, যে যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যৈকব্রত ও সুধার্ম্মিক, এমন স্বভাবসুন্দর তনয়কে তাদৃশ কি দোষে বনবাসে প্রেরণ করিলেন। রাজপত্নীরা এই বলিয়া বিবৎসা ধেনুর ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অন্তঃপুরমধ্যে পৌরমহিলাগণের এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথ পুত্রশোকে একান্ত আকুল হইয়া প্রবল বেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তখন আর কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না। কেবল এক এক বার দীর্ঘ নিঃশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক "হা রাম! হা রঘুকুলপ্রদীপ!" এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে মুখে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে, রামবিরহে আর কাহারও অগ্নিপরিচর্য্যায় অভিরুচি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তমোজালে তিরোহিত হইলেন। ভগবান্ সুধাংশুমালী প্রখর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক উত্তপ্ত কিরণে জগৎ আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। হস্তিগণ মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া শুষ্কমুখে ও ঊর্দ্ধনেত্রে নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। রামবিরহে ধেনু সকল অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া বৎসরক্ষায় বিমুখ হইয়া উঠিল। মঙ্গল, বৃহস্পতি, বুধ ও শনৈশ্চর প্রভৃতি গ্রহ সকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া ভীমদর্শন হইল। নক্ষত্র সকল নিস্তেজ ও অন্যান্য জ্যোতিঃপদার্থ সকল ধূমজালবেষ্টিতের ন্যায় প্রভাশূন্য হইয়া আকাশপথে ও বিপথে প্রকাশ পাইতে লাগিল। নিবিড় জলদাবলী প্রবল বায়ুসংযোগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া সমস্ত নগর কম্পিত করিতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত

দিক্ আকুল ও নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। রামের অদর্শনে নগরবাসীরা শোকে মোহে সহসা নিতান্ত আকুল হইয়া পড়িল। কি আহার, কি বিহার কিছু-তেই কাহার অভিলাষ রহিল না। কেবল "হা রাম! হা রাম!" এই বাক্য মুখে উচ্চারণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কখন সহসা-সঞ্জাত রোষভরে একান্ত অভিভূত হইয়া দশরথের প্রতি আক্রোশসূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজপথগামী যাবতীয় লোক দুঃখিত মনে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনবরত রোদন করিতে লাগিল। কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশমাত্র রহিল না। সমস্ত জগৎ যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে কেবল রোদনধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না। পিতা মাতা অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া এবং পতিপ্রাণা রমণী পতির অপেক্ষা না করিয়া নিরন্তর কেবল রামকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ রামের অদর্শনে পৌর-বর্গেরা শোকে এরূপ অভিভূত হইয়াছিল যে, তৎকালে সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইয়া আকুলহৃদয়ে কেবল "হা রাম" বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃদ, তাঁহারা ভূতলে পতিত ও জ্ঞান-শূন্য হইয়া কখন মহারাজের নিন্দাবাদ কখন কৈকে-য়ীর প্রতি ভর্ৎসনা ও কখন আপন আপন অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। দেবরাজ, বজ্রপাণির

বজ্রাঘাতে সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, রামচন্দ্রের বিরহে সমস্ত অযোধ্যানগরীও সেইরূপ কম্পিত ও একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধা সকল অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া ম্লান বদনে ও দীন নয়নে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

—০::*::০—

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

রাম বনযাত্রা করিলে, যাবৎ রথের ধূলিপটল দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল, তাবৎকাল দশরথ একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ সেই সত্যৈকব্রত প্রিয়দর্শন রাজীবলোচনকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তিনি অনিমেষ নেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন, রামও চক্ষের অন্তরাল হইলেন, তিনিও অসীম শোকভরে সাতিশয় কাতর হইয়া কুঠারচ্ছিন্ন শাল তরুর ন্যায় অমনি ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা অতিকষ্টে তাঁহার মূর্চ্ছাপ-নয়ন করিলেন, এবং তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে ভবনাভি-মুখে গমন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী তাঁহার বাম পার্শ্বে

থাকিয়া যাইতে লাগিলেন। তখন রাজা দশরথ বাম পার্শ্বে কৈকেয়ীকে। দেখিয়া কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আর আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না। আমি তোরে ভার্য্যা-ভাবে কি দাসীভাবেও দেখিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা তোর আশ্রিত, তাহারা আমার নহে, এবং আমিও তাহা-দের নহি। তুই নিতান্ত অর্থলোভী, সামান্য অর্থের জন্য আমার অমূল্য নিধিকে যখন অকাতরে বনবাসী করিলি, তখন আর জগতে তোর অকার্য্য কিছুই নাই। আমি আর তোর মুখাবলোকন করিব না। আমি তোকে পরিত্যাগ করিলাম। তোর পাণিগ্রহণ করিয়া তোকে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম, ইহলোকে বা পরলোকেও যেন আমাকে তাহার ফলভাগী হইতে না হয়। আর যদি ভরত এই কোশল সাম্রাজ্য হস্তগত করিয়া পরম আহ্লাদিত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাত্মা আমার দেহান্তে আমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের উদ্দেশে যাহা প্রদান করিবে, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি লোকা-ন্তরিত হইয়াও তাহা গ্রহণ করিব না।

এই বলিয়া দশরথ কৈকেয়ীকে ভূরি ভূরি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। শোকাকুলা কৌশল্যা সেই ধূলিধূ-সরিতাঙ্গ মহারাজের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভি-মুখে চলিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা করিলে, বা জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে হস্ত নিক্ষিপ্ত হইলে, যেমন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতে হয়, রামের অদর্শনে অসীম শোকানলে তাঁহার

অন্তঃকরণও সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি যাইতে যাইতে এক এক বার শূন্য নয়নে রামের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি শোকে মোহে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার মুখকান্তি নিতান্তই মলিন ও শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি অশ্রুপরীত নেত্রে ও দীনভাবে কত বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আহা! আমার রাম এতক্ষণ বুঝি নগরের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছেন, যে সমস্ত অশ্ব আমার রাজীবলোচনকে বহন করিতেছে, এই ত রাজপথে তাহাদের পদচিহ্ন রহিয়াছে, কৈ আমার রাম কোথায়? কৈ আমার রামের সেই সহাস্য বদনের সুধারসাঞ্চিত কথাও ত আর শুনিতে পাই না। আহা! সুগন্ধ চন্দনরাগে রঞ্জিত ও মহামূল্য অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যিনি উপাধানে অঙ্গ বিন্যাস পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে, সুন্দরী রমণীগণ হস্তে চামর লইয়া পরম যত্নে বীজন করিত, আমার সেই অমূল্যনিধি আজ তরুতলে বনেচরের ন্যায় পাষাণ বা কাষ্ঠে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিবেন, আমার সেই রাজীবলোচন আজ নিদ্রাবসানে ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন নিঃশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মাতঙ্গের ন্যায় গিরিপ্রস্থ হইতে উত্থিত হইবেন। হায়! হায়! সেই লোকনাথ অনাথের ন্যায় তরুতল পরিহার পূর্ব্বক বনপ্রবেশ করিলে, বনেচর পুরুষেরা নিশ্চয়ই বিমগ্ন নয়নে তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। আহা! অয়ি

বধূ জানকি! তুমি রাজর্ষি জনকের কন্যা ও রাজাধিরাজ দশরথের পুত্রবধূ হইয়া বনেচরবধূর ন্যায় বনের কটু তিক্ত কষায় ফল মূল ভোজন করিয়া, বনের কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে বিচরণ করিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিবে। তুমি চিরকাল ভোগসুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছ, এখন সেই দুর্গম বনে শ্বাপদকুলের গম্ভীর নিনাদ শুনিয়া মুহূর্ত্তকাল জীবন ধারণ করাও তোমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিবে। জানকি! আমিই কেবল তোমাদের দুঃখের একমাত্র কারণ, এই চতুর্দ্দশবৎসর অতীত হইলে, যদি আবার নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর, সাবধান, এ মহাপাতকীর নাম ভ্রমেও যেন স্মরণ করিও না। অয়ি কুলপাংশুলে কৈকেয়ি! এখন তোর কামনা পূর্ণ হইল। তুই এখন বিধবা হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর্, আমি রামবিরহে কোন রূপেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এই রূপ বিলাপ, পরিতাপ ও আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে কৃতস্নাত পুরুষের ন্যায় অশ্রুপরীত নেত্রে সেই অন্ধকারময় পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় গৃহ সকল সর্ব্বতোভাবে শূন্য, আপণস্থিত পণ্যদ্রব্য সমুদায় অনাবৃত রহিয়াছে। লোকেরা ক্লান্ত, দুর্ব্বল ও শোকার্ত্ত হইয়া কেবল হা রাম! হা রাম! এই বাক্য অনিবার মুখে উচ্চারণ করিতেছে। রাজপথে জনসঞ্চার নিতান্তই

বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশরথ সেই সুসমৃদ্ধ অযোধ্যা পুরীর এই রূপ শোচনীয় ভাব অবলোকন করিয়া শোকে শোকে যার পর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং মনোমধ্যে কেবল রামরূপই চিন্তা করিতে করিতে মেঘ-মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় সেই অন্ধকারময় আবাসভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, খগরাজ গরুড় নাগকুল বিনষ্ট করিলে, গভীর মহাহ্রদ যেমন অক্ষোভিত হয়, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বিরহে রাজভবনও সেইরূপ নিস্তব্ধ হইয়াছে। তখন দশরথ শোকে গদ্গদ কণ্ঠে ও ক্ষীণ স্বরে দ্বারপ্রদর্শকদিগকে কহিলেন, রক্ষিগণ! দেখ, তোমরা আমাকে রামজননী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল। আমি এখন অন্যত্র থাকিয়া আর নির্বৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা রাজাকে কৌশল্যার ভবনে লইয়া চলিল। তিনি অতি বিনীতের ন্যায় অবনত বদনে তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পর্য্যঙ্কোপরি অধিরূঢ় হইয়া শয়ন করিলেন। রামের অদর্শনে তাঁহার মন প্রাণ একান্তই আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ঐ গৃহ শশাঙ্ক-বিহীন নভোমণ্ডলের ন্যায় শূন্য ও নিতান্ত শোচনীয় দেখিলেন, এবং বাহুযুগল উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন, হা রাম! তুমি কিরূপে কোন্ প্রাণে বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পরিত্যাগ করিলে, জনক জননীর এত কষ্ট, এত যাতনা অপেক্ষা তোমার সত্য-

পালনই কি বড় হইল। এখন যে আমার প্রাণ যায়, তোমার দুঃখিনী জননী এখন যে আত্মঘাতিনী হন। আহা! রাম! তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাহারা জীবিত থাকিবে, যাহারা তোমার অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিভরে পুনর্ব্বার তোমায় আলিঙ্গন করিবে, তাহারাই ধন্য, তাহারাই সুখী হইবে।

দশরথ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এই রূপ রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে কালরাত্রির ন্যায় যাতনাময়ী যামিনী উপস্থিত হইল। তিনি নিশীথ সময়ে কৌশল্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কোথায়? আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না। তুমি পাণি দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার মন, প্রাণ ও নয়ন সমুদায় রামের সঙ্গে গিয়াছে। এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে পুত্রশোকে একান্ত আকুল দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; এবং আত্মজের অদর্শনে যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া র্দ ন নয়নে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

—০::*::০—

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা অতিবিষণ্ণ মনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! কালসর্পিণী কৈকেয়ী বৎস রামচন্দ্রের প্রতি কৌটিল্য রূপ সুতীক্ষ্ণ বিষ প্রয়োগ করিয়া এখন নির্ম্মোকমুক্তা বিষধরীর ন্যায় বিচরণ করিবে। পাপীয়সী আমার হৃদয়নন্দনকে অনাথের ন্যায় নির্ব্বাসিত করিয়া আপন মনোরথ সাধন করিল। আবাসমধ্যস্থ করাল কালসর্পের ন্যায় আমাকে এখন অধিকতর ভয় প্রদর্শন করিবে। আহা! মহারাজ! আমার রাম যদি গৃহে থাকিয়া নগরে নগরে ভিক্ষা করিত, অথবা যদি কৈকেয়ীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া গৃহে থাকিত; তাহাও বরং আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়স্কর ছিল। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা পর্ব্বকালে যেমন রাক্ষস-দিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করেন, কুলনাশিনী কৈকেয়ীও সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে আমার রামচন্দ্রকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল। আহা! সেই গজরাজগতি প্রিয়দর্শন রাম এতক্ষণ বুঝি অনুজ লক্ষ্মণ ও প্রেয়সী জানকীর সহিত নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিতেছেন।

মহারাজ! তাহারা বনবাসের দুঃখ কিছুই ত জানে না। তুমি কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া তাহাদিগকে অরণ্যবাসী করিলে। এখন বল দেখি, তাহাদের কি দুর্দশা ঘটিবে? তাহাদের সঙ্গে ধনরত্নাদি কিছুই নাই। সকলেরই তরুণ বয়স, এই কেবল তাহাদের সুখের সময়, এখন কোথা ভোগ সুখে ও আমোদ আহ্লাদ সময় অতিবাহিত করিবে, না দীর্ঘকালের নিমিত্ত আপনি তাহাদিগকে বনবাসী করিলেন। আহা! জানি না, এখন তাহারা বনের কটুতিক্ত ফল মূল ভোজন করিয়া কি রূপে জীবন ধারণ করিবে। মহারাজ! এ হতভাগিনীর ভাগ্যে আর কি সেই শুভদিনের উদয় হইবে? যে দিনে সেই বিশাললোচনা জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত আমার রাজীবলোচনের সহাস্য বদন সাদরে নিরীক্ষণ করিয়া আমি এ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যাইব। আহা! আমার পদ্মপলাসলোচন পুনরায় নগরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন শুনিয়া অযোধ্যার অধিবাসিরা পর্ব্বকালীন মহাসাগরের ন্যায় হর্ষভরে আর কি পুলকিত হইবে, এই স্বর্ণপুরী ধ্বজদণ্ডে মণ্ডিত হইয়া আর কি পূর্ব্বের ন্যায় শোভা বিস্তার করিবে? কবে আমার রামচন্দ্রকে পুরী প্রবেশ করিতে দেখিয়া পৌরবর্গেরা পরম আহ্লাদে রাজপথে তাঁহার মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে? আহা! আমি কবে দেখিব, আমার রাম লক্ষ্মণ কর্ণে কুণ্ডল, করে কোদণ্ড ও অসিলতা ধারণ করিয়া সীতার

সহিত সহাস্যবদনে সশৃঙ্গ শৈলরাজের ন্যায় আগমন করিতেছেন। কবে আমার সেই শুভ দিনের উদয় হইবে, যে দিনে দেখিব, আমার বড় আশার ধন পদ্মপলাস-লোচন রাম, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক পরম আহ্লাদে পুরী প্রদক্ষিণ করিতেছেন। কবে সেই পরিণতমতি দাশরথি, জানকীরে সঙ্গে লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় জগৎ আহ্লাদিত করিয়া পুরী প্রবেশ করিবে? আহা! আমি জন্মান্তরে কতই বা দুষ্ক-র্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, বালবৎসা প্রসূতির স্তন-চ্ছেদন করিয়া আমি কতই বা শিশুসন্তানদিগকে নিরাশ করিয়াছিলাম; এমন গর্হিত পাপ না করিলে, সবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলা কৌশল্যাকে কৈকেয়ী কখনই বিবৎসা করিতে পারিত না। হায়! আমার একটি বৈ আর সন্তান নাই, আমি এত কাল কত যন্ত্রণা কত কষ্ট ভোগ করিয়া লালন পালন করিলাম, আমার সেই অমূল্য নিধি এখন বনেচরের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিয়া বনের কটুতিক্ত ফলমূল ভোজন করিবে, আর আমি স্বর্ণ অট্টালিকায় থাকিয়া রাজভোগ সুখ উপভোগ করিব; ইহাও কি জননীর প্রাণে সহ্য হয়? আহা! রাম! তোমার অদর্শনে তোমার দুঃখিনী জননী নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিবে। তোমার সহাস্য বদন না দেখিয়া আমি কোন রূপেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। যেমন গ্রীষ্মকালে ভগবান্

মরীচিমালী প্রখর কিরণে সমস্ত জগৎ উত্তাপিত করেন, তোমার শোকানলে আমি আজ সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়াছি।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর সাধুশীলা সুমিত্রা রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে দেখিয়া অঞ্চল দ্বারা তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন, এবং প্রবোধবাক্যে নানাপ্রকার বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! ক্ষান্ত হও, তোমার রাম সামান্য নহেন, তিনি সর্ব্বগুণাকর, কুত্রাপি তাঁহার বিপদ সম্ভাবনা নাই। তাঁহার নিমিত্ত এত বিলাপ ও দীনভাবে এত পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, ত্রিলোকমধ্যে তোমার রামই যথার্থ সত্যবাদী, পিতার সত্যসঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে বনগমন করিয়াছেন; ইহাতে কি তাঁহার সাধুজনোচিত সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় নাই? সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত এত শোকাকুল হওয়া কোন মতেই উচিত বোধ হইতেছে না। দয়াশীল লক্ষ্মণ প্রতিনিয়ত তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিবেন, তাঁহার ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, অমনি ফলমূল আহরণ করিয়া দিবেন। আরণ্য হিংস্রজন্তুগণ

বীর লক্ষ্মণের প্রতাপে কখনই সন্নিহিত হইতে পারিবে না। আর দেখ, জানকী নিতান্ত পতিপ্রাণা, চিরকাল ভোগসুখে কালযাপন করিয়াও তাঁহার অনুগমন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কোন রূপেই ক্লেশের কারণ দেখিতেছি না। অতএব দেবি! ত্রিলোকপালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তিকলাপ প্রচার করিবার জন্যই এমন ক্লেশকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি সাক্ষাৎ ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার স্বরূপ। সূর্য্যদেব তাঁহার মাহাত্ম্য অবগত হইয়া স্বীয় উত্তপ্ত অংশুজালে তদীয় পবিত্র অঙ্গ সন্তপ্ত করিতে কদাচ সাহসী হইবেন না। সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতি উষ্ণ ভাবে প্রতিনিয়ত তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে ভগবান্ সুধাংশুমালী তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া পিতার ন্যায় স্বীয় সন্তাপহর সুধাময় করজালে আহ্লাদিত ও আলিঙ্গন করিবেন। তাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া এত বিলাপ করা কোন মতেই উচিত বোধ হইতেছে না। দেবি! সংগ্রামক্ষেত্রে অসুররাজ শম্বরের আত্মজ সুবাহুর প্রাণ সংহার করিয়া যিনি ভগবান্ বিশ্বামিত্র হইতে অমোঘবীর্য্য দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, বীরকুলচূড়ামণি সেই রঘুবীর স্বীয় ভুজবীর্য্যে নির্ভর হইয়া অরণ্যেও আবাসভবনের ন্যায় সুখে বাস করিতে সমর্থ হইবেন। যাঁহার একমাত্র শরে শত্রুকুল সমূলে সংহার প্রাপ্ত হয়, সামান্য কোশল রাজ্য কি, ত্রিলোকশাসন করাও তাঁহার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

আর্য্যে! রামকে সামান্য সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিও না। তাঁহার শৌর্য্য অপ্রতিম, বর্য্য অতীব দুঃসহ, সৌন্দর্য্য ত্রিলোকদুর্লভ! তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ, আপদের আপদ, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা এবং ভূত সমুদায়ের মধ্যে মহাভূত। তিনি অরণ্যে বা নগরে থাকুন, ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না। নিয়মিত কাল অতীত হইলেই তিনি জানকী, পৃথিবী ও জয়শ্রীর সহিত সমাগত হইয়া এই কোশল সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসী-দিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি তাঁহার অনন্যসুলভ গুণ-গ্রামে আকৃষ্ট না হইয়াছে, তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া কোন্ পামরের কোন পাষাণহৃদয়ের হৃদয় শোকজলে দ্রবীভূত না হইতেছে। রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে প্রতিপালন করুন, আপামর সাধারণ সকলেই মুক্তকণ্ঠে এই কামনা করিতেছে। আর দেখ, সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় বিশাললোচনা জানকী যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতে-ছেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? তাঁহার কিসের অভাব? দেবি! দেখিবে, চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতেই অতি-বাহিত হইয়া যাইবে, প্রিয়দর্শন রাম পুনরায় আসিয়া রাহুনির্ম্মুক্ত পূর্ণসুধাংশুর ন্যায় তোমার হৃদয়কুমুদ প্রফুল্ল করিবেন। নিবারণ করি, এক্ষণে আর দুঃখ শোক

প্রকাশ করিও না। ত্রিলোক মধ্যে কুত্রাপি রামের অশুভ সম্ভাবনা নাই। কোথায় তুমি আর আর সকলকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিবে, না নিজেই নির্ব্বোধের ন্যায় শোকমোহের বশীভূত হইলে। দেখ, রাম তোমার সন্তান, বিদেশগামী সন্তানের বিপদ আশঙ্কা করিয়া শোক করা কি জননীর উচিত? আর্য্যে! আর শোক করিও না, ক্ষান্ত হও। তোমার রাম অপেক্ষা জগতে সাধু আর কেহ নাই। তিনি অবিলম্বেই জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। তুমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

স্বভাবসুন্দরী সুমিত্রা এইরূপ নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে রামজননী কৌশল্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন। কৌশল্যা তাঁহার আশ্বাসবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত শোকাবেগ সংবরণ করিলেন।

পঞ্চ চত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে অযোধ্যার অধিবাসীরা রামচন্দ্রের আচার, ব্যবহার ও নির্ম্মল স্বভাবে একান্ত বশীভূত হইয়াছিল। বৃদ্ধ রাজা দশরথ সুহৃদ্ধর্ম্মানুসারে অধিক দূর সুতের অনু-

গমন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অপরিহার্য্য স্নেহ বশতঃ তাহারা কোন রূপেই ক্ষান্ত হইতে পারিল না। রাজকুমার অযোধ্যানগরী অন্ধকার করিয়া অনাথের ন্যায় অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া তাহাদের শোক, অসুখ ও পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না। তাহারা "হা গুণৈকসিন্ধো!" বাষ্পাকুল লোচনে এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে ধূল্যবলুণ্ঠিত দেহে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রাম স্বীয় ঔদার্য্য গুণে শারদীয় পৌর্ণমাসী সুধাংশুর ন্যায় প্রজালোকের প্রণয়ভাজন ছিলেন, প্রজালোকেরা সকাতরে ও সাশ্রু নয়নে বারংবার প্রার্থনা করিলেও পিতার সত্য-সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে তিনি অনন্যমনে অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। এবং অপার স্নেহভরে প্রজাবর্গের উপর বিষদৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, প্রজাগণ! দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ অপ্রতিম প্রীতি ও অসীম সম্মানের সহিত দেখিয়া থাক, অনুরোধ করি, এখন হইতে আমার প্রাণের ভাই ভরতকেও সেইরূপ দেখিও। সেই কৈকেয়ীহৃদয়নন্দন অতিশয় দয়াশীল, কি সৌজন্যে কি দাক্ষিণ্যে কি প্রজারঞ্জনে সকল বিষয়েই সবিশেষ পটুতা লাভ করিয়াছেন। আমার ন্যায় তিনিও তোমাদিগের হিত সাধন করিবেন। দেখ, ভরত বয়সে বালক, কিন্তু জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বল বীর্য্য প্রচুর, অথচ স্বভাব অতি সুকোমল। তিনি

তোমাদিগের সকল প্রকার ভয় ও সকল প্রকার যাতনাই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজ্য শাসন করিতে হইলে যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ভরত আমা অপেক্ষা তৎসমুদায়ই সমধিক অধিকার করিয়াছেন। যে কারণেই হউক, পিতা তাঁহাকে যুবরাজ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনিই তোমাদের রাজা, তিনিই তোমাদের অনুরূপ প্রভু; রাজাজ্ঞা পালন করা প্রজালোকের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব যাহাতে যুবরাজের কোনরূপ সন্তাপ বা অসন্তোষ উপস্থিত না হয়, আমার উপদেশে তোমরা তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ থাকিও।

উদারপ্রকৃতি রাম প্রকৃতিবর্গকে এই রূপ উপদেশ করিলে, তাহারা গলদশ্রুলোচনে মনে মনে কেবল রামের যৌবরাজ্যাভিষেকই প্রার্থনা করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের লোকাতীত গুণগ্রামে নিবদ্ধ ও ত্রিলোকমনোহর সৌন্দর্য্যবলে আকৃষ্ট হইয়াই যেন তৎকালে তাহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিল না। মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে সকলেই রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। কতকগুলি জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ও তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্দ্ধক্য বশতঃ শিরঃকম্পন করিতে করিতে রামের অনুগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা শোকে মোহে একান্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও গমনে নিতান্ত অসক্ত হইয়া উন্মত্তের ন্যায় দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, ওহে বেগবান্ অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, আমাদের অমূল্য নিধিকে

লইয়া দ্রুতপদে কোথায় যাইতেছ? তোমাদের কর্ণ আছে, চক্ষুও আছে, আমরা যাহা প্রার্থনা করি, আমাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহা শ্রবণ কর। রামের অন্তঃকরণ অতি নির্ম্মল; ইনি বীর ও দৃঢ়ব্রতপরায়ণ, যাহাতে রাজকুমারের মঙ্গল হয়; তোমরা তাহাই কর, কদাচ পুরের বাহিরে যাইও না।

রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া এবং তাঁহাদিগের তাদৃশী শোচনীয় দশা দেখিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং বিপ্রগণকে বিষণ্ণ মনে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া মৃদুপদে অরণ্যের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাছে, পিতার সত্যসঙ্কল্প বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে প্রতিনিবৃত্ত বা গমনে ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর, সেই সমস্ত তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা ক্রমে রামের সন্নিহিত ও প্রার্থনাসিদ্ধি-বিষয়ে নিতান্ত সন্দিহান হইয়া সসম্ভ্রমে ও সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি প্রতিনিয়ত ব্রাহ্মণগণের হিতানুষ্ঠান করিয়া থাক, এজন্য ব্রাহ্মণেরা তোমার বিরহবেদনা সহিতে না পারিয়া তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নি সমুদায় বিপ্রবর্গের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছেন। রাজকুমার! তোমার যে অঙ্গ এতকাল হিমকমণ্ডিত সিতাতপত্রের ছায়ায় সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে, সে অঙ্গে প্রচণ্ড রবিকিরণের

উত্তাপ কখনই সহ্য হইবে না, এই দেখ, শারদীয় অভ্রখণ্ডের ন্যায় শুভ্র, বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ আতপত্র সমুদায় আমরা সমভিব্যাহারে লইয়াছি। তোমার ছত্র নাই, রৌদ্রের উত্তাপ হইলে, আমরা এই ছত্র দ্বারা তোমাকে ছায়াদান করিব। আরণ্য ফলমূল পরীক্ষায় আমরা বিশেষ পারদর্শী, পথশ্রমে যখন ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, তখন আমরাই ফল মূল আহরণ করিব। নিদ্রার আবেশ হইলে, আমরাই পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিব। আমাদের যে বুদ্ধি এতকাল বেদাধ্যয়নে নিরত ছিল, তোমার নিমিত্ত আজ তাহা বনবাসেই নিযুক্ত করিলাম। আমরা এই শশাঙ্কবিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় শূন্য কোশলরাজ্যে আর বাস করিতে চাহি না। যদিএকান্তই প্রতিনিবৃত্ত না হও, তবে আমাদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চল। দেখ, বনগমনে আমাদের কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই, যাহা আমাদের পরম সম্পদ, সেই বেদ নিরন্তর আমাদের হৃদয়ে অধিবাস করিতেছে, এবং আমাদের সহধর্ম্মিণীরাও পাতিব্রত্যপবিত্র ধর্ম্মবিটপীর ছায়ায় সুখে রক্ষিত হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমরা পুত্র কলত্র ও পরিবারবর্গের স্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, তখন আর কোনরূপেই ক্ষান্ত হইব না। এক্ষণে তুমি যদি ধর্ম্মনিরপেক্ষ হইয়া আমাদের বাক্যে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে, বল, ধর্ম্মপথে আর কে অবস্থান করিবে।

অথবা, রাম! আমরা এই হংসবৎ শুক্লকেশশোভিত মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বন গমনে ক্ষান্ত হও। দেখ, যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, তাঁহাদের সেই সমুদায় আরব্ধ যজ্ঞের আর সমাপ্তি হইবে না। সুতরাং এই সমস্ত যজ্ঞের অপরিসমাপ্তি নিবন্ধন তোমাকেও কি নিরয়গামী হইতে হইবে না? আর দেখ, জগতে সকল প্রকার জীব জন্তুই তোমার প্রতি অপার স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। ঐ দেখ বৃক্ষ সকল ভূগর্ত্তে বদ্ধমূল, সুতরাং তোমার অনুগমনে অসমর্থ হইয়া প্রবল বায়ু সংযোগে কম্পিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হয়, উহারা শাখারূপ বাহু দ্বারা বারংবার তোমায় নিবারণই যেন করিতেছে। বিহঙ্গমকুল শোকে আকুল হইয়াই যেন কূজনচ্ছলে রোদন করিয়া উঠিতেছে। কেহ কেহ আবার আহারান্বেষণে বীতরাগ ও নীরব হইয়া আপন আপন আবাসে বসিয়া তোমার প্রত্যাগমনই যেন কামনা করিতেছে।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা রামের বিরহবেদনা সহিতে পারিবেন না, মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সকরুণে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাম মৃদুপদে কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, সম্মুখে স্রোতস্বতী

তমসা ঐ সকল বিরহকাতর ব্রাহ্মণগণের প্রতি কৃপাপর-তন্ত্র হইয়াই যেন তরঙ্গরূপ অসংখ্য বাহু দ্বারা তাঁহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছে। তদ্দর্শনে রাম সারথি সুমন্ত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! এক্ষণে দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে, সায়ংকাল উপস্থিত, অতএব অদ্য এই স্থানেই অবস্থান করিয়া নিশা যাপন করা যাউক। শুনিয়া সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে অবিলম্বে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। অশ্বেরা বিমুক্ত হইবা-মাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। অনন্তর, সুমন্ত্র উহাদিগকে আর্দ্রপৃষ্ঠ করিয়া দিলে, উহারা যদৃচ্ছাক্রমে তীরপ্ররূঢ় নবীন শস্পদল সমস্ত ভোজন করিতে লাগিল।

—০ঃঃ*ঃঃ০—

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর রাম সেই সুরম্য তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীর প্রতি নেত্রপাতপূর্ব্বক অনুজ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এইত আমাদের বনবাসের প্রথম নিশা উপস্থিত। আজ হইতে আমরা অযোধ্যার সমুদায় সুখেই বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু ভাই! দেখিও, রাজোচিত সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম, বলিয়া প্রকৃত কার্য্যে যেন

তোমার কোনরূপ অযত্ন না জন্মে। আহা! লক্ষ্মণ! আমরা যখন বনবাস যাত্রা করি, তৎকালে, পিতা, মাতা ও পৌরবর্গকে যেরূপ কাতরভাবাপন্ন ও শোকাকুল দেখিয়া আসিয়াছি, এক্ষণে তাঁহারা যে কি করিতেছেন, কতই মনোবেদনা ভোগ করিতেছেন, তাহা আর বলা যায় না। আমি আসিবার সময় কত বুঝাইলাম, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত কিছুতেই শান্তভাব অবলম্বন করে নাই। আমাকে না দেখিয়া এতক্ষণ না জানি তাঁহাদের কি সর্ব্বনাশই বা ঘটিয়াছে। লক্ষ্মণ রে! রাজভোগ্য বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া আমি যে বনেচরের ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতে চলিলাম, ইহাতে আমি অণুমাত্রও কাতর নহি। পাছে জননী শোক সন্তাপে দগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করেন, এই ভাবনাতেই আমি নিতান্ত অস্থির হইতেছি। আমাকে মুহূর্ত্তকাল না দেখিলেও যাঁহার উৎকণ্ঠা ও অসুখের সীমা থাকিত না, এত দীর্ঘকাল আমাকে না দেখিয়া তাঁহার যে কতদূর মনোবেদনা ঘটিবে, তাহা আর বলিবার নহে। কিন্তু বৎস! আমি জানি, ভরত অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, তিনি ধর্ম্মসঙ্গত আশ্বাসবাক্যে অবশ্যই তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন। তাঁহার সেই অমায়িক ভাব, সেই নির্ম্মল স্বভাব স্মরণ করিলে, তাঁহাদের নিমিত্ত আর কষ্ট বোধ হয় না। লক্ষ্মণ! তুমি আমার সঙ্গে আসিয়া ভালই করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, আমাকে

আবার আরও কষ্ট পাইতে হইত। বৎস! আজ আমরা এই তমসা নদীর তীরে আশ্রয় লইলাম, এই স্থান অতি রম্য,বন্য ফল মূলও এখানে যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু সঙ্কল্প করিয়াছি, অদ্যকার রজনী কেবল জলমাত্র পান করিয়াই থাকিব।

অনন্তর, রাম লক্ষ্মণকে এই রূপ কহিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। তদনুসারে তিনি অশ্বগণকে প্রচুর তৃণ আহার করাইলেন। অনন্তর দিবাকর, ক্রমে অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলে, সকলে তমসাসলিলে সায়ংসময়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিলেন। তৎপরে, রজনী উপস্থিত হইলে, লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রাম ভার্য্যার সহিত সেই পর্ণ শয্যায় শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলে, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহাকে পথশ্রমে নিতান্ত কাতর ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী অতিবাহিত হইলে, সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইলেন। রাম সেই স্রোতস্বতী তমসার উপকূলে প্রজালোকের সহিত রজনী যাপন করিয়া প্রভাতসময়ে পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং প্রকৃতিবর্গকে পথশ্রমনিবন্ধন ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখ, প্রজালোকেরা পুত্র, কলত্র ও পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমা-

দিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে, আমাদিগকে বনগমন হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের নিতান্তই অভিলাষ হইয়াছে। এমন কি, ইহাদের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, যে ইহারা বরং প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু স্বসঙ্কল্প হইতে কিছুতেই বিরত হইবে না। লক্ষ্মণ! দেখ, এক্ষণে সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া রহিয়াছে, অতএব, আইস, আমরা এই অবকাশে রথারোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র প্রস্থান করি, কারণ, প্রকৃতিবর্গকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য; কিন্তু আত্মকৃত দুঃখে পরিলিপ্ত করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম ও ধর্ম্মসঙ্গত, এক্ষণে আমাদের আর বিলম্ব করা বিধেয় নহে, ত্বরায় রথারোহণ করুন। তখন রাম, সুমন্ত্রকে কহিলেন সুমন্ত্র! এখানে আর অধিক কাল থাকা হইবে না। শীঘ্র রথ আনয়ন কর, প্রজা লোকেরা আমাদের নিমিত্ত যেরূপ কাতর হইয়াছে, তাহাতে বিলম্ব করিলে আমাদের বনগমন করা অতিশয় কষ্টকর হইবে।

আদেশপ্রাপ্তিমাত্র সারথি সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ অশ্ব যোজনা করিয়া রথ আনয়ন করিলেন। রাম সপরিচ্ছদে শর ও শরাশন লইয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক সেই আবর্ত্তবহুলা তমসা পার হইলেন

তিনি তমসা পার হইয়া ভীত লোকেরও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে পরম সুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়দ্দূর গিয়া প্রজাবর্গের চিত্তবিভ্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সারথিকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একবার একাকীই রথ লইয়া উত্তরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক ফিরিয়া আইস। আমরা পদব্রজেই বনে চলিলাম। সাবধান, "আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইলাম" এইটী ভিন্ন প্রজালোকেরা যেন আর কিছুই জানিতে না পারে। রাম সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতরণ ও পদব্রজে কিয়দ্দূর গমন করিতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র তদনুসারে উত্তরাভিমুখে কিছু দূর গিয়া পুনরায় আগমন করিলেন। এবং সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাম পুনর্ব্বার রথারোহণ করিলে, প্রয়াণমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরাস্য, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

এদিকে রজনী প্রভাত হইলে, পুরবাসিরা রামের অদর্শনে অপরিসীম শোকসন্তাপে সন্তপ্ত ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া শূন্য নয়নে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিন্তু সেই পদ্মপলাসলোচন নবঘন-শ্যাম প্রিয়দর্শন রাম যে কোন্ পথে গমন করিয়াছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। পরিশেষে সকলে সমবেত অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিদ্রাকে উদ্দেশ করিয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, ওরে! পাপ নিদ্রা! আমরা তোর প্রভাবে হতচেতন হইয়া সেই বিশাল-বক্ষঃস্থল রামচন্দ্রকে আর দেখিতে পাইলাম না। তোরে ধিক্! আহা রাম! তুমি এই সমস্ত অনুরক্ত লোক-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রাণে তাপসবেশে প্রবাসে গমন করিলে। ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় প্রজালোকের প্রতি এত কাল অপার স্নেহ প্রদর্শন করিয়া এখন কি দোষে তাহাদিগকে অনাথ করিয়া বনবাসে যাত্রা করিলে।

এই বলিতে বলিতে তাহাদিগের শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তাহারা আর ক্ষণ কাল বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিল না। অনন্তর, দীর্ঘনিঃশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর কহিতে লাগিল, অহো! আমরা আর অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব না। অদ্য সেই রঘুবংশাবতংস মহাবীর রামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া মহাপ্রস্থান (১) করিব, না হয়, এই স্থানেই অবস্থান করিয়া এ জীর্ণ দেহ বিসর্জ্জন করিব। অথবা এই তমসা নদীর তীরে প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে; ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনেই প্রবেশ করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর এ ছার জীবন ধারণ করিয়া আমাদের প্রয়োজন কি? পৌরবর্গেরা যখন রামের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কোন্ প্রাণে কহিব যে, আমরা সেই অমূল্যনিধিকে অনাথের ন্যায় নির্জ্জন বনে বিসর্জ্জন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলাম। আহা! আমাদের সমভিব্যাহারে সেই পুষ্যাবিহারি-শশাঙ্কনিন্দিত রামচন্দ্রের সহাস্যবদন দেখিতে না পাইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইবে। আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলাম, এখন তাঁহাকে হারাইয়া সেই শূন্য নগরে কি

(১) মরণ নিশ্চয় করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান।

রূপে কোন্ প্রাণে প্রবেশ করিব। প্রজালোকেরা এই বলিয়া দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

অনন্তর, তাহারা রথের পথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। কিন্তু যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ মনে কহিতে লাগিল, হায়! এখন কি করিব, কোথায় যাইব, কোথায় গিয়াই বা সেই অমূল্য-নিধিকে দেখিব। বুঝি দৈবই আমাদের প্রতিকূল হইয়াছেন, তাহা না হইলে, এমন অচিন্তনীয় যাতনা আমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে কেন?

এই বলিতে বলিতে তাহারা আবার সেই পথ অবলম্বন করিয়াই শুষ্কমুখে শূন্য অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। এদিকে রামবিরহে অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই নিরানন্দে নিরন্তর নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতেছে। মুখমণ্ডল মলিন; এক একবার কেবল হা রাম! এই শোকাবহ বাক্য ভিন্ন আর কিছুই কর্ণগোচর হয় না। যে পুরী নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ মহোৎসবে ও প্রতিনিয়ত বেদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত, সেই অযোধ্যানগরী এখন শশাঙ্কবিহীন আকাশমণ্ডলের ন্যায়, সলিলশূন্য মহাসাগরের ন্যায় নিতান্তই হতশ্রী হইয়াছে, দেখিয়া সমস্ত প্রজাবর্গের মন প্রাণ যার পর নাই বিকল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা আর কি

করিবে, কাহাকেই বা কি কহিবে, কিছুই স্থিরতর করিতে না পারিয়া অনিবার্য্যবেগে কেবল নেত্রবারিই বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা শোকে মোহে এরূপ মত্ত হইয়াছিল যে, প্রত্যক্ষেও আত্মপর বিচারে কেহ সমর্থ হইল না। এবং অতি কষ্টে গৃহ প্রবেশ করিয়াও স্বগৃহ কি পরগৃহ কিছুই নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

—::*::—

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

পৌরবর্গেরা রামকে হারাইয়া মণি হারা ফণীর ন্যায় অস্থিরচিত্তে পুনর্ব্বার নগরে প্রত্যাগমন করিল, দেখিয়া সকলেই দুঃখাবেগে বিষণ্ণ ও শোকাবেগে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আপামর সাধারণ সকলেই সাতিশয় বিমনায়মান, মৃতপ্রায় ও পুত্র কলত্রে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল হা রঘুকুলপ্রদীপ! এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে মুখে উচ্চারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। কি আমোদ, কি আহ্লাদ, অযোধ্যানগরীতে সমুদায় তিরোহিত হইয়া গেল। বণিকেরা পণ্যবীথিকায় পণ্যদ্রব্য আর প্রসারিত করে না। করিলেও উহা যেন সকলের বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থেরা রন্ধন কার্য্যে

বিরত হইল। অপহৃত অর্থ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেও কেহ আর হর্ষ প্রকাশ করে না। প্রথমপুত্রকে ক্রোড়ে পাইয়াও জননী নিরানন্দে রহিল।

এদিকে পৌরমহিলারা ভর্ত্তৃগণকে শূন্যমনে প্রত্যাগত দেখিয়া শোকপরীত নেত্রে তাঁহাদিগকে বারংবার ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিল, দেখ, তোমরা কি সুখে আবার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে, তোমাদের কি সংসারসুখে আরও অভিলাষ আছে। যাহারা সেই সত্যৈকব্রত পদ্মপলাসলোচন রামরূপ অবলোকন করিতে না পারিল; পুত্র, কলত্র, ঐশ্বর্য্য, বা অন্যান্য যাবতীয় সাংসারিক সুখে তাহাদের আর প্রয়োজন কি? যেখানে রাম গিয়াছেন, সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সেইখানে প্রস্থান করাই এখন সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আহা লক্ষ্মণ! জগতে তুমিই একমাত্র সাধু, তাহা না হইলে এতাদৃশ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে রামের অনুসরণ করিবে কেন? জানকি! জগতে তুমিই একমাত্র সাধ্বী। তুমি প্রবাসেও দাসী হইয়া দিবানিশি প্রিয়পতির পাদ সেবা করিতেছ। আহা! আমাদের রাজকুমার যে পথ দিয়া যাইবেন, তথাকার নদ নদী সরোবর সমস্তই ধন্য, কারণ, তাহাদের নির্ম্মল সলিলে রাম অবগাহন করিবেন। কিন্তু তোমরা নিতান্ত হতভাগ্য যে, সেই পদ্মপলাসলোচনকে পরিত্যাগ করিয়া দুরাত্মার ন্যায় আবার প্রত্যাগমন করিলে। আহা! রাম

যে বনে গমন করিবেন, তথাকার সুরম্য বৃক্ষসকল ফল পুষ্পভরে অবনত হইয়া প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহাকে সেবা করিবে। তরুদল পল্লবশয্যা দিয়া সর্ব্বদা সুখে রাখিবে। পর্ব্বতসকল অকালের নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প, প্রস্রবণ ও নির্ম্মল পানীয় জল প্রদান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবে। যেখানে রাজকুমার অবস্থান করিবেন কি ভয়, কি পরাভব, তথায় কিছুরই সম্ভব নাই। অতএব এক্ষণে চল, সেই পদ্মপলাসলোচন মহাবীর বহুদূর যাইতে না যাইতে আমরা সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করি। অগতির গতি নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সেই মহাত্মার চরণচ্ছায়া লইলে, আমাদিগের হৃদয়ের এ সন্তাপ অবশ্যই তিরোহিত হইয়া যাইবে। আহা! যেখানে অযত্নজাত বিচিত্র পুষ্পসকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে, অলিকুল মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুণগুণরবে তাহাতে গিয়া একবার বসিতেছে, আবার উড্ডীন হইতেছে, যথায় মৃদুমন্দ পবন পুষ্পপরাগ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে, সেই মনোহর কাননে আমরা বিশাললোচনা জানকীর পাদ সেবা করিব, তোমরা সেই রাজীবলোচন রামের পরিচর্য্যা করিবে। রাম হইতে তোমাদের এবং জানকী হইতে আমাদের অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা হইবে। দেখ, রাম বিরহে এই অযোধ্যার সকলেই যারপর নাই উৎকণ্ঠিত, কাহারও অন্তঃকরণে হর্ষের লেশমাত্র নাই। সকলেই শূন্যমনে

মৌনভাবে রহিয়াছে। এ রাজ্যে আর কি সুখ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা আছে। যেরাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না থাকে, সুখের আশা দূরে থাক, সে রাজ্যে আপন আপন জীবন রক্ষা করাই দুর্লভ। সামান্য ঐশ্বর্য্যসুখ লালসায় পরম দেবতা পতি, ও অপার স্নেহের পাত্র পুত্রকেও পরিত্যাগ করিতে যাহার পাষাণহৃদয়ে কিছুমাত্র করুণার উদ্রেক হইল না। সেই কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী অতঃপর রাজ্যমধ্যে কোন্ দুরভিসন্ধি প্রচার করিতে সঙ্কুচিত হইবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণ থাকিতে কোনক্রমেই তাহার পোষ্য হইয়া এই অরাজক রাজ্যে বাস করিব না। যে পাপীয়সী নির্লজ্জার ন্যায় রাজার এমন গুণের পুত্রকেও অকারণে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে থাকিয়া একমুহূর্ত্তের নিমিত্তও কেহ সুখী হইতে পারিবে না। এই কোশলরাজ্য এক্ষণে একেবারে অরাজক হইল। অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ যজ্ঞও এখন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, পুত্রশোকে মহারাজও এখন আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। তিনি লোকান্তরিত হইলে, সমুদায় রাজ্য একেবারে ছারখার হইয়া যাইবে। বলিতে কি, পাপরাক্ষসী হইতে এরাজ্যে সুখের আশা কিছুমাত্র থাকিবে না। অতএব আইস, এক্ষণে আমরা শিলায় পেষণ করিয়া হলাহল বিষই পান করি, না হয়, রামের

অনুসরণ বা যেখানে কৈকেয়ীর নাম মাত্রও শ্রুত না হওয়া যায়, সেই স্থানেই প্রস্থান করি। হায়! জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম নিতান্ত নির্দ্দোষে নির্ব্বাসিত হইলেন। এক্ষণে ঘাতক সন্নিধানে পশুর ন্যায় আমরা কি ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইয়া পড়িলাম?

পৌরমহিলারা অত্যন্ত মর্ম্মবেদনার সহিত এইরূপ বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। নগরমধ্যে ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, তৎকালে সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল। ক্রমে ভগবান্ মরীচিমালী ঐ সকল মহিলাগণের দুঃখ সহিতে না পারিয়াই যেন অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলেন। রজনীও আগত হইল। তখন নগর মধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না। কি অধ্যয়ন, কি শাস্ত্রালোচনা সমুদায় তিরোহিত হইয়া গেল। সর্ব্বত্র নীরব। অন্ধকার যেন চারি দিক্ অবগুণ্ঠিত করিয়া আসিতে লাগিল। নৃত্য, গীত ও বাদ্য বিলুপ্ত হইল। সকলেই শোকে অবসন্ন, দুঃখে বিষণ্ণ ও নিরাশ্রয় হইয়া রহিল। আপণ সমুদায় অবরুদ্ধ। সলিলশূন্য সমুদ্রের ন্যায়, শশাঙ্কশূন্য আকাশের ন্যায় নগরের নিতান্ত শোচনীয় দশা দৃষ্ট হইতে লাগিল। রাম পৌরনারীগণের গর্ব্ভজাত সন্তান অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয় ছিলেন, সুতরাং আপন আপন সন্তান, অকারণে নির্ব্বাসিত হইলে, যেরূপ শোক সন্তাপের উদ্রেক হয়, রামের

বিরহে তাহারা ততোধিক আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

—০::*::০—

একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে রাম পিতার সত্যসঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার মানসে সেই রাত্রিশেষেই বহুদূর অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে রজনী প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃসময়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া যাহার প্রান্তে হল-কর্ষিত সুদৃশ্য ক্ষেত্র সকল শোভা পাইতেছে, সেই সমুদায় গ্রাম ও নানাবিধ কুসুমিত কানন সকল অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকী পথের উভয় পার্শ্বে হরিত শাদ্বলপূর্ণ পরম রমণীয় প্রদেশ সকল অবলোকন করিয়া মনে মনে বিপুল হর্ষ লাভ করিলেন। রাম তাহা দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! গৃহে থাকিয়া এরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কিছুতেই লাভ করা যায় না। এই কারণে বোধ হইতেছে, বনবাস আমাদের পক্ষে কদাচ অসুখের কারণ হইবে না। প্রত্যুত নিরতিশয় আমোদই জন্মাইবে। রাম এইরূপ বলিতে বলিতে যাইতে লাগিলেন। রথও মহাবেগে ঘর্ঘর শব্দে ধাবমান হইল।

গ্রাম্যলোকেরা গমনপথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, আহা! মহারাজ! সামান্য কামিনীর কুমন্ত্রণায় এমন স্বভাবসুন্দর প্রাণসম সন্তানকেও মুনিবেশে বনবাসে বিদায় করিয়া শূন্য অযোধ্যায় এখন কোন্ প্রাণে কিসুখে বাস করিতেছেন। যাঁহার কীর্ত্তিকিরণে সমস্ত কোশল সাম্রাজ্য সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার অকলঙ্ক চন্দ্রানন অবলোকন করিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয় না, এমন গুণের পুত্র অপেক্ষা কৈকেয়ীর পাপসঙ্কল্প রক্ষা করাই কি আপনার বড় হইল। অয়ি কুলপাংশুলে কৈকেয়ি! তুমি রাজার নন্দিনী, রাজার বধূ; কিন্তু তোমার চিত্ত, নিতান্ত পাপাসক্তা চণ্ডালিনী অপেক্ষাও শতগুণে নিষ্ঠুর! ছিছি, তুমি এমন পাপসঙ্কল্প কোথায় শিখিয়াছিলে? তুমি যখন রাজার এমন পুত্রকেও অবলীলাক্রমে বনবাসে প্রেরণ করিলে, তখন জগতে তোমার অসাধ্য আর কিছুই নাই। গ্রাম্য লোকেরা এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

রাম ঐ সমস্ত শোকাকুল গ্রাম্য লোকদিগের মুখে এইরূপ করুণ বিলাপ শুনিয়াও অবিচলিত চিত্তে ক্রমে কোশল দেশের অন্ত্যসীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্র সলিলা বেদশ্রুতি নদী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরে সাগরবাহিনী স্রোতস্বতী গোমতী কল কল শব্দে প্রবাহিত

হইতেছে, উহার উপকূলে গোসকল সঞ্চরণ করিতেছে। রাজকুমার এই নদী অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, সম্মুখে স্যন্দিকা নদী প্রবাহিত। উহার সলিলে হংসকুল দিবানিশি হংসীসহ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। রাম পরিশেষে পরমসুখে এই পবিত্র নদী পার হইয়া, পূর্ব্বে মহারাজ মনু, ইক্ষ্বাকুকে যে প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্তর, রাম কিয়দ্দূর গিয়া সুমন্ত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আবার কবে আমার দুঃখিনী জননীর পাদপদ্ম দর্শন করিব, কবে আবার পরমদেবতা পিতার পবিত্র পদারবিন্দ অবলোকন করিয়া এ দেহ পবিত্র করিব। আহা! স্রোতস্বতী সরযূর তীরবর্ত্তী সেই সকল মনোহর কুসুমকাননে গিয়া আমি আর কি মৃগয়াসুখ অনুভব করিব? সুমন্ত্র! দেখ, মৃগয়া যদিচ আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, তথাচ রাজর্ষিদিগের সম্মত বলিয়া আমি নিষিদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সারথির সহিত এইরূপ নানাপ্রকার সুমধুর কথা প্রসঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর, রাম রাজধানী অযোধ্যাকে উদ্দেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, অয়ি রঘুকুলপ্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে অধিবাস ও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, সম্প্রতি আমি পূজ্যপাদ পিতার সত্যসঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার বাসনায় বনবাসে যাত্রা করিলাম। এই ঋণপাশ হইতে মুক্ত, বনবাস হইতে প্রত্যাগত এবং পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া, আমি পুনরায় তোমার শোভাসমৃদ্ধি দর্শন করিব, এক্ষণে বিদায় হইলাম, এই বলিয়া রাম আপনার জন্মভূমি অযোধ্যাকে ভক্তিবিনম্র বচনে বারংবার সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন, এবং দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক সজল নয়নে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, জানপদগণ! তোমরা আমার প্রতি বিলক্ষণ স্নেহ প্রকাশ করিলে, তোমাদের কাতরোক্তি শুনিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত অধীর হইতেছে। অনুরোধ করি, এক্ষণে শোক সংবরণ পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্য্যসাধনে প্রস্থান করি।

রামবাক্য শ্রবণে জনপদবাসীরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ মনে ফিরিয়া চলিল। তাহারা পরাঙ্মুখ হইয়া একবার পদবিক্ষেপ করে, আর এক এক বার বিরহসন্তপ্ত নিজ নিজ শুষ্ক মুখ ফিরাইয়া রাজকুমারের প্রতি সস্নেহ লোচনে দৃষ্টিপাত করে। এই রূপে যতবার দেখিতে লাগিল, ততই যেন তাহাদের দর্শনপিপাসা বলবতী হইতে লাগিল। ফলতঃ তাহারা তৎকালে অতি কষ্টে রামচন্দ্রকে বিদায় করিয়া গৃহপ্রবেশ করিল।

রামও ক্রমে সায়ংকালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাহাদের অদৃশ্য হইলেন, এবং যথায় বিস্তর বদান্য আর্য্যগণ অধিবাস করিতেছেন, সুপ্রশস্ত যূপ সমস্ত যেস্থানে শোভা পাইতেছে; যেখানে হৃষ্ট পুষ্ট বেদবিদ্ ব্রাহ্মণেরা নিরন্তর শ্রুতিমধুর স্বরে বেদ গান করিতেছেন; যে প্রদেশ সুরস সহকার কাননে কমনীয়, জলাশয় পরিশোভিত এবং ধনধান্য ও ধেনু সম্পন্ন; সেই পরম রমণীয় কোশলদেশের প্রান্তভাগ ক্রমশ অতিক্রম করিয়া, পরিশেষে উদ্যান-পরিশোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, তথায় পতিতপাবনী ভগবতী ত্রিপথগামিনী সুরতরঙ্গিণী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবীর জল স্ফাটিক মণির ন্যায় নির্ম্মল, শীতল ও পরম পবিত্র। উহাতে কিছু মাত্র শৈবাল নাই। মহর্ষিরা ঐ পবিত্র জলে স্নানক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পবিত্র মানসে পরম দেবতার উপাসনা করিতেছেন। নিকটে

উৎকৃষ্ট আশ্রম। তটপ্রান্তে সুরগণের সুরম্য উদ্যান ও ক্রীড়া পর্ব্বত সমস্ত শোভা পাইতেছে। এই দেবনদী দেবলোকে মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় দেবসেব্য বিবিধ সুবর্ণ পদ্ম সকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে এবং দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, ও অপ্সরোগণ পুলকিত মনে দিবানিশি বিহার করিতেছেন। জাহ্নবী কোন স্থলে শিলাঘাতনিবন্ধন ভীষণ অট্টহাস্য ও কোথাও বা ফেণচ্ছলে মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তাঁহার প্রবাহ কোন স্থানে বেণীর আকারে প্রবাহিত ও কোন স্থলে ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত লক্ষিত হইতেছে। কোথাও বা মৃদঙ্গাদিবৎ স্নিগ্ধগম্ভীর ও কোথাও বা বজ্রপাতের ঘোরতর ভৈরব নিনাদ শ্রুত হইতেছে। জাহ্নবীর স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকাময় স্থান দেখিয়া নয়নযুগল ও স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমকুলের কলরব শুনিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হয়। কোন স্থানে তীরপ্ররূঢ় তরুশ্রেণী যেন মালার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আশ্চর্য্য শোভা বিস্তার করিতেছে। কোন স্থলে কমনীয় কমল, কুমুদ ও কহ্লার সকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও বা প্রবাহবেগে পুষ্পপরাগ ভাসিয়া চলিয়াছে। এই বিষ্ণুপাদোদ্ভবা পবিত্র নদী, মহীপাল ভগীরথের তপঃপ্রভাবে হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া মহাসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছেন। জলে নক্র, কুম্ভীর, শিশুমার ও উরগগণ বাস করিতেছে।

তীরে তরুলতা সকল সুশোভিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দিগ্‌গজ, বন্যগজ ও সুরমাতঙ্গেরা অনবরত গর্জন করিয়া বেড়াইতেছে। রাম পতিতপাবনী ভাগীরথীকে দর্শন ও ভক্তিভাবে প্রণিপাত করিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই দেবনদীর অদূরে একটী পুষ্পিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে। আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিয়া নিশা যাপন করিব। তৎশ্রবণে সকলেই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রথ ঐ তাপসতরুর নিকট উপস্থিত হইলে, রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবরোহণ করিলে, সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন, এবং রাজকুমারকে ঐ তাপসতরুমূলে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট দেখিয়া সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন।

ঐ প্রদেশে গুহ নামে নিষাদবংশীয় এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন, রাম নিষাদ রাজ্যে আসিয়াছেন, শুনিয়া নিষাদপতি বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া সত্বর গমনে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। একে একে সকলকে অভিবাদন করিয়া বিষণ্নমনে বান্ধবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আজ আমার রজনী সুপ্রভাত! আমি ধন্য হইলাম। অদ্য আমার পরম সৌভাগ্য, ভবাদৃশ প্রিয় অতিথিকে যথোচিত সংকার

করিয়া অদ্য আমি যার পর নাই কৃতার্থতা লাভ করিব। যুবরাজ! পৈতৃক রাজধানী অযোধ্যার ন্যায় এ নিষাদ-রাজ্যেও আপনার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। এক্ষণে আদেশ করুন, এ দাস প্রভুর কোন্ কার্য্য সাধন করিয়া চরিতার্থ হইবে। এই বলিয়া নিষাদরাজ নানা-বিধ উপাদেয় অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, যুবরাজ! এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই আপনার, আপনি আমাদের প্রভু; আমরা আপনার চিরানুগত একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিয়া চিরসেবকের অভিলাষ পূরণ করুন।

রাম কিরাতরাজের এতাদৃশ শিষ্টাচার দর্শনে পরম প্রীত হইয়া সুহৃৎসম্ভাষণে কহিলেন, মিত্রবর! তোমার বিশিষ্ট বিনয়, অসামান্য শীলতা ও অনন্যসুলভ সরলতাগুণে আমি সবিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। এই বলিয়া তিনি বর্ত্তুলাকার বাহুযুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলি-ঙ্গন করিলেন, কহিলেন, নিষাদরাজ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম। কেমন তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত এখন নির্ব্বিঘ্নে আছে? দেখ, আমাদের নিমিত্ত তোমাকে কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না, আমরা বনবাসে আদিষ্ট হইয়াছি, রাজভোগও একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। সম্প্রতি আমাদিগকে তপস্বিসেবিত বনবাস আশ্রয় করিয়া চীর চর্ম্ম ধারণ, ফলমূল ভক্ষণ ও তাপসব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক

ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। সুতরাং তুমি প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে যে সকল আহার সামগ্রী উপহার দিলে, কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। নিষাদরাজ! আমাদের এই সমস্ত অশ্ব পিতৃদেবের অত্যন্ত প্রিয়, অতএব ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল।

তখন নিষাদপতি রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বগণের আহার পান ত্বরায় প্রদান করিবার আদেশ করিলেন। অনন্তর, রাম উত্ত-রীয় চীরবসন গ্রহণপূর্ব্বক সায়ং সন্ধ্যা সমাপন করি লেন। লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে, তাঁহাদের পাদ সেবা করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

একপঞ্চাশ অধ্যায়।

অগ্রজের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অকৃত্রিম অনুরাগ সহকারে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন, দেখিয়া নিষাদরাজ নিতান্ত ম্লান বদনে কহিলেন, রাজ-কুমার! তোমার নিমিত্ত এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে।

তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা নিষাদবংশীয়, অনায়াসেই ক্লেশ সহিতে পারি কিন্তু তুমি রাজকুমার, চিরকাল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এখন তৃণ শয্যা কিরূপে তোমার বিশ্রামস্থল হইবে? তুমি কোন রূপেই ক্লেশ সহিতে পারিবে না। অতএব এক্ষণে রামচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে আমি নিযুক্ত রহিলাম। তুমি ইঁহার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। লক্ষ্মণ! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, জগতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। এই সত্যৈকব্রত দাশরথির প্রসাদে আমি ধর্ম্ম অর্থ কাম সমুদায় লাভ করিব। ইনিই আমার একমাত্র আশ্রয়; ইনি ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। অতএব পুরুষোত্তম! এখানে আমার অধিকৃত বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে। আমি ইহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্যা জানকীসহ পরমযত্নে প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আর দেখ, তুমি অরণ্যের কিছুই জান না। আমি নিরন্তর বনে বনে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কোন স্থানই আমার অবিদিত নাই। যদি অন্যের চতুরঙ্গ বল আসিয়াও আক্রমণ করে, বলিতে কি, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

লক্ষ্মণ কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় সত্য, তোমার বিলক্ষণ ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তুমি স্বয়ংই যখন আমাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ,

তখন আর কোন বিষয়েই বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুলতিলক আর্য্য রাম যখন আর্য্যা জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন, তখন আর লক্ষ্মণের নিদ্রায় প্রয়োজন কি? আহারেই বা প্রয়োজন কি? সংগ্রামক্ষেত্রে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার অপরিমেয় পরাক্রম সহিতে পারে না, সেই মহাবীর রাম আজ জনকাত্মজার সহিত পর্ণশয্যা আশ্রয় করিলেন, ইহাতে আমার কি আর সুখের অভিলাষ আছে? নিষাদরাজ! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাই-তেছে। পিতৃদেব, কত প্রকার ব্রত নিয়ম ও কত প্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া শেষ দশায় এই রামরত্নকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন। তাঁহার মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী সামান্য রাজ্যসুখলালসায় ইহাঁর বনবাস কামনা করেন। মহারাজ পূর্ব্বেই ভীষণ সত্য পাশে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং আর দ্বিরুক্তিও করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ মনোবেদনায় তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না। আহা! পৌর মহিলারা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে শ্রান্তিনিবন্ধন, বোধ হয়, এখন একেবারে নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজভবনও এখন নিস্তব্ধ হই-য়াছে। হায়! যাঁহাকে মুহূর্ত্ত কাল না দেখিলেও মন প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিত; তাঁহাকে এতক্ষণ না দেখিয়া দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা

ও পিতা দশরথ যে জীবিত থাকিবেন এরূপ সম্ভাবনা করি না। যদিও থাকেন, এই রাত্রি পর্য্যন্ত।

এই বলিতে বলিতে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের নয়নযুগল হইতে অনিবার বারিধারা পড়িতে লাগিল। তখন তিনি কিয়ৎকাল বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! আহা! পুত্র বিয়োগ দুঃখে মহারাজের মৃত্যু হইলে, অকরুণা কৈকেয়ী হইতে তাঁহাদের কতই বা মনোবেদনা উপস্থিত হয়। মহারাজ নিশ্চয়ই আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। কোথায় তিনি শেষাবস্থায় কত আহ্লাদ, কত আমোদ ও কত উৎসাহ সহকারে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন, না, কৈকেয়ী তাঁহার সে আশা নিষ্ফল করিয়া একেবারে অরণ্যেই পাঠাইলেন, ইহাতে মহারাজ কেবল হা রাম! হা রাম! বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যা পতিপুত্র-বিয়োগ-দুঃখে আর ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া অচিরে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। হায়! পিতৃদেব লোকান্তরিত হইলে, যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নি সংস্কার প্রভৃতি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। আহা! ইতি পূর্ব্বে যে নগরী রমণীয় চত্বর, প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য হর্ম্ম্য, উৎকৃষ্ট প্রাসাদ,

মনোহর উদ্যান ও বিচিত্র উপবনে অতীব শোভাসমৃদ্ধি সম্পাদন করিত, যথায় আমোদ উৎসবে দিবা নিশি অতিবাহিত হইয়া যাইত, যেখানে অসুখ কি উৎকণ্ঠার লেশমাত্রও ছিল না আমরা আসিবার সময় সেই আনন্দ-ময়ী নগরীর যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিলাম, জানি না, এতক্ষণ তাহার কি সর্ব্বনাশই বা ঘটিয়াছে? হায়! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহার সেই পবিত্র পাদ-পদ্ম কি আর দেখিতে পাইব? এই সত্যৈকব্রত সাধু-শীল দাশরথির সহিত নিরাপদে পুনরায় কি আমরা অযোধ্যায় আসিতে পারিব?

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ রাত্রিজাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া বিষণ্ণ মনে কিরাতরাজের নিকট এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদপতি লক্ষ্মণের মুখে এই সমস্ত শোচনীয় কথা শুনিয়া বন্ধুত্বনিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতিশয় ব্যথিত হইয়া অনিবার নেত্র-বারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়।

রজনী প্রভাত হইলে, রাম পর্ণশয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! রজনী অতিবাহিত হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের কাল উপস্থিত, এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃ সন্ধ্যাদি সমাপন কব। ঐ দেখ, কলকণ্ঠ কোকিলকুল আলোক দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া চারি দিকে কুহুরব করিতেছে। চতুর্দ্দিকে ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনিও কর্ণগোচর হইতেছে। অতএব এক্ষণে উঠ, ত্বরায় প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমাধা করিয়া গমনের উদ্যোগ করা যাক।

রাম লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া নিষাদরাজ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত করিলেন। তাঁহার নিদেশানুসারে গুহ অমাত্যগণকে আহ্বান পূর্ব্বক একখানি তরণী আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। নিষাদেরা প্রভুর আদেশমাত্র প্রস্থান করিয়া নাবিকের সহিত ক্ষেপণীযুক্ত এক রমণীয় তরী আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সংবাদ দিল।

তখন নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলি পুটে ও বিনীত বচনে রামকে কহিলেন, সখে! এই ত নৌকা আনয়ন করিয়াছি, অতঃপর আমাকে আর কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। রাম কহিলেন, মিত্রবর! তোমার প্রযত্নে আমি যারপর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছি, ভাগ্যবলেই আমি ভবাদৃশ বান্ধবের দর্শন পাইয়াছি, এক্ষণে আমার করণীয় আর কিছুই নাই। কেবল এই সমস্ত দ্রব্যগুলি নৌকায় উঠাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম্মধারণ এবং তূণীর, অসিলতা, শর ও শরাসন গ্রহণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণ পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে ও করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! এখন আমি কি করিব। আদেশ করুন। তখন রাম দক্ষিণ হস্তে সুমন্ত্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, সারথে! আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল। আমরা এখান হইতে পদব্রজে নিবিড় কাননে প্রবেশ করিব। অতএব তুমি এই স্থান হইতে রথ লইয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন কর।

রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া সুমন্ত্র সকরুণে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য [illegible] ভার্য্যার সহিত যখন তোমাকেও বনবাসের ক্লেশপরম্পরা সহিতে হইল, তখন বোধ হয়, এ জগতে ব্রহ্মচর্য্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণ সমুদায়ের আর কোন ফলই নাই।

বলিতে কি, এই কার্য্যে ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া তুমি যে কত দূর উৎকর্ষ লাভ করিলে, তাহা আর বলিবার নহে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনাজালে ফেলিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। আহা! অতঃপর আমাদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইয়া দিবানিশি তাহার করাল বাক্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। সুমন্ত্র সারথি রামের প্রবাসগমনে একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

তৎশ্রবণে রাম বিনয়াবনত্র বদনে সুমন্ত্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ইক্ষ্বাকুবংশে তোমার ন্যায় সুহৃদ্ আর কেহই নাই। বিশেষতঃ তুমি পিতার পরমহিতৈষী ও একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। পিতৃদেব আমাদের বিয়োগদুঃখে যার পর নাই কাতর ও নিতান্তই শোকাকুল হইয়াছেন। বলিতে কি, আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই, বলিয়া তিনি বড়ই মনোবেদনা পাইয়াছেন। অতএব সুমন্ত্র! যাহাতে তাঁহার শোকাপনোদন হয়, তুমি ত্বরায় গিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর। তিনি দেবী কৈকেয়ীর সন্তোষের নিমিত্ত যখন যে অভিপ্রায় করিবেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, প্রভু, রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়াও যখন যে কার্য্যের আদেশ করেন, হিতাহিত বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ

তাহা সম্পাদন করাই ভৃত্যবর্গের কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব, সারথে! আর বিলম্ব করিও না। ত্বরায় গমন কর। এবং যাহাতে তাঁহার কোন প্রকার অসুখ বা উৎকণ্ঠা উপস্থিত না হয়, সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তৎপক্ষে বিশেষ যত্ন করিও। আর পিতৃ মাতৃ চরণে আমার প্রণিপাত জানাইয়া কহিবে, আমরা যে নগর হইতে নির্ব্বাসিত ও অরণ্যবাসে নিযুক্ত হইলাম; তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র কাতর নহি। এবং তাঁহারাও যেন আমাদের জন্য কোন মতে ভাবিত না হন। কি বনে কি উপবনে, আমরা যেখানেই থাকি, তাঁহাদের চরণপ্রসাদে নিরাপদেই কাল যাপন করিব, সন্দেহ নাই। এই চতুর্দ্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতেই অতিবাহিত হইয়া যাইবে। আমরা অচিরকাল মধ্যেই পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া তাঁহাদের পাদপদ্ম দর্শন করিব। সুমন্ত্র! আমার জনক জননীকে এইরূপ কহিয়া, পরে আমার অন্যান্য মাতা, বিশেষতঃ কৈকেয়ীর নিকট ইহাই অবিকল কহিবে। পরিশেষে মহারাজের সন্নিধানে আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানাইয়া কহিবে, তিনি যেন প্রাণাধিক ভরতকে মাতুলালয় হইতে শীঘ্রই আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এবং যাহাতে রাজ্যমধ্যে সত্বর সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন হয়, ক্ষণকালের নিমিত্তও যেন তদ্বিষয়ে ঔদাস্য প্রকাশ না করেন। তিনি ভরতকে যথানিয়মে প্রজারঞ্জনকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া হয়ত, আমাদের বিয়োগ

দুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। সুমন্ত্র! তুমি প্রাণাধিক ভরতকেও আমার সস্নেহ সম্ভাষণ অবগত করাইয়া কহিবে, তিনি যেমন প্রতিনিয়ত পিতৃসেবায় তৎপর, তদ্রূপ মাতৃবর্গের প্রতিও যেন সর্ব্বদা ভক্তিপরায়ণ থাকেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, আমার দুঃখিনী জননী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার সুখই লাভ করিতে পারিবেন। আর বশিষ্ঠপ্রভৃতি গুরুজনের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিয়া কহিবে, যাহাতে মহারাজ অচিরে আমার বিয়োগদুঃখ বিস্মৃত হন, তাঁহারা যেন সকলে সমবেত হইয়া ত্বরায় তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করেন। সুমন্ত্র! তুমি পরিশেষে মধ্যমা জননীর পাদপদ্মে আমার এই সবিনয় প্রার্থনা নিবেদন করিও, আমার অদৃষ্টের ফল আমিই ভোগ করিতেছি, এ বিষয়ে তাঁহার দোষ কি? অদৃষ্টে দুঃখ থাকিলে, অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অতএব এ জন্য তিনি যেন কিছুমাত্র লজ্জিত বা দুঃখিত না হন। এবং আমারপ্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দয়া মায়া মমতা ও বাৎসল্যভাব, আছে, কদাপি যেন উহার বৈলক্ষণ্য না ঘটে।

রাম এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি পুটে ও স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, আয়ুষ্মন্! রাজার সহিত প্রজার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি স্নেহপ্রযুক্ত

সুতরাং কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ হইয়া তোমায় যে কথা কহিতেছি, অনুরোধ করি, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিও। রাজকুমার! দেখ, তোমার বিরহে নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা, যাবতীয় লোকই অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আমি কেমন করিয়া শূন্য রথ লইয়া এখন তথায় প্রবেশ করিব। আসিবার সময় তাহারা সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার তোমায় রথে নিরীক্ষণ করিয়াছে, এখন তোমার সহাস্য বদন দেখিতে না পাইলে, তাহাদের দেহে কি আর জীবন থাকিবে? যেমন রথী রণে নিহত হইলে, কেবল সারথি-মাত্রাবশিষ্ট শূন্যরথ নিরীক্ষণ করিয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের শোকসন্তাপের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ তোমার অদর্শনে আজ অযোধ্যাবাসিদিগেরও অসুখের পরিসীমা থাকিবে না। বলিতে কি, তোমার অদর্শনে তাহাদের দেহমাত্র কেবল অযোধ্যায় রহিয়াছে, ফলতঃ তাহাদের নয়ন মন দেহ ছাড়িয়া দিবানিশি তোমার এই ঔদার্য্যগুণ-গুম্ফিত মনোহর মুখশ্রীর দর্শনসুখই অনুভব করিতেছে। রাজকুমার! অধিক আর কি কহিব, যখন নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হও, তৎকালে পৌরবর্গেরা শোকানলে দগ্ধ হইয়া যে রূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময়ে সকলে শোকসাগরে নিমগ্ন ও নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া যেরূপ চীৎকার করিয়াছিল, এক্ষণে কেবল আমাকে

দেখিয়া তাঁহাদের সেই শোকসাগর কি শত গুণে প্রবল হইয়া উঠিবে না? হায়! আমি কেমন করিয়া মহারাজের নিকট এ দগ্ধ মুখ দেখাইব। যখন তোমার দুঃখিনী জননী জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার অমূল্যনিধিকে কোথায় রাখিয়া আসিলে, তখন আমি কি বলিয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিব। "দেবি! আমি আপনার পদ্মপলাসলোচনকে মাতুলকুলে রাখিয়া আসিলাম, তিনি সুখে আছেন" আমি এই বলিয়া কি রাজ্ঞীকে প্রবোধ দিব? না, এরূপ মিথ্যা কথা আমি প্রাণান্তেও মুখের বাহির করিতে পারিব না। রাম! তোমায় অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিচ অলীক নহে, কিন্তু আমি প্রাণ থাকিতে এমন্ সর্ব্বনাশের কথা কোন রূপেই রাজ্ঞীর নিকট ব্যক্ত করিতে পারিব না। আয়ুষ্মন্! আর দেখ, এই সমস্ত অশ্ব এতকাল তোমাকে এবং তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া এখন কি রূপে শূন্য রথ লইয়া যাইবে। যদি কাননে কাননে ইহাদিগকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, তাহা হইলে ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি কোন রূপেই তোমায় পরিত্যাগ করিয়া শূন্য অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিব না। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাকে তোমার অনুগমনে অনুমতি কর। নতুবা এই দণ্ডেই আমি রথের সহিত জ্বলন্ত অনলে আত্ম সমর্পণ করিব। রাজকুমার! দেখ, অরণ্য বড় ভয়ানক

স্থান, তথায় তোমার নানা প্রকার তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি সঙ্গে থাকিলে, রথী হইয়া তোমার সকল প্রকার অশুভই নিবারণ করিতে পারিব। একাল পর্য্যন্ত তোমার রথচর্য্যাকৃত সুখ অনুভব করিয়াছি, এখন তোমার সঙ্গে একবার বনবাসসুখ অনুভব করিতে আমার বড়ই অভিলাষ হইয়াছে। অতএব অনুরোধ করি কৃপা করিয়া আমাকেও অনুগমন করিতে আদেশ কর। আমি অরণ্যে গিয়া প্রাণপণে তোমার সেবা শুশ্রূষা করিব, তোমায় ছাড়িয়া আমি অযোধ্যা প্রার্থনা করি না, সুরলোকও কামনা করি না। আমি তোমায় ছাড়িয়া প্রাণান্তেও নগরে প্রবেশ করিব না। নিয়মিত কাল অতীত হইলে, আমার অভিলাষ যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় আসিব। তোমার সঙ্গে থাকিলে, এই চতুর্দ্দশ বৎসর যেন পলকের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অতিবাহিত হইয়া যাইবে। নতুবা, তোমার বিরহে ঐ চতুর্দ্দশ বৎসর শত বৎসরেও শেষ হইবে না। আর দেখ, প্রভুপুত্রের নিকট ভৃত্যের যে রূপ থাকা আবশ্যক, আমি এতকাল পর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র অন্যথাচরণ করি নাই। আমি তোমার একজন একান্ত নিদেশানুবর্ত্তী ভক্ত, তুমিও আমায় বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে বিনা দোষে উপেক্ষা করা কি তোমার উচিত কার্য্য?

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া কহিলেন, সারথে! আমার প্রতি তুমি যে বিলক্ষণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক, তাহা আমি বিশেষ অবগত আছি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে যাইতে বারংবার অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া যদি এক্ষণে আমার অনুসরণ কর, তাহা হইলে মধ্যমা মাতা আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারিবেন না। সুতরাং তিনি মহারাজকে মিথ্যাবাদী বলিয়া বিরসবদনে দিবানিশি তিরস্কার করিবেন। আর তুমি নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট আমার বনবাসবৃত্তান্ত সমুদায় বিশেষ করিয়া নিবেদন করিলে, তিনি যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিবেন, এবং শেষ দশায় মহারাজকেও আর তদীয় বাক্যশরে তাড়িত হইতে হইবে না। আমার প্রকৃত অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের হস্তে সাম্রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পরম সুখে সময় ক্ষেপ করেন। অতএব সুমন্ত্র! আর বিলম্ব করিও না, যদি আমার ও মহারাজের হিতানুষ্ঠানে অভিলাষ থাকে, বিরুক্তি না করিয়া ত্বরায় প্রতিনিবৃত্ত হও। কেবল এই মাত্র অনুরোধ, আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, স্মরণ করিয়া অবিকল সকলের নিকট কহিও।

এই বলিয়া রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিলেন, পরে চণ্ডালরাজকে ডাকিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! অতঃপর এই সজন বনে বাস করা আর আমাদের কর্ত্তব্য

হইতেছে না। এক্ষণে আশ্রমবাস ও তদুপযুক্ত বেশ ধারণ করা আবশ্যক। অতএব মস্তকে জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শীঘ্র বটনির্যাস আনিয়া দেও। আমরা পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক এই স্থানে জটা ধারণ করিয়া ঋষিবেশে বনবাসে যাত্রা করিব। তদনুসারে গুহক বটনির্যাস আনয়ন করিলে, ঐ চীরধারী রাজকুমারযুগল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা নির্ম্মাণ করিয়া ঋষিবেশ ধারণ করিলেন, পরে প্রস্থানসময়ে পরম সুহৃদ্ নিষাদপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! রাজ্যে পদে পদে বিপদ, সতত অবহিত চিত্তে উহা রক্ষা করিতে হয়। অতএব তুমি সৈন্য, কোষ, দুর্গ ও জনপদে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া থাকিও। এই বলিয়া রাম মিত্রকে সম্ভাষণ ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইলেন, এবং তথায় তরণী দেখিয়া অনুজকে কহিলেন, বৎস! অগ্রে জানকীরে নৌকায় আরোহণ করাও, পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ কর। অনন্তর, অগ্রজের আজ্ঞানুসারে অনুজ লক্ষ্মণ অযোনিসম্ভবা জানকীরে অগ্রে উঠাইয়া পরে আপনিও উত্থিত হইলেন, তৎপরে রাম নৌকারোহণ করিয়া আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত পতিতপাবনীকে প্রীতমনে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর, রাম, সুমন্ত্র ও পরমসহায় নিষাদরাজকে তথা হইতে প্রতিগমনে অনুরোধ করিয়া ক্রমে জাহ্নবীর মধ্যস্থলে উপনীত হইলেন। ক্ষেপণীপ্রক্ষেপ-বেগে তরণী জলরাশি ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। জানকী জাহ্নবীর মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, অয়ি! বিঘ্নবিনাশিনি! আপনি সমুদ্রের ভার্য্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। জনকাত্মজা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছে, কৃপা করিয়া এ কিঙ্করীর আশা সফল করুন। জননি! আর্য্যপুত্র পিতার সত্য সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার বাসনায় চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে যাত্রা করিয়াছেন, নিয়মিত কালের পর পূর্ণমনোরথ হইয়া নিরাপদে পুনরায় অযোধ্যায় প্রত্যাগত ও রাজ্যে অভি-ষিক্ত হইলে, আমি মনের সাধে আপনার পাদপদ্ম পূজা করিব। এবং আপনার প্রীতির উদ্দেশে অসংখ্য গো, অশ্ব, সহস্র কলস সুরা ও পলান্ন আপনাকে প্রদান করিব। আর যে সকল দেবতা আপনার তীরভূমিতে অধিবাস করিতেছেন, আমি নিরাপদে আসিয়া তাঁহাদিগকেও অর্চ্চনা করিব।

প্রিয়পতির বিঘ্নশান্তির উদ্দেশে তিনি এইরূপ কামনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকাও নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। অনন্তর সকলে ভাগীরথীর পর পারে উত্তীর্ণ হইলে, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সজন-বনেই হউক বা নির্জ্জন কাননেই হউক, জানকীর রক্ষার

নিমিত্ত সতত সাবধান হও। তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর। সীতা তোমার অনুগমন করুন। আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই অনুসরণ করি। লক্ষ্মণ! আজি হইতে আমাদিগকে নিতান্ত দুষ্কর কার্য্যসাধনে ব্রতী হইতে হইবে। যে স্থানে জন মনুষ্যের সমাগম নাই, যথায় ক্ষেত্র বা উদ্যান কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, যেখানে কেবল নিম্নোন্নত ভূভাগই অধিক দেখা যায়, আহা! অসূর্য্যম্পশ্যরূপা জানকী আজ সামান্য বনিতার ন্যায় পদব্রজে সেই বিজন বনে প্রবেশ করিবেন। এবং বনবাসের যে কত যাতনা, রাজনন্দিনী রাজার বধূ হইয়া আজ তাহাও জানিতে পারিবেন।

এই বলিয়া রাম পশ্চাতে, জানকী মধ্যে ও লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে, এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলে গমন করিতে লাগিলেন। সীতা ঔৎসুক্যবশতঃ কতিপয় পদ সবেগে গমন করিয়া, কঠিন মৃত্তিকায় তদীয় মরাল-গতিবিশিষ্ট সুকোমল পদ পুনঃ পুনঃ স্খলিত হওয়ায় ম্লান বদনে ও বিষণ্নমনে প্রাণপতিকে কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আজ আর কতদূর গমন করিতে হইবে। রাম প্রেয়সীর এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! সামান্য পথ পর্য্যটনেও যাঁহার এমন যাতনা বোধ হইতেছে, তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভোজন করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিবেন। এই বলিয়া

রাম অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং জানকীর প্রতি সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া লক্ষ্মণকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ আর অধিক দূর যাওয়া হইবে না, জানকী এখনই যেরূপ কাতর হইয়াছেন, অধিক দূর গেলে না জানি কতই বা কষ্ট হয়। এই বলিয়া সকলে মৃদুপদে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে সুমন্ত্র এতক্ষণ রামচন্দ্রকে অনিমেষ নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, রাম ক্রমে তাঁহার দৃষ্টি পথের অতীত হইলে, তিনি নিতান্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া অনিবার বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম কিয়দ্দূর গিয়া সুসমৃদ্ধ শস্যবহুল বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া বরাহ, ঋষ্য, পৃষত ও রুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংকালে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রাম সেই তরুতলের সুশীতল ছায়ায় সায়ং সময়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! জনপদের বাহিরে এই কেবল প্রথম নিশা উপস্থিত। আজ আর সুমন্ত্রও নাই। অতএব ভাই! নগরের কথা স্মরণ করিয়া আর উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্যশূন্য হইয়া সতত সাবধানে নিশা জাগরণ করিতে হইবে। সীতার লব্ধরক্ষা ও অলব্ধলাভ সমুদায় আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ পত্র আহরণ পূর্ব্বক ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া কোনরূপে নিশা যাপন করি। এই বলিয়া রাম আরণ্য তৃণপত্র আহরণ পূর্ব্বক ভূমিতলে শয্যা নির্ম্মাণ করিলেন, এবং জানকীর সহিত তথায় শয়ান হইয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আহা আমাদের বিরহে মহারাজ আজ, না জানি, কতইবা যাতনা ভোগ করিতেছেন। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, শেষ দশায় আবার আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। জানি না, কামের অনুরোধে কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া

এখন তাঁহাকে কতই বা কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। এমন পরিণতমতি ভূপতিও যখন কেবল কামের অনুবর্ত্তী হইয়া এমন অভাবনীয় বিষম ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন, তখন বোধ হয়, ধর্ম্ম অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মুখাপেক্ষা না করিয়া কেবল কামেরই অনুসরণ করে, তাহার আর ভদ্রতা নাই। নতুবা, পিতৃদেব যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, সামান্যা কামিনীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া মূর্খও কি আজ্ঞানুবর্ত্তী সন্তানকে এইরূপ অকারণে পরিত্যাগ করিতে পারে? লক্ষ্মণ! এখন কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও দীর্ঘকালের নিমিত্ত অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং এখন ভরতও ভার্য্যার সহিত সুখী ও সমগ্র কোশলরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া নিষ্কণ্টকে একাধিপত্য ভোগ করিতে পারিবেন। বৎস! যিনি অর্থ ও ধর্ম্মকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরিণামদর্শীর ন্যায় কেবল কামেরই অনুসরণ করেন, তিনি রাজা দশরথের ন্যায় অচিরে এইরূপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। আহা! কৈকেয়ি! ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত, আমাকে নিরপরাধে নির্ব্বাসিত, পিতার প্রাণান্ত ও অভিনব কলঙ্ক পঙ্কে ইক্ষ্বাকুকুল নিমগ্ন করিবার জন্যই কি আপনি দেহ ধারণ করিয়াছিলেন? অনুরোধ করি, এখন সৌভাগ্যমদে মোহিত বা গর্ব্বিত হইয়া আমার চিরদুঃখিনী জননী ও সুমিত্রার প্রতি আর কোন কটু-

বাক্য প্রয়োগ করিবেন না। একেই ত তাঁহাদের শোক-সন্তাপের পরিসীমা নাই, ইহার পর সপত্নীর কুবাক্য শুনিলে, তাঁহারা আর ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না।

এই বলিতে বলিতে রাম অবিরল ধারায় অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, তিনি কিয়ৎকাল নিস্তব্ধপ্রায় হইয়া রহিলেন, পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই লক্ষ্মণ! কৈকেয়ীর স্বভাব যেমন নিষ্ঠুর, সৌভাগ্যমদে গর্ব্বিত হইয়া তিনি যে সুস্থির থাকিবেন, কোনরূপেই আমার বিশ্বাস হয় না। অতএব তুমি কল্য প্রাতে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। তোমায় দেখিলেও তাঁহাদের চিত্ত অনেক শান্তিভাব অবলম্বন করিবে। আমি একাকীই জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। জননী কৌশল্যা নিতান্তই নিরাশ্রয়, কিন্তু কৈকেয়ী নিতান্তই নীচাশয়। তিনি বিদ্বেষবশতঃ এখন নিশ্চয়ই অন্যায় আচরণ করিবেন। বলিতে কি, আমার বোধ-হয়, জননীর প্রাণ বিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষপ্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না। আহা! জননি! আপনি জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অনেক সবৎসা নারীকে বিবৎসা করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, আপনার এরূপ অভাবিত দুর্ঘটনা কখনই উপস্থিত হইত না। মাতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত এতকাল কতই যে মনোবেদনা ও কতই যে অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা উপভোগ করিয়াছেন,

তাহা আর বলিবার নহে। কিন্তু আমি ক্ষণকালের জন্যও আপনাকে সুখী করিতে পারিলাম না। প্রত্যুত নিতান্ত নরাধমের ন্যায় অপার শোকসাগরে আপনাকে নিমগ্ন করিয়া আসিলাম। আহা! লক্ষ্মণরে! জগতে আমার সমান কুসন্তান আর নাই। অতঃপর কোন সীমন্তিনী আমার ন্যায় কুপুত্রকে যেন গর্ব্ভে ধারণ না করেন। হায়! জননী এতকাল যে সারিকাকে লালন পালন করিয়া সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, বোধ হয়, আমা অপেক্ষা সেই সারিকাই জননীর সমধিক স্নেহের পাত্র হইবে। কারণ, তিনি উহার মুখে সময়ে সময়ে শত্রু নির্য্যাতন (১) করিবার কথাও শুনিতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহার সন্তান হইয়া কি উপকার করিলাম। এক দিনের জন্যও সুখী করিতে পারিলাম না। জননী জন্মান্তরে অবশ্যই অনেক সবৎসা ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছিলেন, আমার বিয়োগশোকে অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া এখন তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছেন। লক্ষ্মণ! দেখ কেবল অযোধ্যা কি, মনে করিলে, সমগ্র পৃথিবীকেও অবলীলাক্রমে নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মবিগর্হিত

---

(১) হে শুক! বিড়াল আমাদের পরমশত্রু, তুমি তাহার হস্ত পদাদি দংশন কর ইত্যাদি লোক প্রসিদ্ধ। এখানে রামের বক্রোক্তি দ্বারা "আমাদের পালয়িতার পরম শত্রুর হস্ত পদাদি দংশন কর" এ অর্থটীও বোধ হইতেছে।

কার্য্যে অগ্রসর হওয়া কোন মতেই শ্রেয় নহে। কেবল এই ভয়েই আমি এতাদৃশ ক্লেশকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। নতুবা আমার ন্যায় হস্তগত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, বল, কে কোথা বনবাসী হইয়াছে।

সূর্য্যবংশাবতংস মহাবীর রাম নির্জ্জন কাননে করুণ বচনে এবম্বিধ নানা প্রকার বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিয়া অশ্রুপরীত নেত্রে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, তখন ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন রামকে জ্বালাশূন্য হুতাশনের ন্যায় ও বেগশূন্য মহাসাগরের ন্যায় নিতান্ত নিস্তব্ধ ও একান্ত বিষাদসাগরে নিমগ্ন দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। আর্য্য! আপনি উপস্থিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যে অনাথের ন্যায় অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন, ইহাতেই আমি জীবিত থাকিয়াও মৃতপ্রায় হইয়াছি। এক্ষণে আপনিও যদি এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে, আপনার লক্ষ্মণ আর ক্ষণ-কালও দেহ ধারণ করিতে পারিবে না। আর্য্য! আপনিই আমার একমাত্র অবলম্বন, দুঃখাবেগে আপনার সহাস্য বদন মলিন দেখিলে আমি জগৎ জীর্ণ অরণ্য প্রায় দেখিয়া থাকি। জল হইতে *জলজীবী উদ্ধৃত হইলে, যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার অদর্শনে বা আপনার দুঃখে, আমি ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কি স্বর্গ, কিছুই অভিলাষ করি না।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া তাঁহাকে বনবাসব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন, এবং অপেক্ষাকৃত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিয়া সীতার সহিত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য একেই ত জনসঞ্চারশূন্য, তাহাতে আবার তাঁহাদের সঙ্গে কেহই নাই, তথাপি গিরিশৃঙ্গগত মৃগরাজ কেশরী যেমন নির্ভয়ে বাস করে, তাঁহারাও তদ্রূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

রজনী অতিবাহিত হইল। সূর্য্যদেব তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত ও নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াই যেন উদিত হইলেন। রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যেখানে জাহ্নবী যমুনার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। গমন সময়ে বিবিধ ভূভাগ, অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় প্রদেশ, এবং নানাপ্রকার কুসুমিত তরুলতা প্রভৃতি তাঁহাদের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল। অনন্তর ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিলে, রাম সায়ং সময়ে প্রয়াগের সন্নিহিত ও তাহার অপ্রতিম শোভা

দর্শনে পুলকিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আহা! কি আশ্চর্য্য! দেখ দেখ, এই প্রয়াগস্থ গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গম কেমন মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছে। জাহ্নবীর জল শুক্লবর্ণ, যমুনার জল নীলবর্ণ, উভয় জল একত্র মিলিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, সজল জলদাবলীর সহিত অসংখ্য শশাঙ্কখণ্ড গগণমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছে। আহা! ইহার অদূরেই আবার কেমন রমণীয় একটি আশ্রমপদ দেখা যাইতেছে। কোন স্থানে অনতিদীর্ঘ আশ্রমতরু-সকল রসাল-ফলভরে অবনত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, দেখিয়া বোধ হয়, যেন তরু-বরেরা আতপতাপিত ক্ষুৎপিপাসাতুর পথিক জনকে আহ্বান করিতেছে। কোথাও বা মদমত্ত ময়ূরকুল কুসুমিত কমনীয় কদম্বশাখায় কলাপ বিস্তার পূর্ব্বক অকুতোভয়ে নৃত্য করিতেছে। কোথাও বা কলকণ্ঠ কোকিলকুলের কল নিনাদে ও বিহঙ্গম কুলের কাকলী স্বরে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে। বৎস! নিষাদ-পতির প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, মহর্ষি ভরদ্বাজ এই প্রয়াগস্থ পবিত্র সঙ্গমের সন্নিহিত আশ্রমপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন; অতএব আইস, অদ্য আমরা এই স্থানেই বিশ্রাম করি।

এই বলিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সায়ং সময়ে মহর্ষি ভরদ্বাজের তপোবনে উপস্থিত হইলেন,

দেখিলেন, উগ্রতপা ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত পরম পুরুষে চিত্ত সমর্পণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। রাম সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষির সম্মুখবর্ত্তী হইয়া স্বনামোচ্চারণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণের সহিত তদীয় চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিলেন। এবং জানকী-কেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা, উত্তর কোশলের অধীশ্বর মহারাজ দশরথের আত্মজ, আমাদের একের নাম রাম ও অপরের নাম লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের দুহিতা জানকী আমার ভার্য্যা, নির্জ্জন কাননে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও বনবাস ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক আমার অনুগমন করিতেছেন। আমরা পিতার সত্য সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার বাসনায় কাননে কাননে কাল যাপন ও আরণ্য ফলমূলমাত্রে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া ধর্ম্ম সাধন করিব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর সম্ভাষণে স্বাগতপ্রশ্ন পূর্ব্বক নানাপ্রকার বন্য ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য তাপসগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথা প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বৎস রাম! তোমাদের এই স্থানে আসিবার পূর্ব্বেই আমি সবিশেষ অবগত হইয়াছি। ভাবিতেছিলাম, তোমরা কতক্ষণে

আমার তপোবন অলঙ্কৃত করিবে। সম্প্রতি তোমাদের শুভাগমনে আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না। তুমি যে পিতৃসত্য পালনার্থ উপস্থিত রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া সুদীর্ঘ কাল অরণ্যবাসে আদিষ্ট হইয়াছ, তাহা আমি সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমার অভিলাষ, যে পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ না হয়, তাবৎকাল, এই আশ্রমে অবস্থান কর। তপোবন অতি রমণীয় স্থান, বিশেষতঃ এই গঙ্গা যমুনার সঙ্গমক্ষেত্র অতি পবিত্র ও সুখপ্রদ। এখানে থাকিলে, বনবাস-নিবন্ধন কোন ক্লেশই উপভোগ করিতে হইবে না। পরে জানকীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি সাক্ষাৎ কমলা, তুমি যে ঐশ্বর্য্যসুখে জলাঞ্জলি দিয়া স্বামীর সহচারিণী হইয়াছ, ইহাতে তোমার পতিপরায়ণতা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে এই তপোবনে পতির সহবাসে মনের সুখে কিছুকাল বাস কর।

মহর্ষি এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, রাম কৃতাঞ্জলিপুটে ও বিনয়মধুর বচনে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! এ তপোবন হইতে রাজধানী অধিক দূর নহে। যদি আমরা এই স্থানে অবস্থান করি, তাহা হইলে, পৌরবর্গেরা আমাদিগকে দেখিতে পাইবে, জানিলে, সততই যাতায়াত করিবে। এই কারণে এ আশ্রমটী আমার তাদৃশ প্রীতিকর বোধ হইতেছে না। আপনি এরূপ

একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়াদেন, যেখানে থাকিলে, কেহই সহজে আমাদের অনুসন্ধান করিতে না পারে।

মহর্ষি কহিলেন, বৎস! যদি একান্তই এ স্থানে অবস্থান করিতে অভিলাষ না হয়। চিত্রকূট পর্ব্বতে গিয়া তথায় বাসস্থান মনোনীত কর। ঐ চিত্রকূট এখান হইতে দশক্রোশমাত্র ব্যবধান। তথায় গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও অসংখ্য বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ অতিশয় পবিত্র, দর্শন করিলে মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। বহুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষিরা তথায় শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া পরিণামে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তথায় কিছুকাল বাস করিলেই অচিরে তোমাদের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইবে। অতএব তোমাদের পক্ষে চিত্রকূটই উপযুক্ত বাসস্থান, সন্দেহ নাই।

এইমাত্র বলিয়া মহর্ষি, প্রিয় অতিথি রামকে ভার্য্যা এবং অনুজের সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সমুচিত উপচারে সৎকার করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। রাম পথপরিশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, তিনি জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সে রাত্রি সেই তপোবনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাতা হইলে, রাম সেই প্রশান্তমূর্ত্তি মহর্ষি ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, মহর্ষে! আজ আমরা পরম সুখে আপনার আশ্রমে নিশা যাপন করিলাম। এক্ষণে চিত্রকূটগমনে আদেশ করুন। মহর্ষি

কহিলেন, রাম! আমার বোধ হইতেছে, চিত্রকূট সর্ব্বাংশে রমণীয় ও তোমাদের বাসযোগ্য। ঐ গন্ধমাদনতুল্য মনোহর পর্ব্বতে ফল মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় বিস্তর সুদৃশ্য পাদপশ্রেণী অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে কিন্নরেরা কিন্নরী সঙ্গে সকৌতুকে তথায় বাস করিতেছে। কোকিলের কুহুরব ও ময়ূরের কেকাধ্বনি দিবানিশি শ্রুতিগোচর হইতেছে। টিট্টিভকুল কুলায়ে বসিয়া কূজন করিতেছে। মদমত্ত মৃগমাতঙ্গেরা নিরন্তর দলবদ্ধ হইয়া তথায় বাস করিতেছে। অতএব ঐ রমণীয় স্থানে তুমি সীতার সহিত নদীপ্রস্রবন দর্শন পূর্ব্বক গিরিগুহায় বিচরণ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইবে। এক্ষণে সেই সুরম্য প্রদেশে গিয়া সচ্ছন্দে বাস কর।

পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক চিত্রকূট যাত্রা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে, পিতা যেমন ঔরসজাত সন্তানকে স্থানান্তরগমনে উদ্যত দেখিয়া স্নেহভরে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহর্ষিও তাঁহাদিগের শুভোদ্দেশে স্বস্ত্য-

য়ন করিয়া কহিলেন, বৎস রাম! তুমি প্রথমতঃ এই গঙ্গা যমুনার সঙ্গমতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বন পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিলে, এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা অতি সাবধানে যমুনা পার হইবে। এবং কিছুদূর গিয়া পরম পবিত্র অত্যুচ্চ এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। উহার নাম শ্যামবট। ঐ বৃক্ষটী পথশ্রান্ত পথিক জনের বিশ্রাম-নিকেতন-স্বরূপ। উহার দলগুলি হরিদ্বর্ণ, চারি দিকে বিবিধ পাদপশ্রেণী অবিরল ভাবে শোভা হইতেছে। মূলে সিদ্ধপুরুষেরা বাস করিতেছেন। মুনিগণ আতপতাপিত হইলে, সময়ে সময়ে ঐ শ্যামবটের শাখাতলে বসিয়া বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। জানকী গমনকালে কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ তরুবরকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর, আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া সল্লকী, বদরী এবং যমুনাতীরসম্ভূত অন্যান্য বিবিধ পাদপে পরিশোভিত নীলবর্ণ এক রমণীয় কাননপ্রদেশ দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার ঐ পথ দিয়াই চিত্রকূটে গমনাগমন করিয়াছি। ঐ প্রদেশটী অতি সুদৃশ্য ও বালুকাময় এবং উহার কুত্রাপি দাবানল দৃষ্ট হয় না। এজন্য তপোনিষ্ঠ তপস্বি-সংপ্রদায় তথায় পর্ণকুটীর প্রস্তুত করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছেন।

এইরূপে মহর্ষি ভরদ্বাজ চিত্রকূটের গমনপথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে, রাম তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, আমরা তদনুসারেই চলিলাম। আপনি স্বীয় তপোবনে প্রতিগমন করুন। অনন্তর মহর্ষি প্রতি-নিবৃত্ত হইলে, রাম লক্ষ্মণের প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, মহর্ষি কেমন দয়াশীল, তিনি এরূপ অনুকম্পা না করিলে চিত্রকূট গমন আমাদের পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হইত। এই বলিয়া রাম জানকীরে অগ্রে লইয়া জাহ্নবী যমুনার সঙ্গমতীর্থে গমন করিলেন, এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া পারগমনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা মহর্ষির আদেশানুসারে অরণ্য হইতে শুষ্ককাষ্ঠ আহরণ ও উশীর দ্বারা উহা বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন। অনুজ লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা ছেদন পূর্ব্বক জানকীর উপবেশনার্থ একখানি আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে রাম, সাক্ষাৎ কমলার ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎলজ্জিতা প্রেয়সী জানকীরে অগ্রে উঠাইয়া তাঁহার পার্শ্বে আপনাদিগের বসন ভূষণ খনিত্র এবং ছাগচর্ম্ম পরিবৃত পেটক প্রভৃতি যা কিছু ছিল, তৎসমুদায় রাখিয়া পরে লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই উড়ুপারোহণে অতি সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যগত হইয়া

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, অয়ি কালিন্দি! আমি তোমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রতনিয়মকাল অতিবাহিত করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত ও সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারেন, শপথ করিয়া কহিতেছি, তাহা হইলে, সহস্র ধেনু ও শত কলস সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব। পতি-প্রাণা জানকী পতির ভাবি-বিঘ্নশান্তির উদ্দেশে কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া তাহার দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

অনন্তর সকলে, যমুনার তটবর্ত্তী কাননভাগ অতিক্রম করিয়া মহর্ষি প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক শ্যামবটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণি-পাত করিয়া করপুটে কহিলেন, তরুবর! আর্য্যপুত্র পিতৃসত্য পালনার্থ বনগামী হইলেন, প্রার্থনা করি, যেন নির্ব্বিঘ্নে ব্রতপালন পূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় আসিয়া আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে জীবিত দেখিতে পান। এই বলিয়া সীতা ঐ শ্যামবটকে বারংবার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! তুমি জানকীরে লইয়া সাবধানে অগ্রে গমন কর। আমি শর শরাসন লইয়া সকলের পশ্চাৎ গমন করি। গমনকালে, জানকী যে বস্তু দেখিয়া অভি-লাষ করিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ করিও।

জানকী যাইতে যাইতে পথের উভয় পার্শ্বে অদৃষ্টপূর্ব্ব

কুসুমশোভিত লতা বা অন্য যাকিছু দেখিতে পান, অমনি প্রিয়পতির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দেন। তৎকালে জানকী সেই পবিত্র জলবাহিনী কলহংস-সারস-মুখরিতা কালিন্দীর শোভা দেখিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন (১) করিলেন, এবং মাতঙ্গসঙ্কুল মহারণ্যে সুখে বিচরণ করিয়া নিশাগমে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়।

রজনী অবসান হইল, রাম প্রভাত সময়ে লক্ষ্মণকে জাগরিত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মধুর সম্ভাষণে প্রবোধিত করত কহিতে লাগিলেন, বৎস! রজনী প্রভাত হইয়াছে, নিদ্রালস্য (২) পরিত্যাগ কর। ঐ শুন, বনের পক্ষিগণ আলোকদর্শনে পুলকিত হইয়া মনোহর

(১) অনেকেরই সংস্কার আছে, লক্ষ্মণ রামের অনুগমন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অনাহারে ও অনিদ্রায় ছিলেন। কিন্তু আমি বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ শ্লোক ও ষটপঞ্চাশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক পাঠ করিয়া উহার সম্পূর্ণ

স্বরে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। আমাদের প্রস্থানের এই প্রকৃত সময়। এ সময়ে আলস্য পরবশ হওয়া বিধেয় নহে। অতএব লক্ষ্মণ! এক্ষণে উঠ, গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হও। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব দিনের পথশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার জলে অবগাহন করিয়া ঋষিনিষেবিত বিচিত্র পথে চিত্রকূটাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে রাম জানকীর প্রতি সস্পৃহলোচনে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, আহা প্রিয়ে! দেখ দেখ, একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ, বসন্তাগমে পুষ্পবিকাশনিবন্ধন কিংশুক তরুর কেমন আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। সহসা দৃষ্টি-পাত করিলে, বোধ হয় যেন, দাবানলে উহার চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকে অনতিদীর্ঘ পাদপ-শ্রেণী সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে। বসন্তের সৌন্দর্য্যাতিশয় দর্শনে পুল-কিত হইয়াই যেন কলকণ্ঠ কোকিলকুল কুলায়ে

বিপরীত ভাব দেখিলাম। ইহাতে ঐ সংস্কার নিতান্তই অলীক বোধ হওয়ায় সন্দেহভঞ্জনার্থ শ্লোক দুইটি নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। পাঠকগণ পাঠ করিয়া চিরাগত সংস্কারটি এখন বিদূরিত করিবেন। "ক্রোশমাত্রং ততোগত্বা ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ। বহূন্ মেধ্যান্ মৃগান্ হত্বা চেরতুর্যমুনাবনে॥ ১॥ অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং বসুপ্তমনন্তরম্। প্রবোধয়ামাস শনৈর্লক্ষ্মণং রঘুপুঙ্গবঃ। ২॥

বসিয়া কুহুরব করিতেছে। ময়ূরগণের কেকারবে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইতেছে। প্রতিবৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান রহিয়াছে। কিন্তু এখানে ভোগ করিবার কেহই নাই। বৃক্ষের গলিত পত্রে ও স্বয়ংপতিত ফল পুষ্পে সমস্ত বনস্থলী আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অদূরে চিত্রকূট পর্ব্বত। উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ। প্রমত্ত মাতঙ্গেরা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিনিয়ত ঐ পর্ব্বতে বিচরণ করিতেছে। বিহঙ্গমেরা কুলায়ে বসিয়া কল নিনাদে চারি দিক্ আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। অলিকুল গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে করিতে একবার মধুপান করিতেছে, আর বার দলবদ্ধ হইয়া উড্ডীন হইতেছে। অতএব প্রিয়ে! চিত্রকূট আমাদের পক্ষে সর্ব্বাংশেই বাসের উপযোগী হইবে। এখানে থাকিলে, বোধ হয়, আমাদিগকে বনবাসের যাতনা বড় উপভোগ করিতে হইবে না।

এই বলিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত পাদচারে কিয়দ্দূর গিয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এবং তথায় উপনীত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এখানে ফলমূল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে। এখানকার জল অতি নির্ম্মল ও পরম পবিত্র। এখানে বাস করিলে, বোধ হয়, জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত আমাদিগকে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। এখানে অনেকানেক প্রশান্তমূর্ত্তি মহর্ষিগণ বাস করিতে-

ছেন। অতএব বৎস! চিত্রকূট কোন অংশেই আমাদের ক্লেশকর হইবে না। আমরা এই স্থানেই বাস করিব।

এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা প্রথমে বাল্মীকি (১) নামক কোন এক মহর্ষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে আত্মনিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা ও যথোচিত উপচারে সৎকার করিয়া সুখী হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! দেখিলাম। চিত্রকূট অতি রমণীয় স্থান, এখানে বাস করিতে আমার নিতান্তই অভিলাষ। অতএব, তুমি এক্ষণে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ কর। তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে নানাপ্রকার আরণ্য তরুলতা আনয়ন করিয়া একখানি গৃহ প্রস্তুত করিলেন। ঐ পর্ণকুটীরের চারি দিক্ কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য হইয়াছে দেখিয়া, রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন। বৎস! বহুদিন এক স্থানে বাস করিতে হইলে, অগ্রে বাস্তুযাগ করিয়া পশ্চাৎ গৃহপ্রবেশ করিতে হয়, অতএব তুমি এক্ষণে পবিত্র মৃগ বধ করিয়া তাহার মাংস আনয়ন কর। সেই পবিত্র মাংসে অগ্রে বাস্তুযাগ করিয়া পশ্চাৎ গৃহ প্রবেশ

---

(১) এ বাল্মীকি রামায়ণের রচয়িতা নহেন। ঋষিবিশেষ মাত্র।

করিব, দেখ, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বিধির অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

আদেশমাত্র লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে যজ্ঞীয় মৃগ বধ করিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে রাম পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি গিয়া ত্বরায় এই মৃগমাংস পাক কর। আমি স্বয়ংই গৃহযাগ করিব। দেখ, অদ্যকারদিবসের নাম ধ্রুব, বিশেষতঃ এ মুহূর্ত্তটীও অতিশয় প্রশস্ত; অতএব এই লগ্নেই বাস্তুযাগ করা কর্ত্তব্য। তুমি যত্নবান্ হও।

অনন্তর, পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ আরণ্য কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে ঐ পবিত্র মাংস নিক্ষেপ করিলেন। এবং উহা শোণিতশূন্য ও সুপক্ক হইয়াছে দেখিয়া রামকে কহিলেন, আর্য্য! আমি এই পবিত্র মৃগমাংস পাক করিয়া আনিলাম, আপনি গৃহযাগ আরম্ভ করুন। তখন দৈবকার্য্যকুশল সর্ব্বগুণাকর রাম কৃতস্নাত ও কৃতাহ্নিক হইয়া যাগসমাপক মন্ত্র দ্বারা বাস্তুযাগ করিলেন, এবং যথাবিধি দেবপূজা সমাপনান্তে পবিত্র হইয়া যাগবিশুদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বপাপবিনাশন রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া পরে বাস্তুদোষশান্তির উদ্দেশে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সমস্ত দৈব কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, সত্যকব্রত লোকাভিরাম রাম যথাবিধানে নদীতে

অবগাহন করিয়া আশ্রমোচিত চৈত্য, আয়তন ও বেদী সমস্ত তথায় প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন, এবং দেবতারা যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন, তদ্রূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই মনোহর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই রমণীয় চিত্রকূট এবং উৎকৃষ্ট অবতরণ-পথযুক্ত মৃগপক্ষিনিনাদিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। ইতস্ততঃ মৃগ বরাহের সঞ্চরণ, ফল পুষ্পভরে আনমিত অনতিদীর্ঘ আশ্রমতরু, নদীপ্রস্রবণ ও দিনদিন অভিনবভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। ফলতঃ তিনি ঐ সকল স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে একপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে তিনি হস্তগত রাজ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সুদীর্ঘ কালের নিমিত্ত একেবারে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে, সে দুঃখও সর্ব্বথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সপ্ত পঞ্চাশ অধ্যায়।

এদিকে রাম দুঃখিত মনে ও কাতর বচনে সুমন্ত্রের সহিত বহুক্ষণ শোকসূচক কথোপকথন করিয়া ভাগীরথীর

দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহার পরম সুহৃদ্ নিষাদ-রাজ নিতান্ত দীন ভাবে স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্র, গুহপ্রেরিত লোকমুখে রামের প্রয়াগস্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্যগ্রহণ এবং চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান প্রভৃতি সমুদায় সম্যক্ অবগত হইয়া নিষাদরাজের আজ্ঞানুক্রমে রথে অশ্ব যোজনা করিলেন, এবং দীন নয়নে ও শুষ্ক মুখে রোদন করিতে করিতে অযোধ্যাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। সুমন্ত্র শৃঙ্গবের পুর হইতে যে দিন নিক্রান্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিবসে সায়ং সময়ে, অযোধ্যায় উপনীত হইলেন, দেখিলেন, নগরীর আর সে ভাব নাই। জনশূন্য স্থানের ন্যায় একেবারে নিঃশব্দ হইয়া পড়িয়াছে। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে মোহে একান্ত আক্রান্ত ও বিমনায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এই নগরী রামের অদর্শন-রূপ প্রবল শোকানলে রাজা প্রজা সমুদায়ের সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে দ্বারে উপস্থিত হইয়া অনতিবিলম্বে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হই-লেন। তখন পৌরবর্গেরা সুমন্ত্র আসিয়াছেন, দেখিয়া "আমাদের রাম কোথায়" কেবল পুনঃ পুনঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাব-মান হইল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথী পার হইয়া গিয়া-ছেন। আমি তাঁহার বিষয় অধিক আর কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসিরা, "রাম ভাগীরথী পার হইয়া গিয়াছেন," সুমন্ত্রমুখে এই শোকাবহ সংবাদ শুনিয়া অসীমশোক ভরে অমনি "হা রাম!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কেহ কেহ জলধারাকুল লোচনে "হা হতোস্মি" বলিয়া কখন বক্ষে করাঘাত ও কখন নিজ নিজ দুর-দৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া শোকজনিত নিশ্বাস-ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া সুমন্ত্রের প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিযা করুণস্বরে কহিতে লাগিল, হায়! সুমন্ত্র রাজার মন্ত্রী, রাজার সারথি ও চিরকাল রাজার প্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়া রাজার প্রাণপ্রতিম রামচন্দ্রকে কোন্ প্রাণে নির্জন কাননে বিসর্জন দিয়া আসিলেন। এমন শোকাবহ কার্য্যেও যখন ইহাঁর হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হইল না, তখন বোধ হয়, বিধাতা পাষাণ হইতেও কঠিনতর কোন বস্তু দ্বারা ইহাঁর হৃদয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা পাষাণ হইলে অবশ্যই দ্রব হইত; এমন জীবনদুর্ল্লভ রাম-রত্নকে অনাথের ন্যায় অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রতিগমন করিতে পারিতেন না। আহা! ইতিপূর্ব্বে যে রথে রাজীবলোচনকে দর্শন করিয়া আমা-দের হৃদয়ের সকল সন্তাপ বিদূরিত হইয়া যাইত, অধুনা রামবিরহে সেই রথ আমাদের সুখের আশা সুদূরে অপসারিত করিয়া প্রবল দুঃখানল প্রজ্বলিত করিতেছে।

আহা! রাম আমাদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিনিয়ত প্রতি-পালন করিতেন, কিসে আমরা সুখী হইব, আমাদের সংসারযাত্রাই বা কিরূপে সুখে নির্ব্বাহ পাইবে, তিনি দিবা নিশি এই চিন্তায় আকুল হইতেন; আমরা সেই প্রিয়দর্শনের দর্শনসুখ অনুভব না করিয় আর কিসুখে পাপ দেহভার বহন করিয়া থাকিব। হায়! অতঃপর দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ বা উৎসব কার্য্যেও তাঁহার দর্শনলাভ দুর্ল্লভ হইয়া উঠিল। পৌরবর্গেরা রামের বিরহানলে নিতান্ত অধীর হইযা দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় এইরূপ বিলাপ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

ঐসময়ে বাতায়নবর্ত্তিনী পৌরমহিলারা রাজপথে শূন্য রথ দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে চতুর্দ্দিক্ হইতে হাহাকার করিতে লাগিল। শূন্যরথ অবলোকনে তাহাদের শোকা-নল যেন দ্বিগুণতর হইয়া উঠিল। সুমন্ত্র গমনকালে বিপণীপথের চতুর্দ্দিকে এইরূপ কাতরধ্বনি ও বিলাপপূর্ণ বাক্য শুনিয় শোকে মোহে ও লজ্জায় বসনে বদন আবৃত করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অতিবেগে তথায় উপনীত হইয়া রথ-হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষা ক্রমশঃ পাদচারে অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, ইত্যব-সরে পুরনারীগণ প্রাসাদ হইতে সুমন্ত্রকে একাকী উপ-নীত হইতে দেখিয়া হাহাকার পূর্ব্বক অশ্রুপরীত ও অঞ্জনশূন্য আয়ত নয়নে পরস্পর পরস্পরের প্রতি

চাহিতে লাগিলেন। শোকাকুলা রাজমহিষীরা প্রাসাদ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক বিষণ্ণ মনে মৃদুবচনে কহিলেন, হায়! সুমন্ত্র আমাদের অমূল্যনিধি রামরত্নকে সঙ্গে লইয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে বনবাসে বিসর্জন করিয়া একাকীই সমাগত হইলেন. জানিনা, এখন শোকাকুলা কৌশল্যাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা করিবেন। যে রাম রাজাসনে আসীন হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে দীক্ষিত হইবেন, সেই রাম স্বর্ণপুরী শূন্য করিয়া একেবারে নিসাদসেবিত মহাঅরণ্যে প্রস্থান করিলেন, দেখিয়াও যখন কৌশল্যার পাপদেহে জীবন রহিয়াছে, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দুঃখের এবং অসময়ে মৃত্যুও সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে, যদি হইত, মহিষী এ শোকসাগর হইতে অবশ্যই পরিত্রাণ পাইতেন।

সুমন্ত্র রাজমহিষীগণের মুখে এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শোকে মোহে অতীব আকুল হইয়া অতি-কষ্টে অষ্টম কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, রাজা দশরথ রামবিরহে একান্ত অধীর ও ধরাসনে শয়ান হইয়া অনিবার কেবল "হা রাম।" এই করুণবাক্য মুখে উচ্চারণ করিতেছেন। দুর্ব্বিষহ পুত্রশোকদহনে দিবানিশি অন্তর্দ্দাহ হওয়াতে তাঁহার শরীর নিতান্ত শীর্ণ, বিবর্ণ ও কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। তিনি কখন প্রবলবেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতেছেন, কখন ধরায়

লুণ্ঠিত হইয়া আত্মভর্ৎসন, কখন রামের গুণকীর্ত্তন কখন বা কৌশল্যাকে অনুনয়, কখন বা সহসা সঞ্জাত রোষভরে কৈকেয়ীকে তিরস্কার করিতেছেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া সাশ্রুনয়নে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, মহারাজ! এ হতভাগ্য আপনার অমূল্য নিধিকে অরণ্যবাসে বিসর্জ্জন দিয়া আসিলু, এই বলিয়া, রাম যেরূপ কহিয়া দিয়াছেন, তৎসমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। দশরথ অনিমেষ-নেত্রে সুমন্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শুনিতে লাগিলেন। নয়ন যুগল হইতে অবিরল ধারায় বারিধারা পড়িতে লাগিল, তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন ও ইন্দ্রিয় সকল বিবশ হইয়া উঠিল। তিনি তখন আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না। কেবল একবার 'হা রাম!" এই শোকাবহ বাক্য উচ্চারণ করিয়া অমনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে রাজমহিষীরা চারি দিক্ হইতে হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও সুমিত্রা অতিকষ্টে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন, এবং ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন, আর শোক করিবেন না, আপনি এরূপ শোকাকুল হইলে, আপনার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। দেখুন, যিনি আমাদের হৃদয় শূন্য করিয়া দুষ্কর কার্য্য সাধনে ব্রতী হইয়াছেন, সুমন্ত্র তাঁহারই সংবাদ লইয়া

বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, আপনি ইহাঁর সহিত আলাপ করিতেছেন না কেন? সেই অমূল্য নিধিকে বনবাসে বিদায় দিয়া এখন কি আপনার লজ্জা হইতেছে? আপনি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রের সহিত আলাপ করিতেছেন না, একবার চাহিয়া দেখুন, সে পামরী এখানে উপস্থিত নাই। আপনি সে আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন, একবার বিশ্বস্তমনে সুমন্ত্রের সহিত বাক্যালাপ করুন। শোকাকুলা কৌশল্যা বাষ্পগদগদকণ্ঠে মহীপালকে এইরূপ বলিয়া ভূমিতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে ভূতলে পতিত ও পতিকে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরমধ্যে তুমুল আর্ত্তনাদ ও রোদনধ্বনি শুনিয়া অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। অযোধ্যায় আবার তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল। ফলতঃ সুমন্ত্রের আগমনে রামের বিয়োগজনিত শোকানল যেন পুনর্ব্বার [illegible] য়া প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল।

অষ্ট পঞ্চাশ অধ্যায়।

অনন্তর মূর্চ্ছাবসানে বীজনাদি দ্বারা চেতনাসঞ্চার হইলে, দশরথ রামের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে তিনি অসহনীয় ক্লেশ-পরম্পরা সহিতে না পারিয়া অচিরধৃত মাতঙ্গের ন্যায় কখন ঘন ঘন নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতেছিলেন, কখন হৃদয়মধ্যে রামরূপ চিন্তা করিয়া বক্ষে করা-ঘাত পূর্ব্বক প্রবল বেগে অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন, এমত সময়ে সুমন্ত্র রোদন করিতে করিতে রাজ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ রাজা সুমন্ত্র-দর্শনে শোকে এরূপ অভিভূত হইলেন, যে ক্ষণকাল তাঁহার বাক্য নিঃসরণ হইল না। পরে অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া জলধারাকুল লোচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! বল বল, তুমি আমার হৃদয়নন্দনকে কোথায় রাখিয়া আসিলে। বৎস আমার কি বলিয়া দিয়াছেন? আহা! আমার পদ্মপলাসলোচন এখন কেমন করিয়া অনাথের ন্যায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, আতপতাপে মুখকমল মলিন হইলে এখন

স্নেহনয়নে কে তাঁহার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতেছে, পথ-পরিশ্রমে পিপাসিত হইলে এখন জননীর ন্যায় সস্নেহ সম্ভাষণে কে তাঁহাকে জলদান করিতেছে, ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, এখন কে তাঁহার মুখ চাহিয়া আহার করা-ইতেছে। হায়! আমার রাম এতকাল হিরক মণ্ডিত-পর্য্যঙ্কস্থিত দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া এখন কি রূপে বনের অনাবৃত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন। গমন কালে চতুরঙ্গিণী সেনা ও কত শত স্তুতিপাঠকেরা যাঁহার গুণ গরিমা গান করিতে করিতে অনুগমন করিত, আমার সেই নবঘনশ্যাম রাজীব-লোচন এখন কেমন করিয়া অনাথের ন্যায় পদব্রজে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছেন। সেই বিশাললোচনা জানকী এখন কি রূপে কালভুজঙ্গ-নিষেবিত কানন-মধ্যে কাল যাপন করিবেন? সেই সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ কি এত দীর্ঘ কাল বনবাসের অসহনীয় ক্লেশ পরম্পরা সহ্য করিতে পারিবেন? সুমন্ত্র! তুমি য ন মন্দর পর্ব্বত মধ্যে অশ্বিনীকুমারযুগলের ন্যায় কুমার-দ্বয়কে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য, তুমিই সুখী হইয়াছ। এক্ষণে বল, আমার রাম কি বলিয়া দিয়াছেন, সেই অসূর্য্যস্পশ্য-রূপা জানকী বনেচরবধূর ন্যায় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া হতভাগ্য দশরথকে উদ্দেশ করিয়া কি কহিয়াছেন এবং পুরুষোত্তম লক্ষ্মণই বা আমায় কি বলিয়া দিয়াছেন।

সুমন্ত্র! ত্বরায় বল; আর বিলম্ব করিও না। আমার জীবন কেবল এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্যই এতক্ষণ বহির্গত হয় নাই।

সুমন্ত্র বৃদ্ধ রাজার এইরূপ বিলাপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমার প্রত্যাগমন সময়ে যুবরাজ মহারাজের চরণে প্রণিপাত জানাইয়া ধর্ম্মানুগত বাক্যে আমাকে কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া প্রথমে আমার জগদ্বিখ্যাত ধার্ম্মিক-বর পিতৃদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিবে। তৎপরে অন্তঃপুরবাসিনী মাতৃগণকে যথাযোগ্য অভিবাদন জানাইয়া আমার কুশল সংবাদ নিবেদন করিবে। পরিশেষে আমার দুঃখিনী জননীর পদারবিন্দে আমার কোটী কোটী প্রণিপাত ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানাইয়া কহিবে, আমাদের নিমিত্ত যেন তিনি কিছুমাত্র শোকাকুল হন না, আমরা যেখানে সেখানে থাকি, তাঁহার চরণপ্রসাদে কোন স্থানেই আমাদের বিপদ সম্ভাবনা নাই। তিনি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া অগ্নিগৃহে গমনপূর্ব্বক অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা করেন, ভ্রমেও যেন পিতৃদেবের পাদ-সেবায় পরাঙ্মুখ না হন আর আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে, আমি জ্যেষ্ঠা মহিষী বলিয়া মানাভিমান যেন কদাচ মনে আনেন না। এবং আর্য্যা কৈকেয়ীকে যেন মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে কখন ন্যূন বলিয়া বিবেচনা না করেন, আর রাজা জ্যেষ্ঠ না হইলেও রাজধর্ম্মানুসারে

সকলের পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব সাবধান, যেন যুবরাজ ভরতের কদাচ অবমাননা না হয়। সুমন্ত্র! তুমি অতি বিনয় সহকারে আমার জননীকে এই সকল কথা কহিয়া পরিশেষে ভরতকেও আমার অনাময় সংবাদ জানাইবে এবং আমার অনুরোধ জানাইয়া কহিবে, তিনি যেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করেন, এবং যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পরম দেবতা পিতাকেই যেন প্রকৃত রাজা বলিয়া মনে করেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, শেষাবস্থায় তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ হয় না। অতএব রাজ্যমধ্যে তাঁহার প্রভুত্বই যেন প্রচারিত থাকে। মহারাজ! রাম সকলকে এই রূপ কহিয়া গলদশ্রু লোচনে পরে আমায় বলিলেন, সুমন্ত্র! আমার জননী অতি দুঃখিনী, আমার বিরহে তিনি জীবন্মৃতপ্রায় হইয়া আছেন, তুমি আপন জননীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করিও। এইমাত্র বলিয়াই মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

সারথি সুমন্ত্র এইরূপে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় রাজার কর্ণগোচর করিয়া পরে কহিলেন, মহারাজ! রামের বাক্য শেষ হইলে, লক্ষ্মণ তরুণসুলভ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! মহারাজ কি অপরাধে এই সর্ব্বগুণাকর আর্য্য রামকে বনবাসে নির্ব্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ীর স্ত্রীজাতিসুলভ লঘু আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে অচি-

স্তনীয় শোকাবহ ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলেন, ইহা যুক্তই হউক বা অযুক্তই হউক, ইহাতে আমরা যার পর নাই ব্যথিত ও অপার বিসাদসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। বলিতে কি, সেই স্ত্রৈণ রাজা হইতে এই জগদ্বিখ্যাত রঘুবংশ চিরকালের নিমিত্ত অভিনব কলঙ্কপঙ্কে দূষিত হইযাছে। আর্য্য রামের নির্ব্বাসন, কৈকেয়ীর লোভনিবন্ধনই হউক, বা বস্তুতই বরদান বশতই ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে সর্ব্বথা অকার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যদি ভবিতব্যতা-নিবন্ধন এই অভাবিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? কিন্তু আর্য্য রাম কোন অংশেই ত্যজ্য নহেন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, এরূপ কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে, মহারাজ বৃদ্ধকালে কেবল্ লঘুবুদ্ধি ও কামের বশীভূত হইয়াই এই শোকাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। সুমন্ত্র! বলিব কি, মহারাজের এই অসৎ কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেও আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না, আর্য্য রামকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়া তিনি কি পিতার কার্য্য করিয়াছেন? তাঁহাকে কোন্ গুণে আর পিতা বলিয়া সম্বোধন করিব। আর্য্য রামই আমার পিতা, রামই আমার ভ্রাতা, রামই আমার বন্ধু ও রামই আমার প্রভু।

আহা! যিনি পিতার ন্যায় সমস্ত লোকের হিতসাধন করিতেন, যিনি সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের দ্বিতীয় অবতার-স্বরূপ, জানি না, সেই স্বভাবসুন্দর পুরুষোত্তমকে অকারণে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ এখন কি রূপে প্রজা-লোকের মনোরঞ্জন করিবেন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, এই অসৎকার্য্যনিবন্ধন সকল লোকের সহিতই তাহার বিরোধ উপস্থিত হইবে। তাঁহার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠিবে।

মহারাজ! বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, যৎকালে লক্ষ্মণ তরুণ সুলভ ক্রোধের বশীভূত হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন, ঐ সময়ে হরিণনয়না জানকী ভূতাবিষ্টার ন্যায় জগতের ভাব সমস্ত বিস্মৃত হইয়াই যেন নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর ঘন ঘন নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নয়নজলে সেই কোমলাঙ্গীর কলেবর ভাসিয়া যাইতে লাগিল। “রাজর্ষি জনকের কন্যা, উত্তরকোশলের অধীশ্বর রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ হইয়াও বনেচরবধূর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিতে হইল,, এই ভাবিয়া জানকী শোকভরে আমাকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। আর এক এক বার শুষ্কমুখে ও শূন্য হৃদয়ে রামচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কারতে লাগিলেন। পরে আসিবার সময় আপনার এই রথ ও আমার প্রতি

অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর, আমি, রাম লক্ষ্মণের বিয়োগদুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। চির সারথি বলিয়া রাম যদি আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবেরপুরে নিষাদরাজের আবাসে কিছুকাল অবস্থান করিলাম। কিন্তু মহারাজ! এ হতভাগ্যের সে আশা আর সফল হইল না। পরে আমি ভগ্নমনোরথ হইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আসিবার সময়, আমার অশ্বগণ রামশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অজস্র অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্ববৎ আর রথ বহন করিতে পারিল না। মহারাজ! প্রত্যাগমনকালে আমি দেখিলাম, আপনার অধিকারমধ্যে তরুলতা সকল রামের বিরহানল সহিতে না পারিয়াই যেন কুসুম, কোরক ও অঙ্কুরের সহিত ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী ও দীর্ঘিকার জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত। কি বনে, কি উপবনে তড়াগ ও পল্বল সকল

শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। সরোবরের কমল, কুমুদ ও কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল রামের শোকানলে সন্তপ্ত হইয়াই যেন নিতান্ত দীনদশা প্রকাশ করিতেছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা দিবানিশি নিষ্পন্দভাবে জল-মধ্যে বিলীন রহিয়াছে। পুষ্পবাটিকার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই। জলজ ও স্থলজ পুষ্পে আর সৌরভ নাই। ফলও বিস্বাদ হইয়াগিয়াছে। বনমধ্যে বিহঙ্গমেরা রামের বিরহানলে কাতর হইয়া স্বভাবসিদ্ধ শ্রুতিসুখকর মধুর শব্দও পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবানিশি নিষ্পন্দভাবে রহিয়াছে। চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ, হিংস্র জন্তুগণও আর যথেচ্ছ গমনাগমন করিতেছে না। উপবনের রমণীয়তা আর পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে না। মহা-রাজ! আপনার অধিকার মধ্যে এইরূপ দীনদশা দেখিতে দেখিতে আমি যখন অযোধ্যার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হই-লাম; তৎকালে আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না। রামকে দেখিতে না পাইয়া অমনি হাহাকার করিয়া উঠিল। রাজপথবাহী সমস্ত লোকেরা রাজপথে রামশূন্য রাজরথ নিরীক্ষণ করিয়া শোকজনিত সুদীর্ঘ-নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিরল ধারায় নেত্রবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পৌরমহিলারা পুরমধ্যে শূন্য রথ অবলোকন করিয়া রামের বিরহবেদনায় হাহাকার করিয়া রোদন আরম্ভ করিল। এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া সজলায়ত

লোচনে ও শুষ্ক মুখে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। অধিক কি, আমি যে দিকে নেত্রপাত করি, সেই দিকেই দেখি, রামশোকে বিষণ্ণ হইয়া কেহ ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রবল বেগে বক্ষে করাঘাত করিতেছে। কেহ "হা রাম" বলিয়া মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতেছে, কেহ আপনার দুরদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইতেছে, কাহারও মনে হর্ষের লেশমাত্র নাই। মহারাজ! মনুষ্যের কথা আর কি কহিব, রামের বিরহানল সহিতে না পারিয়া মাতঙ্গ তুরঙ্গ প্রভৃতি পশুজাতিরাও ম্লান বদনে ও দীন-নয়নে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চীৎকার শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই সমস্ত দীনদশা দেখিয়া আমার বোধ হইল, পুত্রশোকাকুলা কৌশল্যার ন্যায় সমস্ত নগরীও যেন শোচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে।

রামের বলবতী বিরহবেদনায় মহীপাল পূর্ব্বেই মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, অধুনা সুমন্ত্রমুখে কোশলরাজ্যের এইরূপ বিপরীত ভাব শুনিয়া "হায় কি হইল" কেবল এই শোকাবহ বাক্য একবারমাত্র উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎ কাল পরে চেতনা সঞ্চার হইলে তিনি অপেক্ষাকৃত কথঞ্চিৎ শোক সংবরণ করিয়া দীন নয়নে ম্লান বদনে কহিতে লাগিলেন; সুমন্ত্র! আমি যখন নীচ বংশজা কৈকেয়ীর

কুমন্ত্রণায় পড়িয়া রামনির্ব্বাসনে অঙ্গীকার করি; তখন মন্ত্রণানিপুণ মন্ত্রিগণ কি বন্ধুগণ কি অমাত্যগণ কাহারও সহিত এবিষয়ের বিচার করি নাই। ইহাতেই বোধ হয় ভবিতব্যতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা লঙ্ঘন করা যায় না। এই সুবিখ্যাত ইক্ষ্বাকুবংশ আমা হইতেই উৎসন্ন হইবে, শেষ দশায় "হা রাম হা রাম" বলিয়া আমার প্রাণ নির্গত হইবে, বিধাতা ইহা পূর্ব্বেই যোজনা করিয়াছিলেন, তাহা না হইলে, শত শত বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ সত্ত্বে সামান্যা কামিনীর অনুরোধে এমন সর্ব্বনাশের ব্যাপার সম্পাদন করিব কেন? সুমন্ত্র! এক্ষণে যাহা হইবার, হইয়াছে, আমার এইমাত্র অনুরোধ, আমি যদি কখন তোমার কোন উপকার করিয়া থাকি, তবে এ সময়ে একবার আমাকে রামের নিকট লইয়া চল। তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায় হইয়াছে। অথবা যতশীঘ্র পার রামকেই একবার আমার সম্মুখে লইয়া আইস। আমি রাম ব্যতিরেকে আর মুহূর্ত্তকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সুমন্ত্র! এতক্ষণে রাম অনেক দূর গিয়া থাকিবেন, তুমি আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। আর বিলম্ব করিও না। যদি গমন পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকে, তবে একবার সেই শশাঙ্ক-নিন্দিত নবঘনশ্যাম রামরূপ নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হা! বৎস রামচন্দ্র! আমার অন্তিমকাল উপস্থিত; এসময়ে তোমার সহাস্য বদন

একবার দেখিতে পাইলাম না; অন্তঃকরণে বড়ই আক্ষেপ রহিল। রাম! এ সময়ে একবার আসিয়া এ পাপিষ্ঠের এ নরাধমের অঙ্গভূষণ হও। সুমধুর স্বরে এ নির্দ্দয়কে পিতা বলিয়া একবার সম্বোধন কর, শুনিয়া আমি ইহজন্মের মত বিদায় হই। হা পিতৃবৎসল! পিতৃধর্ম্ম যে কি প্রকারে পালন করিতে হয়, তুমিই তাহার নূতন পথ উদ্ভাবিত করিয়া জগতের দৃষ্টান্তস্থলাভিষিক্ত হইলে। আমি ইহজন্মে আপন দুষ্কৃতির পরিণাম ভোগ করিতেছি, কিন্তু আর এ দুঃসহ যাতনা সহ্য করিতে পারি না। এক্ষণে কালের শরণাপন্ন হইয়া সকল শোক, সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ ও সকল পরিতাপ একে বারে বিসর্জন করি। হা বৎস রামচন্দ্র! হা বৎস লক্ষ্মণ! হা বৎসে সীতে! তোমরা এখন কোথায় রহিয়াছ; তোমাদিগকে না দেখিয়া আমি এখানে অনাথের ন্যায় কালগ্রাসে পতিত হইলাম, তোমরা কিছুই জানিতে পারিলে না।

বৃদ্ধরাজা দশরথ পুত্রশোকে একেবারে হতচেতন হইয়া এইরূপে বিলাপ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রামবিরহে যেরূপ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে যে উদ্ধার পাইব এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের বিয়োগ জনিত শোকই ঐ মহাসাগরের প্রবাহ, আমাদের দীর্ঘনিশ্বাস উহার তরঙ্গবহুল আবর্ত্ত, বাহুবিক্ষেপ উহার মৎস্য, রামশোকার্ত্ত জনগণের রোদনই ঐ মহাসাগরের কল্লোল-

ধবান, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী ঐ মহাসাগরের বড়বানল, তাহার প্রার্থনা তীরভূমি, কুব্জার কুমন্ত্রণা উহার নক্রকুম্ভীর স্বরূপ, আমার রামের নির্ব্বাসন ঐ মহাসাগরের বিস্তার, আমাদের অশ্রুরূপ নদীর স্রোত নিরন্তর পতিত হওয়ায় উহা নিতান্ত আবিল হইতেছে। এবং ঐ মহাসাগর আমার নয়ন বারিতেই উৎপন্ন হইয়াছে। মহির্ষি! দেখ, রামের-অদর্শনে আমি দিবা নিশি এই মহাসাগরে সন্তরণ করিতেছি। একবার রামকে দেখাইয়া আমার প্রাণ বাঁচাও। হায়! আমি জন্মান্তরে কতই যে অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলাম, পুত্রবান্ ব্যক্তির ক্রোড়শূন্য করিয়া কতই যে কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমি রামরত্নকে হারাইয়া এখন তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছি। নতুবা নিতান্ত গর্হিত পাপ না করিলে, শেষ দশায় আমার এরূপ সর্ব্বনাশ হইবে কেন? এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার শোকসাগর অনিবার্য্য বেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। তিনি হতচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

তখন রামজননী কৌশল্যা স্বামীর তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া ভূতাবিষ্টার ন্যায় মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত হইতে লাগিলেন। একেইত পুত্রশোকানলে দিবা নিশি তাঁহার অন্তর্দ্দাহ হইতেছে, ইহার পর আবার রাজার সেই শোকাবহ ভাব অবলোকন করিয়া রাজ্ঞীর শোক ও পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি তখন কি করিবেন, কাহাকেই বা কি বলিবেন, কিছুই স্থিরতর করিতে না পারিয়া কেবল "হা রাম!" বলিয়া মুক্ত কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, এবং ধরাতলে বিলুণ্ঠিত ও মৃত প্রায় হইয়া করুণ স্বরে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, রামের বিয়োগযাতনায় আজ আমি কোন মতেই প্রাণধারণ করিতে পারিব না। তুমি শীঘ্র রথ ফিরাইয়া আন, আমার সেই নবঘনশ্যাম পদ্মপলাসলোচন স্বর্ণপুরী শূন্য করিয়া যে স্থান অলঙ্কৃত করিতেছেন, অসূর্য্য-

স্পশ্যরূপা জনকাত্মজা রাজ্যসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামীর সহগামিনী হইয়া যে স্থানে বিচরণ করিতেছেন, ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন যেখানে ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিতেছেন, আমি সেই নিবিড় কাননে গিয়া দিবানিশি তাঁহাদের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিব, আমি রামবিরহে আর ক্ষণকালও দেহ ধারণ করিতে পারিব না।

রামবিরহে রামজননীর এইরূপ কাতর বাক্য শুনিয়া সুমন্ত্র কাতর স্বরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, দেবি! ক্ষান্ত হউন, রামের জন্য কিছুমাত্র শোক করিবেন না, আপনার রাম সামান্য নহেন, তিনি, যেমন অযোধ্যায়, অরণ্যেও তেমনি নির্ভয়ে ও সুখ স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন। এই স্বর্ণঅট্টালিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তিনি যে বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অণুমাত্রও ক্লেশ বোধ হইতেছে না, পিতৃসত্য পালন করিবেন বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ব্বাপেক্ষা বরং প্রফুল্ল দেখিয়া আসিলাম। আপনি তাঁহার নিমিত্ত অণুমাত্রও কাতর হইবেন না। দেখিবেন, এই চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই আপনার পদ্মপলাসলোচন সহাস্য বদনে আবার প্রত্যাগমন করিবেন। অযোধ্যা নগরীও তখন পূর্ব্ববৎ আহ্লাদভরে নৃত্য করিতে থাকিবে। মহিষি! আরও দেখুন, রামচন্দ্রের নিমিত্ত এত শোকাকুল হওয়া কোন মতে উচিত বোধ হইতেছে না। ভ্রাতৃবৎসল সুমিত্রানন্দন পারত্রিক সুখ

লাভের অভিলাষে দিবানিশি তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। পতিপ্রাণা জানকী পতির সহবাসে বনবাসেও গৃহবাসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন। বলিতে কি, আপনার সেই পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কোমলাঙ্গীর বনবাসনিবন্ধন কিছুমাত্র কাতর ভাব লক্ষিত হইতেছে না। তাঁহার মুখচন্দ্র যেরূপ প্রফুল্ল দেখিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি যেন বনবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই উপযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেরূপ বিহার করিতেন, এক্ষণে অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াও পতির সহবাসে বালিকার ন্যায় সেই রূপ অক্লেশে বিচরণ করিতেছেন। যাঁহার মন প্রাণ প্রাণান্তেও রামের পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না, যাঁহার জীবন নিরন্তর আপনার রাজীবলোচনে আয়ত্ত রহিয়াছে; এই রামশূন্য অযোধ্যাই তাঁহার পক্ষে অরণ্যবৎ হইত। তিনি যাইতে যাইতে নানাপ্রকার নদী, নগর ও নানাবিধ তরুলতা দর্শন করিয়া রাম অথবা লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া পরক্ষণেই তাঁহাদের মুখে তৎসমুদায় সম্যক্ অবগত হইতেছেন। অধিক কি, তিনি মনে করিতেছেন, যেন অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহারক্ষেত্রেই তিনি অবস্থিত রহিয়াছেন। দেবি! আপনার জানকীর বিষয় আমি এই পর্য্যন্তই জানি; আর তিনি যে কৈকেয়ীসংক্রান্ত কথা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হইতেছে না।

সুমন্ত্র অনবধান বশতঃ কৈকেয়ীর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশল্যার পক্ষে নিতান্তই অসহ্য হইবে, এই ভয়ে সে কথা অন্য কথায় গোপন করিয়া, যাহাতে রাজ্ঞীর শোকাপনোদন হয়, তাহাই কহিতে লাগিলেন, দেবি! পথপর্য্যটন, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপও আপনার জানকীর জ্যোৎস্নাময়ী কান্তি মলিন করিতে পারে নাই। তাঁহার সেই সুধাংশুনির্নিন্দিত সহাস্য বদন কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তকরাগশূন্য, কিন্তু স্বাভাবিক রক্ততাবশতঃ আজও কমলকলিকা সদৃশ প্রভাসম্পন্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। অনুরাগ নিবন্ধন তিনি এখনও পতির প্রীতিকর ভূষণ ধারণ করেন। এবং নূপুরাঞ্চিত চরণবিক্ষেপে মরালকুল পরাজিত করিয়াই যেন সবিলাসে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন। তিনি রামের ভুবনবিজয়ী বাহুযুগল আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং অরণ্যমধ্যে কি সিংহ, কি শার্দ্দূল, কি হস্তী, যাহাই কেন দেখুন না, তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র ভয়সঞ্চার হইতেছে না। অতএব দেবি! আপনি তাঁহাদের নিমিত্ত আর শোক করিবেন না, তাঁহাদের বিপদ আশঙ্কা করিয়া মহারাজও যেন আর অপরিণামদর্শীর ন্যায় অনর্থক শোকমোহের বশীভূত না হন। ত্রিলোকমধ্যে রামের এই পবিত্র চরিত চিরকাল কীর্ত্তিত হইবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দ মনে মহর্ষিনিষেবিত পবিত্র পথ আশ্রয় করিয়াছেন। এবং আরণ্য

ফল মূল মাত্রে তৃপ্তি বোধ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালনে মনঃসমাধান পূর্ব্বক প্রীত মনে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

সুধীর সুমন্ত্র এইরূপ সুসঙ্গত বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু অসীম শোকভরে কৌশল্যা কিছুতে প্রবোধ মানিলেন না। তিনি একবার হা বৎস রামচন্দ্র! এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন, আর বার হা বৎসে সীতে! হা বৎস সুমিত্রানন্দন! এই বাক্য মুখে উচ্চারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা শোকজনিত সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে দশরথকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোক মধ্যে সকলেই প্রিয়ভাষী ও দয়াশীল বলিয়া আপনার যশোগান করিয়া থাকে, বলুন দেখি, সেই অসূর্য্য-স্পশ্যরূপা জানকীর সহিত আপনার প্রাণপ্রতিম রাম-লক্ষ্মণকে কোন্ প্রাণে নির্জ্জন কাননে বিসর্জন করিলেন। তাঁহারা চিরকাল সৌভাগ্য সুখে প্রতিপালিত হইয়া এখন কি রূপে বনবাসের অসহনীয় ক্লেশপরম্পরা

সহিয়া থাকিবেন। হায়! অয়ি বৎসে জানকি! চির-কাল হিরকমণ্ডিত হেমময় দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া কঠিন ভূমিশয্যা কি তোমার কোমলাঙ্গের বিশ্রাম স্থান হইবে? এতকাল নানাবিধ উত্তমান্ন ভোজন করিয়া এখন ঋষিজনোচিত নীবার-ধান্যের অন্নে কি তোমার জীবনধারণ হইবে? এত-কাল স্বর্ণ অট্টালিকায় সুখে কালাতিপাত করিয়া এখন কি রূপে বনের শীতোত্তাপ সহিয়া থাকিবে? হায়! ইতিপূর্ব্বে তোমার যে কর্ণে প্রতিনিয়ত গীত বাদ্যের মৃদু মধুর শব্দ প্রবিষ্ট হইত, সেই কর্ণে এখন দিবা নিশি আরণ্য শ্বাপদকুলের ভয়াবহ গর্জ্জন শুনিতে হইবে? হা বৎস রামচন্দ্র! তোমার সেই পদ্মপলাস-নিন্দিত আয়ত লোচনদ্বয়, সেই সুধাংশুনিন্দিত সহাস্য বদন আমি কি আর দেখিতে পাইব? তোমার সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী কথা কি আমার কর্ণকুহরে আর প্রবিষ্ট হইবে? তোমার দুঃখিনী জননীকে আর কে মা বলিয়া সম্বোধন করিবে? তোমাকে ক্রোড়ে করিয়া আমি কবে এ তাপিত প্রাণ শীতল করিব? হায়! তুমি কেবল ভুজদণ্ড উপাধান করিয়া নিবিড় অরণ্য মধ্যে শয়ন করিতেছ, জানিয়াও যখন তোমার জননীর হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহার আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। এই বলিতে বলিতে রাজ্ঞীর নয়নযুগল হইতে

প্রবল বেগে বারিধারা পড়িতে লাগিল। বাষ্পবারিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি তখন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। অমনি হতচেতন হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে অপেক্ষাকৃত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ভাল মহারাজ। আপনি যে, কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় আমার জীবনসর্ব্বস্ব রাজীবলোচনকে বনবাসে নিয়োগ করিলেন, ইহাতে কি এই চিরপবিত্র ইক্ষ্বাকুকুল অভিনব কলঙ্কপঙ্কে চিরকালের নিমিত্ত নিমগ্ন হইবে না। রাম আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান ও চিরসুখী; এত দীর্ঘকাল বন্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও কি তিনি জীবিত থাকিবেন? অথবা ভাগ্য বশতঃ যদি জীবিত থাকেন, তীর্ণপ্রতিজ্ঞ হইয়া প্রত্যাগত হইলে, ভরত কি তাঁহাকে আর রাজ্যপদ প্রত্যর্পণ করিবে, কখনই আমার বিশ্বাস হয় না। আর তিনিও যে অন্যের উচ্ছিষ্ট রাজ্য গ্রহণে সম্মত হই-বেন, তাহারও সম্ভাবনা নাই। যেমন কোন শ্রাদ্ধকর্ত্তা শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে ভোজন করান, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগকে আহার করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিলে, যে সকল ব্রাহ্মণ দেবতার ন্যায় গুণবান্ ও বিদ্বান, তাঁহারা তদীয় অন্ন সুধাসম সুস্বাদু হইলেও কদাপি স্পর্শ করেন না; যেমন শৃঙ্গচ্ছেদ নিবন্ধন দুঃসহ যাতনা বৃষজাতির পক্ষে নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে, অন্যের ভুক্তা-

বশিষ্ট ভোজনও তদ্রূপ তেজস্বী ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অবমাননার কারণ রূপে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য উপভোগ করিল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা কি রূপে গ্রহণ করিবে? ইহাতে রাম অবশ্যই অবমাননা বোধ করিবেন, কদাচ গ্রহণ করিবেন না। যেমন পরাস্বাদিত বা অন্যের আনীত মাংসাদিতে সিংহের অভিরুচি থাকে না, তদ্রূপ পরভুক্ত ভোজনে ও রামের কদাপি অভিলাষ থাকিবে না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণবান্, বিদ্বান্ ও বলবান, হীনবীর্য্যের ন্যায় পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার কোন মতেই আকাঙ্ক্ষা হয় না। ঘৃত, কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ, এই সকল দ্রব্য একবার এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যেমন যজ্ঞান্তরে আর নিয়োজিত হইতে পারে না, সেই রূপ হৃতসার সুরার ন্যায় ও পীতসোম যজ্ঞের ন্যায় অনভিলষিত, ভরতভুক্ত এই রাজ্য গ্রহণে রামের কোন মতেই অভিলাষ থাকিবে না। যেমন বলবান্ শার্দ্দূল আপনার পুচ্ছ মর্দ্দন সহ্য করিতে পারে না, সেই রূপ রাম এতাদৃশ অসম্মান কদাপি সহিয়া থাকিবেন না। সুরাসুর সহিত সমুদায় লোক রণস্থলে যাঁহার পরাক্রম দেখিয়া সুদূরে পলায়ন করেন, লোকে অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে, যে ধর্ম্মশীল তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিয়া থাকেন, সেই ধার্ম্মিকবর রাম যে স্বয়ং অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। সেই মহাবীর

রাম প্রলয় কালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্ক শর দ্বারা সমুদায় ভূতগ্রামকে বিনষ্ট ও মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। মৎস্য যেমন আপনার সন্ততিকে আপনিই বিনষ্ট করে, তদ্রূপ আপনিও যখন এমন গুণভূষণ সন্তানকে অকারণে অরণ্যবাসে নির্ব্বাসিত করিলেন, তখন আপনার ন্যায় নির্দ্দয় ও আপনার ন্যায় পাষাণ-হৃদয় আর দুইটী নাই। মহারাজ! মহর্ষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, বিপ্রবর্গেরা সমাদর পূর্ব্বক যাহা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, আপনার মনে যদি সেই সনাতন ধর্ম্ম সত্য বলিয়া বোধ হইত, তাহা হইলে এমন গুণের পুত্রকে কদাচ নির্ব্বাসিত করিতেন না। আর দেখুন, স্ত্রী জাতির তিনটী মাত্র গতি, তন্মধ্যে পতিই প্রথম গতি, দ্বিতীয় পুত্র ও তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ব্যতীত তাহাদের আর গত্যন্তর নাই। কিন্তু পাপ সপত্নীর বশীভূত হইয়া মহারাজ এ চিরদুঃখিনীকে এক দিনের জন্যও সুখী করেন নাই। মনে করিয়াছিলাম, আমার রাম বড় হইলেই আমার সকল দুঃখ, সকল সন্তাপ ও সকল যাতনা নিবারণ হইবে, কিন্তু আমার সেই আশালতার ফল হইতে না হইতেই আপনি তাহা স্বহস্তে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৃতীয় গতি জ্ঞাতি বর্গেরাও দূরদেশবর্ত্তী, সুতরাং আমি সর্ব্বথা বিনষ্ট হইলাম! স্বামী বিদ্যমানে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বন গমন করাও স্ত্রীজাতির পক্ষে নিতান্ত ঘৃণিত কার্য্য।

অতএব মহারাজ! বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল, আপনা হইতেই এই কোশলরাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, আপনা হইতেই পৌরবর্গের সর্ব্বনাশ হইল, মন্ত্রিরা এত দিনে দীনদশায় পড়িল এবং আমিও পুত্রের সহিত একে বারে উৎসন্ন হইলাম। এখন কেবল আপনার পত্নী ও পুত্রই সুখী, ও নিষ্কণ্টকে থাকিবেন।

শোকাকুলা কৌশল্যা শোকভরে ও রোষাবেশে এইরূপ পরুষবাক্য প্রয়োগ করিলে, বৃদ্ধরাজা দশরথ " হায় কি হইল " এই বলিয়া প্রবল শোকাবেগে দুঃখিত, বিমোহিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎকাল পরে, সংজ্ঞালাভ হইলে, গুরুতর শোকানল তাঁহার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি দীন মনে বারংবার আত্মকৃত দুষ্কৃতির পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

কি কারণে তাঁহার এমন অচিন্তনীয় বিপদ সংঘটিত হইল, বারংবার এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে করিতে শোক প্রভাবে তদীয় জ্ঞান শক্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। তিনি এক এক বার দীননয়নে পার্শ্ববর্ত্তিনী দেবী

কৌশল্যার দিকে চাহিতে লাগিলেন, আরবার সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমারের বধরূপ যে ঘোরতর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাই তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইল। বৃদ্ধরাজা একেইত রামশোকে সাতিশয় সন্তপ্ত ছিলেন, ইহার পর আবার নির্দ্দোষ মুনিকুমারের বধজনিত অনুতাপ তাঁহাকে দ্বিগুণতর উত্তাপিত করিয়া তুলিল। তৎকালে শোকে শোকে তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত, মুখবর্ণ বিবর্ণ ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অধোবদনে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার আশয়ে বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শত্রুর প্রতিও সর্ব্বদা স্নেহপরীত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া থাক, এবং তোমার ব্যবহারও সর্ব্বত্র সরল ও সমানরূপ। এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় করিয়া কহিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। দেখ, যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান্ই হউন, আর নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, ও সদসদ্বিচার কুশলা, যদিচ তুমি আমা হইতেই দুঃসহ পুত্রশোকানলে দিবা নিশি সন্তপ্ত হইতেছ, তথাপি শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না। দেখ, আমি

একেই ত পুত্রশোক দহনে নিরন্তর মর্ম্মবেদনায় দগ্ধ হইতেছি, ইহার পর আবার তুমি কটু বাক্য প্রয়োগ করিলে আমি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। এই মাত্র বলিয়া দশরথ মৌনাবলম্বন করিলেন।

তখন কৌশল্যা স্বামীর তাদৃশী কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাদৃশী দীনদশা দর্শন করিয়া, প্রণালী (১) যেমন বর্ষার জলধারা বিমোচন করে, তদ্রূপ, অবিরল ধারায় নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন, এবং তদীয় কমলকালিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও নিজমস্তকে স্থাপন পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে ও সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি, কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষা করি, আপনি এ কিঙ্করীর প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি আমার পরমদেবতা হইয়াও যখন আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলেন, তখন নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশ হইবে। নরকেও আমার স্থান হইবে না। অতঃপর আমি আর আপনার ক্ষমার পাত্রী নহি। ইহলোকের ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পরমদেবতা পতি, যে নারীকে প্রসন্ন করেন সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, এবং আপনি যে অদ্বিতীয় সত্যবাদী, তাহাতেও আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমি কেবল দুঃসহ পুত্রশোক-

---

(১) প্রাসাদের জলনির্গমন-পথ, বা নালী ইতি প্রসিদ্ধ।

প্রভাবে নিতান্ত ব্যথিত ও হতজ্ঞান হইয়াই ভবাদৃশ সত্যনিষ্ঠ স্বামীকেও সামান্যা কামিনীর ন্যায় এইরূপ অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখুন, ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সদ্গুণ সমুদায় শোক হইতেই একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, শোকপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি-রাও সহসা অপথে পদার্পণ করে। ত্রিলোকে শোকের সমান পরম শত্রু আর নাই। বলিতে কি, বিপক্ষের প্রহারও অনায়াসে সহিয়া থাকা যায়, কিন্তু শোক যদি অল্পমাত্রও হৃদয়মন্দিরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে, সে যাতনা সহ্য করা সামান্য মনুষ্যের সহজ ব্যাপার নহে। আজ পাঁচ দিন হইল, আমার রাম বনগামী হইয়াছেন, তাঁহার বিরহ বেদনায় আমি এরূপ ব্যাকুল ও নিরানন্দ হইয়াছি যে, ঐ পাঁচ দিন পাঁচ বৎসর বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। সাগর যেমন নদীপ্রবাহে পরিবর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ রাম চিন্তায় আমার শোকসিন্ধু দিন দিন গুরুতর শরীর ধারণ করিতেছে। অতএব মহারাজ! আমি শোকপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়াই আপনাকে এমন নিষ্ঠুর কথা কহিয়াছি, প্রার্থনা করি, নিজদাসী বলিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

এই বলিয়া কৌশল্যা স্বামীর অনুনয় করিতেছেন, ইত্যবসরে দিনমণি তাঁহাদের দীনদশা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াই যেন নিজতেজঃ সঙ্কোচ করিয়া অস্তাচল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে রজনীও

আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা দশরথ রাজ্ঞীর মুখঃনিঃসৃত সেই সুমধুর বচন-বিন্যাস শ্রবণে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎসুস্থ হইয়া সর্ব্বদুঃখহরা নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃদ্ধ রাজা পুত্রশোকে অণুক্ষণ অন্তর্দ্দগ্ধ হইতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার অধিককাল নিদ্রা হইল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে জাগরিত হইয়া আবার রামচিন্তায় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অসাধারণ তেজস্বী হইলেও, রাহু যেমন সূর্য্যদেবকে আবরণ করে, তদ্রূপ, পুত্রশোকরূপ নিবিড় অন্ধকার তাঁহার মনকে সর্ব্বথা আবৃত করিল। যে দিন রাম অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাহার ষষ্ঠ রজনীর নিশীথ সময়ে রাজা, নির্দ্দোষ মুনিকুমারের বধজনিত আপন দুষ্কৃতির পরিণাম পর্য্যালোচনা করিয়া শোকাকুলা কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! যেব্যক্তি যেরূপ শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাকে অবশ্য তাহার অনুরূপ ফলভোগী হইতে হয়। যেব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রারম্ভে কর্ম্মফলের গৌরব, লাঘব ও দোষগুণ বিচার না করে, সে নিতান্ত বালক, পলাসবৃক্ষের পুষ্প অতিসুদৃশ্য, ইহার ফলও

তদনুরূপই হইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া যে ব্যক্তি আম্রকানন চ্ছেদন পূর্ব্বক পলাসবৃক্ষে জলসেক করে, পুষ্পের শোভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ফলকালে তাহাকে অবশ্যই হতাশ হইতে হয়। অতএব কর্ম্মের ভাবী ফল না ভাবিয়া যে ব ক্তি সহসা তাহার অনুষ্ঠান করে, পরিণামে সে নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে। দেবি! আমি অতিনির্ব্বোধ, আমিও স্বহস্তে আম্রবন ছেদন করিয়া পলাসবৃক্ষে জলসেক করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুত্র লইয়া সুখী হইবার সময়ে পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবানিশি অনুতাপ ভোগ করিতেছি। মহিষি! যে কারণে আমার ভাগ্যে এই অভাবিত দুর্ঘটনার সংঘটন হইল, কহিতেছি, শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্যভেদ করিতে শিখিয়াছিলাম, তদনুসারে লোকেও আমায় শব্দবেধী বলিয়া জানিত। দেবি! অন্যের দোষ কি? ঐ সময়ে আমি স্বহস্তে যে অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, এখন তাহারই পরিণাম ভোগ করিতেছি। যেমন বালক অজ্ঞান বশতঃ বিষপান করিয়া আপনার মৃত্যু আপনিই আহ্বান করে, তদ্রূপ আমিও অজ্ঞান বশতঃ আপনার মৃত্যুপাশ আপনিই স্বহস্তে করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। যেমন কেহ, না জানিয়া পলাশপুষ্পে মোহিত হয়, আমিও সেইরূপ অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া শব্দানুসারে

লক্ষ্য ভেদ করিতে শিখিয়াছিলাম। মহিষি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় একদা আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। ভগবান্ ময়ূখমালী ভূমির রস আকর্ষণ পূর্ব্বক অতি কঠোর কিরণে জগৎ উত্তাপিত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, সজল জলদাবলী নভোমণ্ডলে আবির্ভূত হইলে, তৎক্ষণাৎ পৃথিবীর উত্তাপ দূর হইয়া গেল। বর্ষাগমে ভেক, চাতক, ও ময়ূরগণ আহ্লাদভরে অমনি নৃত্য করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখা সকল বর্ষাপতনবেগে ও বায়ুভরে দিবানিশি কম্পিত হইতে লাগিল। বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে বিহঙ্গমেরা অতিকষ্টে বৃক্ষশাখা আশ্রয় করিল। মদমত্ত ময়ূর-শোভিত পর্ব্বত সকল অবিরলপতিত বারিধারায় আবৃত হইয়া জলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান হইল। তথাকার জলস্রোত স্বভাবত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হইলেও পর্ব্বতসম্ভূত গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথাও লোহিতবর্ণ, কোথাও পাণ্ডুবর্ণ ও কোন কোন স্থানে ভস্মমিশ্রিত হইয়া ভুজঙ্গবৎ বক্রগমনে তথা হইতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময় বর্ষাসময়ের প্রারম্ভে মৃগয়াবিহার-সুখলালসায় আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তদনুসারে আমি, রাত্রিযোগে জলপানার্থ নিপানে (১) আগত

(১) কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতির নিকটে গবাদির জলপানার্থ নির্ম্মিত জলাধার।

মহিষ, বরাহ, হস্তী ও অন্যান্য বন্যজন্তুদিগের প্রাণসংহার করিবার বাসনায় শর ও শরাসন ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর, ক্রমে দিবা অবসান ও চারি দিক্ অন্ধকারে আবৃত হইল। দৈবগত্যা এক তাপসকুমার জলাহরণার্থ তথায় আসিয়া বেতসলতান্তরালে কলসে জলপূরণ করিতেছিলেন। দেবি! ঐ কুম্ভপূরণোদ্ভব শব্দ শ্রবণে আমি মনে মনে বিবেচনা করিলাম, বুঝি, কোন বন্যকরী সলিলাবগাহন পূর্ব্বক শব্দ করিতেছে। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া কালভুজঙ্গমের ন্যায় ভয়াবহ সুতীক্ষ্ণ শর তূণীর হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলাম। বাণ পরিত্যক্ত হইবামাত্র শব্দানুসারে মুনিপুত্রের হৃদয়দেশে বিদ্ধ হইল। ঋষিকুমার আমার সেই ভীষণ শরে মর্ম্মে আহত ও সলিলে নিপতিত হইয়া “ হা তাত! হা মাতঃ! ” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, হায়! আমি একজন তাপসকুমার, বৃক্ষের বল্কল বা মৃগচর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ করিয়া বনমধ্যে বন্য ফলমূল মাত্রে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, যাহাতে অন্যের ক্লেশ বা অসন্তোষ জন্মে, আমি প্রাণান্তেও কখন সে কার্য্যের অনুষ্ঠান করি না। তবে অকারণে এই ভীষণ শর আমার উপর নিপতিত হইল কেন? আমি রজনীযোগে নির্জন নদীতে জল লইতে আসি

য়াছিলাম, এ সময়ে কোন্ ব্যক্তি আমার প্রাণবিনাশে অভিলাষী হইয়াছেন। আমি কি তাঁহার কোন অপরাধ করিয়াছি? নির্দ্দোষ মুনিকুমারের প্রাণ সংহার করিয়া তাঁহার কি পুরুষত্বই বর্দ্ধিত হইবে? জানি না, নিরপরাধে আমার প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিয়া কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ আনন্দরসে প্লাবিত হইতেছে। যেমন গুরু-পত্নী-গমন ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ অশুভের কারণ হয়, অনর্থক আমার প্রাণবধও তদ্রূপ অসুখের হেতুভূত হইয়াছে। হায়! এই ভীষণ শরাঘাতে আমার প্রাণবিনাশ হইল, এজন্য আমি অণুমাত্রও অনুতাপ করি না, আমার বিনাশে শেষ দশায় আমার বৃদ্ধ পিতা মাতা যে "হা পুত্র! হা পুত্র!" বলিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন ইহাতেই আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আহা! আমিই কেবল তাঁহাদের একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের আর সন্তান নাই। আতপতাপে পিপাসার্ত্ত হইলে, আমিই তাঁহাদিগকে জলদান করি, দিনান্তে ক্ষুধার্ত্ত হইলে আমিই আহার অন্বেষণ করিয়া থাকি। জানি না, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে দিন পাত করিবেন। হায়! এমন অধার্ম্মিক ও এমন নির্দ্দয় বালক কে আছে, যে একমাত্র শরে আমাদের সকলেরই প্রাণ বিনাশ করিল।

দেবি! নিশাকালে সেই ঋষিতনয়ের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার হস্তস্থিত শর ও শরাসন

স্খলিত ও ভূমিতলে নিপতিত হইল, আমি মনে মনে বড়ই শঙ্কিত হইলাম, শোকে নিতান্ত বিমোহিত হইয়া পড়িলাম, আমার বলবীর্য্য যেন একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইল। তখন আমি একান্ত বিমনায়মান হইয়া সসম্ভ্রমে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় গিয়া দেখিলাম, এক তাপসতনয় বিষম শরাঘাতে ভূতলে শয়ান আছেন, তাঁহার জটাকলাপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শোণিতে লিপ্ত হইয়াছে। এবং জলপূর্ণ কলসও ভূতলে পতিত রহিয়াছে।

মহর্ষি! আমি সন্নিহিত হইলে, ঋষিকুমার আমার প্রতি কিয়ৎকাল স্থিরনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন, তখন আমার বোধ হইল, তদীয় তপোময় প্রদীপ্ত তেজোরাশি আমাকে ভস্মসাৎ করিতেই যেন উদ্যত হইয়াছে। কিয়ৎক্ষণ পরে মুনিকুমার কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী, আমার পিতা মাতা দিবানিশি তপঃসাধনে নিরত আছেন, আমি তাঁহাদের নিমিত্ত জল লইতে এই সরযূতটে আসিয়াছি, আমার অপরাধ কি? আমি কি আপনার কোনরূপ অপকার করিয়াছি? তবে অকারণে আমার প্রাণ বিনাশ করিলেন কেন? আপনি একমাত্র শর আমার হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া আমার এবং আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণ বিনাশ করিলেন। আহা! মহারাজ! তাঁহারা এক্ষণে নিতান্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহারা অন্ধ, স্বশক্তিতে

গমনাগমন করিতে সমর্থ নাই। সুতরাং এতক্ষণ পিপাসার্থ হইয়া নিশ্চয় আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া গমন করিলে তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন, এই প্রত্যাশায় তাঁহারা বহুক্ষণ ছিলেন, বোধ হয়, এতক্ষণ পিপাসা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। নিশ্চয় জানিলাম, আমার ও পিতৃদেবের শাস্ত্রাভিনিবেশ ও তপশ্চর্য্যার কোন ফলই নাই। নতুবা আমি এই ভীষণ শরাঘাতে ভূতলে পতিত ও শয়ান রহিয়াছি, পিতা তাহা জানিলেন না কেন? অথবা জানিলেই বা কি করিবেন, তিনি স্বয়ং অশক্ত, বিশেষতঃ অন্ধত্বনিবন্ধন গমনাগমনে সম্পূর্ণই অক্ষম। একটী বৃক্ষ প্রবল বায়ুভরে ভিদ্যমান হইতেছে, দেখিয়া অন্য বৃক্ষ তাহাকে কোন রূপেই রক্ষা করিতে পারে না। যাহাই হউক, মহারাজ! আপনি এক্ষণে স্বয়ংই পিতার নিকট গিয়া এই শোকাবহ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত নিবেদন করুন। কিন্তু সাবধান, অগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যেমন সমস্ত কানন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ তিনিও যেন ক্রোধান্ধ হইয়া আপনাকে দগ্ধ না করেন। আপনি এই সূক্ষ্ম পথে গমন করুন, কিছু দূর গমন করিলেই পিতৃদেবের আশ্রমপদ দেখিতে পাইবেন। আপনি তথায় গিয়া প্রথমে আমার পিতৃদেবকে প্রসন্ন করিবেন, কিন্তু মহারাজ! মহর্ষিরা ক্রোধান্ধ হইয়া যে অভিশাপ প্রদান করেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয়

না, অতএব দেখিবেন, যেন অভিসম্পাত রূপ প্রদীপ্ত পাবকশিখায় আপনাকে ভস্মসাৎ হইতে না হয়। নরনাথ! নদীবেগ যেমন অন্তঃস্ফীত হইয়া সিকতাময় তীরভূমিকে আহত করে, তদ্রূপ আপনার এই সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মস্থানে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে। অতএব যত শীঘ্র পারেন, আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করুন।

মহিষি! ঋষিকুমার যখন আমাকে শরাকর্ষণ করিতে কহিলেন, তখন আমি ভাবিতে লাগিলাম, যদি শল্য থাকে, ক্রমশই অধিকতর বেদনা দিবে; যদি উদ্ধার করি, মুনিকুমারের এখনই প্রাণ বিয়োগ হইবে। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে আমি অসীম শোকসাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমে মুনিকুমারও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমশ নিস্পন্দ হইল। আহা দেবি! ঋষিদিগের স্বভাব কি নির্ম্মল! মুনিকুমার আমা হইতেই এত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তথাপি আমাকে দুঃখিত ও কাতর দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, মহারাজ! ভয় নাই, আমি ধৈর্য্যের সহিত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন ও শোক সম্বরণ পূর্ব্বক কহিতেছি, ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলিয়া আপনার মনে যে অনুতাপ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে

জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। মুনিকুমার অর্দ্ধোচ্চারিত গদ্গদ স্বরে কথঞ্চিৎ এই কথা কহিলে, আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। শরাকর্ষণ মাত্র তাঁহার সর্ব্বশরীর মৃত্যুযাতনায় কম্পিত ও আকুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি যার পর নাই ব্যথিত ও মরণ-ভয়ে ভীত হইয়া বারংবার আমার প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎ কাল পরেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। দেবি! নির্দ্দোষ মুনিবালকের তাদৃশী দশা দেখিয়া আমি যে তখন কি পর্য্যন্ত বিষণ্ণ ও বিমনায়মান হইয়াছিলাম, তাহা আর বলিতে পারি না।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

এই বলিতে বলিতে রাজা দশরথের শোকসাগর অনিবার্য্যবেগে উচ্ছলিত হইতে লাগিল। একেই ত পুত্রশোক দহনে দিবানিশি তাঁহার অন্তর্দ্দাহ হইতেছে, অধুনা মুনিপুত্রের প্রাণান্ত সময়েও সেই প্রসন্ন দৃষ্টিপাত, সেই স্নেহময় সম্ভাষণ ও সেই সেই পবিত্রভাব সমস্ত মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তাঁহার উৎকণ্ঠার আর পরি-সীমা রহিল না। তিনি একবার " হা রাম! " বলিয়া

বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করেন, আরবার মুনিকু-মারের বিষয় চিন্তা করিয়া শোকে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়েন। ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার শোক ও পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর দশরথ কিয়ৎকাল এইরূপ বিলাপ করিয়া পুনর্ব্বার কৌশল্যাকে কহিলেন, মহিষি! দেখ, আমি অজ্ঞানতঃ এই ঘোরতর গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যার পর নাই বিষণ্ণ ও বিমনায়মান হইলাম এবং এখন ইহার সদুপায় কি, একাকী বারংবার কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই বারিপূর্ণ কুম্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক মুনিতনয়োপদিষ্ট পথে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশিয়া দেখিলাম, তথায় জীর্ণকলেবর দুর্ব্বল অঙ্গ তাপস-দম্পতী ছিন্নপক্ষ পক্ষিমিথুনের ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় ভাবে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহারা সহায়হীন, পথ প্রদর্শন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, তাঁহাদের এমন আর কেহই নাই। মুনিদম্পতী তৎকালে নিজ পুত্রের কথা আন্দোলন করিতেছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্র শ্রান্তি ছিল না। আমি যদিও আশাচ্ছেদন করিয়াছি, তথাচ কতক্ষণে পুত্র জল আনয়ন করিবে, পান করিয়া কতক্ষণে আমরা পিপাসা নিবারণ করিব, তাঁহারা অনাথের ন্যায় এই আশার উপর নির্ভর করিয়া উপবিষ্ট আছেন, দেখিয়া আমার মন প্রাণ যার পর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি একেই ত ভীত

ও শোকাক্রান্ত ছিলাম, আশ্রমে প্রবেশিয়া আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর অন্ধমুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রভ্রমে কহিলেন, বৎস! তোমার আজ এত বিলম্ব হইল কেন? শীঘ্র জল আনয়ন কর। পিপাসায় আমাদের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তুমি বহুকাল নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে, বলিয়া তোমার জননী নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। শীঘ্র আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তোমার অন্ধজননীর তাপিত প্রাণ শীতল কর। তোমার জননী যদি কোন অপ্রিয় কথা কহিয়া থাকেন, অথবা আমিই যদি তোমার প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকি, সেজন্য কিছু মনে করিও না। তোমার জনক জননীর তুমিই কেবল একমাত্র গতি। তুমিই এ অন্ধদিগের চক্ষু, আমাদের জীবন কেবল তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। বৎস! তুমি আমার কথায় কোন উত্তর দিতেছ না কেন? তুমি কি আমার কথায় ক্রোধ করিলে?

মহিষি! মুনিবর তাদৃশ অপরিস্ফুট গদগদ বচনে এইরূপ কহিলে, আমি মনে মনে অতীব ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়াও সবিশেষ যত্ন সহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিলাম, কহিলাম, তপোধন! আমি আপনার সন্তান নহি। আমার নাম দশরথ। আমি জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল কলঙ্কিত করিয়াছি। সাধুলোকেরা নিতান্ত গর্হিত

পাপ মনে করিয়া যাহা পরিত্যাগ করেন, এ হতভাগ্য তাহাতেই অগ্রসর হইয়া এখন অতিশয় দুঃখিত ও পরিতপ্ত হইয়াছে। মহাশয়! অদ্য আমি মৃগয়ার্থ শর ও শরাসন লইয়া সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীমধ্যে কুম্ভপূরণরব আমার কর্ণগোচর হইল। তখন মনে করিলাম, বুঝি কোন বন্যকরী জলপানার্থ আসিয়া জলমধ্যে শব্দ করিতেছে। মুনিবর। আমি ভ্রান্ত হইয়া ঐ শব্দ লক্ষ্য করিয়া শব্দানুসারী এক শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। তথায় গিয়া দেখিলাম, একজন তাপসকুমার শরবিদ্ধ ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। দেখিবামাত্র আমি সন্নিহিত হইলাম, কিন্তু শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি বৃদ্ধ পিতা মাতার কথা স্মরণ করিয়া শোকাকুল মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়াই আপনার সন্তানের প্রাণ নাশ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা হইবার হইয়াছে, অতঃপর শেষ কর্ত্তব্য কি, আমায় আদেশ করুন।

মহির্ষি! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া যখন অন্ধমুনিকে এই কঠোর কথা শুনাইলাম, তিনি তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে আমাকে ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না; কহিলেন, মহারাজ! যদি তুমি এই অসৎকার্য্যের বিষয় স্বয়ং আসিয়া আমার নিকট ব্যক্ত না করিতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক অদ্যই সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া পড়িত। তুচ্ছ ক্ষত্রিয়ের কথা থাক, স্বয়ং ইন্দ্রও

যদি জ্ঞান পূর্ব্বক অনাথ অন্ধ বানপ্রস্থদিগের প্রাণ বিনাশ করেন, অচিরাৎ তাঁহাকেও পদচ্যুত হইতে হয়। আমার সন্তান পরমব্রহ্মবাদী ও তপঃপরায়ণ; জানিয়া শুনিয়া তাদৃশ তাপসের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলে তোমার মস্তক সদ্যই সপ্তধা বিদীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানতঃ এই অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ, এজন্য এক্ষণ জীবিত রহিয়াছ। যদি জানিয়া করিতে, তাহা হইলে, কেবল তুমি কেন, অদ্য সবংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি একবার আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল। আমরা সেই শোণিতাক্তকলেবর ভূতলশায়ী মৃত পুত্রের শেষ দেখা দিখিব।

অনন্তর আমি সেই অন্ধ তাপসদম্পতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরযূতটে উপনীত হইলাম এবং মৃত পুত্রের দেহ স্পর্শ করাইয়া কহিলাম, এই আপনাদিগের মৃতসন্তান ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন তাঁহারা সেই প্রিয়পুত্রের মৃতদেহ স্পর্শ কবিবামাত্র হাহাকার করিয়া রোদন করিতে করিতে তদুপরি পতিত হইলেন। এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি আমাদিগকে দেখিয়াও আজ কেন পূর্ব্বের ন্যায় অভিবাদন করিতেছ না? কেনই বা আমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না? আজ কি জন্য ধরাতলে শয়ন করিয়া আছ, আজ কি তুমি ক্রোধ করিয়াছ? বৎস! উঠ উঠ, একবার নয়ন

উন্মীলন কর, আর ক্রোধ করিও না। যদি আমিই তোমার অপ্রিয় হইয়া থাকি, তোমার জননী ত তোমায় কিছুই বলেন নাই। তবে আজ মা বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিতেছ না কেন? মধুর সম্ভাষণে জননী বলিয়া আজ তাঁহার তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছ না কেন? আহা বাছারে! তুমি রাত্রিশেষে সুমধুর স্বরে যে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে, সেই সুধারসাঞ্চিত মনোহর ধ্বনি আজ আর কাহার মুখে শুনিব। আমাকে পুত্রশোকভরে নিতান্ত পীড়িত দেখিয়া সন্ধ্যাবন্দন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক কে আমায় স্নান করাইবে। কন্দ মূল ও ফল আহরণ পূর্ব্বক আর কে আমাকে প্রিয় অতিথির ন্যায় ভোজন করাইবে! হায়! আমি একান্ত অকর্ম্মণ্য, দরিদ্র ও সহায়হীন হইয়া এখন কি রূপে আমার ও তোমার অন্ধ মাতার ভরণ পোষণ করিব। নিবারণ করি, তুমি নিতান্ত বালক হইয়া একাকী যমালয়ে যাইও না। যমালয় বড় ভয়ানক স্থান, কল্য আমরা সকলে মিলিত হইয়াই তথায় যাইব। আমরা একেই ত নিতান্ত দরিদ্র, তাহাতে আবার এখন শোকাকুল ও অনাথ হইলাম, সুতরাং তোমার বিরহে আমরা আর অধিক কাল বাঁচিতে পারিব না, অচিরাৎ মৃত্যুর পথই আশ্রয় করিতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রার্থনা করিব, হে ধর্ম্মরাজ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার এই পুত্রটী প্রদান কর।

আমরা নিরুপায়, ইনি ভিন্ন আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর পথ নাই। তুমি দিক্‌পাল, অনাথের প্রতি প্রসন্ন হইয়া এই অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

হা বৎস! তুমি কখন অধর্ম্ম পথে পদার্পণ কর নাই, কিন্তু এই অধার্ম্মিক ক্ষত্রিয় আজ তোমার প্রাণ নাশ করিল। অতএব তুমি আমার সত্য ধর্ম্মের প্রভাবে অবিলম্বে বীর লোকে গমন কর। বীর পুরুষেরা সম্মুখ-সমরে শরীর পরিত্যাগ করিলে, যে গতি লাভ করিয়া থাকেন; মহারাজ সগর, শৈব, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ, ও ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মাদিগের যে গতি হইয়াছে; বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা এবং প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মানবেরা যে সদ্গতি লাভ করেন; আমার তপস্যার ফলে তুমি আজ তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতাগ্নিদিগের যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। আমার এই পবিত্র বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেহ কখন অসদ্গতি লাভ করেন নাই; সুতরাং তুমিও উৎকৃষ্ট গতিই লাভ করিবে। কিন্তু যে তোমাকে অকারণে বিনাশ করিল, তাহার কদাচ সদ্গতি হইবে না। এই বলিয়া মুনি, অতি করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সরযূ জলে মৃত পুত্রের

উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিলেন। এদিকে মুনিকুমার স্বকৃত সৎকার্য্যের প্রভাবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন, এবং কিয়ৎ কাল পরে পুনরায় তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয় অন্ধ পিতা মাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি এতকাল যে আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম, দিব্য স্থান অধিকার করিয়া এখন তাহারই পুণ্যপরিণাম ভোগ করিতেছি। এক্ষণে আপনারাও আর বিলম্ব করিবেন না, ত্বরায় আমার নিকট আগমন করুন। এই বলিয়া তাপসকুমার দিব্য বিমান যোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

মহির্ষি! আমি এতক্ষণ কৃতাঞ্জলি পুটে তথায় দণ্ডায়মান ছিলা। মুনিবর ভার্য্যা সমভিব্যাহারে পুত্রের উদক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া পরে আমাকে কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখনই আমার প্রাণ বিনাশ কর। আমার আর সন্তান নাই। একটিমাত্র সন্তান ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ নাশ করিলে, সুতরাং মরণে আমার কিছুমাত্র যাতনা হইবে না। তুমি অজ্ঞান বশত আমার শিশু তনয়ের প্রাণ বিনাশ করিয়াছ, এজন্য তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি. যে তুমি যেমন বৃদ্ধ দশায় আমাকে এই ঘোরতর দুঃখ প্রদান করিলে, তোমাকেও যেন শেষাবস্থায় আমার মত হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া প্রা। পরিত্যাগ করিতে হয়। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞান বশতঃ এই অকার্য্যের অনু-

ষ্ঠান করিয়াছ, এজন্য ব্রহ্মহত্যা সদৃশ ঘোরতর পাপ তোমায় স্পর্শ করিল না। কিন্তু পুত্রবিয়োগদুঃখে অচির কাল মধ্যেই তোমাকে কালকবলে পতিত হইতে হইবে। এই বলিয়া তাপস ভার্য্যার সহিত বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে পত্নীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় অধিরোহণ পূর্ব্বক বিমানযানে স্বর্গাভি-মুখে প্রস্থিত হইলেন।

দেবি! আমি অজ্ঞানবশতঃ শব্দানুসারে লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিয়া যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, অদ্য চিন্তা করিতে করিতে তাহা আমার স্মৃতিপথে সুস্পষ্ট ভাবে উদিত হইতেছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন-ভোজনে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রূপ সেই কুকার্য্যের ফল ফলিত হইল। সেই তেজস্বী মহর্ষি যে রূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদনুরূপ ঘটনাই ঘটিয়া উঠিল।

এই বলিয়া বৃদ্ধ রাজা জলধারাকুল লোচনে ও ভীত মনে মহিষীকে কহিতে লাগিলেন, দেবি! পুত্র-শোকেই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। আমি আর এখন অধিক কাল বাঁচিতে পারিব না। আমার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও সর্ব্ব শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে আমার মুমূর্ষু দশা উপস্থিত, আমি আর তোমায় দেখিতে পাইতে-ছি না। তুমি আমাকে স্পর্শ কর। যমালয়ে গমন

করিলে, বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভা-
বনা নাই। আহা! মহিষি! যদি আমার রাম এ সময়ে
একবার আমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহা
হইলে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের
প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার
উচিত হয় নাই, কিন্তু আমার রাম যে রূপ ব্যবহার
করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র
দুর্ব্বৃত্ত হইলেও এই জগতে কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি
অপরিহার্য্য অপত্যস্নেহে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাকে পরি-
ত্যাগ করিতে পারে? আর কোন্ পুত্রই বা নিষ্কারণে
নির্ব্বাসনের আদেশ পাইয়াও পিতার প্রতি অসূয়া
প্রকাশ না করে? দেবি! আমি আর তোমায় দেখিতে
পাই না। আমার দর্শনশক্তি ও স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত
হইয়া আসিতেছে। যমদূতেরা প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ
করিয়া আমায় ত্বরান্বিত করিতেছে। হায়! এক্ষণে
আমার মুমূর্ষু কাল উপস্থিত। এসময়ে একবার আমার
রামচন্দ্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে পারিলাম
না, অন্তঃকরণে বড়ই আক্ষেপ রহিল, এ যাতনা হইতে
আমি জন্মান্তরেও মুক্তি পাইব না। যেমন প্রচণ্ডাতপে
জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়,তদ্রূপ, রামের অদর্শনশোক
আমার জীবনকে শুষ্ক করিতেছে। এই চতুর্দ্দশ বৎসর
অতীত হইলে যাঁহারা আবার আমার রামচন্দ্রের সুধাংশু
নিন্দিত সহাস্য বদন স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিবেন, তাঁহারা

মনুষ্য নহেন—দেবতা। যাঁহারা আবার সেই নবঘন-শ্যাম রাজীবলোচনের সুচারু-দশন-শোভিত পদ্ম-বিনিন্দিত বদনমণ্ডলের সুধাময় বচনবিন্যাস স্বকর্ণে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারাই ধন্য ও যথার্থ কৃতপুণ্য। যাঁহারা উচ্চদেশস্থিত শুক্রগ্রহের ন্যায় আমার সেই সত্যৈকব্রত দাশরথিকে পুনর্ব্বার অযোধ্যায় আসিতে দেখিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। অয়ি কৌশল্যে! মোহবশতঃ আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ, এখন আর কিছুই অনুভব করিতে পারি না। তৈলাভাবে দীপদশা যেমন দীনদশায় পতিত হয়। তদ্রূপ জ্ঞানাভাবে আমার ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। নদীপ্রবাহ যেমন তীরভূমিকে নিপাতিত করে, তদ্রূপ আত্মকৃত শোকই আমায় বিনাশ করিল। হা! বৎস রামচন্দ্র! হা পিতৃবৎসল রঘুবীর। হা সত্যৈকব্রত দাশরথে! হা বৎস লক্ষ্মণ! হা বৎসে জানকি! এখন আমার প্রাণ যায়, আমার প্রাণান্তসময়ে তোমরা কোথায় রহিলে। হা দেবি কৌশল্যে! হা তপস্বিনী সুমিত্রে। আমি একেবারে দৃষ্টিহীন হইলাম, আর দেখিতে পাই না। হা নৃশংসে কৈকেয়ি! ইক্ষ্বাকুবংশ তোমা হইতেই ধ্বংশ হইল। রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ বিলাপ, পরিতাপ ও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

পঞ্চ ষষ্টিতম অধ্যায়।

—— * ——

অনন্তর সেই যাতনাময়ী যামিনী অবসন্ন হইলে, প্রভাত সময়ে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়-কুশল মাগধ, তন্ত্রীনাদ-নির্ণায়ক গায়ক, ও বন্দীগণ রাজভবনে আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব নিয়মানুসারে দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সুগভীর শব্দে সমস্ত রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদান করিতে লাগিল। সেই করতালি শব্দে রাজভবনের পিঞ্জরস্থিত ও বৃক্ষশাখাস্থিত বিহঙ্গমকুল জাগরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে কলরব করিয়া উঠিল। পবিত্রস্থান ও পুণ্যতীর্থ সমুদায়ের নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল। বীণাবাদকেরা ত্রিতন্ত্রীস্বরে বীণাধ্বনি করিতে লাগিল। সেবাকার্য্যকুশল বিশুদ্ধাচার বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানকার্য্যে নিযুক্ত পরিচারকেরা যথাসময়ে হরিচন্দনাক্ত সুগন্ধ সলিলে সুবর্ণকলস

পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। বহুসংখ্য কুমারী ও পতিব্রতা মহিলারা স্পর্শনীয় ধেনু প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য, পানার্থ গঙ্গাজল, দর্পণ, আভরণ ও বস্ত্রাদি বস্তুজাত আনয়ন করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে নৃপতির নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদায়ই সুলক্ষণ, সুন্দর ও সদ্‌গুণসম্পন্ন। ঐ সমস্ত বস্তুজাত লইয়া সকলেই সূর্য্যোদয়কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছিল, পরিশেষে তদ্বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

অনন্তর যে সকল মহিষীরা কোশলপতির শয্যার সন্নিহিত ছিলেন, তাঁহারা প্রথমত নিদ্রাভঙ্গোচিত মৃদু-মধুর ও বিনীত বচনে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য না হইয়া পরিশেষে তদীয় শয্যায় অধিষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়-প্রদেশ, হস্ত ও মূলনাড়ী স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, কিন্তু স্পন্দনাদি জীবিত চেষ্টার কোন লক্ষণই উপলব্ধ করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে নিতান্ত শঙ্কাকুল হইয়া প্রবাহমুখে পতিত বেতসলতার ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্ব রজনীতে মহারাজ যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝি সত্যই হইল, এই বলিয়া তাঁহারা যূথপতি-বিরহিত করেণুকার ন্যায় আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রামজননী কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে সাতি-

শয় কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন, বলিয়া এপর্য্যন্তও তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। কৌশল্যা রামশোকে তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য, অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্ত পদ সঙ্কুচিত করিয়া রাজার পার্শ্বদেশে শয়ান ছিলেন। সুমিত্রা তাঁহারই সন্নিহিত হইয়া নিদ্রা যাইতে ছিলেন। পৌরমহিলাগণের ক্রন্দন শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তাঁহারা জাগরিত হইয়া রাজার তাদৃশী অবস্থা দর্শনে হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। রামজননী কৌশল্যা শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, " হা নাথ ! এ চিরদুঃখিনীকে পবিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন, অভাগিনীর আর কে আছে, প্রিয়পুত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এখন কি আবার আপনিও পরিত্যাগ করিলেন, " এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ধরাতলে পতিত হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ধূলিধূসরিত ও আকাশচ্যুত তারকার ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সুমিত্রা দুর্ব্বিষহ শোকভরে অভিভূত হইয়া " হায় ! কি সর্ব্বনাশ হইল, " এই বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইলেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্তৃশোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। তৎকালে সমস্ত নারীগণের রোদন ধ্বনি

একত্র মিলিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়া পুনরায় রাজভবন প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের সমস্ত লোকই ত্রস্ত, তটস্থ, সম্ভ্রান্ত ও অন্তঃপুরবৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই তুমুল রোদন ধ্বনি, আত্মিয় স্বজন শোকসন্তাপে সাতিশয় কাতর। কাহারই মনে আনন্দের লেশমাত্র নাই। রাজধানীর শোভা নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিল। রাজমহিষীরা রাজার মৃতদেহ পরিবেষ্টন করিয়া তদীয় বাহুযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকান্তরিত রাজা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় ও গতপ্রভ দিবাকরের ন্যায় নিরীক্ষণ করিয়া তদীয় মস্তক আপনার অঙ্কে স্থাপন পূর্ব্বক জলধারাকুল লোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, নৃশংসে! এখন তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তুই এখন নিশ্চিন্ত হইয়া নিরাপদে রাজ্য ভোগ কর্। আমার রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, স্বামীও পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর দুর্গম পথে সহায়হীন ব্যক্তির ন্যায় মুহূর্ত্ত কালও জীবন ধারণ করিতে পারিব না। তুই পাতিব্রত্য পবিত্র ধর্ম্মে অকাতরে পদাঘাত করিলি, তুই ভিন্ন কোন্ নারী প্রত্যক্ষ দেবতা পরমারাধ্য পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখে পুত্ররাজ্যে প্রণধারণ করিতে অভিলাষ কবিবে! তুই যে এই জগদ্বিখ্যাত ইক্ষ্বাকুকুল উৎসন্ন করিলি, ইহার মূলই কুব্জা। যেমন লুব্ধ ব্যক্তি লোভবশতঃ অন্যকে বিষপান করাইয়া আত্মকৃত হত্যাদোষ বুঝিতে পারে না। তোর পক্ষেও তদ্রূপই ঘটিয়াছে। হায়! মহারাজ কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া জানকীর সহিত রাজীবলোচনকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, একথা রাজর্ষি জনক শুনিলে কি তাহাঁর দেহে আর জীবন থাকিবে? আমার ন্যায় শোকে শোকে আকুল হইয়া তিনি নিশ্চয়ই দেহ ত্যাগ করিবেন। হায়! সেই মৃগরাজগতি দাশরথি আজ কোথায় রহিয়াছেন। এখানে আমি যে বিধবা ও অনাথা হইলাম, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। আহা! বিদেহ-রাজনন্দিনী তপস্বিনাবেশে দীনমনে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া এত দিন যে কতই মনোবেদনা ভোগ করিতেছেন, তাহার আর পরিসীমা নাই। যিনি রাজর্ষি জনকের কন্যা ও উত্তরকোশলেশ্বরের পুত্রবধূ; বনেচর বধূর ন্যায় বনে বনে বিচরণ ও রজনীযোগে ভিষণমূর্ত্তি মৃগ পক্ষিগণের ভয়ঙ্কয় কঠোর নিনাদ শ্রবণ করিয়'

তাঁহার কোমলাঙ্গ ভয়ে একেবারে মলিন হইয়া যাই-তেছে। আহা! জানকী বৃদ্ধ জনকের জীবনসর্ব্বস্ব ও একমাত্র সন্ততি হইয়াও, অনাথার ন্যায় বনে গমন করিয়াছেন, ইহা শুনিলে বিদেহরাজ তৎক্ষণাৎ শরীর ত্যাগ করিবেন। যাহাই হউক, কৈকেয়ি! আমি যখন পতিব্রতা, তখন পতিবিয়োগে আমি আর কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি, স্বামীর এই মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক জ্বলন্ত হুতাশনে প্রবেশ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, অমাত্যেরা বশিষ্ঠ মহাশয়ের আদেশে অন্তঃপুরাধ্যক্ষ রমণীগণ দ্বারা কৌশল্যাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন। এবং রাজা দশরথের সেই মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপন পূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে পুত্র ভিন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না।

এদিকে রাজমহিষীরা, রাজাকে তৈলদ্রোণি মধ্যে শয়ান দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু অবধারণ পূর্ব্বক অশ্রুপরীত নেত্রে হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং প্রবল শোকানলে হতপ্রায় হইয়া দুই বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক দীনমনে ও গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমরা সত্যৈকব্রত প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়া মণিহারা ফণির ন্যায় দিবানিশি শোকানলে দগ্ধ হইতেছি। ইহার পর আবার আপনিও আমাদিগকে

অনাথ করিয়া গেলেন। এখন বিধবা ও অনাথা হইয়া কিরূপে ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর করাল বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকিব। তুচ্ছ রাজ্যসুখ লালসায় এমন শোকাবহ ব্যাপার সম্পাদনেও যাহার অন্তঃকরণে কিছু মাত্র করুণার উদ্রেক হইল না, সুখের আশা দূরে থাক, তাহার রাজ্যে আপন আপন জীবন রক্ষা করাও এখন সুকঠিন হইবে। মহিসীরা অসীম শোকাবেগে হত-চেতন হইয়া এই রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে অযোধ্যা নগরী রাজবিরহে শশাঙ্ক-শূন্য শর্ব্বরীর ন্যায়, পতিবিয়োগ-কাতরা নারীর ন্যায় নিতান্ত মলিন ও একান্ত শোচনীয় হইল। পৌরমহিলারা হাহাকার করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। কেহ কেহ কৈকেয়ীর প্রতি তিরস্কারসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। চত্বর ও গৃহ সমুদায় শূন্য, সকলেই নিরানন্দ, কাহারও অন্তরে সুখের লেশ মাত্র রহিল না। ভগবান্ ময়ূখমালী সেই মহা-নগরীর তাদৃশ শোকাবহ ভাব অবলোকনে দুঃখিত হইয়াই যেন স্বীয় ময়ূখমালা সঙ্কোচ করিয়া অস্তা-চল-শিখরে অধিরোহণ করিলেন। রজনীও উপস্থিতা। অন্ধকার চতুর্দ্দিক্ অবগুণ্ঠিত করিয়া অযোধ্যা মধ্যে আবির্ভূত হইল।

———০০০———

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ক্রমে সেই যাতনাময়ী সুদীর্ঘ যামিনী অবসন্ন হইল। প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইলে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, বামদেব, কশ্যপ, গৌতম এবং মহাযশা যাবালি, এই সমস্ত ব্রহ্মর্ষিগণ রাজসভায় আসীন হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত রাজকার্য্য-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন বিষয়ের কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া প্রধানমন্ত্রী কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয়ের সন্নিধানে কহিলেন। তপোধন! রাজা দশরথ পুত্র-শোকে লোকান্তরিত হইলে, যে রাত্রি শত বৎসরের ন্যায় আয়ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, আমরা অতিকষ্টে তাহা অতিবাহিত করিয়াছি। মহারাজ মানব-লীলা পরিহার পূর্ব্বক স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সন্তান রাম লক্ষ্মণের সহিত সুদীর্ঘকালের নিমিত্ত অরণ্য-বাস আশ্রয় করিয়াছেন. ভরত ও শত্রুঘ্নও মাতামহ-ভবনে অবস্থান করিতেছেন; অতএব এমন অবস্থায়

ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোন ব্যক্তিকে অবিলম্বে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য হইতেছে। নতুবা এই রাজ্য অরাজকতা-নিবন্ধন একেবারে বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, সে রাজ্যে জলদাবলী অবিরল বিদ্যুৎ প্রভা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জন সহকারে যথাকালে বর্ষণ করে না। ফলকালে অপহৃত হইবে বলিয়া, ক্ষেত্রে বীজ রোপণ করিতে কেহ সমুৎসুক হয় না। অরাজক জনপদে পুত্র পিতার ও ভার্য্যা ভর্ত্তার অবাধ্য হইয়া উঠে। রাজা না থাকিলে, কি ধন, কি সম্পত্তি, কি স্ত্রী, কিছুই রক্ষা করা যায় না। ভগবন্! অরাজক জনপদে এই সমস্ত অনিষ্ট হয়, এত ভিন্ন ও অন্যান্য অনেক অপকার ঘটিয়া থাকে। দেখুন, রাজা না থাকিলে রাজ্য মধ্যে কেহই সত্যপথে পদার্পণ করেন না। সত্যধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ সভার অধিবেশন, রমণীয় উদ্যান, ও পুণ্যভবন নির্ম্মাণে কাহারও অভিরুচি বা উৎসাহ জন্মে না। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা জিতাত্মা হইয়াও নিয়মিত যজ্ঞানুষ্ঠানে অনেক শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রচুর অর্থশালী হইয়াও যাগকর্ত্তারা ঋত্বিক্‌দিগকে যথাযোগ্য দক্ষিণা দান করেন না। অরাজক দেশ হইতে উৎসবকার্য্য একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কি নট, কি নর্ত্তক, স্ব স্ব কার্য্যে কাহারও ব্যগ্রতা থাকে না। দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও হইতে পারে না। অরাজক রাজ্যে ব্যবসায়ার্থী লোকেরা অর্থ

সিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া দিবানিশি অনুতাপ ভোগ করিয়া থাকে। শ্রোতা বিরহে পৌরাণিকেরা পুরাণপাঠে সমুচিত অনুরাগ প্রকাশ করেন না। কুমারীরা সায়ংসময়ে স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না। অরাজক রাজ্যে গোপাল ও কৃষকেরাও গৃহের কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নিঃশঙ্ক মনে শয়ন করিতে সাহসী হয় না। বিলাসীজন বিলাসিনী সহ বেগবান্ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক উপবনে বিহারার্থ বহির্গত হইতে পারে না। রাজাহীন প্রদেশে দূরগামী বণিকেরা বিপুল দ্রব্য লইয়া দূরপথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়। বিশালদর্শন প্রকাণ্ড মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া রাজপথে ভ্রমণ করে না। অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীরপুরুষদিগের শিক্ষা সময়ে তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না। যাঁহারা ভ্রমণকারী, তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে যথায় সায়ংকাল উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই বিশ্রাম করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজ্য অরাজক হইলে, সেই সমস্ত ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আর সাহসী হন না। অরাজক দেশে সেনাগণ রণক্ষেত্রে শত্রুদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে না। উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বহির্গত হইতে কেহ সাহসী হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণেরা বনে বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে পারেন না। এবং ধর্ম্মানুরক্ত

লোকেরা তথায় দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মাল্য মোদক প্রস্তুত করণে প্রবৃত্ত হন না। রাজ্যে রাজা না থাকিলে, রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরুরাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্তকালীন কমনীয় তরুবরের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না। অধিক কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন, পালকশূন্য গো, কোন মতেই শোভা পায় না, রাজা না থাকিলে, তেমনি রাজ্যও নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। অরাজক রাজ্যে প্রজাদিগের জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হইয়া উঠে। অরাজক রাজ্যে মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। আর দেখুন, রাজা বিদ্যমানে, যে সমস্ত নাস্তিকেরা ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত ও তাড়িত হইয়াছিল, রাজ্য অরাজক দেখিলে তাহারা নিঃশঙ্কচিত্তে আপন প্রভুত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকে। চক্ষু যেমন প্রাণিগণের হিতসাধনে ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রকৃতিগণের পক্ষে ভূপতিও তদ্রূপ। রাজা হইতেই সত্য, ধর্ম্ম ও কুলীনদিগের কুল রক্ষিত হইয়া থাকে। রাজাই পিতা ও রাজাই মাতা, রাজা হইতেই সকল প্রকার শুভ সম্পন্ন হইয়া থাকে। সদাচারসম্পন্ন ও সচ্চরিত্র ভূপতি, কি যম, কি কুবের, কি বরুণ, অধিক কি, নীতিপ্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রকেও তিরস্কার করিতে পারেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা যদি না

থাকিত, তাহা হইলে, গাঢ়তর তিমিরে যেমন কিছুই লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব করা যাইত না। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড অগ্নি ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথ আমাদের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন। অতএব মহর্ষে! মহাসাগর যেমন তীরভূমিকে অতিক্রম করে না, তদ্রূপ মহারাজ দশরথের জীবদ্দশাতেও আমরা আপনার আদেশ কখন উল্লঙ্ঘন করি নাই। মহারাজ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে রাজা বিরহে আমাদের কার্য্যকলাপ উচ্ছিঙ্খল ও রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্য্যালোচনা করিয়া আর উপেক্ষা করিবেন না। হয় কুমার ভরত, না হয়, অন্য যাহাকেই হউক, ত্বরায় রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বশিষ্ঠ মহাশয় ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শুনিয়া তাঁহাদিগকে এবং অমাত্যবর্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, এক্ষণে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। বিলম্ব করাও উচিত বোধ হয় না। মহারাজ, মধ্যমা মহিষীর প্রার্থনায় ভরতকে যুবরাজ করি-

য়াছেন; সুতরাং এ রাজ্য এখন তাঁহার হস্তেই অর্পণ করা যাউক। ভরত শত্রুঘ্নের সহিত এক্ষণে মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেছেন। অতএব দূতেরা দ্রুতগামী অশ্ব লইয়া অতিশীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠদেব এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। অনন্তর মহর্ষি তাঁহাদিগকে আপন অভিপ্রায়ে সম্মত দেখিয়া সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, ও অশোকনন্দন এই চারি জন দূতকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! এখন যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, যাহা হইবার হইয়াছে, তজ্জন্য আর বৃথা শোকাকুল হইবার প্রয়োজন নাই। তোমরা শোক মোহ পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত বহুমূল্য কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট আভরণ সমুদায় লইয়া বেগবান্ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ত্বরায় রাজগৃহে (১) গমন কর। তথায় উপস্থিত হইয়া আমার আদেশানুসারে ভরতকে এই কথা কহিও রাজকুমার! আপনার কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং অন্যান্যমন্ত্রিগণ যুবরাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিয়াছেন, ভরত যেন আর কাল বিলম্ব না করিয়া ত্বরায় মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় উপনীত হন। এমন একটী কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে যে, বিলম্ব করিলে, তাহার সর্ব্বথা বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।

(১) কেকয়রাজের রাজ্য।

কিন্তু, দূতগণ! দেখিও, রামের নির্ব্বাসন বা মহারাজের মৃত্যু এই উভয়ের একটীও যেন ভরত শুনিতে না পান। শুনিলে তিনি কদাচ এ নগরীতে আর পদার্পণ করিবেন না।

তখন দূতেরা কেকয়দেশে গমন করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বারোহণে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল, এবং তথায় গমনোপযোগী কার্য্য বিশেষ সমাপন করিয়া বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহারা আবাস হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে মালিনী নদী অতিক্রম করিল, তৎপরে অপরতাল নামক দেশের পশ্চিমাংশ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে গমন পূর্ব্বক পঞ্চালদেশাভিমুখে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া হস্তিনাপুরে গঙ্গা অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রস্থান করিল। যদিও পথিমধ্যে বিকশিত-কমলদল-শোভিত হংসসারস-নিনাদিত রমণীয় সরোবর সকল তাহাদের নয়নপথে সময়ে সময়ে পতিত হইতে লাগিল, তথাপি কার্য্যগৌরব-নিবন্ধন তাহারা তথায় কাল বিলম্ব না করিয়া অতিবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্রোতস্বতী শরদণ্ডার সন্নিহিত হইল। ঐ সুরম্য নদীতে নানাবিধ বিহঙ্গমেরা পরমানন্দে নিরন্তর সন্তরণ করিতেছে, এবং উহার জল অতিনির্ম্মল। দূতেরা ঐ শরদণ্ডা পার হইয়া উহার পশ্চিম তীরস্থিত সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য তরুবরের

সন্নিধানে উপনীত হইল; এবং ঐ বৃক্ষকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া অতিবেগে কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে তাহারা অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটী গ্রামের মধ্যদিয়া ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের পৈতৃকনদী ইক্ষুমতী অতিক্রম ও তথায় বেদপারগ বহুসংখ্য ব্রাহ্মণেরা অঞ্জলি দ্বারা জল পান করিতেছেন, অবলোকন করিয়া পশ্চাৎ বাহ্লীক দেশে উপস্থিত হইল, এবং তথা হইতে সুদামন্ পর্ব্বতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবান্ নারায়ণের পতিত-পাবন পদচিহ্ন অবলোকন করিল। অনন্তর তাহারা ঐ পর্ব্বতের স্থানে স্থানে দীর্ঘিকা, তড়াগ, পল্বল সরোবর, বিপাসা ও শাল্মলী নামে সুবিখ্যাত দুই নদী এবং সিংহ শার্দ্দূল, মাতঙ্গ ও কুরঙ্গ প্রভৃতি বন্য জন্তু-দিগকে দেখিতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যটন নিবন্ধন তাহাদের বাহন সকল একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমে রজনীও উপস্থিত হইল। তথাপি আদেশ প্রতিপালন দ্বারা বশিষ্ঠ মহাশয়ের প্রীতি সম্পাদন, প্রজাপুঞ্জের রক্ষা সাধন, এবং রাজকুমার ভরতের রাজপদে অধিরোহণ, এই কএকটী গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে তাহারা নিরাপদে উৎসাহ সহকারে কিয়দ্দূর গিয়া পরিশেষে কেকয়রাজ্যে উপনীত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

একোন সপ্ততিতম অধ্যায়।

——*——

যে রাত্রিতে দূতেরা নগরী প্রবেশ করে, সেই রাত্রির শেষ ভাগে ভরত নানাপ্রকার দুঃস্বপ্ন দর্শন করিলেন। রাজকুমার প্রভাত সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া শয্যা হইতে উঠিলেন। কুস্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার চিত্ত নিতান্ত চিন্তাকুল ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তাঁহার প্রিয় বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরের শোকাবহ ভাব অপনোদন করিবার প্রত্যাশায় সভামধ্যে সুরম্য ইতিহাস প্রভৃতি নানাকথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্তাপ শান্তির নিমিত্ত কেহ কেহ বা কমনীয়কান্তি সুবেশা নর্ত্তকীদিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন। কোন কোন বয়স্যেরা হাস্যরস-প্রধান নানাবিধ নাটক পাঠ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকুমার ঐ সময়ে বয়স্যগণ প্রগোষ্ঠী-সমুচিত হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়া কৌতুক, কিছুতেই আকৃষ্ট হইলেন না।

তখন তাঁহাদের মধ্যে একজন ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কেন বয়স্য! সুহৃদেরা তোমার চিত্তের

ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত যত্ন ও এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই তোমার মন আকৃষ্ট হই· তেছে না। তুমি আজ পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রকাশ করিতেছ না কেন? কিজন্যই বা তুমি আজ উদাসীন হইয়া রহিয়াছ। ভরত কহিলেন, সখে! যে কারণে আমার চিত্ত এত ব্যাকুল হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। গত রজনীর শেষভাগে স্বপ্নাবেশে আমি পিতৃদেবকে এইরূপ দেখিয়াছি; তিনি যেন মলিন বেশে ও মুক্ত কেশে এক উচ্চতর পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে গোময়-পূর্ণ হ্রদমধ্যে পতিত হইয়া ভাসিতেছেন, এবং হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ তৈল পান করিতেছেন। তৎপরে তিনি অধোবদনে বারংবার তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়া তৈলাক্ত দেহে তৈলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। আর দেখিলাম, মহাসাগর যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, চন্দ্রও যেন গগণমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইযাছেন, সমুদায় বিশ্বই যেন নিবিড় অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজ্জ্বলিত হুতাশনও যেন অকস্মাৎ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। মেদেনী স্থানে স্থানে বিদীর্ণ, তরুলতা সকল শুষ্ক, সধূম পর্ব্বত সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজকে প্রতিনিয়ত বহন করিয়া থাকে, তাহার দন্ত যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে। ইহার পরক্ষণেই আবার দেখিলাম; পিতা যেন কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরি-ধান পূর্ব্বক কৃষ্ণবর্ণ লৌহ পিঠের উপর উপবিষ্ট আছেন,

আর কৃষ্ণবর্ণা ও পিঙ্গলদেহা প্রমদা সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছেন। তিনি রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া রক্তমাল্য ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ-যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছেন। রক্তবস্ত্র পরিধানা এক কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে, এবং বিকটবদনা এক রাক্ষসী আসিয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছে। বয়স্য! আমি যে, রাত্রিশেষে এই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি, ইহাতে আমার, কি পিতার, কি রামের, কি লক্ষ্মণের অচিরকাল মধ্যে একজনের অবশ্যই মৃত্যু হইবে। আমি প্রাজ্ঞলোকের মুখে শুনিয়াছি, স্বপ্নাবেশে যাহাকে গর্দ্দভ-যোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, তাহার চিতার ধূমশিখা অচিরাৎ পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। অতএব সখে! গত রাত্রিতে স্বপ্নাবস্থায় এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত দেখিয়া অবধি আমার মন প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তজ্জন্যই তোমাদের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে। যদিচ আমি আপাতত ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাচ পদে পদে বিলক্ষণ বিপদ সম্ভাবনা করিতেছি। আমার কণ্ঠস্বর বিকৃত ও শরীরকান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে। সখে! এই অচিন্তিত পূর্ব্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন ও অচিন্ত্যদর্শন মহারাজের কথা স্মরণ করিয়া আমার অন্তর হইতে দুর্ভাবনা কিছুতেই অন্তর্হিত হইতেছে না।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

———*———

রাজকুমার ভরত বয়স্যদিগের সন্নিধানে এইরূপে স্বপ্ন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দূতেরা ক্লান্ত বাহনে সেই অলঙ্ঘ্য-পরিখা-বেষ্টিত রমণীয় রাজ-গৃহে প্রবেশ করিল এবং প্রবেশিয়া প্রথমে কেকয়রাজ ও তৎপুত্র যুধাজিতের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগের কৃত আতিথ্য সৎকারে সবিশেষ পরিতুষ্ট হইল। পরে ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল। রাজকুমার ! আপনাদিগের কুলপুরোহিত ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞসা করিয়া কহিয়াছেন, আপনাকে অতি শীঘ্র অযোধ্যায় গমন করিতে হইবে, বিশেষ কোন কার্য্য উপস্থিত, বিলম্ব করিলে তাহার বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব, রাজকুমার ! আপনি যত শীঘ্র পারেন, সজ্জিত হন। আর আমরা মহামূল্য বহুসংখ্য বস্ত্র ও আভরণাদি আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ করিয়া তিন অংশের তৃতীয় অংশ আপনার মাতুলকে এবং অবশিষ্ট আপনার মাতামহকে প্রদান করুন। এতদ্ভিন্ন

আপনার জন্যও পৃথক্ করিয়া এই সমস্ত দ্রব্যজাত আনয়ন করিয়াছি।

ভরত ঐ সমস্ত বস্ত্রাভরণ গ্রহণ পূর্ব্বক দূতদিগকে অভিমত বস্তুজাত দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়া কহিলেন, দূতগণ! কেমন মহারাজ ত কুশলে আছেন? আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণ ত সুস্থ শরীরে সুখে কাল যাপন করিতেছেন? ধর্ম্মপরায়ণা আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রা মাতার ত সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? আমার পণ্ডিতাভিমানী আত্মম্ভরী জননী ত সুখে আছেন! তিনি কি আমায় কিছু বলিয়া দিয়াছেন?

মহাত্মা ভরত এই রূপে সকলের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, দূতেরা অতিকষ্টে ভাব গোপন করিয়া বিনীত বচনে নিবেদন করিল, রাজকুমার। আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। এক্ষণে কমলা দেবী প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি ত্বরায় রথ যোজনা করিতে অনুমতি করুন। ভরত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা নির্গমন বিষয়ে আমাকে ত্বরান্বিত করিতেছ, কিন্তু এই বিষয় একবার কেকয়-রাজের কর্ণগোচর করিতে হইবে। এই বলিয়া ভরত মাতামহের নিকট গিয়া কহিলেন, মহারাজ! অযোধ্যা হইতে দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে, আমি এক্ষণে পিতৃভবনে যাত্রা করিব, আপনি অনুমতি করুন। আবার যখন স্মরণ করিবেন, তখনই আসিয়া আপনার

পাদপদ্ম দর্শন করিব। ভরতবাক্য শ্রবণে কেকয়-রাজ তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি আমার কৈকেয়ীর সুসন্তান, তোমাকে প্রসব করিয়া তাঁহাকে রত্নগর্ব্ভা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভরত! অনুমতি করিতেছি, অবিলম্বে তথায় গমন কর। তুমি গিয়া পিতা মাতার নিকট আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জানাইও। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয় এবং অপরাপর বিপ্রগণকে আমাদের প্রণাম জানাইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে আমাদের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিও। এই বলিয়া কেকয়রাজ, ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া প্রমত্ত মাতঙ্গ, বিচিত্র কম্বল, মৃগ চর্ম্ম, ব্যাঘ্রের ন্যায় বলবান্ ও অন্তঃপুরপালিত করালদংষ্ট্র প্রকাণ্ড কুক্কুর, দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা, ষোড়শ শত উত্তমাশ্ব উপহার স্বরূপ প্রদান করিলেন। এবং কতকগুলি গুণবান্ ও বিশ্বাসী অভিমত অমাত্য ও তাঁহার অনুচর করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির-দেশোদ্ভব ঐরাবত-নাগ-বংশীয় বহুসংখ্য সুদৃশ্য মত্ত হস্তী এবং কতকগুলি বেগবান্ অশ্বতর প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে ভরত কিছুতেই পরিতোষ লাভ করিতে পারিলেন না। দুঃস্বপ্নদর্শন ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন এই দুই কারণে তাঁহার চিত্ত নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অনন্তর ভরত স্বভবন হইতে বহির্গত হইয়া গজবাজি-

সমাকীর্ণ লোক-সঙ্কুল রাজপথ অতিক্রম করিয়া মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন, এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মাতামহ, মাতুল ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনদিগকে সমুচিত সম্ভাষণ করত শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে ভৃত্যবর্গেরা শত শত সুদৃশ্য রথ সজ্জিত করিয়া হস্তী, অশ্ব ও অশ্বতর সকল সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে মহাত্মা ভরতকে মাতামহের সৈন্য সমূহে পরিরক্ষিত ও অমাত্যগণে পরিবৃত দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তেজঃপ্রদীপ্ত জনৈক সিদ্ধ পুরুষ ইন্দ্রলোক হইতে বহির্গত হইয়া মহাসমারোহে গমন করিতেছেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

মহাবীর ভরত রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে প্রথমে সুদামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। তৎপরে পশ্চিমবাহিনী অতি বিস্তীর্ণা হ্রাদিনী নামে এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু নদী পার হইলেন। তদনন্তর ঐলধান নামক জনপদে তত্রত্য অপরাপর নদী সকল পার হইয়া অপরপর্ব্বত নামক

গ্রাম সকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্ব্বতী নামে দুই নদী সন্তরণ দ্বারা পার হইয়া তাহার অগ্নিকোণস্থিত শল্যকর্ষণ নামক এক প্রদেশে উপনীত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছে। ভরত পবিত্র মানসে সেই নদী সন্দর্শন করিয়া অনেকানেক পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক পরে চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা (১) সরস্বতীর সঙ্গমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস্যদেশের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ সমুদায় অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভারুণ্ডক নামক কাননে উপনীত হইলেন। পরে পর্ব্বতাকীর্ণা অতি বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী নদী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি ঐ যমুনার অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া পরিশ্রান্ত সৈন্যদিগকে ক্লান্তিদূর করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক পথক্লান্ত অশ্ব সকলকে জলসেকে শীতল করাইতে লাগিলেন এবং আপনিও তথায় স্নান ও জল পান এবং কিয়ৎপরিমাণে গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাজকুমার নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় উত্তম

---

(১) সীতা নামে গঙ্গার এক শাখা এই স্থানে পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, বাল্মীকি গঙ্গা বলিয়া ইহাকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বিমানে অধিরোহণ পূর্ব্বক শূন্যপ্রায় মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমন পূর্ব্বক তথায় গঙ্গাকে অতিবিস্তীর্ণা দর্শনে পার হওয়া দুষ্কর বিবেচনা করিয়া তথা হইতে প্রাগ্বটপুরে গিয়া ভাগীরথী পার হইলেন। তৎপরে কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত এবং সৈন্যগণের সহিত অতিসাবধানে তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন, এবং তথা হইতে তোরণ নামক জনপদের দক্ষিণভাগ দিয়া প্রথমে জম্বুপ্রস্থে, তৎপরে বরূথ গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তদনন্তর ঐ প্রদেশের এক রমণীয় কাননে কিছুকাল বিশ্রামসুখ অনুভব করিয়া তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গিয়া উজ্জিহানা নগরী দেখিতে পাইলেন। তথায় প্রিয়ক নামে বৃক্ষ সকল অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে। ভরত ঐ সকল তরুরাজির সন্নিহিত হইয়া বেগবান্ এক অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক সেনাদিগকে আপনার অনুসরণে অনুমতি দিয়া, একাকী গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সর্ব্বতীর্থ নামক জনপদে দ্রুতপদে উপনীত হইয়া অসংখ্য পার্ব্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী উত্তীর্ণ হইলেন। সম্মুখে হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী কুটিলভাবে প্রবাহিত হইতেছে। রাজকুমার অতিসাবধানে ঐ নদী পার হইয়া লৌহিত্যগ্রামে কপীবতী, এক সালগ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনতগ্রামে গোমতী নদী ক্রমশ অতিক্রম করিয়া

গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরের শালবন অতিক্রম করিয়া সপ্ত রাত্রির পর, রজনীশেষে অরুণোদয় কালে পরিশ্রান্ত বাহনে মহানগরী অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।

অনন্তর ভরত দূর হইতে অযোধ্যা নগরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কাতর বচনে সারথিকে কহিলেন, সারথে! দেখ, এই নগরীর এমন শোচনীয় ভাব দেখা যাইতেছে কেন? এই নগরী শত শত গুণবান্ যাজ্ঞিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও অনেকানেক ধনমান্ মনুষ্যে পরিপূর্ণ ও মহারাজের প্রযত্নে প্রতি পালিত হইয়াও আজ কেন শূন্য শূন্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার ভূমিই বা আজ পাণ্ডুবর্ণ দেখিতেছি কেন? পূর্ব্বে এই নগরীতে নরনারী গণের আনন্দকোলাহল চতুর্দ্দিকে দিবানিশি শ্রুতিগোচর হইত, আজ যেন একেবারেই নীরব দেখিতেছি। পূর্ব্বে এই মহানগরীর যে উপবনে বিলাসী সকল বিলাসিনীসহ সায়ং সময়ে প্রবেশ পূর্ব্বক সমস্ত রজনী ক্রীড়া কৌতুকে সুখে অতিবাহিত করিত, অধুনা সেই সুখময় উপবন যেন মহারণ্যের ন্যায় নিতান্ত ভয়াবহ লক্ষিত হইতেছে। বলিতে কি, সম্প্রতি সেই সকল প্রমদাগণের মধুরালাপ শুনিতে না পাইয়া যেন রোদনই করিতেছে। আজ অযোধ্যার প্রধান প্রধান লোকেরা হস্তী, অশ্ব ও শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক রাজপথে গমনাগমন করিতেছে না। যে সকল উদ্যান, কুসুমলতাগৃহ ও ক্রীড়াপর্ব্বত প্রভৃতি রমণীয়

বিলাসবস্তু সকল বিদ্যমানে, মদমত্ত নায়ক নায়িকাদিগের বিহারকালে সর্ব্বাংশেই অনুকূল বোধ হইত, আজ তৎসমুদায় যেন নিতান্ত মলিন ও নিস্তব্ধপ্রায় লক্ষিত হইতেছে। প্রতিপথেই বৃক্ষ সকল পত্রপাত-চ্ছলে যেন অশ্রুপাতই করিতেছে। কলকণ্ঠ বিহঙ্গ ও মদমত্ত মৃগগণের সে রূপ নৈসর্গিক সুমধুর ধ্বনি আর শুনা যাইতেছে না। অগুরু চন্দন ও ধূপের সেই আনন্দময় গন্ধ আহরণ করিয়া গন্ধবহ আর পূর্ব্ববৎ প্রবাহিত হইতেছে না। আজ কি কারণেই বা বীণা, মৃদঙ্গ ও ভেরীযন্ত্র বাদিত হইতেছে না। চতুর্দ্দিকেই অশুভসূচক কাকাদির ভীষণ রব শ্রুতিগোচর হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই অপ্রীতিকর চুন্নি মিত্ত সকল লক্ষিত হইতেছে। সারথি! চারিদিকে এই সমুদায় অশুভ দেখিয়া বোধ হইতেছে, আমার আত্মীয়স্বজনের নিরবচ্ছিন্ন কুশল লাভ নিতান্তই দুর্ল্লভ হইয়াছে; নতুবা অমঙ্গলের কোন কারণ অবিদ্যমানেও আজ আমার মনপ্রাণ এত বিমগ্ন হইয়া আসিতেছে কেন?

এই বলিতে বলিতে রাজকুমার ভরত উৎকণ্ঠিত মনে ও শ্রান্তবাহনে বৈজন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দ্বারপালকেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্নে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। ভরত সাদর সম্ভাষণে তাহাদিগকে প্রতিগমনের আদেশ করিয়া বিষণ্ণ মনে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেকয়রাজের সারথিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,

সারথি! দূতেরা কিজন্য এত ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আমায় আনয়ন করিল। আমার অন্তরে অশুভ আশঙ্কা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমার মন ক্রমশই অধিকতর কাতর হইতেছে। আমার ধৈর্য্য ক্রমেই বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। রাজা না থাকিলে, রাজ্যের যেরূপ বিশৃঙ্খলতা শুনিতে পাওয়া যায়, অযোধ্যানগরীতে ও আজ সেইরূপ লক্ষিত হইতেছে। দেখ, গৃহস্থদিগের আবাসগৃহ সমুদায় অপরিস্কৃত, ও প্রত্যেক গৃহের কপাট উদঘাটিত রহিয়াছে। সমুদায় বস্তুই শোভাশূন্য। দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত বলি ও ধূপগন্ধ কোন স্থানেই লক্ষিত হইতেছে না। লোক সকল অনাহারে হতশ্রী ও হতজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে। দেবালয় সকল শোভাহীন ও শূন্য এবং উহা পুষ্প-মাল্যে অলঙ্কৃত ও উহার অঙ্গনও পরিস্কৃত নহে। দেবপূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠান কোন স্থানেই লক্ষিত হইতেছে না। মাল্য-বিপণীতে বিক্রেয় মাল্য নাই। ক্রয় বিক্রয় ব্যাপার সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে, বলিয়া বণিকেরা বিপণী সকল অবরুদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের যেমন উৎসাহ দেখা যাইত, আজ তাহার কিছুই দৃষ্টি হইতেছে না। কোন কারণ নাই, অথচ সকলেই শোকে ব্যাকুল ও ব্যাপারশূন্য। এই সমস্তদেবালয়ে ও বৃক্ষে মৃগপক্ষীরা নিতান্ত দীনভাবে অবস্থান করিতেছে। বলিতে কি, অদ্য এই নগরীর বালক, বৃদ্ধ বনিতা, সকলকেই উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, কৃশ ও নিতান্ত শোকাকুল দেখিতেছি।

ভরত সারথিকে এই কথা বলিয়া দুঃখিত মনে অযোধ্যার অনিষ্টভাব ভাবিতে ভাবিতে রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজপুরীর তাদৃশ শোচনীয় ভাব অবলোকন করিয়া তাঁহার চিত্ত যার পর নাই আকুল হইয়া উঠিল। চতুষ্পথে ও রাজপথে মনুষ্যের গমনাগমন নাই। দ্বারযন্ত্র ও কপাট সকল ধূলিধূসরিত হইয়া রহিয়াছে। পিতা বিদ্যমানে যে সকল অপ্রিয় চিহ্ন কখন ভরতের নেত্রগোচর হয় নাই এক্ষণে তিনি সেই সকল কুলক্ষণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অধোবদনে ও বিষণ্ণমনে পিতৃভবনে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

তিনি পিতৃগৃহে গিয়া দেখিলেন, তথায় পিতা নাই। পিতার সেই দুগ্ধফেণনিভশয্যা, সেই হিরকমণ্ডিত রাজসিংহাসন, সেই সকল বিলাসের বস্তু, অযত্নে হীনপ্রভ ও হতশ্রী হইয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র ভরতের মনে একপ্রকার অভাবিত ভাবের উদয় হইল। তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইয়া তথা হইতে মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী প্রিয়পুত্রকে প্রবাস হইতে বহুদিনের পর আসিতে দেখিয়া সানন্দ-

মনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহ প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী আহ্লাদভরে প্রণত পুত্রের মুখ চুম্বন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বল আজ কয় রাত্রি হইল, মাতামহ ভবন হইতে বহির্গত হইয়াছ? দ্রুতগতিতে রথে আসিতে ত তোমার পথশ্রম হয় নাই। তোমার মাতামহ ও মাতুলের ত কুশল? প্রবাসী হইয়া অবধি তুমি ত সুখে ছিলে?

ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের আবাসভবন পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার পিতা মাতা ও ভ্রাতা সকলেই কুশলে আছেন। তাঁহারা আসিবার সময় আমাকে যে ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে করিতে বাহকেরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণে আমিই অগ্রে আসিয়াছি, এইরূপে ভরত মাতার নিকট কুশল বার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিয়া, পরে আকুল বচনে জিজ্ঞাসিলেন, জননি! বলুন দেখি, আজ রাজধানীর এরূপ অভূতপূর্ব্ব দুর্দ্দশা দর্শন করিতেছি কেন? আজ কিজন্যই বা এই শয়নীয় স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক শূন্য রহিয়াছে? ইক্ষ্বাকুবংশীয় কাহাকেই আজ প্রফুল্ল দেখিতেছি না কেন? মহারাজ কোথায়? তিনি শারীরিক ও মানসিক ত ভাল আছেন? অনেক দিন হইল পিতৃদেবের পাদপদ্ম দর্শন করি না। এ জন্য আমার চিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছে। মহারাজ

প্রায় সর্ব্বদাই আপনার বাসভবনে অবস্থান করিতেন, আজ তাঁহাকে দেখিতেছি না কেন? মাতঃ! ত্বরায় বলুন, তিনি কি আর্য্যা কৌশল্যার ভবনে রহিয়াছেন?

তখন রাজ্যলোভ-বিমোহিতা কৈকেয়ী সেই ঘোরতর অপ্রিয় সংবাদও প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, বৎস! সেই সজ্জন-শরণ যজ্ঞশীল মহারাজ মায়াময় সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবসাধারণের চরমে যে গতি, এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত শ্রবণমাত্র "হা পিতঃ!" বলিয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, -মাতঃ! এ জন্মের মত আমি আর পিতার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইব না। তবে এ জগতে আমাকে স্নেহসম্ভাষণে আর কে আহ্বান করিবেন? আর কে আমাকে বাৎসল্য-ভাবপূরিত বাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিবেন? বিপৎকালে আমি আর কাহার নিকট গিয়া আশ্রয় লইব? হায়! আমি কি হতভাগ্য, সন্তান হইয়া অন্তিমকালে পিতার কোন কার্য্যই করিতে পারিলাম না। চরম সময়ে একবার পিতার পাদপদ্ম দর্শন করিতেও পারিলাম না। হায়! পিতা জীবিত থাকিতে, যে শয্যা নিশা-গমে শারদীয় সুধাংশুমণ্ডিত নভোমণ্ডলকেও শোভাগর্ব্বে তিরস্কার করিত, পিতা বিরহে আজ সেই সুকোমল

শয্যা শশাঙ্কশূন্য আকাশ ও সলিলশূন্য সাগরের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া ভরত বসনে বদন আবৃত করিয়া ভূতলে বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী সেই গজরাজগতি সূর্য্যসঙ্কাশ শোকার্ত্ত প্রিয় পুত্রকে অরণ্যে কুঠারছিন্ন সালতরুর ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিয়া, দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে উঠাইলেন, এবং কহিলেন, ছি ছি, ভরত! তুমি অকারণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ কেন? উঠ উঠ, দেখ, তোমার ন্যায় সুসভ্য সাধুলোকেরা কদাচই শোকে এরূপ অভি-ভূত হইয় না। তোমার বুদ্ধি শ্রুতি ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। সূর্য্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় তোমার বুদ্ধি নিরন্তর তোমার হৃদয়াকাশে স্ফুর্ত্তি পাইতেছে।

অনন্তর ভরত ভূতলে বহুক্ষণ বিলুণ্ঠন পূর্ব্বক রোদন করিয়া শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, মাত মহারাজ, আর্য্য রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহানন্দে রাজভবনে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। জননি! পিতার এমন কি কালব্যাধিই উপস্থিত হইয়াছিল যে, আমার অনুপস্থিতি-তেই তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। আহা! যিনি আমাদের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে নিরন্তর ব্যাপৃত

থাকিতেন, অন্তিম সময়ে একবার তাঁহার পাদপদ্মও দর্শন করিতে পারিলাম না; আমার এ ছার জীবনে ধিক্। হায়! আমি যে বহুদিনের পর এখানে আসিয়াছি, তাহা তিনি নিশ্চয় জানিতে পারিতেছেন না, জানিলে, অবশ্যই আমার মস্তক সন্নত করিয়া বারংবার আঘ্রাণ করিতেন, সস্নেহ নয়নে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ আমার মুখচুম্বন করিতেন। হায়! আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধূলিধূষরিত হইলে, যে সুখস্পর্শ বাহুযুগল তৎক্ষণাৎ মার্জ্জনা করিয়া দিতেন, এখন তাহা কোথায় রহিল! পিতার দেহান্তে যাঁহারা অগ্নিসংস্কারাদি ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই পিতার প্রকৃত সন্তান। মাতঃ! আমি আর সুস্থির হইতে পারিতেছি না। আপনি একবার আর্য্য রামকে এই স্থানে আনয়ন করুন, এখন তিনিই আমার পিতা, তিনিই আমার ভ্রাতা, ও তিনিই আমার একমাত্র অবলম্বন। আমি তাঁহার চিরানুগত একান্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য। ধার্ম্মিক পুরুষেরা স্বভাবসুন্দর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতা হইতে কখন বিভিন্ন দেখেন না; অতএব আমি এক্ষণে তদীয় পাদপদ্মে জীবন মন সমর্পণ করিয়া তাঁহারই আশ্রয় লইব।

মহাত্মা ভরত এই বলিয়া আবার কহিলেন, জননি! মহারাজ মরণকালে কি বলিয়া গিয়াছেন, বলুন, তাঁহার আসন্ন সময়ের উপদেশগুলি শুনিতে আমার

মন বড় চঞ্চল হইয়াছে। তৎশ্রবণে কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার পিতার এমন কোন ব্যাধি হইয়াছিল না, এবং তিনি মৃত্যুকালে আর কিছুই বলিয়া যান নাই, কেবল "হা বৎস রামচন্দ্র! হা বৎস লক্ষ্মণ! হা বৎসে সীতে! এই বাক্য অনিবার মুখে উচ্চারণ করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। হস্তী যেমন দৃঢ়তর লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যুপাশে সংযত হইয়া পরিশেষে কেবল এইমাত্র কহিলেন, হায়! যাঁহারা জানকীর সহিত রাম লক্ষ্মণকে অযোধ্যাপুরে পুনরায় আগমন করিতে দেখিবেন, তাঁহারাই ধন্য ও তাঁহারাই কৃতপুণ্য। বৎস! এইমাত্র বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ একেবারে রোধ হইয়া আসিল, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

ভরত একেই ত পিতৃশোকে অতীব কাতর ছিলেন, ইহার পর আবার মাতৃমুখে দ্বিতীয় অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া তাঁহার অসুখের আর সীমা রহিল না। শোকে শোকে তদীয় মুখকমল নিতান্ত মলিন ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বিষণ্ণ বদনে ও করুণ বচনে কহিলেন, সে কি মা! সেই কৌশল্যা-হৃদয়নন্দন আর্য্য রাম কি এখানে নাই? তিনি, আর্য্যা জানকীর ও লক্ষ্মণের সহিত এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছেন? তখন কৈকেয়ী, রামের বনবাসবার্ত্তা শুনিলে ভরত সুখী হইবেন, এই ভাবিয়া প্রফুল্ল মনে কহিলেন, বৎস! রাজকুমার রাজ্য-

সুখে বঞ্চিত হইয়া চীর বসন পরিধানপূর্ব্বক জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

ভরত আপনাদিগের কুলনিয়ম বিশেষ অবগত ছিলেন, তিনি মাতৃমুখে এই অতর্কিত রামনির্ব্বাসনের কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র ভীতমনে ভাবিতে লাগিলেন সে কি! আর্য্য রামের চরিত্রে কি কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে? শুনিয়াছি, চরিত্র দোষ ঘটিলে, ইক্ষ্বাকু-বংশীয়েরা তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বনবাস ব্রত অবলম্বন করেন। আর্য্য রামও কি সেই জন্যই অরণ্যগামী হইলেন। ভরত নিতান্ত দীন মনে এইরূপ নানা প্রকার আন্দোলন করিয়া পরে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! আর্য্য রাম কি কোন কারণে ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছেন? অথবা পরস্ত্রীতে কি তাঁহার কোনরূপ অভিলাষ হইয়াছিল? জননি! ত্বরায় বলুন, এই অতুল্য বৈভবে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে কি কারণে নির্জ্জন কাননে নির্ব্বাসিত করা হইল।

তখন তদীয় পণ্ডিতাভিমানিনী স্বার্থসাধিনী জননী স্ত্রীস্বভাবনিবন্ধন মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া স্বানুষ্ঠিত কার্য্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন, ভরত! রাম ব্রহ্মস্ব অপহরণ করেন নাই, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, নিরপরাধে কাহারও প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই, এবং পরস্ত্রীর প্রতিও কখন দৃষ্টিপাত করেন নাই। তোমার সুখের জন্য আমিই কতপ্রকার ষড়্‌যন্ত্র করিয়া কত

প্রকার ছল করিয়া তাহাকে বনবাসে দিয়াছি। বৎস! রাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন, এই কথা শ্রবণ মাত্র আমি মহারাজের নিকট গিয়া তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিলাম। রাজা আমাকে বরদ্বয় দান করিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই সত্য পাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তখন তিনি আর দ্বিরুক্তিও করিতে পারিলেন না, সত্য রক্ষার অনুরোধে অগত্যা আমার প্রার্থনাতেই সম্মত হইলেন॥ অতএব ভরত! এক্ষণে রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, মাহারাজও প্রিয় পুত্রের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন,। সুতরাং এ সমস্ত সাম্রাজ্য এখন তোমারই হইল, এক্ষণে শোক সন্তাপ সংবরণপূর্ব্বক বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ কর, তোমাকে রাজাসনে আসীন দেখিয়া আমার চক্ষু পরিতৃপ্ত ও সকল আশা সফল হউক।

—ঃ০ঃ—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

একে পিতৃ শোক, তাহার উপর আবার অতর্কিত রাম নির্ব্বাসনের কথা শুনিবামাত্র, ভরত অতিমাত্র আকুল হইয়া অমনি "হা হতোস্মি" বলিয়া ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। পিতৃ বিয়োগশোক অপেক্ষা তাঁহার ভ্রাতৃ শোক শত গুণে সন্তাপ জনক হইয়া উঠিল।

কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ হইলে, তিনি দীন মনে বহুবিধ বিলাপ করিতে করিতে কহিলেন, হায়! আমি, পিতা ও পিতৃসম প্রিয় ভ্রাতা উভয়কেই হারাইলাম। আমি অতি হতভাগ্য, আমার জীবনে ধিক্! রামশূন্য এ ছার রাজ্যেও ধিক্, এমন শোকাবহ সংবাদ শুনিয়া আমি কি এখনও জীবিত রহিয়াছি। আমার কেন এই দণ্ডেই মৃত্যু হইল না। হা সূর্য্যবংশাবতংস রঘুপ্রবীর! এই হতভাগ্যের জন্যই আপনার এত দুর্গতি হইল। আমি যদি জন্ম গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে আর এতাদৃশ শোকাবহ ঘটনার সংঘটন হইত না।

এই বলিতে বলিতে তাঁহার শোক সাগর প্রবল বেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি আর তখন কিছুই বলিতে পারিলেন না, কিয়ৎ কাল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া একান্ত শূন্যনয়নে কৈকেয়ীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর সহসাসঞ্জাত ক্রোধানলে জননীকে দগ্ধ করিয়াই যেন কহিতে লাগিলেন, আয় পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে বিনাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে বনবাসে বিদায় করিয়া দুঃখের উপর দুঃখ ও ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান করিলি, ইহাতে তোর নরকেও স্থান হইবে না। বুঝিলাম, এই সুবিস্তীর্ণ সূর্য্যবংশ তোর স্বভাবদোষেই এতদিনে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। মহারাজ পূর্ব্বে বুঝিতে না পারিয়া স্বর্ণলতা ভ্রমে একেবারে বিষলতায় জলসেক করিয়াছিলেন। রে

পাপাশয়ে কুলপাংশুলে! তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই নির্ম্মল বংশের সুখের আশা একেবারে সুদূরে অপসারিত করিলি। তোর জন্যই মহারাজ দুঃসহ শোকানলে আকুল হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। অয়ি পতিঘাতিনি! বল্ দেখি, তুই কি কারণে পরমারাধ্য পতির প্রাণ সংহার করিলি, কি কারণে আর্য্য রামকে এই অতুল্য বৈভবে বঞ্চিত করিয়া অনাথের ন্যায় বনবাসে বিসর্জ্জন দিলি? কি কারনেই বা তিনি বনবাসব্রত অবলম্বন করিলেন? শোকাকুলা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও কথঞ্চিৎ প্রাণ-ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু পাপীয়সি! তোর অত্যা-চারে তাহা কখনই ঘটিবে না। ভাল জিজ্ঞাসা করি, আর্য্য রাম কি কখন তোর কোন অপকার করিয়াছিলেন? যিনি জননী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা তোর সেবা শুশ্রূষা করি-তেন, যাঁহার দূরদর্শিনী জননীও সহোদরা ভগিনীর ন্যায় অপার স্নেহ প্রকাশ করিতেন, সেই স্বভাবসুন্দর সর্ব্ব-গুণাকর রামচন্দ্রেকে বল্কল পরাইয়া অনায়াসে বনবাসী করিলি, তোর এ অপযশ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোকে চিরস্থায়িরূপে বিদ্যমান রহিল। তুই যে রাজ্যের লোভে পড়িয়া নিতান্ত আত্মম্ভরির ন্যায় নিতান্ত পামরীর ন্যায় এমন বিষম কাণ্ড সাধন করিয়াছিস্ আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, সে রাজ্যে আমার অণুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ যাঁহার রাজ্য, আমি তাঁহাকেই রাজাসনে বসাইয়া, যাব-জ্জীবন প্রভুপরায়ণ ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার চরণ সেবা

করিব। আমি যে রামের কিরূপ ভক্ত, তাহা বোধ হয়, তুই জানিস্ না, জানিলে, এতদূর অনর্থ কদাচ সংঘটিত হইত না। সুমেরু যেমন নিজ শিখর জাত বন আশ্রয় করিয়া প্রতিনিয়ত আপনাকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ মহারাজ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আত্ম রক্ষা করিতেন, বল্ দেখি, আমি সেই বিশালবক্ষঃস্থল মহাবাহু রাম বিরহে কোন্ সাহসে এই প্রবলধৃত ভার বহন করিতে সমর্থ হইব। যে ভার বলবান্ বৃষে বহন করিয়া থাকে, সে ভার কি বৎসে বহন করিতে পারে? অথবা যদিও আমি যোগপ্রভাবে বা বুদ্ধি কৌশলে এই বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারি, কিন্তু তোর মনস্কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না। অধিক কি; আর্য্য রাম যদি তোকে জননীর ন্যায় ভক্তি না করিতেন, তাহা হইলে তোরে পরিত্যাগ করিতেও আমি কুণ্ঠিত হইতাম না। রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্হিত এই পাপবুদ্ধি তোর কিরূপে উপস্থিত হইল। সমস্ত রাজা, বিশেষতঃ মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে জ্যেষ্ঠ বর্ত্তমানে রাজ্যাধিকার কনিষ্ঠের প্রতি কখনই অর্পিত হয় না, একমাত্র জেষ্ঠ্যই রাজাসনে দীক্ষিত হন, কনিষ্ঠেরা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। তুই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস, সত্য; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত রাজ ধর্ম্মের কিছুই জানিস্ না এবং রাজধর্ম্মের অব্যভিচারিণী গতিও অবগত নহিস্। যে ধর্ম্ম সমস্ত রাজকুলে বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুকুলে বিশেষ আদর-

ণীয়, সেই সকল ধর্ম্মরক্ষক কুলাচার-প্রতিপালকদিগের পবিত্র চরিত্রগর্ব্বে আজ তুই অনায়াসেই পদাঘাত করিলি। রে স্বার্থসাধিনি! তুই যখন আমার প্রাণান্ত কর বিপদ উপস্থিত করিয়াছিস, তখন আমি কোনমতেই তোর প্রিয়কার্য্য সাধন করিব না। আমি এখনই তোর অপ্রিয় কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত সেই সর্ব্বলোক প্রিয় দাশরথিকে পুনরায় অযোধ্যায় আনিয়া রাজা করিব, এবং যাবজ্জীবন আজ্ঞাবহ দাস হইয়া তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকিব।

চতুঃ সপ্ততিতম অধ্যায়।

ভরত শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় কৈকেয়ীর মর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বতের কন্দরস্থিত ভীষণ শার্দ্দূলের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে পুনর্ব্বার কহিলেন, রে পতিঘাতনি! তুই নিতান্ত পাপীয়সী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন করিবার অধিকারই নাই, তুই এখনই রাজ্য হইতে দূর হইয়া যা। পরম ধার্ম্মিক মহারাজ দশরথ ও মহাত্মা রাম তোর এমন কোন্ গুণে দোষারোপ করিয়াছিলেন, যে সেই জন্য একজন বনান্তরে আর একজন একেবারে লোকান্তরেই গমন করিলেন। কুলপাংশুলে। জগদ্বিখ্যাত

ইক্ষ্বাকুকুল, তোর বুদ্ধিদোষেই ধ্বংস হইল, ইহাতে তুই নিশ্চয়ই প্রাণীহত্যা পাতকে নিমগ্ন হইয়াছিস্, তুই নরকে যা, পরম ধার্ম্মিক মহারাজ যে লোকে গমন করিয়াছেন, সে লোকে তোর অধিকার নাই। তুই সর্ব্বলোকপ্রিয় আর্য্য রামকে বনবাসে বিসর্জ্জন দিয়া যে ঘোরতর পাপ সঞ্চয় করিয়াছিস্, তাহাতে তোর গর্ব্ভজাত বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইতে আমার মনে লোককলঙ্কের বড় আশঙ্কা হইতেছে। তোর নিমিত্তই পিতা দেহ ত্যাগ করিলেন, আর্য্য রাম বনচারী হইলেন, এবং আমিও ইহলোকে নিতান্ত অযশস্বী হইয়া রহিলাম। অয়ি রাজ্যকামুকী পতিঘাতিনী কুলপাংশুলে! তুই আমার মাতৃরূপিণী শত্রু, আমার সহিত আর বাক্যালাপ করিস্ না। আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রা তোর জন্যই অপার দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন। তোরে ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা বলিয়া বোধ হয় না, তুই আমার পিতৃকুল নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত, রাক্ষসী রূপে সেই মহাত্মার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিস্। তুই নিতান্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ভ্রাতৃবিহীন ও জনসমাজে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইলাম। ধর্ম্মপরায়ণা কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীনা করিয়া বল্ দেখি, এখন নরকেও কি তোর স্থান হইবে? অয়ি পাষাণ হৃদয়ে! সেই কৌশল্যানন্দবর্দ্ধন রাম যে পিতার ন্যায় প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা কি তুই জানিস্ না? অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে স-

ভূত বলিয়া অন্যান্য বন্ধুজন অপেক্ষা পুত্রই প্রিয়তর। জগতে পুত্র অপেক্ষা স্নেহের পাত্র আর নাই। এক্ষণে আমি এই সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

একদা সুরপ্রভাব সুরভি আকাশ পথে গমন করিতে করিতে দেখিলেন, তাঁহার পুত্রদ্বয় দিবসের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত হল বহন করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিচেতন প্রায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে পুত্রবৎসলা সুরভি শোকাকুলা হইয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ঐসময়ে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার অধোবর্ত্তি পথে গমন করিতেছিলেন; সুরভির সুগন্ধি অশ্রুবিন্দু সহসা তাঁহার গাত্রে পতিত হওয়ায় তিনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, সুরভি সাতিশয় শোকাকুলা হইয়া আকাশ পথে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছেন, দেখিবামাত্র দেবরাজ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, অয়ি সর্ব্বহিতৈষিণী সুরভি! দেবগণের কুত্রাপি ভয়ের সম্ভাবনা নাই? তবে তুমি কি কারণে আজ এত দীনভাবে রোদন করিতেছ?

সুরভি কহিলেন, সুররাজ! অমঙ্গল দূর হউক, তোমরা অমর, তোমাদের অমঙ্গল কোথায়? আমি আজ আমার পুত্রদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দেখিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি, ঐ দেখ, উহারা বন্ধুর ভূমিতে পড়িয়া কত যাতনা পাইতেছে। আহা! উহারা একেই ত হলভার-

নিপীড়িত ও প্রচণ্ড রবি কিরণে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছে, ইহার উপর আবার দুরাত্মা কৃষক তাড়নার একশেষ করি-তেছে, দেবরাজ! জগতে পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। সম্মুখে নিজ পুত্রের এতাদৃশ ক্লেশ দেখিয়াও কি জননীর প্রাণ স্থির হইতে পারে? উহারা সন্তান, আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাদের দূরবস্থা দেখিয়াই আমি এত ব্যাকুল হইয়াছি।

আহা! যাঁহার সন্তান সন্ততি দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, দুইটী মাত্র পুত্রের জন্যও সেই সুরভিকে এতা-দৃশ দীনভাবে রোদন করিতে দেখিয়া দেবরাজ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পুত্রকেই অধিকতর প্রিয়জ্ঞান করিলেন, এবং সেই অবধি পুত্রবৎসলা সুরভিকেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব নির্দ্দয়ে! দেখ দেখি, যাহার সহস্র সহস্র সন্তান, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী সুরভিও যখন দুটীমাত্র সন্তানের জন্য এত বিলাপ করিয়া-ছিলেন, তখন এমন গুণের পত্র রামচন্দ্রকে নির্জ্জন কাননে বিদায় দিয়া আর্য্যা কৌশল্যা যে প্রাণ ধারণ করিতে পরিবেন না ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। আহা! জ্যেষ্ঠা-মাতা কৌশল্যার একটি বৈ আর সন্তান নাই, কিন্তু তোর স্বভাব দোষেই তিনি পুত্রধনে বঞ্চিত হইলেন, ইহাতে তোর আর ভদ্রতা দেখিতেছি না। ইহলোকে ও পরলোকে তোকে অসীম ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। পাপীয়সি! এই দেখ, আমি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য কলাপ যথাবিধি

নির্ব্বাহ করিয়া আর্য্য রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অরণ্যে প্রস্থান করি, আমি রামকে রাজাসনে বসাইব, দেখিয়া পরে আমি স্বয়ংই সেই শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় কাননে কাননে ভ্রমণ করিব। কিন্তু রাজ্যকার্ম্মুকি! পৌর-জনেরা সজল নেত্রে দিবা নিশি রোদন করিবে, "হা রাম! হা রাম"। বলিয়া নিরন্তর নিশ্বাসভার পরিত্যাগ করিবে, দেখিয়াও কি ভরত তোর পাপসঙ্কল্প সাধন করিবে? মনেও করিস্ না। স্বার্থসাধিনি! যদি লোককলঙ্কের ভয় থাকে, হয় অগ্নি, না হয় অরণ্যেই প্রবেশ কর, অথবা এখনিই উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ কর। তোর আর গত্যন্তর নাই। রাম রাজাসনে আসীন হইয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে আমাদের ভরণ পোষণ করিবেন, দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইব, নয়ন যুগল সফল করিব, এবং নিতান্ত ঘৃণিত লোকাপবাদ হইতেও মুক্ত হইব।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত অরণ্য করীর ন্যায় ও পাদদলিত কালভূজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিস্বাসভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রোষভরে তাঁহার লোচন দ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, এবং কটি বন্ধন বস্ত্র শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি অঙ্গের আভরণ সমস্ত সুদূরে নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে পতিত ও হতচেতন হইয়া রহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

অমাত্য বর্গেরা সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন, ভরত বহুক্ষণের পর চেতনা লাভ করিয়া শুষ্কমুখে ও দীননয়নে পুনঃ পুনঃ মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং অমাত্য মণ্ডলীর মধ্যে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, অমাত্যগণ! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, আমি কখন রাজ্য কামনা করিনাই, এবং রাজ্য লাভার্থ কুমন্ত্রণা দিয়া জননীকেও প্রেরণ করি নাই। আমি ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত এতকাল অতি দূরদেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারিনাই, এবং হস্তগত রাজ্যে বঞ্চিত হইয়াযেরূপে রাম বনবাসী হইলেন, তাহাও অবগত নহি।

মহাত্মা ভরত অতর্কিত রামনির্ব্বাসনের সংবাদ শুনিয়া যৎকালে জননীকে তিরস্কার করিতেছিলেন, সেই সময়ে দেবী কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠস্বর শ্রবণে সুমিত্রাকে কহিলেন, সুমিত্রে! দেখ, বোধ হয় ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়াছেন, ভরত ঐ পাপ রাক্ষসীর সন্তান, কিন্তু স্বয়ং অতি বিচক্ষণ। আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা মলিন বদনে ও অশ্রুপরীত নেত্রে রোদন করিতে করিতে ভরতের নিকট কহিতে লাগিলেন। এদিকে ভরতও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার আবাস ভবনে আসিতেছিলেন।

মনস্বিনী রাজমহিষী পথিমধ্যে মহাত্মা ভরতকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিতে লাগিলেন, বৎস ভরত! তুমি রাজ্যাভিলাষী, নিষ্কণ্টক রাজ্যও লাভ করিয়াছ, এখন সুখে উপভোগ কর। কিন্তু তোমার জননী বড় নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করিয়া উহা হস্তগত করিয়াছেন, জানি না, সেই ক্রূরদর্শিনী আমার রাজীবলোচনকে চীরবসনে মুনিবেশে বনবাসে পাঠাইয়া এখন কি সুখেই রহিয়াছেন, যাহাই হউক, ভরত! এখন আমার এইমাত্র প্রার্থনা, সেই সুগভীরনাভিবিরাজিত নবঘনশ্যাম রাম যেখানে রহিয়াছেন, কৈকেয়ী এখন আমাকে সেইখানেই প্রেরণ করুন। না হয়, আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত তথায় প্রস্থান করিব। অথবা এই সমস্ত কোশল রাজ্য এখন তোমারই হস্তগত হইয়াছে, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল।

শোকাকুলা কৌশল্যা এবম্বিধ কঠোর ভৎর্সনা করিলে, ক্ষতস্থানে আঘাত করিলে, যেরূপ মনোবেদনা হয়, ভরত ততোধিক মনোবেদনায় ব্যথিত হইলেন, এবং তাঁহার চরণ ধরিয়া বহুবিধ বিলাপ, পরিতাপ ও উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে করিতে কিয়ৎকাল বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন। পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! এই সমস্ত শোকাবহ বৃত্তান্ত আমি কিছুই জানি না। এ বিষয়ে আমার অণুমাত্রও অপরাধ নাই। তবে অকারণ কেন আমায় ভৎর্সনা করিতে-

ছেন। আর্য্য রামের প্রতি আমার যেরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও অসাধারণ অনুরাগ আছে, তাহা কি আপনি জানেন না? আমি আর এখন অধিক কি কহিব, সেই গজরাজগতি আর্য্য দাশরথি যাহার কুমন্ত্রণায় এই অতুল্য বৈভবে বঞ্চিত হইয়া অনাথের ন্যায় অরণ্যগামী হইয়াছেন, তাহার বুদ্ধি-যেন কদাপি শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুসারিণী না হয়। বলিতে কি, সে পাপাত্মাদিগের দাস হইয়া থাকুক, সূর্য্যের অভি-মুখে মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করুক। নিদ্রিত গাভীর শরীরে পদাঘাত করিলে, যে পাপ সঞ্চয় হয়, সে সেই পাপ রাশিতে শয়ন করুক। যে ব্যক্তি কর্ম্ম করাইয়া ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার যে অধর্ম্ম, সে তাহাই ভোগ করুক। অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজা পালনকারী রাজার অনিষ্ট চেষ্টা করিলে, যেরূপ পাপগ্রস্থ হইতে হয়, যাহার দোষে রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, সে দুরাত্মা যেন সেই পাপ অধিকার করে। যে রাজা বিধিনির্দ্দিষ্ট ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ না করেন, তাঁহার যে অধর্ম্ম সে দুরাত্মাও অচিরাৎ তাহাতে লিপ্ত হউক। জননি! যাহার পাপসঙ্কল্পে রাম বনবাসী হইয়াছেন, তাপস-গণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া আবার তাহার অপ-লাপ করিলে যেরূপ অধর্ম্ম সঞ্চয় হয়, সে যেন তাহাই ভোগ করে। আর্য্যে! অধিক, কি যে অধার্ম্মিক মনে মনেও রামের বনবাস অভিলাষ করিয়াছে, গজবাজি সমাকীর্ণ শস্ত্রসমাকুল সংগ্রাম হইতে সে যেন পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করে।

বিচক্ষণ আচার্য্যেরা যে সূক্ষ্মার্থ শাস্ত্র সমূহের উপদেশ প্রদান করেন, সে দুরাত্মা তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলুক। সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষস্থল মহাবীর রামচন্দ্রের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত সে যেন জীবিত না থাকে। জননি! যাহার কুমন্ত্রণায় সেই কমললোচন বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন,শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত ব্যতিরেকে ছাগমাংস ও পায়সান্ন ভোজন করিলে যে প্রকার দুরদৃষ্ট জন্মে,সে দুরাচারও তাহাই ভোগ করুক। গুরুর অবমাননা নিন্দা ও মিত্র হিংসা করুক। কেহ বিশ্বাস বশতঃ গোপনে কাহারেও কোন অপযশের কথা কহিলে, সেই দুর্ম্মতি তাহা প্রকাশ করিয়া দেক্; যাহার পাপসঙ্কল্পে আপনার পদ্মপলাশলোচন বনগামী হইয়াছেন, সে দুরাত্মা যেন অকৃতজ্ঞ, সাধুজনের ঘৃণিত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকে। আর্য্যে! যে নরাধমের নিষ্ঠুর ব্যবহারে আপনার নবঘনশ্যাম মুনিবেশে বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, সে অনুরূপ ভার্য্যা না পাইয়া ধর্ম্মকার্য্যের কিছুমাত্র অনুষ্ঠান না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালকবলে পতিত হউক, পুত্রকলত্র ও আজ্ঞাবহ ভৃত্যে পরিবৃত হইয়া সগৃহে একাকীই সুসংস্কৃত পায়সান্ন ভোজন করুক। রাজা, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধকে বিনা দোষে বধ করিলে, যাদৃশ দুরদৃষ্ট জন্মে সে দুরাত্মা যেন তাহাই অধিকার করে। অকারণে ভৃত্যকে ত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, সে সেই পাপেই পরিলিপ্ত হউক। জননি! যাহার

দুরভিসন্ধিবশতঃ দাশরথি বনবাসী হইয়াছেন, লাক্ষা, লৌহ, মধু, মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া, সে পোষ্যদিগের ভরণ পোষণ করুক। অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন পূর্ব্বক শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হউক, উন্মত্তের ন্যায় চীর-বসন পরিধান ও নর-কপাল গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া সে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করুক এবং নিরন্তর মদ্যপানে, স্ত্রীসম্ভোগে, ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত এবং কামক্রোধের দাস হইয়া সাধুজনের নিন্দাস্পদ হউক। আর্য্যে! অধিক কি, তাহার যেন ধর্ম্মদৃষ্টি না থাকে, সে যেন অধর্ম্মের আধার হইয়া অপাত্রে অর্থ বিতরণ করে। তাহার যাকিছু ধন সম্পত্তি থাকে, দস্যুগণ অচিরাৎ সমুদায় অপহরণ করিয়া লউক। উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া নিদ্রিত থাকিলে, যে পাপ সংগ্রহ হয়, সে যেন জন্মে জন্মে তাদৃশ পাপরাশিতে নিমগ্ন থাকে। অগ্নিদায়ক, গুরুদারাপহারক, ও মিত্রহিংসা-কারকের যাদৃশ দুরদৃষ্ট জন্মে, সে দুরাত্মা তাদৃশ পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত হউক। সে যেন কদাচ পিতৃগণ, দেবগণ ও পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা না করে। সে যেন সাধুদিগের লোক, সাধুদিগের কীর্ত্তি, ও সাধুদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্য-কলাপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। অনবরত অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসক্তি জন্মে। সে পামর বহুপোষ্য পরি-বৃত, রোগগ্রস্ত ও সুতরাং দরিদ্র হইয়া সংসারে নিরব-চ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ করুক। যে সকল যাচকেরা দাতার মুখ পানে চাহিয়া দীনভাবে স্তুতিবাদ করে, সে তাহাদের

আশাও নিষ্ফল করুক। সেই অধার্ম্মিক নিতান্ত নিষ্ঠুর-স্বভাব খল, অশুচি ও রাজভয়ে ভীত হইয়া সকলকে প্রতারণা করুক। আর্য্যে! যে দুর্ম্মতির অনুরোধে সেই দুষ্টদমনকারী দাশরথি আপনার ক্রোড় শূন্য করিয়া দীন-ভাবে দিবানিশি বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন, ঋতুস্নানান-ন্তর সন্নিহিত সাধ্বী সহধর্ম্মিনীকে সে উপেক্ষা করুক। যে দুরাত্মার দুরভিসন্ধিবশতঃ সেই দীনশরণ দীনের ন্যায় দিনপাত করিতেছেন, সে যেন বিপ্রবর্গের অর্চ্চনার ব্যাঘাত ও বালবৎসা গাভীকে দোহন করে। আহারাদি প্রদান না করাতে সন্তান সন্ততি বিনষ্ট হইলে, পালয়িতার যে প্রত্যবায় হয়, সে অধার্ম্মিক সেই পাপ অধিকার করুক। সে ধর্ম্ম বিদ্বেষী হইয়া ধর্ম্মপত্নী পরিহার পূর্ব্বক পরদারে আসক্ত হউক। যে পানীয় জল দ্রব্যান্তরে দূষিত করে, এবং যে ব্যক্তি বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই ভোগ করুক। জল থাকিতেও যে পামর পিপাসার্ত্তকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে পাপীও তাহাই অধিকার করুক। শাক্ত ও বৈষ্ণবেরা স্ব স্ব দেবতার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লইয়া বিবাদ করিলে,তাহা-দের যে পাপ, এবং যে ব্যক্তি কৌতূহল সহকারে ঐ বি-বাদে কর্ণপাত করে, তাহার যে পাপ, সে দুর্ম্মতি তাহাই উপভোগ করুক। মহাত্মা ভরত অত্যন্ত দুঃখের সহিত এইরূপ শপথ করিয়া শোকাকুলা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দুঃখিত মনে ধরাতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর, দেবী কৌশল্যা ভরতের তাদৃশ শপথবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার অন্তরে মর্ম্ম বেদনা প্রদান করিলে, আমার দুঃখ যেন আরও প্রবল হইয়া উঠিল। আহা! তোমার স্বভাব ও বুদ্ধি ধর্ম্মপথ হইতে অণুমাত্রও স্খলিত হয় নাই। তুমি নিঃসন্দেহ সাধুলোকে সৎকৃত হইবে। এই বলিয়া মহিষী ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে স্বীয় অঙ্গে গ্রহণ ও আলিঙ্গন করিয়া অতীব শোকাবেগে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তদীয় প্রবল শোকমোহ প্রভাবে ভরতের মনও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি অনিবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার বুদ্ধি বৃত্তিও নিতান্ত বিরূপ হইয়া উঠিল।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর বশিষ্ঠ মহাশয় ভরতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে ত্বরায় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির ন্যায় গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে। সামান্য মনুষ্যের ন্যায় অনর্থক শোক মোহের বশীভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। ইস্ট-

বিয়োগ নিবন্ধন অন্তঃকরণে শোকের উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতজ্ঞানী মনুষ্যের হৃদয়ে উহা অধিক কাল স্থায়ী হয় না। তুমিও প্রকৃত জ্ঞানী, জ্ঞান চক্ষুঃদ্বারা এই অনিত্য সংসারের অসারত্ত্বা নিরীক্ষণ করিয়া মনোমন্দির হইতে অলিক শোক দুঃখ নিঃসারিত কর। বৎস, মহারাজ যখন পরোলোক যাত্রা করেন, তৎকালে রাম বনগামী হইয়াছিলেন, তোমরাও কেহ এখানে উপস্থিত ছিলে না, এজন্য আমি তদীয় মৃত শরীর তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপিত করাইয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে শোক সংবরণ পূর্ব্বক তদীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিয়া পুত্রের কার্য্য কর।

ভরত, বশিষ্ঠদেবের উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষের জল মার্জন করিতে করিতে অস্ফুট বচনে কহিলেন, ভগবন্! মহারাজের মরণ ও আর্য্য রামের নির্ব্বাসন উভয়ই আমার চিত্তকে একান্ত আকুল করিয়া তুলিয়াছে, মনুষ্যদিগের পদেপদে বিপদ ঘটিয়া থাকে, সত্য; কিন্তু আমার ন্যায় এরূপ বিপদের উপর বিপদ কখন কাহারও অদৃষ্টে ঘটে নাই। সামান্য জনের ন্যায় বৃথা শোক মোহের বশীভূত হওয়া উচিত নহে, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, কিন্তু কি করি, কিছুতেই আমার চিত্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতেছে না। এই বলিয়া অবিরল ধারায় নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বশিষ্ঠদেব, পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে বারংবার অনুরোধ করিলে, মহাত্মা ভরত অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, যেস্থানে পিতার মৃতদেহ রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার সহিত তথায় সমাগত হইলেন, এবং তৈলদ্রোণি হইতে পিতার মৃতদেহ উত্তো-লন পূর্ব্বক ভূতলে সন্নিবেশিত করিলেন। তৎকালে মহারাজের বদনমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি নিদ্রিত হইয়া আছেন,। অনন্তর ভরত বিবিধরত্নবিভূষিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিলেন, মহারাজ! অমি প্রবাসে ছিলাম, অমার আগমন পর্য্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া আর্য্য রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া বড়ই অকার্য্য করিয়াছেন। আমি একেই ত রামশূন্য হইয়াছি, ইহার পর অবার আপনিও এ অনাথকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলেন। অতঃপর এই শূন্য নগরে আর কে ধৈর্য্যের সহিত প্রজাপালনে যত্নবান্ হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন, নগরীও শশাঙ্ক বিহীন সর্ব্বরীর ন্যায় প্রভাশূন্য দেখাইতেছে।

বশিষ্ঠদেব ভরতের এইরূপ বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাজকুমার! আর শোক করিও না, শোক করিলেই যদি মহারাজ পুনর্জীবিত হইতেন, তবে না হয় আমরা সকলেই শোক করিতাম। জীবন একবার গত হইলে, আর কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত হয় না। অতএব

এক্ষণে বৃথা মোহ পরিত্যাগ করিয়া অবিচলিত চিত্তে জগতীপতির প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ কর। তখন ভরত কুলগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আচার্য্য, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতদিগকে পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে অনুরোধ করিলেন। অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা যথাবিধি তাহাতেই আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। শোকপরিতপ্ত পরিচারকেরা মহারাজের মৃতশরীর শিবিকায় সংস্থাপন করিয়া শূন্য হৃদয়ে স্রোতস্বতী সরযূর তীরে লইয়া চলিল। ভৃত্যবর্গেরা গমন পথে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি বিবিধ রত্নজাত নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অপরাপর পরিচারকেরা অগুরু চন্দন ও গুগ্‌গুল প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য এবং সরল পদ্ম ও দেবদারুকাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক পূর্ব্বেই কাষ্ঠময়ী অন্ত্যশয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজার মৃতদেহ ঐ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন। এবং সেই জ্বলন্ত হুতাসনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ-গায়কেরা বিশুদ্ধস্বরে সামবেদ গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীরা বন্ধুবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকাযানে আরোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং দাহস্থানে উপনীত হইয়া শোকসন্তপ্ত মনে ও ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিক গনের সহিত

সেই জ্বলন্তচিতা প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নৃপাঙ্গণারা ভরতের সহিত সরযূ সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত রোদন করিতে করিতে নগরে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত ভূতলে শয়ন ও দশাহকাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ক্রমে দশাহ অতীত হইল। ভরত শ্রাদ্ধাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পবিত্র হইলেন। অনন্তর দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিকাদি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য কলাপ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পারলৌকিক শুভকামনায় ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি সুবর্ণ ও প্রচুর ভক্ষ্য ভোজ্য, দাস দাসী বাসভবন ও বাহনাদি বিতরণ করিতে লাগিলেন।

পরে ত্রয়োদশাহে রাজকুমার, চিতাভস্মোদ্ধার পূর্ব্বক ক্ষত্রিয় কুলোচিত স্থল শোধনার্থ প্রভাত সময়ে সরযূতটে গমন করিলেন, এবং পিতৃশোকে একান্ত আকুল হইয়া দুঃখিত মনে ও মুক্তকণ্ঠে চিতামূলে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ এ হতভাগ্যকে আপনি যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, আপনার আদেশে তিনি

নিরাশ্রয় হইয়া বনবাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, আমি একেই ত ভ্রাতৃশূন্য হইয়াছি, আবার আপনিও আমাকে অনাথ করিয়া কোথায় চলিলেন! আহা! মহারাজ! তপস্বিনী কৌশল্যাকে মা বলিয়া সম্বোধন করে, আর্য্য রাম ভিন্ন আর কেহই নাই, আপনি সেই রামকে বনবাসী ও তাঁহার জননীকে অনাথা করিয়া কোথায় চলিলেন।

এই বলিয়া ভরত, যথায় মহারাজের অস্থি সকল দগ্ধ হইয়া দেহ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, সেই ভস্মাবকীর্ণ অরুণ বর্ণ দাহস্থান দর্শন করিয়া অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং ধরাতলে পতিত হইয়া একান্ত দীনভাবে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া পরিচারকেরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় ভূতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপিত করিলেন। পুণ্যক্ষয় কালে যযাতির অভিমুখে ঋষিবর্গের ন্যায় অমাত্যেরা সেই শুচিব্রত শোকাকুল ভরতের সম্মুখে ভর্তৃমরণদুঃখ নিবন্ধন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শত্রুঘ্নও ভ্রাতাকে নিতান্ত দীন ভাবে রোদন করিতে দেখিয়া এবং পিতাকে মনে করিয়া শোকে একেবারে হতচেতন হইয়া রহিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্ত চিত্তে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, হায়! পাপ মন্থরা হইতে যে অপার শোক সাগর উৎপন্ন হইয়াছে, কৈকেয়ী যাহার কুম্ভীর, আমরা সকলেই সেই অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। মহারাজ! এই সুকুমারকলেবর কুমার ভরতকে আপনি কত যত্নে

লালন পালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইনি অনাথ হইয়া আপনার উদ্দেশে এত বিলাপ করিতেছেন, আপনি সেই ভরতকে অপার শোক সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়া কোথায় চলিলেন। এতদিন কত যত্নে আমাদিগকে লালন পালন করিয়া এখন নিরাশ্রয়ে রাখিয়াই কি পরলোক যাত্রা করিলেন? এতদিন কত আদর করিয়া কত বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে পান, ভোজন বসন ভূষণ প্রদান করিতেন, এখন ক্ষুধার উদ্রেক হইলে, স্নেহ সম্ভাষণে কে আমাদিগকে আহার করাইবে, স্নেহপূর্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া এখন আর কে হতভাগ্যদিগের অভিলাষ পূরণ করিবে? অয়ি দেবি বসুন্ধরে! তোমার নাম যথার্থ সর্ব্বংসহা, তুমি সকলই সহ্য করিতে পার, নতুবা এমন সুধার্ম্মিক পতিকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃত সময়েও বিদীর্ণ হইলেন না কেন?

এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে শত্রুঘ্ন শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া আবার কহিলেন, পিতঃ! আপনিও পরলোক যাত্রা করিলেন, আর্য্য রামও অরণ্যগামী হইলেন, এক্ষণে আমি আর কোন মতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না, আমি আজি হয় তপোবনেই প্রবেশ করিব, না হয়, জ্বলন্ত হুতাশনেই আত্ম সমর্পণ করিব। ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় আমি কোন রূপেই প্রবেশ করিব না।

পিতৃমরণে ও ভ্রাতৃনির্ব্বাসনে নিতান্ত শোকাকুল

হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষের ন্যায় উভয়ে এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অনুগামিগণ একান্ত বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিল। তখন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ভরতকে ভূতল হইতে উঠাইয়া সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির ন্যায় কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! অদ্য ত্রয়োদশ দিবস হইল, মহারাজের অগ্নি সংস্কার হইয়াছে, এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। এখন আর বিলম্ব করা কোন মতে আমার উচিত বোধ হইতেছে না, অতএব শোক সংবরণ করিয়া এখন তাহাতেই সত্বর হও। দেখ, ক্ষুৎ-পিপাসা, শোক, মোহ, ও জরামৃত্যু এই তিনটি শরীর ধারণে সাধারণেরই ঘটিয়া থাকে, এবং ইহা জীবগণের অপরিহার্য্য, অতএব অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের জন্য শোকাকুল হওয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির কদাচ উচিত কার্য্য নহে।

এইরূপে বশিষ্ঠদেব ভরতকে বুঝাইতে লাগিলেন, এদিকে তত্ত্বদর্শী সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নকে আশ্বস্ত করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানা প্রকার উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়ে অশ্রু-বারি মার্জ্জন করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আরক্তনয়নে বর্ষাতপপ্রভাবে পরিম্লান ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অমাত্যগণ অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাজার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যকলাপ যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইলে, বশিষ্ঠদেব ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! রাজা না থাকিলে রাজ্য মধ্যে অনেক প্রকার উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। মহারাজের পরলোক যাত্রার পর কোশল রাজ্য একেবারে অরাজক হইয়াছে। অতএব রামচন্দ্র যেমন পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অরণ্যগামী হইয়াছেন, এখন আমাদের অভিলাষ, তুমিও সেইরূপ পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া প্রজাপালন কার্য্যে যত্নবান্ হও।

বশিষ্ঠ মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া ভরত রোদন করিতে করিতে কহিলেন, ভগবন্! রাজা না থাকিলে, রাজ্য অরাজক হয় সত্য; কিন্তু যে রাজ্যে রাম বঞ্চিত হইয়াছেন, আমি প্রাণ থাকিতে সে রাজ্যে কখনই হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। এ রাজ্য আর্য্য রামচন্দ্রের অধিকৃত; ইহাতে আমার কি অন্যের কাহারও অধিকার নাই। যদি বলেন, মহারাজ আমাকেই কোশলরাজ্যের রাজা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এ বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তিনি কৈকেয়ীর ভয়ে ভীত হইয়াই এমন ঘৃণিত কার্য্য মুখের বাহির করিয়া-

ছিলেন। অতএব আর্য্য! আমি সেই দীনশরণ দয়াময় দাশরথির নিকট গমন করিয়া, যেরূপেই পারি, তাঁহাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করিব, এবং রাজাসনে বসাইয়া দিবানিশি তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিব। তিনি বাল্যকালাবধি আমাকে বিশেষ স্নেহ করিয়া থাকেন, আমি গিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া বিনয় করিয়া বলিব,আমার অনুরোধ তিনি কখনই উল্লঙ্ঘন করিবেন না। বিশেষতঃ পিতৃদেব তাঁহার অদর্শনেই দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, একথা শুনিলে, আর কোনমতেই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। অতএব ভগবন্! নিবারণ করি, আমায় বার বার আর অনুরোধ করিবেন না। যাহাতে সত্বর আর্য্যের নিকট যাইতে পারি এক্ষণে তাহারই অনুষ্ঠান করুন।

এইরূপে ভরত বশিষ্ঠদেবের নিকট আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, এমন সময়ে শত্রুঘ্ন আসিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমরা আর কি বলিয়া চিত্তকে প্রবোধ দিব। যিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়, যাঁহার কীর্ত্তিকিরণে ত্রিলোক উদ্দীপ্ত হইয়াছে, একজন সামান্যা কামিনী কামে মহারাজকে বশীভূত করিয়া সেই স্বভাব সুন্দর পুরুষোত্তমকে অকারণে নিবীড় অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিল! ভাল, আর্য্য লক্ষ্মণ ত বিলক্ষণ বলবান্, তিনি কেন কামপরতন্ত্র পিতাকে নিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে বনবাস দুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না! যে রাজা কামিনীর কথায় অনায়াসে এমন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন, ন্যায় অ-

ন্যায় বিচার না করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বেই নিগ্রহ করা কর্ত্তব্য ছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতসমীপে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুব্জা মহামূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্ব-শরীর সুগন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত ও মহামূল্য ভূষণে বিভূষিত করিয়া মন্থর গমনে দ্বারদেশে সমাগত হইয়া রজ্জু বদ্ধা বানরীর ন্যায় শোভা পাইতে ছিল। ভরত সেই কুসন্ধানপটীয়সী ক্রূরশয়া কুব্জাকে সহসা দ্বারদেশে দেখিয়া নির্দ্দয় ভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুঘ্নের করে সমর্পণ করিলেন, কহিলেন, বৎস! যাহার কুমন্ত্রণায় আর্য্য রাম বনবাসী হইয়াছেন, পিতৃদেব কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই সেই পাপীয়সী মন্থরা এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা কর।

শত্রুঘ্ন ভরতের বাক্য শুনিয়া নিরতিশয় দুঃখের সহিত অন্তঃপুরচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুলনাশিনী কুহকিনীর কুমন্ত্রায় পড়িয়া আমার পিতৃদেব লোকান্তরিত হইয়াছেন, সূর্য্যকুল চূড়ামণি আর্য্য রাম অনাথের ন্যায় অরণ্যে গমন করিয়াছেন, আমরা অপার শোকসাগরে নিরন্তর সন্তরণ করিতেছি। অতএব আমার হস্তে ঐ পাপীয়সীর আর পরিত্রাণ নাই। এই বলিয়া সেই সখী-জন বেষ্টিতা কুব্জাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিবামাত্র মন্থরা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সখীরা শত্রুঘ্নকে সাতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া সভয়ান্তঃ-করণে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং শুষ্ক

মুখে পরস্পর কহিতে লাগিল, হায়! কি সর্ব্বনাশ! রাজকুমার, যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, এখানে থাকিলে হয়ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন, অতএব আইস এখন সময় থাকিতে আমরা সকলে গিয়া সেই সাধু-শীলা কৌশল্যারই শরণাপন্ন হই, এখন তিনিই আমাদের জীবন উপায়, তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন আমাদের প্রাণ রক্ষার আর পথ নাই।

এদিকে শত্রুবিনাশন শত্রুঘ্ন রোষভরে মন্থরাকে ভূতলে ফেলিয়া ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা, আত্মকৃত কুকার্য্যের পরিণাম ভূত সেই অসহ্য বেদনায় অধীর হইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তদীয় আভরণ সমস্ত চতুর্দ্দিকে স্খলিত হওয়ায় সেই প্রাসাদতল শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর শত্রুঘ্ন অতীব রোষাবেশে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া কৈকেয়ীকে যথোচিত ভৎসনা করিতে লাগিলেন। তৎশ্রবণে মহিষী যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া ভীতমনে ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ভরত ভ্রাতাকে ক্রোধে অধীর দেখিয়া কহিলেন, বৎস শত্রুঘ্ন! ক্ষান্ত হয়, ক্রোধ সংবরণ কর। শত শত অপরাধ করলেও স্ত্রীজাতি-কাহারও বধ্য নহে। দেখ, এই ক্রোধান্ধ ভরতের হস্তে পাপীয়সী কৈকেয়ীর অবশ্যই শিরশ্ছেদন হইত, কিন্তু পাছে রাম-মাতৃঘাতক বলিয়া আমাকে স্পর্শ না করেন, মহাপাতকী বলিয়া আমার

সহিত বাক্যালাপ না করেন ; এই ভয়েই কেবল আমি ত্রকার্য্যে ক্ষান্ত থাকিলাম ; অতএব ভাই ! যাহা হইবার হইয়াছে, এখন ক্রোধ সংবরণ কর, তুমি আজ কুজ্জাকে বধ করিলে তিনি আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিবেন না।

এইমাত্র বলিয়া ভরত বিরত হইলেন । শত্রুঘ্ন তাঁহার আদেশে সেই দোষাবহ কার্য্যে আর সাহসী হইলেন না। মন্থরা তাঁহার হস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে গিয়া কৈকেয়ীর চরণতলে পতিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখের সহিত রোদন করিতে করিতে আপনার দুর্গতির কথা সবিশেষ করিয়া কহিতে লাগিল। কৈকেয়ী প্রিয়দাসীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসের প্রভাত সময়ে বহুসংখ্য সুবিজ্ঞ রাজপুরুষেরা একত্র সমবেত হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার ! যে কারণেই হউক, মহীপাল জ্যেষ্ঠ তনয়কে বনবাসে বিদায় দিয়া সেই শোকেই স্বয়ং লোকান্তরিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমাদের অভিলাষ, অদ্য তুমি

পৈতৃক সিংহাসনে আসীন হইয়া প্রজাপালনে দীক্ষিত হও। যদিচ তুমি বালক, তথাপি অমাত্যগণের ঐকমত্য থাকিলে রাজ্যমধ্যে অরাজকতা কদাচ প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব ভরত! এক্ষণে মন্ত্রিবর্গেরা আভিষে-চনিক উপকরণ লইয়া তোমার রাজ্যশ্রী কামনা করিতে-ছেন, তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদের অভিলাষ পূরণ কর।

তখন রামগতপ্রাণ ভরত অভিষেকের দ্রব্য সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, এই ত্রি-লোকবিখ্যাত মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে যে কার্য্য কদাপি শ্রুত বা দৃষ্ট না হইয়াছে, তাহাতে বারংবার অনুরোধ করা বিচক্ষণ ব্যক্তির কার্য্য নহে। জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদের কুল ব্যবহার। আর্য্য রাম আমাদের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ, এ রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য, আমি প্রাণ থাকিতে তাঁহার রাজ্যে কদাচ হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না। অতএব তাঁহার প্রতিনিধি আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বন ভ্রমণ করিব। এক্ষণে ত্বরায় চতুরঙ্গবল সুসজ্জিত কর, আমি এখনই আর্য্য রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বনপ্রস্থান করিব। তাঁহার অভিষেকের নিমিত্ত যে সমস্ত সামগ্রী সংভার আনিত হইয়াছিল, আমি তাঁহার নিমিত্ত তৎসমুদায় অগ্রে করিয়া লইব। বনমধ্যেই তাঁহাকে রাজ-পদে অভিষিক্ত করিব এবং যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নিকে আনয়ন করে, সেইরূপ তাঁহাকে আনয় করিব।

মহাত্মা ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তত্রত্য সকলেই এক বাক্যে কহিলেন, রাজকুমার! সর্ব্বজ্যেষ্ঠ আর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি তোমার যে এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি আছে, ইহাতে আমরা যার নাই পরিতোষ লাভ করিলাম। এই বলিয়া তাঁহারা আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্যেরা বীতশোক হইয়া আনন্দ ভরে কহিলেন, কুমার! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী ও দুর্গমস্থানচারী রক্ষকেরা সজ্জিত হইয়াছে। তাহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গমস্থানে রক্ষা করিবে।

অশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ভূমিপরিক্ষক, বৃক্ষ তক্ষক, স্বকর্ম্মদক্ষ খনক, সূত্রকর্ম্মকুশল, অবরোধক, স্থপতি, বর্দ্ধকি, সূপকার, বংশকার, সুধাকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রকার, ভৃত্য ও পথ পরীক্ষকেরা সুসজ্জিত বেশে মহাবেগে ধাবমান হইল। বহুসংখ্যলোক হর্ষভরে একত্র যাত্রা করাতে তখন বোধ হইতে লাগিল, পৌর্ণমাসী সুধাংশুর কিরণ যোগে মহাসাগরের তরঙ্গ মালাই যেন উচ্ছ্বলিত হইতেছে। প্রথমে পথ শোধকেরা কুদ্দালাদি দল বল লইয়া চলিল, এবং তরু লতা প্রভৃতি প্রস্তর সমস্ত ছেদন করিয়া পথ পরিষ্কৃত

করিতে লাগিল। যেস্থানে বৃক্ষ নাই, নিরবচ্ছিন্ন রবি কিরণের ভয়ে তথায় অনেক ছায়াপ্রধান বৃক্ষ রোপণ করিতে লাগিল। অনেকে কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানা স্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল। কেহ কেহ বন্ধুর ভূমিভাগ সমতল ও গভীর গর্ত্ত সমস্ত অনায়াসে পূর্ণ করিয়া ফেলিল। কেহ সুদীর্ঘ সেতুবন্ধন, কেহ কেহ জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহ সকল জলপূর্ণ সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। যে যে ভূভাগে জল ছিল না, তথায় বেদিপরিশোভিত কূপাদি খনন করিল এবং এরূপ কৌশলে পুষ্পবৃক্ষ সকল রোপণ করিল যে, অল্পকালের মধ্যেই নানা প্রকার পুষ্প সমস্ত প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে কুট্টিম সুধাধবলিত, কোন স্থানে সুগন্ধ চন্দনজলে অভিষিক্ত, কোথাও বা কুসুম সমূহে অলঙ্কৃত ও কোথাও বা পতাকা সমস্ত উড্ডীন হইল। এইরূপে সেনাগণের গমন পথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

যাহারা শিবিকাদি সন্নিবেশে আদিষ্ট হইয়াছে, তাহারা সুস্বাদু ও সুগন্ধ ফল বহুল ভূভাগে সুপ্রশস্ত নক্ষত্রে ও মুহূর্ত্তে ভরতের অভিলাষানুরূপ শিবিকা স্থাপনে সুপারগ অনুচরদিগকে আদেশ করিল, এবং প্রস্তুত হইলে, তৎসমুদায় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে

ঐ সমস্ত শিবিকা সন্নিবেশের চারিদিক্ ধূলিধূসরিত সগর্ত্ত প্রান্তভিত্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রতিমায় বিভূষিত ও প্রশস্ত রাজ পথে পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ প্রাকারএবং কপোত গ্রহ বিরাজিত-শিখরাঙ্কিত উন্নত সপ্তভূমিক ভবন সমস্ত নির্ম্মিত হইল। ফলতঃ তৎকালে শিল্পিগণের প্রযত্নে ঐসকল শিবিকাদিসন্নিবেশ ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাঁহার তীরভূমিতে বিবিধ বৃক্ষ ও নানা প্রকার রমণীয় কানন শোভা পাইতেছে, যাঁহার জল শীতল নির্ম্মল ও মৎসপূর্ণ, সেই পতিতপাবনী জাহ্নবী অবধি উৎকৃষ্ট রাজপথ এইরূপে নির্ম্মিত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একাশীতিতম অধ্যায়।

এদিকে, যে দিবস ভরতের অভিষেকার্থ নান্দীমুখ প্রভৃতি আভ্যুদয়িক কার্য্য সমস্ত নির্ব্বাহিত হইবে, তাহার পূর্ব্ব রজনীর শেষভাগ অবসন্ন প্রায় দেখিয়া সূত ও মাগধেরা মঙ্গল প্রতিপাদক স্তুতিবাদ দ্বারা ভরতের

স্তব আরম্ভ করিল। নিশাবশানসূচক দুন্দুভির শব্দে, শত শত সঙ্খনিনাদে, সুগভীর তূর্য্যঘোষে এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উচ্চতর নিনাদে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ভরত নিদ্রিত ছিলেন, ঐ সমস্ত বাদিত্র নির্ঘোষ শুনিয়া জাগরিত হইলেন, এবং শোকে যারপর নাই আকুল হইয়া তৎক্ষণাৎ বাদ্যরব নিবারণ করিয়া বাদক-দিগকে কহিলেন দেখ, আমি রাজা নহি, যিনি রাজা, যাঁহার সুশাসনে কোশল রাজ্যের অসুখ নিঃশেষে অপ-সারিত হইবে, তিনি এখন বিপিনরাজ্যের রাজা হইয়া-ছেন, আমি তাঁহার চিরানুগত দাস, তোমাদের স্তুতি-বাদের যোগ্য নহি ; এই বলিয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন ! দেখ, ইহারা যে নানা প্রকার স্তুতিবাক্যে আমার মর্ম্মে আঘাত করিতেছে, কৈকেয়ীই ইহার মূল। আর মহারাজও যে আমার উপর সমস্ত দুঃখভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং ক্লেশময় শরীর পরিহার করিয়াছেন, আমার মাতার দুর্ব্বুদ্ধিই ইহার নিদান। বৎস। এক্ষণে সেই সুধার্ম্মিক মহারাজের ধর্ম্মমূলা রাজলক্ষ্মী, প্রবাহোপরি ভাসমান নাবিকবিহীন তরণীর ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। আহা ! যিনি অমাদিগের প্রভু, যাঁহার অদর্শনে অযোধ্যার অধিবাসীরা অনবরত অপার অশ্রুজল মোচন করিতেছে। কৈকেয়ী অধর্ম্ম পথ অবলম্বন করিয়া সেই দীনশরণ দাশ-রথিকে একবারে বনবাসে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তিনি

থাকিলে, কোশলরাজ্য এমন দীনদশায় কদাচ পতিত হইত না, এই বলিয়া ভরত শোকে শোকে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন, তদ্দর্শনে তত্রত্য মহিলাগণের উৎকণ্ঠাও অসুখের আর পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর প্রভাতে বশিষ্ঠ মহাশয় সাক্ষাৎ সুরগুরুর ন্যায় স্বীয় শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া সুরসভা সদৃশ সুবর্ণ নির্ম্মিত মণিমণ্ডিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং দিব্যাস্তরণ বিরাজিত হেমময় পীঠে উপবেসন পূর্ব্বক দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দূতগণ! অবিলম্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি, যোদ্ধৃবর্গ, সুমন্ত্র, যুধাজিৎ এবং অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিগণ ও অন্যান্য রাজ কুমারের সহিত কুমার ভরত ও শত্রুঘ্নকে রাজসভায় আনয়ন কর। বিশেষ কোন কার্য্য উপস্থিত, বিলম্বে অনেক বিঘ্নের সম্ভাবনা, যত শীঘ্র পার, আমার আদেশ প্রতিপালনে যত্নবান হও।

মহর্ষি এই বলিয়া বিরত হইলে, তাঁহার আদেশ মাত্র দূতেরা কেহ গজে কেহ অশ্বে ও কেহ কেহ রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরেই সকলে সভায় আসিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আগমন সময়ে চতুর্দ্দিকে কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমারদ্বয়কে সভায় আসিতে দেখিয়া রাজা দশরথের ন্যায় সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। ক্রমে সকলে আসীন হইলে, সেই রাজসভা তৎকালে তিমিনাগ-

সঙ্কুল স্বুবর্ণবহুল স্থির হ্রদের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। ফলতঃ রাজা দশরথ থাকিতে পূর্ব্বে সভার যেরূপ শোভা হইত, রাজকুমার দ্বয়ের অধিষ্ঠানেও যেন সেই রূপ বোধ হইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

মহাত্মা ভরত সেই পণ্ডিতমণ্ডলী-মণ্ডিত সভামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে সকল আর্য্যেরা আসীন আছেন, তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ ও অঙ্গরাগ প্রভায় সভা উদ্ভাষিত হইয়া শারদীয় অগণ্য পূর্ণসুধাংশু-পরিশোভিত সর্ব্বরীর ন্যায় নিরতিশয় শোভা পাইতেছে। অনন্তর ভরত আসীন হইলে বশিষ্ঠ দেব প্রজাবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, বৎস ভরত! রাজা দশরথ সত্য পালনরূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং এই ধনধান্যবতী বসুমতীকে তোমার করে অর্পণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে রাজ্য রামেরই প্রাপ্য, কিন্তু তিনিও সাধুগণের অবলম্বিত সত্য ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া অরণ্যে গিয়া পিতার নিদেশ প্রতিপালন করিতেছেন। এক্ষণে তুমিই পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপুঞ্জের দুঃখ দূর

কর। চতুর্দ্দিক হইতে রাজগণ ও দ্বীপবাসী বণিকেরা অসংখ্য ধন রত্ন আহরণ পূর্ব্বক আগমন করিয়া তোমায় উপহার দিবার নিমিত্ত দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ভরত, শ্রবণমাত্র অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এবং মনে মনে সেই আজানুলম্বিতবাহু নবঘন শ্যাম রামরূপ অবলোকন করিয়া অনিবার বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে বাস্পাকুল লোচনে বশিষ্ঠের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া অজ্ঞের ন্যায় অনুচিত কার্য্যে বারংবার আমাকে কেন অনুরোধ করিতেছেন। এ রাজ্য আর্য্য রামচন্দ্রের অধিকৃত, আমি, ধার্ম্মিক মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাঁহার রাজলক্ষ্মী অপহরণ করির। এই রাজ্যে রাম ভিন্ন আর কাহারও অধিকার নাই। এ রাজ্য এবং আমি উভয়ই রামের, অতএব তপোধন! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আদেশ করা আপনার উচিত। আপনি ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া যেরূপ কহিলেন, বলুন দেখি উহা কি ভবাদৃশ বিচক্ষণের অনুরূপ, না, নীতিশাস্ত্রাধ্যয়নের পরিণাম। মহাত্মা রাম সূর্য্যবংশাবতংশ মহীপাল দিলীপ ও নহুষের তুল্য। তিনি আমাদিগের সকলের জ্যেষ্ঠ ও গুণশ্রেষ্ঠ তিনিই পিতার ন্যায় এই রাজ্য গ্রহণ করিবেন, যদি আমি এই অসাধুসেবিত নরকপ্রদ ঘোরতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে আমাকে অবশ্যই ইক্ষ্বাকু

কুলের কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া থাকিতে হইবে। জননী যে স্ত্রীলোকসুলভ হীন বুদ্ধির অনুসরণ ক্রমে অকাতরে এই অতর্কিত শোকাবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ইহাতে আমার অণুমাত্রও অভিরুচি নাই। আমি এখান হইতেই সেই দুর্গমবনবাসী আর্য্য রামচন্দ্রের চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিতেছি, সেই নর-শ্রেষ্ঠ রঘুকুল-ধুরন্ধর রামই এ রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রৈ-লোক্য রাজ্যেরও রাজা, সামান্য সুখলালসায় তাঁহার চরণ আমি কদাপি ভুলিয়া থাকিব না। ভরত এই বলিয়া বিরত হইলে রামভক্ত সভ্যগণ তাঁহার তাদৃশ ধর্ম্মানুগত অভিপ্রায় দেখিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনর্ব্বার কহিলেন, তপোধন! যদি আর্য্য রামকে অরণ্য হইতে আনিতে না পারি, তবে তাঁহার ন্যায় আমিও বনমধ্যে বাস করিব। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক আপনাদিগের সমক্ষেই আমাকে তৎসমস্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। অবৈতনিক কর্ম্মকর, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রেই প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার গমন মাত্র অবশেষ।

এই বলিয়া ভরত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার আদেশানুসারে “ সত্বর বনযাত্রা করিতে হইবে” বলিয়া সাধারণ সমীপে ঘোষণা করিয়া দাও। এবং অবি-লম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আনয়ন কর। সুমন্ত্র আদেশ-

মাত্র পরম আহ্লাদিত হইয়া এই শুভ সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। সৈন্যদিগকে রামের আনয়নার্থ বনগমনের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, শুনিয়া প্রজা ও সৈন্যদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। গৃহে গৃহে সৈনিকগণের গৃহিণীরা এই শুভ সমাচার পাইয়া নিজ নিজ স্বামীদিগকে হর্ষভরে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেনাপতি সকল অশ্ব, শকট ও মনের ন্যায় দ্রুতগামী রথে যোদ্ধৃবর্গের সহিত সেনাদিগকে আরোহণ করাইয়া ভরতের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, সহসা ঐ সকল সুসজ্জিত সৈন্যগণকে সমাগত দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তবে আর বিলম্ব করিও না; ত্বরায় আমার রথ সজ্জিত করিয়া আন। সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম মহাত্মা ভরত পুনর্ব্বার সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি সত্বর গিয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্য সংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর; আমি জগতের হিতসাধন জন্য জগদানন্দ আর্য্য রামচন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় আনিবার বাসনা করিয়াছি। তখন সুমন্ত্র ভরতের আদেশে পুলকিত ও পূর্ণকাম হইয়া এবং সেনাপতিদিগকে সৈন্য সংযোগ করিবার নিমিত্ত আজ্ঞা প্রদান করিয়া প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ ও বন্ধুবর্গকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন। তদনন্তর গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই উদযুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট-জাতীয় অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দ্দভ, ও রথ সমস্ত যোজনা করিতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর রজনী অবসন্ন হইলে, ভরত প্রভাত সময়ে সমুত্থিত হইয়া রামদর্শন মানসে দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা বিচিত্র রথারোহণে রাজকুমারের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, ষষ্টিসহস্র রথ, এক লক্ষ অশ্বারোহী, ও বিবিধ আয়ুধধারী বীরপুরুষেরা ভরতের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। যশস্বিনী মহিষী কৌশল্যা ও স্বভাবসুন্দরী সুমিত্রা সুশোভিত ও সমুজ্জ্বল যানে আরোহণ পূর্ব্বক আনন্দভরে রামানয়নে যাত্রা করিলেন। কৈকেয়ী হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বে পুত্রের অভীপ্সিত কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এজন্য এতকাল মনে মনে বড়ই দুঃখিত ছিলেন, এক্ষণে প্রবোধ পাইয়া তিনিও রামানয়নার্থ পরম আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদের সমভিব্যাহারে যাইতে লাগিলেন। আর্য্যেরা গমন কালে আহ্লাদে পুলকিত

হইয়া পরস্পর রামচন্দ্রের আশ্চর্য্য কথা সকল কহিতে লাগিলেন। নগরবাসীরা মহাহর্ষে ও পরমানন্দে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হায়! আমরা কবে সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালবক্ষস্থল নবঘনশ্যাম রামরূপ অবোলোকন করিব, আমরা কবে সেই জগতের শোক-বিনাশন সত্যসন্ধ রামচন্দ্রের অকলঙ্ক চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই জগতের অন্ধকারনিচয় নিঃশেষে অপসারিত করেন, তদ্রূপ সেই দীনশরণ দাশরথি কবে আমাদিগের নেত্রপথের অতিথি হইয়া এই বিরহকাতর পৌরবর্গের শোকান্ধকার অপনয়ন করিবেন। এই বলিতে বলিতে নগরবাসীরা হর্ষভরে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাঁদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নগরের সুবিখ্যাত বণিক্, মণিকার, কুম্ভকার, শস্ত্রকার, দন্তকার ১ সুধাকার ২ সূপকার, স্বর্ণকার, কম্বলকার, তন্তবায় ৩ মায়ূরক ৪ ক্রাকচিক ৫ বেধক ৬ রোচক ৭ গন্ধোপজীবী ৮ স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক, শৌণ্ডিক ৯

১। গজ দন্তাদি দ্বারা যাহারা নানা প্রকার দ্রব্য নির্ম্মাণ করে।

২। যাহারা চূর্ণ লেপন করে।

৩। দর্জ্জী ইতি বিখ্যাত।

৪। যাহারা ময়ূর পুচ্ছে ছত্রাদি নির্ম্মাণ করে।

৫। করপাত্রোপজীবী করাতী ইতি প্রসিদ্ধ।

রজক, সস্ত্রীক নট এবং কৈবর্ত্তেরা সুবেশে শুদ্ধবসনে কুঙ্কুমানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গোযানে গমন করিতে লাগিল। অনেকানেক বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরাও ভরতের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে সকলে গজবাজি ও রথযানে বহুদূর গিয়া শৃঙ্গবেরপুরে ভাগীরথীর সন্নিহিত হইলেন। ঐ নগরে রামের পরম মিত্র নিষাদরাজ গুহ বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইয়া অতি সাবধানে বাস করিতেছেন। ভরতের অনুগামিনী সেনা সকল ভাগীরথীর চক্রবাক-পরিশোভিত পুলিনে উপনীত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। রাজকুমার সেই পতিতপাবনীর পরম রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া এবং সে দিন সৈন্যগণেরা গমনে নিরুদ্যম হইয়াছে, জানিয়া অমাত্যদিগকে কহিলেন, অমাত্যগণ দেখ, আমরা কল্য এই কলুষনাশিনী স্বর্নদীর পরপারে গমন করিব। অদ্য এই খানেই বিশ্রাম করা যাউক অতএব আমার এই অভিপ্রায়, তুমি সমস্ত সৈন্য ও অন্যান্য আনুযাত্রিকদিগের মধ্যে প্রচারিত করিয়া তাহাদিগকে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত কর। আমি এই দেবনদীতে

৬। যাহারা মণি মুক্তাদি ছিদ্র করে॥

৭। যাহারা কাচাদি প্রস্তুত করে।।

৮। যাহারা গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করে।।

৯। শুড়ী ইতি খ্যাত।

অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গীয় মহারাজের পারত্রিক সুখের নিমিত্ত তর্পণ করি।

তখন অমাত্যেরা ভরতের আদেশক্রমে সেনাদিগকে আপন আপন অভীষ্ট দেশে সন্নিবেশিত করিলেন, এই-রূপে ভরত সে দিন সেনাদিগকে গঙ্গাতীরে সুব্যবস্থায় স্থাপন করাইয়া কি প্রকারে রামকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, মনে মনে এই চিন্তা করিতেলাগিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

এদিকে নিষাদরাজ গঙ্গাতীরে অকস্মাৎ সেনানিবেশ দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ আজ গঙ্গাতীরে এত সৈন্য দেখিতেছি কেন? কারণ কি, আমি বিস্তর ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু ইক্ষ্বাকু-কুলপ্রসিদ্ধ বৃহদাকার কোবিদারধ্বজ রথের অগ্র-ভাগে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, দুর্ব্বুদ্ধি ভরতই সমুদায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আগমন করিয়াছে। মহারাজ দশরথ না কি, কামবশে পড়িয়া রামচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত ও ভরতকে যুবরাজ করিয়াছেন, সুতরাং ভরত এখন সমস্ত কোশলরাজ্য পরম সুখে হস্তগত করিয়াছেন,

এবং রাম জীবিত থাকিলে, কালক্রমে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই ভয়ে অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিয়া রামের বিনাশ মানসে যাত্রা করিয়াছে। আর দেখ, এবিষয়ে আমাদেরও বিলক্ষণ ভয়ের সম্ভাবনা আছে, কারণ রাম আমাদের পরমবন্ধু, ■ অদ্বিতীয় প্রভু, এ দুরাত্মা, হয়ত আমাদিগকেও পাশে বদ্ধ অথবা বিনষ্ট করিয়াই পরে অভিষ্ট সিদ্ধ করিবে। অতএব তোমরা আমার সেই পরম মিত্র রামচন্দ্রের হিতার্থ বর্ম্মাদি ধারণ পূর্ব্বক দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে গঙ্গার উপকূলে অবস্থান কর। বলবান্ ভৃত্যেরা অশনার্থ মাংসভার ও ফলমূল সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক গমন করুক। অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যেরা যদি রামের প্রতি ভরতের কোনরূপ দুরভিসন্ধি দেখিতে না পায়, তাহা হইলে ভরত ও তাহার সৈন্যেরা আজ নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। নিষাদরাজ জ্ঞাতিবর্গকে এইরূপ অনুমতি করিয়া স্বয়ং মৎস্য মাংস ■ মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র নিষাদপতিকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনীত বাক্যে রাজকুমারকে কহিলেন। কুমার! রামচন্দ্রের পরম সখা নিষাদরাজ বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া বোধ হয়, তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই আগমন করিতেছেন। এই নিষাদপতি দণ্ডকারণ্যের অধিপতি, তত্রত্য সমস্ত বৃত্তান্তই বিশেষ অবগত আছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ এক্ষণে যেস্থানে অবস্থান করিতেছেন,

হয় ত তাহাও বলিতে পারিবেন। অতএব রাজকুমার! নিষাদরাজ আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করুন। সুমন্ত্র এইরূপ কহিলে, ভরত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ রাজকুমারের অনুজ্ঞা লইয়া জ্ঞাতিগণের সহিত পরম হর্ষে ভরতের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার! আমার এই দেশ তোমার রাজ্য-বিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমন সংবাদ না দিয়া আমাদিগকে নিতান্ত বঞ্চনা করিয়াছ। আমি আমার রাজ্য ও যথা-সর্ব্বস্ব তোমায় অর্পণ করিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে স্বীয়-দাসগৃহে অধিবাস কর। আমার অধিকারস্থ নিষাদেরা নানাবিধ আরণ্য ফল মূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে। আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং বন্যসুলভ অন্যান্য সুখাদ্য দ্রব্যজাতও সংগৃহীত আছে। এক্ষণে আমার অভিলাষ, তোমার সৈনেরা অদ্য আমার গৃহে অবস্থান করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

নিষাদরাজের এইরূপ বিনয়ান্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরত কহিলেন, নিষাদনাথ! তোমার বাক্যেই আমি যথোচিত প্রীতিলাভ করিলাম। এই বলিয়া তিনি পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক আবার কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কচ্ছ দেশ নিতান্ত গহন ও একান্ত দুর্গম; বল, এক্ষণে আমরা কোন্ পথে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিব।

নিষাদ-রাজ কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রয়াণকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে, এবং আমিও যাইব। তজ্জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন দুর-ভিসন্ধি মনে করিয়া রামের নিকট যাত্রা করিয়াছ? তোমার এই মহতী সেনা আমার মনে বড়ই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিতেছে।

তখন গগণতলের ন্যায় নির্ম্মল ভরত নিষাদপতির তাদৃশ নিদারুণ বাক্য শুনিয়া মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন, কহিলেন, নিষাদ! তাদৃশ ভয়াবহ সময় যেন কখনই উপস্থিত না হয়, যখন আমি আর্য্য রামের প্রতি মনে মনেও নিষ্ঠুর আচরণ করিব। যদি হয়, তবে যেন আমার হৃদয় তৎক্ষণাৎ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনিই

আমার একমাত্র অবলম্বন, তিনিই আমার পিতা, দাসানু-দাস ভরত হইতে তাঁহার অপ্রিয় সাধন হইবে, এ দুরভিসন্ধি কদাচ মনেও যেন স্থান না পায়। আমি তাঁহাকে বনবাস হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছি। আমি ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি, নিষাদরাজ! এবিষয়ে তুমি কিছুমাত্র আশঙ্কা করিওনা।

তখন নিষাদপতি মহাত্মা ভরতের এই কথা শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! পৃথিবী-তলে তুমিই ধন্য, তোমার ন্যায় সাধুশীল ও তোমার সদৃশ স্বভাবসুন্দর মহাত্মা আর কে আছে। তুমি যখন অযত্নসুলভ রাজ্যও অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া সেই দীনশরণ দাশরথির শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার এই কীর্ত্তি অনন্তকাল স্থায়িনী হইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে।

এইরূপে পরস্পরের শিষ্টাচারানুমোদিত কথোপ-কথন হইতেছে, এমন সময়ে ভগবান্ সুধাংশুমালী অস্তাচলশিখরে অধিরোহণ করিলেন। রজনীও উপ-স্থিত হইল। ভরত নিষাদপতির পরিচর্য্যায় পরম আহ্লাদিত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। রাম চিন্তাজনিত সেই বিষম শোকানল চিরসুখী ভরতকে একবারে আক্রমণ করিল। কোটরস্থিত প্রজ্বলিত অনল যেমন বনাগ্নিপরিশুষ্ক তরুকে দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ শোকবহ্নি চিন্তানলপরিসন্তপ্ত রাজকুমারকে দগ্ধ

করিতে প্রবৃত্ত হইল। অচলরাজ হিমাচল সূর্য্যের উত্তাপে সন্তপ্ত হইয়া যেমন তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তদীয় শোক-সন্তপ্ত শরীর হইতে প্রচুর স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি শোকরূপ পর্ব্বতভারে আক্রান্ত হইয়া নিরতিশয় নিপীড়ীত হইলেন। রাম-চিন্তা ঐ প্রকাণ্ড পর্ব্বতের শিলা, নিঃশ্বাস উহার গৈর-কাদি ধাতু, বিষয়বৈরাগ্য তরুরাজি, শোকজ ক্লেশ-পম্পরা ঐ শৈলের শৃঙ্গ, মোহ- বন্য জন্তু, এবং শোকজ সন্তাপ ঐ বিশাল শৈলের ওষধি ও রেণু। রাজকুমার ভরত ঐ পর্ব্বতভরে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়-মান হইলেন। তৎকালে তিনি যূথভ্রষ্ট মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় হৃদয়জ্বরে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সংজ্ঞা ও শান্তিও বিলুপ্ত প্রায় হইতে লাগিল। কখন কখন তাঁহার চিত্ত যারপর নাই অধীর হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ সময় তিনি রামের নিমিত্ত এতই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, যে পরিবারবর্গে নিরন্তর পরি-বৃত থকিয়াও সমস্ত জগৎ একেবারে নির্জন কাননের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। নিষাদপতি সেই গম্ভীরপ্রকৃতি মহাত্মা ভরতের তাদৃশ ভাবান্তর দর্শনে অধীর হইয়া অনেক ক্লেশে আপনার চিত্তবিকার সংবরণ করিলেন, এবং নানা প্রকার সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

—০ঃ০—

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তিনি ভরত-সমীপে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের সাধুতা উল্লেখ করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! লক্ষ্মণের শীলতার বিষয় আর কি কহিব। যখন রাম জানকীর সহিত একাসনে শয়ন করিলেন, তখন সেই অশেষগুণরাশি শর ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত জাগরণ করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে আমি কহিলাম, রাজকুমার! তোমার নিমিত্ত এই সুখ-শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আ-মরা নিষাদবংশীয়, অনায়াসেই ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি রাজকুমার, চিরকাল দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া এখন ভূমিশয্যা তোমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইবে। এ ক্লেশ তুমি কোন ক্রমেই সহিতে পারিবে না; অতএব এক্ষণে রামচন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণে আমিই নিযুক্ত রহিলাম। তুমি ইহাঁর জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করিও না। লক্ষ্মণ! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, জগতে রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর কেহই নাই। এই সত্যৈকব্রত দাশরথির প্রসাদে আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, সমুদায় লাভ করিব। ইনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। ইনি ভিন্ন আমার আর গত্যন্তর নাই। অতএব পুরুষোত্তম! এখানে আমার

অধিকৃত বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, আমি ইহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্যা জানকীসহ পরমযত্নে প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আর দেখ, তুমি অরণ্যের কিছুই জান না। আমি নিরন্তর বনে বনে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কোন স্থানই আমার অবিদিত নাই। যদি অন্যের চতুরঙ্গ বল আসিয়াও আক্রমণ করে, বলিতে কি, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

লক্ষ্মণ কহিলেন, নিষাদরাজ। তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় সত্য, তোমার বিলক্ষণ ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তুমি স্বয়ংই যখন আমাদের রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আর কোন বিষয়েই বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুলতিলক আর্য্য রাম যখন আর্য্যা জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলেন, তখন আর লক্ষ্মণের নিদ্রায় প্রয়োজন কি? আহারেই বা প্রয়োজন কি? সংগ্রামক্ষেত্রে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার অপরিমেয় পরাক্রম সহিতে পারে না, সেই মহাবীর রাম আজ জনকাত্মজার সহিত পর্ণশয্যা আশ্রয় করিলেন, ইহাতে আমার কি আর সুখের অভিলাষ আছে? নিষাদরাজ! বলিব কি বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পিতৃদেব, কত প্রকার ব্রত নিয়ম ও কত প্রকার দৈবক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া শেষ দশায় এই রামরত্নকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন। তাঁহার মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ী সামান্য রাজ্যসুখ-

লালসায় ইহাঁর বনবাস কামনা করেন। মহারাজ পূর্ব্বেই ভীষণ সত্যপাশে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং আর দ্বিরুক্তিও করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ মনোবেদনায় তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না। আহা! পৌর মহিলারা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে করিতে শ্রান্তিনিবন্ধন, বোধ হয়, এখন একেবারে নিরস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাজভবনও এখন নিস্তব্ধ হইয়াছে। হায়! যাঁহাকে মুহূর্ত্ত কাল না দেখিলেও মন প্রাণ নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিত; তাহাকে এতক্ষণ না দেখিয়া দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত থাকিবেন, এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদিও থাকেন, এই রাত্রি পর্য্যন্ত।

এই বলিতে বলিতে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণের নয়নযুগল হইতে অনিবার বারিধারা পড়িতে লাগিল। তখন তিনি কিয়ৎকাল বাক্য নিঃসরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! আহা! পুত্র বিয়োগ দুঃখে মহারাজের মৃত্যু হইলে, অকরুণা কৈকেয়ী হইতে তাঁহাদের কতই বা মনোবেদনা উপস্থিত হয়। মহারাজ নিশ্চয়ই আর অধিক কাল বাঁচিবেন না। কোথায় তিনি শেষাবস্থায় কত আহ্লাদ,কত আমোদ ও কত উৎসাহ সহকারে জ্যেষ্ঠ সন্তানকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন, না, কৈকেয়ী তাঁহার সে আশা নিষ্ফল করিয়া একেবারে অরণ্যেই পাঠাইলেন,

ইহাতে মহারাজ কেবল হা রাম! হা রাম! বলিয়াই মর্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যা পতিপুত্র-বিয়োগ-দুঃখে আর ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারিবেন না। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া অচিরে জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। হায়! পিতৃদেব লোকান্তরিত হইলে, যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নি সংস্কার প্রভৃতি ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহারাই ভাগ্যবান্। আহা! ইতি পূর্ব্বে যে নগরী রমণীয় চত্বর, প্রশস্ত রাজপথ, সুরম্য হর্ম্ম্য, উৎকৃষ্ট প্রাসাদ, মনোহর উদ্যান ও বিচিত্র উপবনে অতীব শোভাসমৃদ্ধি সম্পাদন করিত, যথায় আমোদ উৎসবে দিবা নিশি অতিবাহিত হইয়া যাইত, যেখানে অসুখ কি উৎকণ্ঠার লেশমাত্রও ছিল না, আমরা আসিবার সময় সেই আনন্দময়ী নগরীর যেরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া আসিলাম, জানি, না এতক্ষণ তাহার কি সর্ব্বনাশই বা ঘটিয়াছে? হায়! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া তাঁহার সেই পবিত্র পাদপদ্ম কি আর দেখিতে পাইব? এই সত্যৈকব্রত সাধুশীল দাশরথির সহিত নিরাপদে পুনরায় কি আমরা অযোধ্যায় আসিতে পারিব?

পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ রাত্রিজাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া বিষণ্ণ মনে আমার নিকট এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ

করিতে লাগিলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব উদিত হইলে, তাঁহারা এই গঙ্গাতীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহায্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া গমন করিলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

অনন্তর মহাত্মা ভরত নিষাদপতির মুখে রামের জটা-ধারণরূপ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ্বাস হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! যখন আর্য্য রাম জটাবন্ধন করিয়াছেন, তখন তিনি যে আর প্রত্যাগমন করিবেন, কিছুতেই বোধ হয় না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, তিনি অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অতীব ব্যাকুল হইয়া সহসা শোকাবেগে অবসন্ন ও মুহূর্ত্তকাল মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া রহিলেন, তদ্দর্শনে নিষাদরাজের মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল। ভূমিকম্প-কালে বৃক্ষকুল যেমন আকুল হয়, তদ্রূপ তাহার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন

পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ভর্ত্তৃবিয়োগ-কাতরা উপবাসকৃশা কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীরা ভূতলশায়ী ভরতের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, কেন ভরত! আজ্ কি তোমার শরীরে কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? তুমি যে ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্ত ও মূর্চ্ছিত হইতেছ, ইহার কারণ কি? এই সকল অনাথ রাজ-পরিবারবর্গেরা তোমার মুখপানে চাহিয়াই এখন জীবন ধারণ করিয়াছে, আমার হৃদয়-নন্দন হৃদয় শূন্য করিয়া লক্ষ্মণের সহিত অরণ্যগামী হইয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমার চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ আমাকে শোক-সাগরে ভাষাইয়া স্বয়ং শান্তিসুখে কালহরণ করিতেছেন। এক্ষনে তুমিই এ অনাথদিগের অদ্বিতীয় সহায় ও আশ্রয় স্থান। বৎস! জিজ্ঞাসা করি, আমার রাম ত জীবিত আছেন? বৎস লক্ষ্মণের কোন অমঙ্গল সংবাদ পাইয়াই কি তুমি এত অধীর হইয়াছ? অথবা বধূ জানকীর ত কোনরূপ অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ কর নাই? ভরত রে! সত্য করিয়া বল্, তোর এভাব দেখিয়া আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

ভরত কহিলেন, জননি! আপনি চিন্তা করিবেন না, আপনার রাম কুশলেই আছেন, জটা বন্ধন রূপ অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া আমি এত ব্যাকুল ও মূর্চ্ছিত হইয়া ছিলাম।

এই বলিয়া ভরত কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন, পরে নিষাদরাজকে কহিলেন, নিষাদনাথ! আর্য্য রাম সেই রজনীতে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? আর্য্যা জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন, তাঁহারা কি আহার কি করিলেন, এবং কোন্ শয্যাতেই বা শয়ন করিয়াছিলেন? গুহ কহিলেন, যুবরাজ! সেই দীনশরণ দয়াময় দাশরথির আহারের জন্য আমি নানাবিধফল মূল ও নানা প্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়াছিলাম; কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুরোধে প্রতিগ্রহ না করিয়া তৎসমুদায় আবার আমাকেই প্রত্যর্পণ করিলেন, এবং তৎকালে আমাকে নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া কহিলেন, মিত্রবর! সর্ব্বদা দান করাই ক্ষত্রিয়দিগের কর্ত্তব্য কার্য্য, প্রতিগ্রহ করা কোন মতেই বিধেয় নহে। অতএব সখে! আমি তোমার এই শিষ্টানুমোদিত আচরণ দেখিয়াই প্রীত হইলাম, কিন্তু এসমস্ত সামগ্রী কোন রূপেই গ্রহণ করিতে পারিব না, এই বলিয়া তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। লক্ষ্মণ স্বয়ং গিয়া জাহ্নবী হইতে জল আনয়ন করিলেন, রাম সেই সলিলমাত্র পান করিয়া সে রাত্রি আর কিছুই আহার করিলেন না, একবারে উপবাস করিয়াই রহিলেন। লক্ষ্মণও তাঁহার পীতাবশেষ সলিলমাত্র পান করিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল। তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিত চিত্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ অরণ্য হইতে

কুশ আহরণ করিয়া ভ্রাতার নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, রাম সেই কুশময়ী শয্যায় সীতার সহিত শয়ান হইলে, তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, রাজকুমার রাম ইহাতেই ভার্য্যার সহিত শয়ন করিয়াছিলেন, ঐ সময়ে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ সগুণ শরাসন অঙ্গুলীত্রাণ এবং পৃষ্ঠে বাণপূর্ণ তূণীর দ্বয় ধারণ করিয়া রামের চতুর্দ্দিক রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শর ও শরাসন লইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলাম।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ভরত, নিষাদপতির মুখে রামসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীগণের সহিত সেই ইঙ্গুদীতলে গমন করিলেন, এবং রামের সেই কুশময়ী শয্যা দেখিয়া মাতৃগণকে কহিলেন, মাতৃগণ! দেখুন, রত্নময় পর্য্যঙ্কস্থিত দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার নিদ্রা হইত না, আপনাদিগের সেই রাঘবনন্দন এই ভূমিতলে

শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা আহা! যিনি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এই কঠিন মৃত্তিকা, এই কুশময়ী শয্যা কি তাঁহার শয্যার যোগ্য, না, বিশ্রাম স্থান ? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার, উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম এবং সুবর্ণভিত্তি-পরিশোভিত অগুরু চন্দন সুবাসিত কুসুমসমলঙ্কৃত শুককুল-মুখরিত শারদীয় মেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্ম্যে শয়ন করিয়া সুন্দরী পরিচারি-কাগণের নূপুররবে ও নানাবিধশ্রুতি সুখকর গীত বাদ্যের শব্দে প্রভাতে প্রবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গেরা অনুরূপ স্তুতিবাদে ও মনোহর স্বরে যাঁহার গুণগরিমা গাণ করিত, তিনি কিরূপে ভূতলে শয়ন করিয়া কালক্ষেপ করিতেছেন। জননীগণ! এতকাল রাম সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া এখন ভূমিশয্যায় শয়ন করিতেছেন, ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইতেছে না। শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। আহা! কালে কি না হয়, কালে সকলই সম্ভব হইতে পারে। কাল যে দৈব অপেক্ষাও বলবান্, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাহা না হইলে, মহারাজ দশরথের তনয় হইয়া আর্য্য নিতান্ত দীনজনের ন্যায় ভূমিশয্যায় কদাচ শয়ন করিতেন না, এবং রাজর্ষি জনকের কন্যা ও রাজা দশরথের পুত্রবধূ অসূর্য্যম্পশ্যরূপা জানকীকেও ভূশয্যায় শয়ন করিতে হইত না। হায়! এই ত রামের সেই কুশ-

ময়ী শয্যা, সায়ংকালে শ্রান্তিনিবন্ধন তিনি যে অঙ্গ পরি-বর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই ত তাহার চিহ্ন। আর দেখুন, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল মর্দ্দিত হইয়া রহিয়াছে। আমার বোধ হইতেছে, এই শয্যাতে জনকাত্মজাও শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ, উহার চতুর্দ্দিকে সুবর্ণচূর্ণ সকল পতিত রহিয়াছে। শয়নকালে তাঁহার উত্তরীয় বসন নিশ্চয়ই এই স্থানে আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও সেই কৌশেয় বসনের তন্তুসকল সংলগ্ন রহিয়াছে। অনুরূপ স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক না কেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহাই সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী এই কুশময়ী শয্যায় শয়ন করিয়া কি কারণে অসুখ অনুভব করেন নাই। হায়! কি হইল! আমি কি পামর, আমি কি নরাধম, কেবল আমার জন্যই আর্য্য জগতের অধিনাথ হইয়াও ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাধিপতি মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই হিতকারক, ও সুখজনক, যিনি এক দিনের জন্যই দুঃখ ভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম রাম এখন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন। লক্ষ্মণ! জগতে তুমিই ধন্য, তোমার তুল্য সাধুশীল অতি বিরল, তুমি যে এমন শঙ্কটেও, আর্য্যের অনুসরণ করিতেছ, ইহাতে তোমার কীর্ত্তি ত্রিলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। আর্য্যে জানকি! স্বামীর সঙ্গে

গিয়া আপনিও কৃতার্থ হইয়াছেন, কেবল আমরাই সর্ব্বথা বঞ্চিত হইলাম। হায়! পিতৃদেব পুত্রশোকে মর্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন, আর্য্যও বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুমতীকে নাবিকবিহীন নৌকার ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহু-বলরক্ষিত এই বসুন্ধরাকে হস্তগত করিতে কেহ মনে মনেও অভিলাষ করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যার চতুঃ-পার্শ্বস্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, গজরাজি সকল উন্মুক্ত, সৈন্য সমুদায় শোকে বিমগ্ন দেখিয়াও বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় শত্রুপক্ষীয়েরাও ইহাকে আক্র-মণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ পূর্ব্বক বন্য ফলমূলমাত্র ভোজন করিয়া ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। আর্য্য রাম যে কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছেন, আমি স্বয়ং সেই ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিব। শত্রুঘ্নও আমার সঙ্গে যাইবে। ইহাতে তাঁহার সঙ্কল্পেরও কোনরূপ ব্যাঘাত হইবে না। তিনি লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া রাজকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিবেন। অযোধ্যানিবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরম সুখে রাজ্যে দীক্ষিত করিবেন। রঘুবংশীয়-কুলদেবতার প্রসাদে আমার মনোরথ কখনই নিষ্ফল হইবে না। আমি স্বয়ং গিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া যেরূপেই পারি তাঁহাকে প্রসন্ন করিব। যদি নিতান্তই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না

পারি, তবে লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও দিবানিশি তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত থাকিব। আমি প্রাণ থাকিতে আর অযোধ্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইব না। তিনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিয়া থাকেন, আমি চরণে ধরিয়া মিনতি করিয়া বলিলে, বোধ হয় তিনি আমাকে কোন মতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

একোননবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পুরুষোত্তম ভরত জাহ্নবীতীরে রজনী যাপন করিয়া প্রত্যূষ সময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। একবার নিষাদরাজকে এখানে আনয়ন কর, তিনি আসিয়া আমাদের সৈন্যগণকে গঙ্গা পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন! আর্য্য! সমস্ত রজনী আমার নিদ্রা হয় নাই, আপনার ন্যায় দুর্ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছি।

তাঁহরা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে নিষাদপতি তথায় অসিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কহিলেন, রাজ-

কুমার! এই জাহ্নবীতীরে যামিনী ত সুখে যাপিত হই-য়াছে? নিজ সৈন্যগণের সহিত তুমি ত কুশলে আছ? ভরত নিষাদপতির এই স্নেহময় প্রশ্নে প্রীত হইয়া কহিলেন, হাঁ, রজনী সুখে অতিবাহিত হইয়াছে, এবং তোমার প্রযত্নে আমরাও যথোচিত সুখী হইয়াছি। এক্ষণে দাসেরা যাহাতে নৌকাযোগে আমাদিগকে পার করিয়া দিতে পারে, তুমি অতি শীঘ্র তাহার উপায় করিয়া দেও।

অনন্তর গুহ ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতপদে নগরে প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! ত্বরায় জাগরিত হও। আমি এখন রাজকুমারের সৈন্যদিগকে গঙ্গাপার করিব, তোমরা ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা আনয়ন কর। তখন নিষাদেরা প্রভুর আদেশে উত্থিত হইয়া অবিলম্বে পাঁচ শত নৌকা আনয়ন করিল, এতদ্ভিন্ন বিচিত্র পতাকা-পরিশোভিত ক্ষেপণিসংযুক্ত শস্তিকানামে প্রসিদ্ধ আরও কতকগুলি তরণী আনয়ন করিল। ঐ সমুদায় নৌকায় বৃহদাকার ঘণ্টা সকল লম্বমান। উহার মধ্যে একখানি স্বর্ণখচিত ও পাণ্ডু-বর্ণ কম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা নানারঙ্গে মঙ্গল বাদ্য করিতেছে। ভরত, সর্ব্বাগ্রে গুরু, ও পুরোহিত তৎপরে ব্রাহ্মণ সকল ও কৌশল্যা প্রভৃতি মহিষীগণ, এবং পরিশেষে অন্যান্য রাজমহিষীদিগকে সেই অপূর্ব্ব নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ শত্রুঘ্নের সহিত

স্বয়ং অধিরোহণ করিলেন। যাত্রাকালে সৈন্যেরা আপন আপন আবাসগৃহে অগ্নি দিয়া জ্বালাইতে লাগিল। অনেকে শকট ও পণ্যদ্রব্য তুলিতে লাগিল। অনেকে তীর্থে অবতরণ ও অনেকে নানা প্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় উহাদের কোলাহলে গগণমণ্ডল যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

অনন্তর ক্ষেপণী প্রক্ষেপবেগে তসণী সকল আরোহীদিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইল। ঐ সমুদায় নৌকার মধ্যে কোন খানিতে স্ত্রীলোক, কোন খানিতে অশ্ব ও কোনখানিতে মহামূল্য শকট ও বলিবর্দ্দ ছিল। জাহ্নবীর পরতীরে তৎসমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নৌকার বিবিধ বিচিত্র গমন দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ড মণ্ডিত মাতঙ্গেরা আরোহি-প্রেরিত ও জলমধ্যে সন্তরণে প্রবৃত্ত হইয়া সশৃঙ্গ শৈলরাজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। ঐ সময় কেহ নৌকা, কেহ কুম্ভ, কেহ ভেলা এবং কেহ কেহ বা কেবল নিজ নিজ বাহুদ্বয়ের সাহায্যে অবলীলাক্রমে তীরে উত্তীর্ণ হইল।

সৈন্যেরা এইরূপে ভাগীরথীর পরপারে উপনীত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রয়াগের সন্নিহিত বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম একক্রোশ মাত্র ব্যবহিত। পাছে আশ্রমের কোন পীড়া উপস্থিত হয়, এই ভয়ে ভরত স্বীয় সেনাদিগকে

বনমধ্যে বিশ্রাম করিবার আদেশ করিলেন। এবং মহর্ষির দর্শনলালসায় একান্ত উৎসুক হইয়া কেবল ঋত্বিক ও সদস্যগণের সহিত তথায় গমন করিতে অভিলাষী হইলেন।

—০:০—

নবতিতম অধ্যায়।

প্রয়াণ সময়ে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কৌশেয় বসন পরিধান পূর্ব্বক পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ অগ্রে ও মন্ত্রিবর্গেরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দুর গিয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলে, ভরত মন্ত্রিদিগকেও গমনে প্রতিষেধ করিলেন, এবং কেবলমাত্র বশিষ্ঠ মহাশয়কে পুরোবর্ত্তী করিয়া অতি বিনীতভাবে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন মহাতপা ভরদ্বাজ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্যানয়নে আদেশ করিয়া স্বয়ং

আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, ভরতও সন্নিহিত হইয়া ভরদ্বাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ভরদ্বাজ ভরতকে বশিষ্ঠের সহিত বিনীতভাবে সমাগত দেখিয়া মনে মনে দশরথের পুত্র বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে সমুচিত সমাদরে যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন ও বিবিধ অরণ্যসুলভ সুস্বাদু ফলমূল প্রদান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা আহারান্তে উপবিষ্ট হইলে, মহর্ষি অনুক্রমে রাজধানী, সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও মন্ত্রি-সংক্রান্ত সমস্ত অনাময় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরত যে মর্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তাহা তিনি পূর্ব্বেই অবগত ছিলেন, এজন্য তৎসংক্রান্ত আর কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠ ও ভরত মহর্ষির শারীরিক অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া পরে অগ্নি, শিষ্য, বৃক্ষ, মৃগ ও আশ্রমপালিত বিহঙ্গমকুলের অনাময় প্রশ্ন করিলেন, মহর্ষিও আনুপূর্ব্বিক সমুদায় জ্ঞাপন করিয়া রামের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! ভাল জিজ্ঞাসা করি, তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে ছিলে, এখন তপোবনে আসিবার কারণ কি? ত্বরায় বল, অকস্মাৎ তোমার বন প্রবেশ দেখিয়া আমার মনে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজমহিষী কৌশল্যা কত তপস্যার ফলে যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, রাজা দশরথ কামিনীর কুমন্ত্রনায় পড়িয়া ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত যাঁহাকে চতু-

র্দ্দশ বৎসরের জন্য বনবাসে বিদায় দিয়াছেন, তুমি কি সেই নিষ্পাপ রামচন্দ্রের অশুভ কামনায় এই অরণ্যে আসিয়াছ ?

ভরত ঋষির মুখে এই অপ্রিয় কথা শুনিবামাত্র যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া জলধারাকুল লোচনে গদ্গদ বচনে কহিলেন, ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যদি এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি উৎসন্ন হইলাম। ভরত হইতে এই শোকাবহ কার্য্যের সংঘটন হইয়াছে, আপনি এ আশঙ্কা কদাচ করিবেন না। আমি একেইত রামশোকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছি, ইহার পর এরূপ কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। পাপ জননী স্ত্রীজাতি-সুলভ হীনবুদ্ধি নিবন্ধন আমার জন্য যাহা কহিয়াছিলেন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তাহার কিছুই অবগত নহি। এবং পরেও আমি অসীম দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার বাক্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে আমি আর্য্য রামের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার চরণ সমীপে গমন করিতেছি। যেরূপেই পারি, আমি তাঁহাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনিয়া রাজাসনে বসাইব। অতএব মুনিবর! আপনি আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া আমারপ্রতি প্রসন্ন হউন। এবং সেই দীনশরণ দয়াময় এক্ষণে কোন্ কানন অলঙ্কৃত করিতেছেন, আপনি কৃপা করিয়া বলিয়া দেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ মহাশয়, ভরতের প্রতি প্রসন্ন হইবার

জন্য ভরদ্বাজকে অনুরোধ করিলে, তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,ভরত ! জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, সুতরাং গুরুসেবা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সাধুগণের অবলম্বিত পথাবলম্বন তোমার উপযুক্তই হই-তেছে। আমি তোমার মনোগত ভাব সর্ব্বথা অবগত হইয়াও যে এতাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তুমি "রামগত প্রাণ" জনসমাজে এইটী দৃঢ়তর করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভরত! তুমি যে হস্তগত রাজ্যও পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণাপন্ন হইয়াছ, ইহাতে তোমার কীর্ত্তি ত্রিলোকে চিরস্থায়িনী হইবে। আমি রামের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি, এক্ষণে সেই মহাত্মা ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত চিত্রকুট পর্ব্বতে অব-স্থান করিতেছেন। তুমি কল্য প্রভাতে তথায় গমন করিও। অদ্য আমার আশ্রমে অবস্থান কর। মহর্ষি প্রসন্ন হইয়া এইরূপ কহিলে উদার-দর্শন ভরত সম্মত হইলেন, এবং সে রাত্রি সেই আশ্রমেই বাস করিতে অভিলাষ করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায় ।

অনন্তর মহর্ষি ভরতকে আতিথ্যগ্রহণের অনুরোধ করিলে, ভরত বিনীত বাক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! বনে যাহা সুলভ, তদ্দ্বারা আপনি এই ত আমাকে আতিথ্য করিলেন, আবার এত অনুরোধ করিতেছেন কেন ? ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রাজকুমার ! তুমি যে আশ্রমসুলভ যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য লাভ করিয়াই প্রীত হইয়াছ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, কিন্তু আমার নিতান্তই অভিলাষ হইয়াছে, তোমার সেনাদিগকে আমি একবার ভোজন করাইব। আর তুমিও আমার বাসনানুরূপ আতিথ্য গ্রহণ করিয়া আশ্রম পবিত্র কর।। বৎস ! তোমার সৈন্যেরা পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়াছে, তুমি কিজন্য তাহাদিগকে বহুদূরে রাখিয়া আসিলে ? কি জন্যই বা সবলবাহনে আগমন করিলে না ?

ভরদ্বাজ এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মুনিবর ! পাছে, আপনার আশ্রম-

পীড়া হয়, আমি এই ভয়ে, সসৈন্যে আসিতে পারি নাই। রাজাই হউন, আর রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের অধিকার যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বহুসংখ্যক অশ্ব, অসংখ্য মত্তমাতঙ্গ ও অগণ্য সৈন্যেরা আমার অনুগমন করিয়াছে, উহারা পাছে আপনার স্নেহপালিত আশ্রমপাদপ সকল ভগ্ন ও জলাশয়ের জল আবিল করিয়া তপোবনের কোন বাধা জন্মায়, এই শঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছি। ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস! আমি অনুমতি করিতেছি, এক্ষণে আমার আশ্রমে সৈন্যগণকে আনয়ন কর। ভরতও আদেশমাত্র আনুযাত্রিক সেনাদিগকে আনয়ন করিলেন।

অনন্তর তপঃপ্রদীপ্ত মহর্ষি ভরদ্বাজ অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া আচমন ও ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক নির্ম্মাণ-কুশল বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,আমি সসৈন্য ভরতের আতিথ্যের নিমিত্ত নির্ম্মাণদক্ষ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আগমন পূর্ব্বক নির্ম্মাণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মুনির অভিলাষ পূরণ করুন। আমি ইন্দ্র প্রভৃতি লোকপালত্রয়কে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার আতিথ্য বাসনা সফল করুন। এই পৃথিবীতলে ও অন্তরীক্ষে যাঁহারা তির্য্যক্‌গামী ও যাঁহাদের স্রোত পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, সেই সমুদায় নদী চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া আমার অভিলাষ সাধন করুন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ সুসংস্কৃত সুরা, ও

কেহবা সুশীতল ইক্ষুরসের ন্যায় সুস্বাদু সলিল প্রবাহিত করুন। আমি অন্যান্য দেবদেবী ও গন্ধর্ব্ব গন্ধর্ব্বীকে আহ্বান করিতেছি, ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা নাগদন্তা, হেমা ও শৈলবাসিনী সোমাকে সযত্নে আহ্বান করিতেতেছি, যাহাঁরা সুররাজপুরে ও ব্রহ্মলোকে গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা সুসজ্জিত বেশে বিচিত্র বসনে তুম্বুরুর সহিত আমার আশ্রমে আগমন করুন। উত্তর কুরুনামক প্রদেশে পরম রমণীয় চৈত্ররথ নামক যে দিব্য কানন আছে, সেই কৌবের কাননের পাদপ সকল বসনভূষণ রূপ পত্রে ও দিব্যাঙ্গনারূপ ফলে যেমন নিয়ত শোভিত থাকে, আমার আশ্রমজাত তরুরাজিও আজ সেইরূপ শোভমান হউক। অদ্য আমার অভিলাষানুসারে ভগবান্ সোম, চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ ভোক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত করুন। এবং বৃক্ষচ্যুত বিচিত্র মাল্য, নানা প্রকার মাংস, ও সুরা প্রভৃতি বিবিধ পেয় সকলও সংগ্রহ করিয়া দিন। অসীমতেজস্বী মহর্ষি ভরদ্বাজ সমাধিবলে শিক্ষাস্বর প্রয়োগ পূর্ব্বক এইরূপে আহ্বান করিয়া বিরত হইলেন। এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ধ্যানস্তিমিত লোচনে কৃতাঞ্জলি পুটে মনেমনে আহূত দেবাদির আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই আহূত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক

পৃথক্‌রূপে তথায় আবির্ভূত হইতে লাগিলেন। সুশীতল সুরভি মলয়ানিল মন্দ মন্দ ভাবে তথায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভির সুগভীর ধ্বনি হইতে লাগিল। অপ্সরা সকল নানারঙ্গে নৃত্য ও গন্ধর্ব্বেরা সুললিত স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর বীণারব, শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল! এইরূপ তানলয় বিশুদ্ধ সুসঙ্গত সুমধুর সঙ্গীত স্বর ভূতলস্থিত জীবগণের কর্ণকুহর সুশীতল করিয়া আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইল। তদনন্তর নৃপনন্দন ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্ম্মার বিবিধ চিত্র বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশল সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে লাগিল।। চতুর্দ্দিকে পঞ্চ-যোজন পরিমিত সমতল ভূমিখণ্ড নীল বৈদূর্য্য মণি তুল্য হরিদ্বর্ণ নবীন তৃণসমূহে আবৃত হইয়া অভূতপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। নিম্ব, কপিত্থ, বিল্ব, পনস, আম্র আমলকী প্রভৃতি পাদপশ্রেণী ফলপুষ্পভরে বিভূষিত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগের রমণীয়তা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। সেই সমতল ভূমিখণ্ডের কোন অংশে উত্তর কুরু হইতে সমাগত দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন শোভমান। কোন অংশে তীরতরু-সমাকীর্ণ শ্রোতস্বতী সকল কলকল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কোন স্থানে সুধাধবলিত চতুঃশাল গৃহ, কোন স্থানে মন্দুরা, কোথাও গজশালা, কোথাও শারদীয় মেঘখণ্ডের ন্যায় শুভ্র, তো-

রণাবলী-বিরাজিত, শুক্ল মাল্য সুশোভিত ও সুগন্ধ সলিলে সুবাসিত সুরম্য হর্ম্ম্য সকল শোভমান হইল। ঐ রাজসদনের কোন স্থানে দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যা, বহুমূল্য আসন, দিব্য যান, ও নানারস-মিশ্রিত সুখাদ্য ভক্ষ্য ভোজ্য এবং বিচিত্র বস্ত্র সকল স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

রাজকুমার মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া সেই সুবর্ণময় রাজপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে ঐ সকল ভবনের সুব্যবস্থা ও সুসজ্জা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। তথায় রাজসিংহাসন, রাজছত্র ও দিব্য ব্যজন সজ্জিত ছিল; ভরত অমাত্যগণের সহিত তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে রামকে প্রণিপাত করিলেন। এবং ঐ রাজসিংহাসন পূজা করিয়া চামর হস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি ও শিবির-রক্ষকেরাও আনুপূর্ব্বিক উপবেশন করিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতি প্রেরিত-বিংশতি সহস্র ও কুবের-প্রেরিত বিংশতি সহস্র নবীনা রমণী, মণিমুক্তা প্রবালে বিভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহাদের অলোকসামান্য যৌবনমাধুরী নিরীক্ষণ করিলে পুরুষের মন উন্মত্ত হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দনকানন হইতে বিংশতি সহস্র অপ্সরা আসিয়া উপস্থিত হইল। গন্ধর্ব্বরাজ নারদ তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া ভরতের সন্নিধানে গান করিতে

লাগিল। অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা ও বামনা বিবিধ রঙ্গে নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবলোকে ও চৈত্ররথ-কাননে যে সমুদায় বিচিত্র মাল্য রহিয়াছে, ভরদ্বাজের প্রদীপ্ত তপঃ-প্রভাবে প্রয়াগ-ক্ষেত্রে তাহা নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তৎপরে তদীয় তপস্যার বলে বিল্বতরু মৃদঙ্গ বাদক ; বিভীতক, সমগ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্ত্তক হইল। সরল তাল, তিলক ও তমাল কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা, আমলকী জম্বু প্রভৃতি পাদপাবলী এবং মল্লিকাদিলতা প্রমদারূপে তথায় উপস্থিত হইল। এবং মহর্ষির তপঃপ্রভাবে কহিতে লাগিল, সুরাপায়িগণ! সুরা পান কর, ক্ষুধার্ত্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস সুস্বাদু পায়স ভোজন কর। মুনির তপোবলে প্রত্যেকের প্রতি আট জন করিয়া স্ত্রীলোক নিযুক্ত হইল, ঐ সকল সুন্দরী রমণীরা প্রত্যেক পুরুষকে সুরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নানাহার করাইতে লাগিল। কেহ কেহ তাহাদিগের চরণ সম্বাহন ও কেহ কেহ বা অঙ্গমর্দ্দন করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। পালকবর্গ, হস্তী ঘোটক উষ্ট্র গর্দ্দভ ও বৃষগণকে পর্য্যাপ্ত রূপে আহার প্রদান করিতে লাগিল।মহাবল বাহনরক্ষকেরা যোধগণের বাহনদিগকে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু মধু ও লাজ ভোজন করাইতে বসিল। তৎকালে সকলেই মধুপানে প্রমত্ত হইয়াছিল। এজন্য রক্ষকেরা অশ্ব গজাদির তত্ত্বাবধারণ বিষয়ে একে-

বারে শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িল। তখন সৈন্যেরা অপর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া রক্তানুলেপনে নিজ নিজ অঙ্গরাগ করিতে আরম্ভ করিল, সুরম্যরূপা অপ্সরাদিগের সহযোগ লাভ করিয়া সানন্দমনে ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিল। কহিল, আমরা অযোধ্যায় গিয়া কি করিব উহাদের মধ্যে অপর কেহ কেহ কহিল, কেবল অযোধ্যা কি, আমরা আর কুত্রাপি পদার্পণ করিব না। রাজকুমার ভরতের প্রসাদাৎ ভূতলেই আমাদের স্বর্গলাভ হইল। আমরা কুমারের সহিত দণ্ডকারণ্যেও যাইব না। রাজকুমার! আপনি সুখী হউন, মনোরথ সফল করুন। আমারা আপনার সঙ্গে আসিয়া বড়ই সুখী হইলাম। এইরূপ তাহারা পরম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ ইহাই স্বর্গ মনে করিয়া অপার আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য, কেহ গান, ও কেহ বা পরমানন্দে হাস্য আরম্ভ করিল। এবং কেহ গলে মাল্য ধারণ করিয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিল। ভোজ্য সামগ্রী এরূপ সুখাদ্য হইয়াছিল, যে তাহারা আকণ্ঠ পর্য্যন্ত ভোজন করিয়াও ঐ সমস্ত আহার্য্য বস্তু যতবার দেখে, তত বারই তাহাদের ভোজনেচ্ছা হইতে লাগিল। দাস দাসী ও বধূদিগের মধ্যে সকলেই নব বসন পরিধান করিয়া মহা হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল!

মুনির প্রভাবে পশু পক্ষীরাও হৃষ্ট পুষ্ট ও একান্ত পরিতৃপ্ত হইল। দ্রব্যান্তর গ্রহণে তাহাদের স্পৃহা রহিল না।

তথায় সকলেরই শুভ্রবসন, তথায় কেহ ক্ষুধিত বা পিপাসিত কি পীড়িত কেহ রহিল না। এবং কাহারও কেশ ধূলিধুসরিত রহিল না, তৎকালে কুসুমস্তবক-পরিশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ সুবর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য বিচিত্র পাত্র অতীব বিস্ময় সহকারে সকলের নেত্রপথে পতিত হইতে লাগিল। ঐ সমস্তপাত্রে ফলের রসে সুসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, সুস্বাদু ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও শ্বেতবরাহের মাংসপ্রচুর পরিমাণে সজ্জিত। বনবিভাগস্থ কূপ সমূহে সুগন্ধি পায়সান্ন সঞ্চিত। ধেনু সকল অভিষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল অপর্য্যাপ্ত মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল। অত্যুষ্ণ পিঠরপক্ক, মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুটের মাংসে এবং মৌরেয় মদ্যে বাপী সকল পরিপূর্ণ আছে। তথায় শতশত সুবর্ণময় অন্নপাত্র শতসহস্র ব্যঞ্জন পাত্র এবং রত্নময় পাত্র ও জলপাত্র সকল সঞ্চিত রহিয়াছে। দধিমন্থনপাত্র কেশর সম্পর্কে পীতবর্ণ সুগন্ধিতক্রে ও হ্রদ সমুদায় দধি, সুরস দুগ্ধ ও শর্করা দ্বারা পরিপূরিত। স্নানতীর্থে চূর্ণকষায়, কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। তথায় দন্তকাষ্ঠ, করঙ্কস্থিত শুভ্রচন্দন, ধৌত বস্ত্র, কাষ্ঠপাদুকা, কজ্জল, কঙ্কতিকা, কুঁচি, এবং ছত্র, কার্ম্মুক, বর্ম্ম, আসন ও শয্যা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তথায় গজ বাজি ও পশুগণের ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হইবার জন্য প্রতিপানহ্রদ, আকাশের ন্যায় শ্যামবর্ণ নির্ম্মল সলিল সম্পন্ন কমলাকর সরোবর এবং

বৈদূর্য্য মণির ন্যায় নীলবর্ণ নবীন শস্পদল দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এতাদৃশ অদ্ভুত আতিথ্য দর্শনে সেনাগণ অপরিসীম বিস্ময়াপন্ন হইয়া নন্দন কাননে সুরগণের ন্যায় মুনির আশ্রমে সুখে সে দিন অতিবাহিত করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্বী ও বিদ্যাধরী সকল ঋষির সন্নিধানে সমাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মুনিবর! আপানার আদেশে আমাদের কর্ত্তব্যকার্য্য সমুদায়ই সম্পন্ন হইয়াছে। এক্ষণে অনুমতি করিলে আমরা স্ব স্ব আবাসে যাইতে পারি। তদনুসারে ভরদ্বাজ সমস্ত অভ্যাগতদিগকে প্রতিগমনে আদেশ করিলেন। তাহারাও প্রস্থান করিল। সৈন্যগণ মদ্যপানে মত্ত হইয়া তৎকাল পর্য্যন্তও পতিত ও পুষ্পমালা সকল উপভোগে মর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর ভরত পরিবারবর্গের সহিত মহর্ষি-কৃত আতিথ্যে অপরিসীম প্রতী লাভ করিলেন, এবং রামচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইলেন। মহর্ষি হোমকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া হোম গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন, এমন সময়ে বিনয়ী ভরতকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, বৎস! আমার আশ্রমে রজনী ত সুখে অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার আনুযাত্রিক সৈন্যেরা ত আমার আতিথ্যে উপযুক্ত প্রীতিলাভ করিয়াছে?

তখন ভরত বিনয়াবনত মস্তকে মুনিকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি সসৈন্যে আপনার আশ্রমে সুখে নিশা যাপন করিয়াছি। এবং আপনি যেরূপ অতিথিসৎকার করিয়াছেন, তাহাতে আমি এবং আমার বলবাহন সকলেই যথোচিত প্রীত হইয়াছে। সমুদায় আনুযাত্রিকেরা অপর্য্যাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্য ও শোভন

বাসভবন লাভ করিয়া যারপর নাই প্রীতি প্রকাশ করিতেছে।

এক্ষণে আমি রামদর্শনে চলিলাম, প্রার্থনা করি, আমার প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টি রাখিবেন। ভগবন্! আর্য্য রাম এখান হইতে কতদূরে বসতি করিতেছেন? এবং কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া গমন করিলে তাঁহার পাদপদ্ম অবলোকন করিব। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বলিয়া দেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ, ভরত রামদর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন, জানিয়া কহিলেন, "কুমার! এখান হইতে সার্দ্ধক্রোশদ্বয় হইবে, চিত্রকূট নামে অতি রমণীয় এক পর্ব্বত আছে। উহার বন উপবন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর উত্তরদিকে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। রাম তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। এক্ষণে তুমি স্রোতস্বতী যমুনার তীর অবলম্বন করিয়া কিয়দ্দূর গমন কর, তৎপরে ঐ পথের বামপার্শ্ববর্ত্তী দক্ষিণাভিমুখী অপর একটি পথ দেখিতে পাইবে, তুমি বলবাহন লইয়া সেই পথে গমন কর, তাহা হইলেই রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর ব্যসনকৃশা কৌশল্যা রাম সমীপে গমনার্থ উদ্যুক্ত দেখিয়া সুমিত্রার সহিত দীনভাবে আসিয়া মহর্ষির চরণে প্রণিপাত করিলেন। কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী মনোরথ সফল করিতে পারেন নাই, এজন্য তিনি বড় লজ্জিত আছেন, প্রয়াণ সময় তিনি অতি নম্রবদনে ঋষিকে প্রণাম

ও প্রদক্ষিণকরিয়া অদূরে দীনমনে ভরতের সন্নিহিত রহিলেন তখন মহর্ষি ভতকে জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস ভরত! তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে আমার বড় কৌতুহল জন্মিয়াছে।

শ্রবণমাত্র ভরত কহিলেন, ভগবন্! আপনি যাঁহাকে শোক পরিতাপে বিশীর্ণা সুদীনা দেখিতেছেন, ইনি মহারাজের প্রধানা মহিষী, নাম কৌশল্যা, দিতি যেমন উপেন্দ্রকে ইনিও তেমনি রামকে প্রসব করিয়াছেন। আর যিনি বিশীর্ণকুসুম নবকর্ণিকার ন্যায় নিতান্ত মলীনা দীনা ইহাঁর বামপার্শ্বে বিরসমনে রহিয়াছেন, ইনি দশরথের কনিষ্ঠা মহিষী, নাম সুমিত্রা। ইহাঁরি গর্ভে মহাবীর লক্ষ্মণ ওশত্রুঘ্ন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আর যাঁহার নিমিত্ত আমাদের অযোধ্যানাথ অনাথের ন্যায় নিতান্ত দীনবেশে বনবাসে কাল হরণ করিতেছেন, যাঁহার নিমিত্ত মহারাজ হা রাম! হা রাজিবলোচন! বলিয়া মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন, এই সেই আর্য্যরূপিনী অথচ অনার্য্যা, শুনিয়া থাকিবেন, নাম কৈকেয়ী, ইনি অতিশয় নির্ব্বোধ, ক্রোধন-স্বভাব, সৌভাগ্যবলে সর্ব্বদা গর্ব্বিত থাকেন। এই অনার্য্যা আমার জননী, হতভাগ্য ভরত এই নির্দ্দয়ার গর্ব্ভজাত সন্তান, আমি রাজার কুমার, রাজার ভ্রাতা, এই হতভাগ্যা আমার সৌভাগ্যে পদার্পণ করিয়াছে।

এই বলিতে বলিতে ভরতের নয়ন জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস! ক্ষান্ত হও, আর অনর্থক শোক করিও না। অনর্থক জননীর প্রতিও আর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, যাঁহারা সাধু, অবশ্যম্ভাবী বিষয় নিতান্ত শোকজনক হইলেও তাঁহাদের চিত্ত কোন মতেই কলুষিত করিতে পারে না। রামের এই নির্ব্বাসন অবশ্যম্ভাবী, ইহাতে তোমার জননীর কিছুমাত্র অপরাধ নাই। বিশেষতঃ এই নির্ব্বাসন পরিণামে শুভফল প্রদান করিবে। এই নির্ব্বাসনে দেবগণ, ঋষিগণ ও সাধুগণ ঘোরতর সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইবেন। এজন্য জননীর প্রতি তুমি কিছুমাত্র অপ্রিয় কথা প্রযোগ করিও না। দেবতাদিগের অভিপ্রায়ানুসারেই তোমার মাতার এইরূপ মতিভ্রম ঘটিয়াছে। ফলতঃ নিঃসন্দেহ ইহাঁর কোন অপরাধ নাই।

এই বলিয়া মহর্ষি মৌনাবলম্বন করিলে, রাজকুমার স্বাভীষ্ট সিদ্ধি হেতু সন্তুষ্ট মনে ঋষিকে প্রণিপাত, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সেনাদিগকে সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। আদেশ মাত্র সৈন্য সকল সুবর্ণালঙ্কৃত সুসজ্জিত রথে ও অশ্বে আরোহণ করিল। করী ও করেণুকা সকল হেমময় বিচিত্র শৃঙ্খলে শোভিত হইয়া গ্রীষ্মাবসানে নিবিড় মেঘমালার ন্যায় সশব্দে গমন করিতে লাগিল। অন্যান্য মান্যলোক সকল মহামূল্য যানে আরূঢ় হইয়া রামদর্শন-লালসায় প্রীতিভরে প্রস্থান করি-

লেন। পদাতি সৈন্যেরা পাদচারে গমনে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা রামদর্শনার্থ হৃষ্টমনে উত্তম যানে গমন করিতে লাগিলেন। তৎপরে পুরুষোত্তম ভরত সুবর্ণালঙ্কৃত হিরন্ময়মণ্ডিত বালার্ক নিন্দিত সুরম্য শিবিকাযানে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ক্রমশঃ মহর্ষির আশ্রমপদ হইতে সমস্ত লোক প্রস্থিত হইলে, সেই গজবাজি-সমাকীর্ণ মহামেঘ-সদৃশী চতুরঙ্গসেনা দক্ষিণ দিক্ সম্যক্ আবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিল। এবং ক্রমে ক্রমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীর দিয়া নানাবিধ বন, উপবন, নদ, নদী ও পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অরণ্যচারী মৃগ ও পক্ষীদিগকে ত্রস্ত ও ভীত করত নিবিড় কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর পুরুষোত্তম ভরত রামদর্শন-লালসায় প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে মেঘমণ্ডল যেমন গগণমণ্ডল আবৃত করে, প্রয়াণ-কালে তদীয় সাগরসম সেনাদল সেইরূপ বনভূমি আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। অরণ্যচারী যূথপতি সকল ঐ সমস্ত সেনা

দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণ ভয়ে ইতস্ততঃ গমন করিতে লাগিল। পৃষত, রুরু ও ভল্লুকেরা অকস্মাৎ সৈন্য সাগর সন্দর্শন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে গিরি, নদী বা অপরাপর কাননাভিমুখে ধাবমান হইল। যাত্রা কালে তৎতৎবন-বিভাগ সৈন্যদলে এরূপ আবৃত হইয়াছিল, যে বহুক্ষণ উহা কাহারও নেত্রগোচর হইয়াছিল না। ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া, বাহন সকল পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে, ভরত বশিষ্ঠকে কহিলেন, ভগবন্! মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে চিত্রকূট পর্ব্বতের যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আমরা সেই প্রদেশেই উপস্থিত হইলাম। দেখুন, এই চিত্রকূট পর্ব্বত, ইহার নিম্নে স্রোতস্বতী মন্দাকিনী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। এবং অদূরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বনবিভাগ লক্ষিত হইতেছে। আর দেখুন, আমাদের পর্ব্বতোপম প্রমত্ত মাতঙ্গ সকল উহার রমণীয় সানুদেশ মর্দ্দিত করিতেছে, তন্নিবন্ধন, বর্ষাকালীন সজল জলদাবলী যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ শিখরজাত পাদপশ্রেণীও পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। বৎস শত্রুঘ্ন! ঐ দেখ, কিন্নরগণের অধিকার সমস্ত সাগরগর্ভে মকরের ন্যায় আমাদের অশ্বগণে আকীর্ণ রহিয়াছে। যেমন আকাশে শারদীয় মেঘমালা বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ আমাদের সৈন্যের কোলাহলে ভীত হইয়া মৃগেরাও আবার দ্রুতপদে পলা-

স্নন করিতেছে। অভিনব তরু লতা সকল দাক্ষিণাত্য মানবগণের ন্যায় শিখরদেশে সুরভি পুষ্পস্তবক ধারণ করিয়া দেখ, কেমন অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছে। অশ্বখুরোত্থিত ধূলি পটল উড্ডীন হইয়া অচল রাজকে আবৃত করিতেছে, কিন্তু বায়ু আমার হিতসাধন করিবার জন্যই যেন তাহা আবার শীঘ্রই অপসারিত করিতেছে। এই অরণ্যানী ইতি পূর্ব্বে জনশূন্য, সুতরাং ঘোরদর্শন হইলেও আজি যেন আমি সেই লোকসঙ্কুল সুসমৃদ্ধ রাজধানী অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি। বৎস! দেখ দেখ, আমাদের স্যন্দন সকল সুশিক্ষিত সারথি কর্ত্তৃক পরিচালিত অশ্বগণের সাহায্যে কেমন দ্রুত বেগে যাইতেছে, তদ্দর্শনে প্রিয়দর্শন ময়ূরেরা কেকা রব করিতে করিতে দ্রুত পদে এ দিক্ ওদিক্ পলায়ন করিতেছে। আবার দেখ, এই বনের কুরঙ্গ ও কুরঙ্গীরা কেমন সুন্দর, আহা! ইহাদের দেহ যেন কুসুম সমূহে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতেছে। এই মৃগ-পক্ষি-নিনাদিত বন বিভাগে আসিয়া আমার বোধ হইতেছে, এখানে নিশ্চয়ই তাপস গণের আবাসস্থান, তাহা না হইলে এই প্রদেশ এমন রমণীয় ও সুরালয়ের ন্যায় পরিদৃশ্য মান হইবে কেন? এক্ষণে আমার সেনাদল যথোচিত গমনাগমন এবং যথায় সেই গজরাজগতি দাশরথি মুনিবেশে অবস্থান করিতেছেন, প্রযত্নাতিশয় সহকারে সেই স্থান অনুসন্ধান করুক।

অনন্তর শস্ত্রধারী সৈনিক পুরুষেরা কুমারের আদেশ

মাত্র সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এবং কিছু কাল ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অনতিদূরে একস্থানে ধূমশিখা দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহারা ভরত সন্নিধানে আসিয়া নিবেদন করিল, রাজকুমার! এই নির্ম্মনুষ্য নিবিড় কাননে কখনই অগ্নি থাকিবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যখন ধূম দেখা যাইতেছে, তখন বোধ হয় আর্য্য রাম এখানেই আছেন; অথবা তাঁহার ন্যায় কোন যোগিবর এই বনে যোগসাধন করিতেছেন। আপনি তাঁহার নিকট গমন করিলে, হয়ত আর্য্যের সংবাদ বিশেষ রূপেই পাইতে পারিবেন।

তখন ভরত সেই সযুক্তিক বাক্য শুনিয়া কহিলেন, তবে তোমরা এই খানেই নীরবে থাক, আর অগ্রসর হইও না। এক্ষণে কেবল আমিই সুমন্ত্র ও ধৃতির সহিত মিলিত হইয়া তথায় গমন করিতেছি। এই বলিয়া কুমার যে দিকে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে, সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন, এবং বহুদিনের পর আর্য্যের পাদপদ্ম দেখিবেন, বলিয়া মনে মনে বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

এদিকে রাম দীর্ঘকাল বনবাসে অতিবাহিত করিয়া একদিন মনে মনে ভাবিলেন, আহা! বৈদেহী আমার জন্যই বনবাসের এত অসহনীয় ক্লেশ পরম্পরা সহিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁর যেরূপ সূর্য্যেরও অগোচর ছিল, অধুনা সেইরূপ বনের পশু পক্ষীদিগেরও নেত্রপথে নিপতিত হইতেছে। আহা! জানকী রাজনন্দিনী, বনবাস নিবন্ধন ইহাঁর মন যে দিবানিশি অপার বিষাদ সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতএব এক্ষণে যাহাতে প্রেয়সীর চিত্ত অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্যাবলম্বন করে, তাহাতেই সযত্ন হওয়া কর্ত্তব্য; মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া রাম জানকীরে সেই বিচিত্র চিত্রকূট দেখাইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, এই অচল রাজের কেমন অপরূপ শোভা, ইহার মধ্যে নানাবিধ মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমেরা দিবানিশি মনোহর স্বরে গান করিতেছে। ইহার শিখর দেশ যেন আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়াই উঠিয়াছে। এই শৈলরাজের রমণীয় শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আমি এমন প্রীত হইয়াছি, যে রাজ্য-

নাশ,বনবাস ও বন্ধুবিচ্ছেদ, কিছুতেই আমার চিত্ত কলুষিত হইতেছে না। জানকি! দেখ দেখ, এই বিচিত্র চিত্রকূট পর্ব্বতের নানাবিধ গৈরিকাদি-ধাতু-ভূষিত প্রদেশ সকল কেমন রমণীয় ও কেমন চিত্র বিচিত্র দেখাইতেছে। উহার কোন স্থান রজতের ন্যায় শুভ্রবর্ণ,কোন স্থান রুধিরবৎ লোহিতবর্ণ,কোন কোন প্রদেশ পীত বর্ণ; কোন ভাগ হিরণ্মণিপ্রভ হরিদ্বর্ণ, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগ-যুক্ত, কোথাও স্ফটিক ও কেতক কুসুমের ন্যায় আভা ও কোথাও তারকাবলী ও পারদের ন্যায় প্রভা লক্ষিত হইতেছে। এই বনবিভাগে মৃগ, বরাহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও তরক্ষু প্রভৃতি আরণ্য জন্তু সকল নৈসর্গিক বৈরভাব পরিহার পূর্ব্বক সখ্য ভাবেই যেন নিরন্তর ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে আম্র,জম্বূ,পীতসার পিয়াল, পনস, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, নিম্ব,বরণ,মধুক,তিলক বদরী, আমলকী, কদম্ব, বেত্র, ইন্দ্রজব, কাশ্মীর, অরিষ্ট, নীপ ও বীজক প্রভৃতি সুদৃশ্য তরুরাজি সকল ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়া ও শাখা প্রশাখা দ্বারা ছায়া বিস্তার করিয়া অচল রাজের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নর মিথুনেরা পরম সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে। এদিকে দেখ, বিদ্যাধরীগণ বিহার প্রদেশে গিয়া অভিনব-তরু-শাখায় স্বীয় স্বীয় বসন লম্বিত করিয়া কেলী করিতেছে। কোন স্থানে জলপ্রপাত, কোথাও উৎসব ও কোথাও বা নির্ঝর

সকল শোভা পাইতেছে। সহসা দেখিলে বোধ হয়, যেন মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় অচলরাজ মদক্ষরণ করিতেছে। গুহাগর্ত্ত হইতে সমুত্থিত হইয়া সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করত মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। আহা! কি মনোহর গন্ধ! এ গন্ধে কোন্ ব্যক্তির মনোহরণ না করে? জানকি! তোমার সহবাসে বহুকাল এই বনবাসে থাকিলেও শোক আমার মনকে কদাচ কলুষিত করিতে পারিবে না। প্রিয়ে! অধিক কি, এই বিহঙ্গকুল-নাদিত বিচিত্র চিত্রকূট শিখরে তোমার সহবাসে বাস করিয়া আমি যে কতদূর প্রীতিলাভ করিতেছি, তাহা আর বলিতে পারি না। জানকি! এখানে থাকিয়া তুমি কি আমার ন্যায় আনন্দিত হইতেছ না? আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষেরা পরিণামে সামান্য সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া পারত্রিক সুখ লালসায় এই পবিত্র কাননেই দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, এবং ইহাকেই একমাত্র মোক্ষসাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক, এই বনবাস আশ্রয় করিয়া আমি, পিতার ঋণমুক্তি ও ভরতের প্রীতি, উভয়ই সাধন করিলাম। এই পর্ব্বতে নিশাগমে ওষধি সমুদায় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের বিশাল শিলা সকল ইহার ইতস্ততঃ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছে। অতি নিবিড় বিশাল পলাশতরু থাকাতে এই শৈলের

কোন কোন স্থান গৃহের ন্যায় ও মালতীকুসুম-কাননে পরিশোভিত হওয়াতে কোন স্থান উদ্যান তুল্য বোধ হইতেছে। আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, বিলাসীগণের আস্তরণ সমস্ত কেমন দেখাইতেছে, পুন্নাগ, ভূর্জ্জপত্র ও উৎপলদলে উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এদিকে বিলাসীগণ-পরিভুক্ত উৎপলমালা সকল মর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং ভুক্তাবশিষ্ট ফল সকলও চতুর্দ্দিকে পতিত রহিয়াছে। আর দেখ, বৈদেহি! বোধ হইতেছে, এই চিত্রকূট যেন পৃথিবী ভেদ করিয়াই উর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার সানু সকল কেমন রমণীয়, কুবেরপুরী ও ইন্দ্রপুরীকেও যেন শোভা গর্ব্বে তিরস্কার করিতেছে। অতএব প্রিয়ে। এক্ষণে আমি যদি বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সাধু পথে অবস্থান করিয়া তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত এই চতুর্দ্দশ বৎসর এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্ম্ম-পরিপালন-জনিত পরমানন্দ অবশ্যই পাইব, সন্দেহ নাই।

পঞ্চ নবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাজীবলোচন রাম চিত্রকূটের রমণীয় শিখর প্রদেশ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক চারুচন্দ্রানিভাননা জনক-নন্দিনীকে মন্দাকিনী দেখাইয়া কহিতে লাগিলেন, জানকি! দেখ, এই স্থানে পুণ্যসলিলা শরিদ্বরা মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আহা! এই স্রোতস্বতীর সিকতা-ময় পুলিন প্রদেশ কেমন রমণীয় দেখাইতেছে! হংস ও সারসেরা ইহাতে নিরন্তর কলরব করিয়া বেড়াইতেছে। তীরে নানাবিধ পুষ্প পরিশোভিত পাদপশ্রেণী বায়ুভরে ঈষৎ চালিত হইতেছে, দেখিলেই বোধ হয় যেন, পরি-শ্রান্ত পথিকজনের শ্রান্তি নিবারণার্থ- শাখা প্রশাখারূপ বাহুদ্বারা প্রতিনিয়ত তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে। অবতরণ পথ অতি মনোহর। এইমাত্র তৃষিত কুরঙ্গকুল জলপানার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিল, এজন্য তটের সন্নিহিত জল নিতান্ত আবিল হইয়াছে। প্রিয়ে! আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, জটাজীনধারী তাপসেরা আগমন পূর্ব্বক যথাকালে এই মন্দাকিনীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিতেছেন। কেহ কেহ আবার অবগাহনানন্তর ঊর্দ্ধবাহু

হইয়া ভগবান্ ভাস্কর দেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ সুস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পিতৃলোকোদ্দেশে তর্পণ করিতেছেন। এদিকে তীরজ তরুর শাখা প্রশাখা সকল মন্দ মন্দ পবনপ্রবাহে পরিচালিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, পর্ব্বতরাজ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গমে পরম আহ্লাদিত হইয়াই যেন নৃত্য করিতেছে। আহা! এই মন্দাকিনী, কোন স্থানে স্ফাটিক মণির ন্যায় নির্ম্মল জলে, কোন স্থানে সুরম্য সৈকত পুলিনে ও কোন কোন প্রদেশে সাধু পুরুষদিগের অধিষ্ঠানে অতীব রমণীয় দেখাইতেছে। ইহার নির্ম্মল প্রবাহে ভুরি ভুরি কুসুমরাশি বায়ুভরে প্রবাহিত হইয়া এক একবার জলমগ্ন ও এক একবার উত্থিত হইয়া ভাসিতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া সলিল হইতে পুলিনে অধিরোহণ করিতেছে। জানকি! এই বিচিত্র চিত্রকূটের স্বভাবসিদ্ধ শোভা দর্শনে আমি এরূপ প্রীত ও আকৃষ্ট হইয়াছি, যে ইহা অপেক্ষা পুরবাস, অধিক কি, তোমার দর্শনও অধিকতর প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে না। তপোনিরত সংযমী ও শান্তিগুণাবলম্বী সিদ্ধ পুরুষেরা প্রতিনিয়ত এই পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া থাকেন। মন্দাকিনীর সখীর ন্যায় তুমি আজি আমার সহিত এই নির্ম্মল সলিলে স্নান কর, এবং রক্তোৎপল ও শ্বেত পদ্ম সকল সাদরে উত্তোলন করিয়া আন। জানকি! যখন তোমার মন উৎকণ্ঠিত হইবে, তখন তুমি এই শৈল-

রাজকে কোশল রাজ্যের ন্যায়, স্রোতস্বতী মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় ও আরণ্য জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায় মনে করিও; তাহা হইলে তোমার চিত্তের অনেক উৎ-কণ্ঠা নিবারণ হইবে। প্রিয়ে! লক্ষ্মণ আমার একান্ত নিদেশ কারী, তুমিও একান্ত প্রিয়ভাষিণী, তোমরা উভয়ে আমার নয়ন পথে থাকিলে, আমি নিত্য নিত্য এই মন্দা-কিনী জলে অবগাহন করিব, নিত্য নিত্য এই অরণ্যজাত ফল ভোজন করিব, নিত্য নিত্য এই বন্য মধু পান করিব; অযোধ্যা, কি রাজ্য এক দিনের তরেও কামনা করিব না। জানকি! দেখ, কেবল আমি কেন, এই নদীতে স্নান করিলে গতক্লম না হন, জীবলোকে এমন লোক অতি বিরল। এইরূপে রাম জানকীর চিত্ত বিনো-দনার্থ মন্দাকিনী-সংক্রান্ত বহুবিধ কথা কহিতে কহিতে সেই অঞ্জনসন্নিভ চিত্রকূট শৈলে পাদচারে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

অনন্তর রাম পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া সেই বিশাল-লোচনা সীতাকে আবার কহিলেন, প্রিয়তমে! দেখ এই পবিত্র মৃগমাংস অতীব স্বাদু এবং অগ্নি দ্বারা বিশেষ রূপে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া রাম বৈদেহীর চিত্ত বিনোদন করিতেছেন; ইতিমধ্যে সেনাগণের পাদোত্থিত ধূলিপটল নভোমণ্ডল আবৃত করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক যেন অন্ধকার। তুমুল কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। রাম অকস্মাৎ সেই ঘোরতর কল কল শব্দ শুনিতে পাইয়া এবং অরণ্য যূথপতিদিগকে ভীত প্রায় চারি দিকে পলায়ন করিতে ও সহসা আকাশ-মণ্ডলকে যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া লক্ষ্মণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই নিবিড় কানন মধ্যে অকস্মাৎ এ আবার কি সঙ্কট উপস্থিত হইল। মৃগ বরাহ ও মহিষেরা ভীত হইয়া বেগে পলায়ন করিতেছে। লক্ষ্মণ! আজ অকস্মাৎ অরণ্যের এমন বিপর্য্যস্ত ভাব দেখিতেছি কেন? ইহার কারণ কি? আজ কি কোন রাজা বা রাজপুত্রেরা মৃগয়ার্থ এই বনবিভাগ আক্রমণ

করিয়াছেন ? না অন্য কোন মারাত্মক জন্তুর উপদ্রব আরম্ভ হইল। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য স্থান, বিশেষতঃ আমরাও এতকাল নিঃশঙ্কে বাস করিতেছি, আজ অকস্মাৎ এ প্রকার ঘটিল কেন ? তুমি অবিলম্বে ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া আইস।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ আদেশ মাত্র এক উচ্চতর শাল বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, দেখিলেন, পূর্ব্বদিকে হস্ত্যশ্বরথ-সঙ্কুল বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য বনবিভাগ আবৃত করিয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, আর্য্য! জানকী ত্বরায় গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। আর আপনিও অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলুন, এবং বর্ম্ম ধারণ, শরাসনে জ্যারোপণ ও শরগ্রহণ করিয়া সত্বর সজ্জিত হইয়া থাকুন।

তৎশ্রবণে রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! হিতাহিত বিচার করিয়া কার্য্য করাই বিচক্ষণের উচিত। যে সমস্ত সৈন্য দেখিয়া তুমি ভয়ের সম্ভাবনা করিতেছ, তৎসমুদয় কাহার, অগ্রে তাহাই অবধারণ কর।

তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রামবাক্য শ্রবণে ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সৈন্যদলকে দহন করিবার মানসেই যেন আরক্তলোচনে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আর কি কহিব, আপনি অযোধ্যানাথ হইয়াও যাহার দুরভিসন্ধিবশতঃ অনাথের ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন,

সেই পাপ রাক্ষসী কৈকেয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার মানসে আমাদের বধ সাধনার্থ স-সৈন্যে আসিতেছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ একটী বৃক্ষ আছে, ইহার অন্তরাল দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, উজ্জ্বল-স্কন্ধ উন্নত কোবিদার-ধ্বজ রথোপরি দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত বলবান্ অশ্বারোহী বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া এই দিকে আসিতেছে। হস্তিপৃষ্ঠেও অসংখ্য লোক আগমন করিতেছে। অতএব আর্য্য! আর বিলম্ব করিবেন না, আসুন, আমরা শর ও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক এই পর্ব্বতের শিখর দেশ অবলম্বন করিয়া থাকি, অথবা বর্ম্ম-ধারণ ও শস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। যাহার নিমিত্ত আমাদের এই অভাবিত ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে, সেই পাপাত্মা ভরত আজ যুদ্ধে পরাজিত হয়, কি না, আমি অগ্রে তাহাই দেখিব। যাহার নিমিত্ত আর্য্য হস্তগত রাজ্য বঞ্চিত হইয়া তাপস বেশে বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন, আমাদের সেই পরম শত্রু আজ সন্নিহিত হইয়াছে। অদ্য আমি একান্তই তাহার সেই অসতী আশার মূলচ্ছেদ করিব। পাপ ভরত বা পাপীয়সী তদীয় জননীকেও বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপরাধ করিয়াছে, তাহাকে বিনাশ করিলে আর অধর্ম্ম কি, বরং ধর্ম্মেরই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ভরত পূর্ব্বাপরাধী, অপরাধীর উচিত দণ্ড করিলে, কি লোকতঃ কি ধর্ম্মতঃ আমরা কোন অংশেই দণ্ডার্হ হইব না। অত-

এব আর্য্য! আর সহ্য হয় না, আপনি এখনই দুরাচারের প্রাণ সংহার করিয়া সসাগরা ধরায় একাধিপত্য স্থাপন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, নিজপুত্র ভরতকে আমার হস্তে গজভগ্ন কদলীতরুর ন্যায় নিহত দেখিবে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য আমি কুব্জার সহিত কৈকেয়ীর কুমন্ত্রণার মূলচ্ছেদ করিব। অদ্য বসুন্ধরা দেবী মহা-পাপ হইতে বিমুক্ত ও নিরুপদ্রবা হইবেন। অদ্য আমার শাণিত শর সমূহে শত্রু শরীর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া এই শৈল-রাজের সকল প্রদেশ শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিবে। যেমন শুষ্ক তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে, সেইরূপ অদ্য শত্রু-সৈন্যে আমার বহুকালের সঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যক্ত হইয়া অসৎ কার্য্যের উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবে। অদ্য বীর-লক্ষ্মণের শরাসন হইতে শরদণ্ড বহির্গত হইয়া যে সমস্ত সৈন্য-শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে; শৃগাল ও কুক্কুরেরা পরমানন্দে আকর্ষণ করিয়া সমুদায় ভোজন করিবে। আর্য্য! ত্রিসত্য করিয়া কহিতেছি। অদ্য পাপ ভরতকে এই অরণ্যে সসৈন্যে নিহত করিয়া আমি শর ও শরাসন উভয়েরই ঋণ পরিশোধ করিব।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

তখন রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রুদ্ধ ও যুদ্ধার্থ সাতিশয় ব্যগ্র দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! ক্ষান্ত হও, অস্থানে এত ক্রোধ প্রকাশ করিতেছ কেন ? ভরত এমন কি তোমার অপকার করিয়াছেন, যে তুমি একবারে তাঁহার প্রাণ বিনাশেই উদ্যত হইয়াছ। সুশীল ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতে আমাদের শরাসনে জ্যারোপণ করিবারই বা প্রয়োজন কি, সশস্ত্রে গিরিশিখরে অধিরোহণ করিবারই বা আবশ্যক কি ? আমরা পিতৃসত্য পালনার্থ বনবাসী হইয়াছি, এখন নিরপরাধে যুদ্ধে ভরতের প্রাণ সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্য গ্রহণ করা কি আমাদের উচিত ? দেখ, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের প্রাণ বধ করিয়া যে সমস্ত দ্রব্যজাত হস্তগত হইতে পারে, বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় আমি কদাচ তাহা লাভ করিতে অভিলাষ করি না। প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারি, কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি কাম, অধিক কি, আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য বসুন্ধরাকেও লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আমি যে সংসারশৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া রাজ্য কামনা করি, ভ্রাতৃগণকে প্রতিপালন

ও তাঁহাদের সুখ বর্দ্ধন করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। দেখ, এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে কিছুমাত্র দুর্লভ নহে, কিন্তু অধর্ম্মের দাস হইয়া আমি ইন্দ্রত্বও ইচ্ছা করি না। বলিতে কি, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের অভিলাষ করি, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন, যাহাই হউক, বৎস! আমার বোধ হয়, ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আ-আসিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় আসিয়া আমার জটাজীন ধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্ব্বাসন এই দুই অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে শোকে অধীর হইয়া আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্যই এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মনে অন্য কোন অসৎ অভিপ্রায় আছে, এরূপ বোধ হয় না। অতএব নির্দ্দোস ভরতের প্রতি অকারণে এত ক্রোধান্বিত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। ক্ষান্ত হও। ভরত মনে মনেও কখন আমাদিগের অহিত চেষ্টা করেন না। এক্ষণে বোধ হয়, তিনি, জননীর উপর ক্রোধ ও কটুকথা প্রয়োগ করিয়া পিতার আদেশ ক্রমে পুনরায় আমাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন। অতএব তুমি অকারণে তাঁহার প্রতি কোন ক্রোধ প্রকাশ করিও না। ভরত অতি ধার্ম্মিক, তাঁহার স্বভাব অতি পবিত্র, তাঁহাকে অনর্থক রূঢ় কথা কহিলে, আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। লক্ষ্মণ! জানি না, সঙ্কটে পড়িলে, পুত্র পিতাকে, ও ভ্রাতা প্রাণ-

সম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে, কি প্রকারেই বা তাঁহাদের অহিত সাধনার্থ মানসিক ভাব মুখের বাহির করে। ভাল, তুমি যদি স্বয়ং রাজ্যলাভার্থই এরূপ নিষ্ঠুর কথা কহিয়া থাক, বল, তাহা হইলে, ভরত সমাগত হইবা মাত্র আমি তাঁহার নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিব। তিনি আমার একান্ত নিদেশানুবর্ত্তী, আমার আদেশ তাঁহার শিরোভূষণ, আমি বলিলে দ্বিরুক্তি না করিয়া তোমাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন।

রাম এইরূপ কহিয়া বিরত হইলে, লক্ষ্মণ লজ্জায় যেন দেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মনে মনে যার পর নাই ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া বিনয়াবনম্রবদনে কহিলেন, আর্য্য! আমার বোধ হয়, আপনার বিরহবেদনা সহিতে না পারিয়া পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আগমন করিয়াছেন।

তখন রাম ভ্রাতাকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া তাঁহার চিত্তের ভাবান্তর সম্পাদনের জন্য কহিলেন, বৎস। তুমি যাহা কহিলে, আমিও তাহাই অনুমান করিয়াছি,চিরকাল ভোগ সুখে কালক্ষেপ করাই আমাদের অভ্যাস। আমরা রাজার কুমার, দুঃখ যে কিরূপ পদার্থ, এক দিনের নিমিত্ত তাহা ভোগ করি নাই। এক্ষণে আমরা সেই রাজভোগ্য সুখে বঞ্চিত হইয়া একেবারে অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছি, বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল মাত্র ভোজন করিয়া নিতান্ত দীনবেশে দিন

যাপন করিতেছি, এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে আবার গৃহে লইয়া যাইবেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, পিতার সেই বায়ুবেগগামী বলবান্ দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সেই শত্রুঞ্জয় নামে প্রকাণ্ড বৃদ্ধ হস্তীও সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু ভাই! পিতার সেই ভুবনবিখ্যাত সিতাতপত্র দেখিতেছি না কেন? ইহাতে আমার চিত্ত যে বড়ই চঞ্চল হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা রাখ, শীঘ্র বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। তখন পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ রামের আদেশ মাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন।

এদিকে মহাত্মা ভরত, বহুসেনা-সম্মর্দ্দনে পাছে আশ্রমের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সেনাদলকে শৈলের চারি দিকে অবস্থান করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যেরাও প্রভুর আদেশে তথায় সার্দ্ধযোজন অধিকার করিয়া রামচন্দ্রের প্রসন্নতা-সাধনার্থ বিনীতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

অতন্তর ভরত সেনাদলকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং পাদচারে রামসমীপে গমন করিতে অভিলাষী হইলেন, এবং গমন কালে শত্রুঘ্নকে সম্বোধিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণে পরিবৃত হইয়া এই অরণ্যের চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান কর, নিষাদরাজ, শর-কোদণ্ডধারী জ্ঞাতিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত বন-বিভাগ তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করুন, এবং আমিও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগণ সমভি-ব্যাহারে পাদচারে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বৎস! বলিব কি, যতক্ষণ সেই বিশাল-বক্ষস্থল পদ্ম-পলাশলোচন আর্য্য রামচন্দ্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে না পারি, যতক্ষণ সেই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত প্রফুল্ল-সরোজ-নিন্দিত সুকো-মল চরণযুগল মস্তকে ধারণ করিতে না পারি, যতক্ষণ তিনি অভিষেক সলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্যভার গ্রহণ না করেন, আমি তাবৎকাল পর্য্যন্ত কি সুখ, কি শান্তি, কি ধৈর্য্য কিছুই লাভ করিতে পারিব না। আহা! লক্ষ্মণ! জগতে তুমিই ধন্য, ও একমাত্র সাধু, তাহা না হইলে এতাদৃশ দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে আর্য্যের অনুসরণ করিবে কেন? অয়ি আর্য্যে

জানকি ? ত্রিলোক মধ্যে আপনিই ধন্য ও একমাত্র সাধ্বী, আপনি প্রবাসেও দাসী হইয়া দিবানিশি প্রিয় পতির পাদসেবা করিতেছেন। হায়! এই গিরিরাজ চিত্রকূটই ধন্য, কারণ যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে বিহার করেন, আমাদের অযোধ্যা-নাথও সেই রূপ এই স্থানে অধিবাস করিতেছেন। এইদুর্গম অরণ্য মারাত্মক জন্তু সমূহে পরিপূর্ণ হইলেও আমি ইহাকে ধন্যবাদ করি, যেহেতু সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দীন-শরণ আর্য্য রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে সেই গহন কাননে প্রবেশ করিলেন, এবং পর্ব্বত-শৃঙ্গজ কুসুমিত বনরাজির মধ্য দিয়া বিনীতভাবে দীনবেশে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে এক উচ্চতর শালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন ঃ—রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। তদ্দর্শনে “রাম সেই স্থানেই বাস করিতেছেন” অনুমান করিয়া সাগরোত্তীর্ণ ব্যক্তির ন্যায় বন্ধু বান্ধবের সহিত যার পর নাই আনন্দিত হইলেন, এবং অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সেনাদিগকে সেই স্থানেই সন্নিবেশিত করিয়া নিষাদরাজ গুহের সহিত দ্রুতপদে রামের আশ্রমাভি-মুখে যাইতে লাগিলেন।

একোনশততম অধ্যায়।

অনন্তর সেনা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে, মহাত্মা ভরত বশিষ্ঠ মহাশয়ের সমীপে মাতৃগণের আনয়নার্থ অনুরোধ জানাইয়া শত্রুঘ্নের সহিত দ্রুতপদে রাম দর্শনে চলিলেন, এবং যাইতে যাইতে আশ্রমসূচক চিহ্ন সকল দেখিয়া হর্ষভরে সমুদায় শত্রুঘ্নকে কহিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র স্বয়ং রাম লক্ষ্মণ ও জানকীরে গহন কাননে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার অন্তঃকরণ বড়ই উৎকণ্ঠিত ছিল, সুতরাং তিনিও তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রামগতপ্রাণ ভরত কিয়দ্দূর গিয়া অদূরে তাপসনিবাস-সম পর্ণশালা, দারুময়ী ভিত্তি দেখিতে পাইলেন। সম্মুখে হোমার্থ ভগ্ন কাষ্ঠ ও দেবপূজার পুষ্প সকল সঞ্চিত ও অভ্যন্তরে শীত নিবারণার্থ মৃগ মহীষের শুষ্ক করীষ সমস্ত সংগৃহীত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে পথপরিজ্ঞানার্থ বৃক্ষে বৃক্ষে কুশ ও বল্কল সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। ভরত এই সমস্ত দর্শনে যারপর নাই আহ্লাদিত হইয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! দেখ,মহর্ষি ভরদ্বাজের মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম,বোধ হয়, আমরা সেই প্রদেশেই আসিয়াছি, অনুমান হইতেছে, ইহার অনতিদূরেই স্রোতস্বতী মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। আর দেখ, বৎস! এই পুরোবর্ত্তী বৃক্ষের অগ্র শাখায়

নিবদ্ধ যে চীরবসন দেখা যাইতেছে, আমার বোধ হয়, লক্ষ্মণ জলানয়নার্থ বা পুষ্প চয়নার্থ বহির্গত হইয়া "পাছে পথ চিনিতে না পারেন" এই আশঙ্কায় আশ্রম-পথ-পরিজ্ঞানার্থ উহা অভিজ্ঞানস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। অদূরে আরণ্য করীদিগের গমনমার্গ, হস্তি সকল তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক ঐ পথেই যাতায়াত করিয়া থাকে। আর তপোবনমধ্যে তাপসেরা প্রতিনিয়ত যে অগ্নিদেবের সেবা করিয়া থাকেন, ঐ দেখ, তাহার ধূম-শিখাও লক্ষিত হইতেছে। অতএব ভাই! বোধ করি, আমারা আজ সেই আজানুলম্বিতবাহু নবঘনশ্যাম রাম-রূপ অবোলোকন করিয়া তাপিত প্রাণ শিতল করিব।

এই বলিতে বলিতে ভরত মন্দাকিনীর সন্নিহিত হইলেন, এবং "অতুল্য বৈভবে বঞ্চিত হইয়া রাম যে দীন-বেশে দিনপাত করিতেছেন, আপনিই তাহার একমাত্র কারণ" এই শোকাবহ ঘটনা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া শোকে যারপর নাই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, হায়! আর্য্য এই জনশূন্য মহারণ্যে তাপসবেশে যোগা-সনে উপবিষ্ট আছেন। যিনি অযোধ্যানাথ, হতভাগ্য ভরতের জন্য তিনি অনাথের ন্যায় অরণ্যে তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, জানিয়াও কি ভরত জীবিত রহি-য়াছে? দগ্ধ হৃদয়! তোমার কি আর মরণ নাই, নরকেও কি তোমার স্থান হইবে? এ অপ্রতিবিধেয় লোকাপবাদের

ভার বহন করিয়া আর কতকাল মূঢ়ের ন্যায় জীবিত থাকিবে। যদি লোকাপবাদের ভয় থাকে, যদি লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিন্দাবাদ শ্রবণে কর্ণকুহর বধির করিতে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, যদি পাপ কৈকেয়ীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া জন সমাজে পরিচিত হইতে অণুমাত্রও আশঙ্কা থাকে, তবে আর কাল বিলম্ব করিও না, এখনিই শতধা বিদীর্ণ হও। হায়! যিনি রাজ্যেশ্বর, তাঁহাকে দীনবেশে অরণ্যে রাখিয়া হতভাগ্য ভরত কোন্ প্রাণে রাজাসনে বসিবে, পাষাণহৃদয় ভরত কোন্ প্রাণে আর রাজভোগ্য সুখ বিলাসে সময় অতিবাহিত করিবে?

এইরূপে বিলাপ, পরিতাপ ও মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ভ্রাতৃবৎসল ভরত সেই মনোরম পবিত্র পর্ণশালার সমীপবর্ত্তী হইলেন। উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যজ্ঞস্থলে যজ্ঞবেদী যেমন চতুর্দ্দিকে কুশ-সমূহে আবৃত থাকে, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর চারিদিগে শাল, তাল, তমাল প্রভৃতির গলিত পত্রে সমাচ্ছাদিত ও প্রদীপ্তবদন সর্প সমূহে পাতালোদর যেরূপ শোভমান হয়, সেইরূপ উহার অভ্যন্তর ভাগ নানাবিধ বিচিত্র শাণিত অস্ত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। উহার একস্থানে ইন্দ্রায়ুধ-সদৃশ শত্রুনাশন মহাত্মা রামচন্দ্রের প্রকাণ্ড কোদণ্ড, অপর স্থানে সূর্য্যরশ্মি-তিরস্কৃত শাণিত তূণীরগত শর, কোন স্থানে সুবর্ণময় কোষস্থিত সুদৃশ্য অসিলতা, কোথাও কাঞ্চনভূষিত বিচিত্র বর্ম্ম ও অঙ্গুলি

ত্রাণে সমুদায় সজ্জিত রহিয়াছে। কুরঙ্গকুল যেমন কেশরীর গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে কদাচ সাহসী হয় না। তদ্রূপ সেই ভয়াবহ অস্ত্রপূর্ণ পর্ণশালার প্রতি নেত্রপাত করিতেও শত্রুবর্গেরা সাহসী হয় না। তথায় পরম পবিত্র অতি বিশাল এক যজ্ঞবেদী দেখিতে পাই-লেন। ঐ বেদীর উত্তর পূর্ব্বভাগ ক্রমে নিম্ন, এবং উহাতে অগ্নি নিরন্তর প্রজ্বলিত হইতেছেন। ভরত কিয়ৎকাল একদৃষ্টে এই সকল অবলোকন করিয়া পরে দেখিলেন, সেই পর্ণশালার মধ্যে জ্বলন্ত পাবক-কল্প কমললোচন রামচন্দ্র জনকাত্মজা ও লক্ষ্মণের সহিত চর্ম্মাস্তৃত স্থণ্ডিলে সাক্ষাৎ সয়ম্ভুর ন্যায় উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার মস্তকে নবজটাজাল, সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন, হস্তে কুশাঙ্গুরীয়, পরিধান বল্কল বাস ও উত্তরীয় চীরবসন। ভরত দূর হইতে অগ্রজের তাদৃশ শোচনীয় বেশ অব-লোকন করিয়া শোকে মোহে যারপর নাই কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং দ্রুত পদে যাইতে যাইতে বাষ্প-স্খলিত বর্ণে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! যিনি রাজসভায় আসীন হইলে, শত শত পরি-চারকেরা উপাসনার্থ চারি দিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, সেই রাম এখন আরণ্য মৃগ সমূহে সমাবৃত হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দিনপাত করিতেছেন, ইতিপূর্ব্বে যিনি অঙ্গ-বেদনা ভয়ে সুবর্ণ-গুম্ফিত মহামূল্য বসনও পরিধান করিতেন না সেই কমললোচন আজ কোমল শরীরে

কিরূপে কঠিন মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নির্জ্জন কাননে তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। আহা! হীরকমণ্ডিত হেমময় পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়াও যাঁহার নিদ্রা হইত না। এখন কঠিন মৃত্তিকা কিরূপে তাঁহার বিশ্রাম স্থান হইবে। যে মস্তক এতকাল বিচিত্র কুসুম মালায় অলঙ্কৃত থাকিত, তাপসজনোচিত জটাভার কি এখন সেই মস্তকের শোভা বর্দ্ধন করিতে পারে? হায়! যাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সর্ব্বদা সুগন্ধ চন্দনে চর্চ্চিত থাকিত, সেই রামের কোমল কলেবর আজ ভস্মলেপনে মলিন হইয়া গিয়াছে। সর্ব্বথা আমার জীবন ধারণে ধিক্। এমন লোক-বিগর্হিত জীবন ধারণ করিয়া আমি ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে চাহি না। আমি অতি নিষ্ঠুর, আমি অতি পাষাণহৃদয়, আর্য্যের এমন দীন দশা দেখিয়াও আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে মহাত্মার শোকসাগর প্রবলবেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। মুখকমল ঘর্ম্মাক্ত ও নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। নয়ন দ্বয় হইতে নিরন্তর নীর ধারা পড়িতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে দ্রুদ পদে ধাবমান হইয়া রামের চরণ তলে পতিত হইলেন। বাস্পভরে তাঁহার কণ্ঠ এরূপ রুদ্ধ হইয়া ছিল, যে কেবল "আর্য্য রাম" এইমাত্র একবার উচ্চারণ করিয়া আর কিছুই কহিতে পারিলেন না। তৎপরে

শত্রুঘ্নও রোদন করিতে করিতে রামচন্দ্রের চরণারবিন্দে নিপতিত হইলেন, রাম স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃদ্বয়কে শোকে আকুল দেখিয়া প্রেমভরে অশ্রুজল মুছাইতে লাগিলেন। আকাশ মণ্ডলে চন্দ্র সূর্য্য যেমন শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হন, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণও ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত একত্রিত হইয়া বনবিভাগ উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। বনবাসীরা চারিটী রাজকুমারকে এইরূপে সমাগত দেখিয়া অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইল।

শততম অধ্যায়।

অনন্তর রাম যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য মহাত্মা ভরতকে নিতান্ত শোকাকুল ও কৃতাঞ্জলিপুটে ভূতলে নিপতিত দেখিয়া উত্তরীয় বসনে বারংবার তদীয় নয়ন-জল মার্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহাকে আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহ মধুর সম্ভাষণে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, কেন ভরত! আজ কি জন্য এত অধীর হইতেছ? আমি এপর্য্যন্ত তোমার ত কোন অপরাধ দেখিতে পাই নাই

তবে আজ কি কারণে আমার নিকট এত বিলাপ করিতেছ। বৎস! এক্ষণে আমার পিতৃদেব কোথায় আছেন? তিনি জীবিত থাকিতে তাঁহার সেবা না করিয়া রোদন করিতে করিতে আমার নিকট আসিলে কেন? কারণ কি? ভরত! তুমি অনেক দিন মাতুলালয়ে ছিলে, এজন্য তোমার স্বভাবসুন্দর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে পারি নাই, আজ পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তোমায় অদ্য অকারণে বন প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমার মন প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে। বৎস! সত্য করিয়া বল, পিতৃদেব ত জীবিত আছেন? বাল্যকালাবধি তিনি আমাকে বড়ই স্নেহ করিতেন, এমন কি, আমায় ক্ষণকাল না দেখিলেও যেন ত্রিলোক একেবারে শূন্য দেখিতেন, এক্ষণে আমায় না দেখিয়া তিনি কি কুশলে আছেন? তুমি অতি বালক, বাল্য-সুলভ চাঞ্চল্যভাবের বশবর্ত্তী হইয়া তুমি সেই রাজসূয়াদি যজ্ঞের আহর্ত্তা সত্যপরায়ণ মহারাজের ত অবমাননা করিতেছ না? কেমন আমাদের কুলগুরু ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব এখন রাজ্যমধ্যে পূর্ব্ববৎ পূজিত ও সম্মানিত হইতেছেন ত? আহা! ভরত রে! আমার অদর্শনে আমার দুঃখিনী জননী কি জীবিত আছেন? আর্য্যা সুমিত্রা কি কুশলে আছেন? আমি আসিবার সময় তাঁহাদের যেরূপ শোকপূরিত ভাব দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, এতকাল তাঁহারা জীবিত আছেন, কি না, সন্দেহ। ভরত! ভাল আমার কৈকেয়ী জননী ত এখন সানন্দমনে কাল-

যাপন করিনেছেন? সেই মহাকুলপ্রসূত অতি বিনয়ী ভগবান্ বশিষ্ঠ মহাশয়ের আত্মজ আর্য্য সুযজ্ঞদেব এখন ত সমাদৃত হইতেছেন? হোমগৃহে নিযুক্ত মতিমান্ মানবেরা হোমবিধি সমাধানান্তে তোমায় সংবাদ প্রদান করেন ত? দেব লোক পিতৃলোক ও পিতৃতুল্য গুরুজনেরা ত এখন তোমার নিকট যথোচিত সমাদৃত হইতেছেন? প্রাচীন ভৃত্য সকল ও বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণের প্রতি তুমি ত উচিত সমাদর প্রদর্শন করিয়া থাক? অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ কুশল ও রাজ নীতিজ্ঞ সুধন্বা নামে যিনি আমাদের ধনুর্ব্বিদ্যার আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার প্রতিও ত বিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাক? সদ্বংশসম্ভূত, শূর, সুশীল ও ঈঙ্গিতজ্ঞ এবং আত্মসম যে সকল ব্যক্তি, এক্ষণে তাঁহারাই ত মন্ত্রিপদে নিযুক্ত আছেন? রাজ্য মধ্যে তাদৃশ শাস্ত্রকোবিদ মন্ত্রিমুখ্য জিতেন্দ্রিয় অমাত্যবর্গের মন্ত্র সকল সংবৃত থাকিলেই, রাজ্য সুরক্ষিত ও নিরুপদ্রব হইয়া থাকে। ভরত! রাজ্যে পদে পদে বিপদ, যাঁহারা রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সতত সাবধান থাকা উচিত। এখন রাজাসনে আসীন হইয়া নিদ্রায় বা আলেস্যে ত অধিক সময় অতিবাহিত কর না? যথা কালে ত প্রবোধিত হইয়া থাক? নিশাবসানে ত অর্থ চিন্তায় প্রবৃত্ত হও? একাকী কোন দুর্জ্ঞেয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, হয়ত ভ্রমও হইতে পারে, এবং বহুজনের সহিত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রথমতঃ ঐকমত্যই ঘটা দুর্ঘট, ঘটিলেও

মন্ত্র ভেদের বিলক্ষণ সম্ভাবনা, অতএব বৎস! এই উভয়-বিধ পথ অতিক্রম করিয়া এখন ত মন্ত্রণা করিয়া থাক? কার্য্যের পূর্ব্বে তোমার মন্ত্রিত বিষয় ত রাজ্যমধ্যে অপ্রকাশ থাকে? যে সকল কার্য্য অল্পায়াসসাধ্য অথচ মহা ফলপ্রদ, তৎসমুদায় কার্য্য ত অচিরাৎ সম্পাদিত হইয়া থাকে? আর যে সমুদায় কার্য্য তোমার সম্পাদিত বা সম্পন্ন প্রায়, সামন্ত রাজারা তাহাই ত অবগত হইয়া থাকেন? তোমার ভাবী কর্ত্তব্য বিষয় ত রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হয় না? তুমি অথবা তোমার মন্ত্রিবর্গেরা যে সমস্ত বিষয় অপ্রকাশ রাখেন, বিপক্ষেরা যুক্তি বা তর্ক-দ্বারা তাহা ত উদ্ভাবিত করে না? ভরত! শত সহস্র মূর্খ ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিই অধিকতর উপকার সম্পাদন করিতে পারেন, কারণ, অর্থসঙ্কটে শত্রুহস্তে বা অন্যবিধ বিপদে পড়িলে, তাঁহারা কখনই কর্ত্তব্যাব-ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু সেস্থলে বিজ্ঞেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি প্রভাবে অনায়াসেই শুভ সাধন করিতে পারেন, এই কা-রণে বিচক্ষণ ভূপতিরা প্রাণান্তেও বহুমূর্খে পরিবৃত হইতে অভিলাষ করেন না, বস্তুতঃও একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় প্রজ্ঞাবলে যে কর্ম্মের অবধারণ করিতে পারেন, শত শত নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা একত্রিত হইলেও তাহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হয় না, অতএব তুমি ত এখন সহস্র মূর্খের প্রতি অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক একজন সু-বিজ্ঞ ব্যক্তির সমাদর করিয়া থাক? উত্তম, মধ্যম ও

অধম এই তিন প্রকার ভৃত্যকে তুমি ত উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাক? রাজ্য-মধ্যে প্রজাবর্গেরা অনুচিত দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তোমার ত অবমাননা বা অযশঃ ঘোষণা করে না। কামুক পুরুষেরা কামবশে পড়িয়া বলাৎকার করিলে, সাধ্বী কুলকামিনীরা যেমন তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে, যাজক ব্রাহ্মণেরা পতিত জানিয়া তোমায় ত এখন তদ্রূপ অশ্রদ্ধা করেন না উপায়কুশল * বৈদ্য এবং স্বামীর দোষানুসন্ধান-তৎপর শূর ও অর্থপিশাচ, ভৃত্য যে রাজা ইহাদের প্রাণ সংহার না করেন, অচিরাৎ তাঁহাকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। ভরত! রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া এই চিরাগত সুনিয়ম ত তোমার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা জাগরিত রহিয়াছে? যাহারা বীর্য্যবান্, বলবান্, বুদ্ধিমান্, সদ্বংশজ ও প্রভুপরায়ণ, সেই সমস্ত বীরপুরুষেরা ত তোমার সৈনাপত্যে নিযুক্ত আছে? যে সকল বীরপুরুষদিগের পুরুষকার ও রণপাণ্ডিত্য রণস্থলে দুই বা ততোধিক বার পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন রণস্থলে তাহারাই ত অগ্রসর হইয়া থাকে? ভৃত্যবর্গেরা ত মাসান্তে যথানিয়মে বেতন পাইয়া থাকে. সাবধান, কর্ম্ম করাইয়া যথাকালে বেতন না দেওয়া বড়ই পাপ, এমন কি, তাহাতে বিশেষ অনর্থও সংঘটিত হইতে পারে। বৎস! এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গেরা ত তোমার প্রতি

* যে বৈদ্য অর্থলাভার্থ রোগীর রোগ বর্দ্ধনের চেষ্টা করে।

প্রসন্ন আছেন? তাঁহারা ত প্রাণান্তেও তোমার কোন অশুভ কামনা করেন না? যে সকল ব্যক্তি বিদ্বান, যথার্থবাদী, শুভানুধ্যায়ী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও স্বরাজ্যে বসতি করে, তাহারাই ত তোমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে? পরপক্ষীয় মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দ্বৌবারিক, অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, বন্ধনাগারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাপ্রচারক, ব্যবস্থাবিজ্ঞাপক, ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য, দানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, আটবিক, দণ্ডনাধিকারী, ও দুর্গপাল, এই অষ্টাদশ তীর্থে এবং মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ভিন্ন অপর পঞ্চদশবিধ স্বপক্ষীয় তীর্থে, পরস্পর অবিদিত তিন তিন জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তুমি ত তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাক? শত্রুপক্ষীয়েরা রণস্থলে একবার পরাঙ্মুখ হইয়া আবার সম্মুখীন হইলে, বিচক্ষণ ভূপতিরা দুর্ব্বল বলিয়া তাহাদিগকে কদাচ উপেক্ষা করেন না, এ নিয়ম কি তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক? যাহারা পণ্ডিতাভিমানী অথচ নাস্তিক, তাহাদের সঙ্গে ত তোমার কোন সংস্রব নাই? ঐ সমস্ত অপকৃষ্ট পণ্ডিতেরাই বালকের ন্যায় অনর্থোৎপাদনে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তর্কবিদ্যোৎপন্ন কুবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া অনর্থক বাগ্বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভরত! যে স্থানে নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্যমালা শোভা পাইতেছে, যথায় অসংখ্য রথ ও নানা প্রকার গজবাজি বিরাজ করিতেছে, স্বধর্ম্মানুরক্ত বহুসংখ্যক

অধম এই তিন প্রকার ভৃত্যকে তুমি ত উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া থাক? রাজ্য-মধ্যে প্রজাবর্গেরা অনুচিত দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তোমার ত অবমাননা বা অযশঃ ঘোষণা করে না। কামুক পুরুষেরা কামবশে পড়িয়া বলাৎকার করিলে, সাধ্বী কুলকামিনীরা যেমন তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে, যাজক ব্রাহ্মণেরা পতিত জানিয়া তোমায় ত এখন তদ্রূপ অশ্রদ্ধা করেন না উপায়কুশল * বৈদ্য এবং স্বামীর দোষানুসন্ধান-তৎপর শূর ও অর্থপিশাচ, ভৃত্য যে রাজা ইহাদের প্রাণ সংহার না করেন, অচিরাৎ তাঁহাকেই কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। ভরত! রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া এই চিরাগত সুনিয়ম ত তোমার হৃদয়মধ্যে সর্ব্বদা জাগরিত রহিয়াছে? যাহারা বীর্য্যবান্, বলবান্, বুদ্ধিমান্, সদ্বংশজ ও প্রভুপরায়ণ, সেই সমস্ত বীরপুরুষেরা ত তোমার সৈনা-পত্যে নিযুক্ত আছে? যে সকল বীরপুরুষদিগের পুরুষকার ও রণপাণ্ডিত্য রণস্থলে দুই বা ততোধিক বার পরীক্ষিত হইয়াছে, এখন রণস্থলে তাহারাই ত অগ্রসর হইয়া থাকে? ভৃত্যবর্গেরা ত মাসান্তে যথানিয়মে বেতন পাইয়া থাকে সাবধান, কর্ম্ম করাইয়া যথাকালে বেতন না দেওয়া বড়ই পাপ, এমন কি, তাহাতে বিশেষ অনর্থও সংঘটিত হইতে পারে। বৎস! এক্ষণে জ্ঞাতিবর্গেরা ত তোমার প্রতি

* যে বৈদ্য অর্থলাভার্থ রোগীর রোগ বর্দ্ধনের চেষ্টা করে।

প্রসন্ন আছেন? তাঁহারা ত প্রাণান্তেও তোমার কোন অশুভ কামনা করেন না? যে সকল ব্যক্তি বিদ্বান, যথার্থবাদী, শুভানুধ্যায়ী, প্রত্যুৎপন্নমতি ও স্বরাজ্যে বসতি করে, তাহারাই ত তোমার দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে? পর-পক্ষীয় মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, বন্ধনাগারাধ্যক্ষ, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাপ্রচারক, ব্যবস্থাবিজ্ঞাপক, ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য, দানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, আট-বিক, দণ্ডনাধিকারী, ও দুর্গপাল, এই অষ্টাদশ তীর্থে এবং মন্ত্রী, পুরোহিত ও যুবরাজ ভিন্ন অপর পঞ্চদশবিধ স্বপক্ষীয় তীর্থে; পরস্পর অবিদিত তিন তিন জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া তুমি ত তাহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থাক? শত্রুপক্ষীয়েরা রণস্থলে একবার পরাঙ্মুখ হইয়া আবার সম্মুখীন হইলে, বিচক্ষণ ভূপতিরা দুর্ব্বল ব-লিয়া তাহাদিগকে কদাচ উপেক্ষা করেন না, এ নিয়ম কি তুমি প্রতিপালন করিয়া থাক? যাহারা পণ্ডিতাভিমানী অথচ নাস্তিক, তাহাদের সঙ্গে ত তোমার কোন সংস্রব নাই? ঐ সমস্ত অপকৃষ্ট পণ্ডিতেরাই বালকের ন্যায় অনর্থোৎপাদনে এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকেও পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল তর্কবিদ্যোৎ-পন্ন কুবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া অনর্থক বাগ্বিতণ্ডা করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভরত! যে স্থানে নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য-মালা শোভা পাইতেছে, যথায় অসংখ্য রথ ও নানা প্রকার গজবাজি বিরাজ করিতেছে, স্বধর্ম্মানুরক্ত বহুসংখ্যক

জিতেন্দ্রিয় আর্য্যেরা যেখানে পরমসুখে অধিবাস করিতেছেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ-পালিত সেই সুবিখ্যাত অযোধ্যা নগরী ত তোমার প্রযত্নে এখন সস্নেহে প্রতিপালিত হইতেছে? যে সকল জনপদ সমাজোৎসবে পরিশোভিত ও সানন্দ নর নারীগণে নিরন্তর পরিপূরিত ছিল, স্থানে স্থানে সুরম্য সুরালয় ও সরোবর সকল যাহার শোভা সমৃদ্ধি সম্পাদন করিত, কি হিংসা কি দ্বেষ, কি অসূয়া যেখানে একতরেরও সমাবেশ ছিল না, যাহার সামন্ত দেশে হলকর্ষিত ভূমিবিভাগ সমুদায় যথা কালে প্রচুর শস্যে পরিপূর্ণ থাকিত, ভ্রষ্টাচার নষ্ট মতি নরাধমেরা যেখানে অবস্থান করিতে পারিত না, যেখানে লোকদিগকে কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত না, নদীর জলেই সমস্ত কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ পাইত, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পরমাদরে যাহা শাসন করিয়া গিয়াছেন, যে স্থানের লোক সকল সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, অধুনা সেই সমস্ত প্রসিদ্ধ জনপদের ত কোন রূপ উপদ্রব ঘটে নাই? কৃষীবল গোরক্ষকেরা ত এখন তোমার প্রিয়কার্য্য ও ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছে? ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত এখন কৃষিদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাক? বৎস! অধিকারস্থ সমস্ত লোকদিগকেই ধর্ম্মানুসারে ও একভাবে প্রতিপালন করা রাজার কর্ত্তব্য, এই রাজনীতি তোমার অন্তঃকরণে

ত সতত জাগরূক আছে? স্ত্রীলোকদিগকে ত সর্ব্বদা সাবধান পূর্ব্বক প্রতিপালন করিয়া থাক? তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া ভ্রমেও ত কোন গুপ্ত কথা তাহাদের কর্ণগোচর কর না? তোমার অধিকার মধ্যে অনেক বনে হস্তীর আকর আছে, তুমি ত অবহিত চিত্তে তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? বৎস! অশ্বাদি পশু সংগ্রহে কি তোমার আলস্য আছে? রাজসভায় প্রবেশ কালে তুমি ত রাজবেশ পরিধান করিয়া থাক? প্রতিদিন প্রভাতে প্রবোধিত হইয়া রাজপথে কি ভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যগণ কি তোমার নিকট নির্ভয়ে আগমন করে? না, ভয় হেতু সন্নিহিত হইতে পারে না; ভরত! এই উভয় বিধ রীতিই নিতান্ত ঘৃণাকর, কারণ নির্ভয়ে মানের হানি ও সভয়ে কার্য্যহানির সম্ভাবনা, অতএব ইহার মধ্যরীতি অবলম্বন করাই ত তোমার অভিমত? তোমার দুর্গসকল ত ধন ধান্যে, অস্ত্র শস্ত্রে জলযন্ত্রে ও শিল্পকোবিদ বীরগণে পরিপূরিত রহিয়াছে? তোমার ব্যয় অপেক্ষা আয়ের ভাগ ত অধিক? অপাত্রে অর্থদান করিয়া ত ধনক্ষয় কর না? দেবকার্য্যে ও পিতৃকার্য্যে অভ্যাগত ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় এবং বন্ধু ও যোদ্ধৃবর্গের প্রতিও ত যথোচিত বদান্যভাব প্রকাশ করিয়া থাক? কোন সাধুশীল ব্যক্তির উপর চৌর্য্যাদি দোষারোপ করিয়া কেহ অভিযোগ করিলে, এবং কোন সদ্বিচারকের সন্নিধানে সেই দোষ সপ্রমাণ না হইলে, তুমি

ত অর্থলোভে পড়িয়া তাঁহার অনুচিত দণ্ড বিধান কর না? তোমার অধিকার মধ্যে অপহৃত বস্তুর সহিত কোন অপহারক ধৃত হইলে, এবং বহুবিধ প্রশ্ন দ্বারা তাহার চৌর্য্যাপরাধ সপ্রমাণ করিলেও উৎকোচ দানে সে অপরাধী কি মুক্ত হইয়া থাকে? বিবাদ উপস্থিত হইলে, তোমার বিচারকুশল অমাত্যেরা বিচার সময়ে কি ধনী; কি দীন, কাহার প্রতিও ত পক্ষপাত করে না? ভরত! কোন প্রজা মিথ্যা রূপে অভিযুক্ত হইলে, রাজা তাহার উপযুক্ত বিচার না করিয়া অনবধানতঃ যদি নির্দ্দোষের দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে, সেই অকারণদণ্ডিত নিষ্পাপ সাধুজনের নেত্র-নিপতিত নীরবিন্দু ভোগানুরক্ত নরপতির পুত্র ও পশু সকলকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিয়া ফেলে, অতএব সাবধান, রাজ্যমধ্যে যেন নির্দ্দোষ ব্যক্তির কদাচ দণ্ড বিধান না হয়। ভরত! অধিকার মধ্যে বৃদ্ধ বৈদ্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে সুমিষ্ট বাক্যে সদ্ব্যবহারে ও অভিলাষানুরূপ অর্থদানে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছ ত? গুরু, বৃদ্ধ, তাপস, অভ্যাগত ও সিদ্ধ পুরুষদিগকে বিধি পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া থাক ত? তুমি অর্থলোভে পড়িয়া আমাদের বংশোচিত পবিত্র ধর্ম্মের ত বিলোপ কর নাই? সামান্য অর্থ লালসায় পরিবার বর্গের পোষণোপযুক্ত অর্থ প্রদানে ত কৃপণতা কর না? তোমার অভিলাষ ত অর্থ কামের অবিরোধে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? তুমি

ত যথা সময়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের সেবা করিয়া থাক? ধর্ম্মশাস্ত্রার্থদর্শী মহাপুরুষেরা পৌরবর্গের সহিত মিলিত হইয়াই ত তোমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন? নাস্তিকতা, অসত্যভাষিতা, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, সৎ-সঙ্গরাহিত্য, আলস্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি, ক্রোধ, একজনের সহিত অর্থ চিন্তা, অজ্ঞদিগের সহিত মন্ত্রনা, কর্ত্তব্য কর্ম্মের অননু-ষ্ঠান, মন্ত্রনাপ্রকাশ, প্রাতঃকালে মঙ্গল কার্য্যের অপ্রয়োগ এবং সকল রিপূদ্দেশে যুগপৎ দণ্ড যাত্রা; বৎস! এই চতু-র্দ্দশবিধ রাজদোষে ত তুমি দূষিত হও নাই? মৃগয়া, অক্ষ-ক্রীড়া, দিবাস্বপ্ন, পরীবাদ, স্ত্রীসম্ভোগ, মত্ততা, (১) তৌর্য্য-ত্রিক, ও বৃথাভ্রমন, এই দশবিধ বর্গ; জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, (২) ঐরিণদুর্গ ও (৩) ধাম্বনদুর্গ এই পঞ্চবিধ বর্গ; সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড এই চতুর্ব্বর্গ; স্বামী, অমাত্য, সুহৃদ্, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ ও বন এই সপ্ত বর্গ; ৪ পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, অর্থদূষণ, বাক্-পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য এই অষ্টবর্গ এবং উৎসাহ, প্রভু-শক্তি ও মন্ত্রশক্তি এই ত্রিবর্গের বিষয় ত বিলক্ষণরূপে

---

১ নৃত্য গীত বাদ্য

২ সর্ব্বশস্যশূন্য প্রদেশস্থ দুর্গ, খাদ্য সামগ্রীর অভাবে তথায় বিপক্ষেরা সহসা আক্রমণ করিতে পারে না।

৩ গ্রীষ্মকালের জন্য প্রস্তুত। ৪ পর নিন্দা করণ।

অবগত হইয়াছ ? আর (১) ত্রয়ী (২) বার্ত্তা ও (৩) দণ্ড-নীতি এই ত্রিবিধ বিদ্যা সম্যক্ আয়ত্ত হইয়াছে ত ? ইন্দ্রিয়-বিজয়, সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় এই ছয় গুণ, দৈবিক ও মানুষিক ব্যসন, রাজকৃত্য, বিংশতিবর্গ, প্রকৃতিবর্গ, দ্বাদশ রাজমণ্ডল, যাত্রা, দণ্ড বিধি, সন্ধি এবং বিগ্রহ এই সকল বিষয়ে ত তোমার সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে ? দৈবিক কার্য্যে তুমি ত বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাক ? তোমার রাজ্য মধ্যে ক্রিয়া-কলাপ ও শাস্ত্র জ্ঞান ত কখন নিষ্ফল হয় না ? তোমার অধিকার মধ্যে বনিতারা ত বন্ধ্যা-দোষে দূষিত নহে। বৎস ! আমি তোমার নিকট যে সকল প্রশ্ন করিলাম, প্রমাদ বা অন-বধান বশতঃ তৎ সমুদায়ের মধ্যে একটীও ত পরিত্যক্ত হয় না ? ইহাতে পরমায়ু, নির্ম্মল যশঃ ও ধর্ম্ম অর্থ কাম, ত্রিবর্গের লাভ হইয়া থাকে। আমাদের পূর্ব্বতন পুরু-ষেরা যে নিয়মে রাজকার্য্য কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, প্রযত্নাতিশয় সহকারে তুমিও ত তৎ তৎ কা-র্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক ? অভিনব ও সুস্বাদু কোন ভক্ষ্যবস্তু পাইলে, তাহা তুমি কি একাকীই ভোজন করিয়া থাক ? না, অগ্রে বন্ধুবর্গ ও বিপ্রবর্গকে প্রদান করিয়া থাক ? ভরত ! দেখ, যে সকল মহীপালেরা যথা বিধি প্রজালোকের প্রতি দণ্ডবিধান ও যথানিয়মে

---

১ বেদত্রয়ী। ২ কৃষ্যাদি। ৩ নীতিশাস্ত্র।

তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহ লোকে সমস্ত ভূমণ্ডলের একাধিপত্য লাভ করিয়া পরিণামে পরমানন্দ রসাস্বাদনে সুখে সময়াতিবাহিত করেন।

একাধিক শততম অধ্যায়॥

পুরুষোত্তম রাম প্রশ্নচ্ছলে ভরতকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার লক্ষ্মণের সহিত আদ্যোপান্ত সমস্ত সমাচার জিজ্ঞাসিয়া কহিলেন, বৎস ভরত! তুমি যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চীরবসনে ও নিতান্ত দীন বেশে গহন কাননে আগমন করিলে, ইহার কারণ কি? কি কারণেই বা তুমি উচ্চৈঃস্বরে এত রোদন করিতেছ? আমরা শুনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি, ত্বরায় বল।

পুরুষোত্তম রাম নিরতিশয় স্নেহর সহিত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ভরত শোকাবেগ কথঞ্চিৎ সংবরণ করিয়া বিনয়বাক্যে নিবেদন করিলেন, আর্য্য! আমার

অপরাধ মার্জ্জনা করুন। এই হতভাগ্য এই নরাধমই আপনার এরূপ শোচনীয় দশার একমাত্র কারণ। হায়! আমি যদি কুলপাংশুলা পাপীয়সী কৈকেয়ীর দগ্ধোদরে জন্ম গ্রহণ না করিতাম, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই যদি এ হত-ভাগ্যের দগ্ধজীবন বহির্গত হইয়া যাইত, তাহা হইলে আর আমাকে আর্য্যের এরূপ অভাবিত ভাব দেখিতে হইত না। আমি আর আপনার এ প্রকার অবস্থা দেখিতে পারি না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আর্য্য! যদি আপনার নরাধম ভরতের প্রতি মমতা থাকে, যদি হতভাগ্যের এ পাপজীবন রক্ষা করিতে অণুমাত্রও অভিপ্রায় থাকে, যদি এ চীরানুগত দাসানুদাসের দীন দশা দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্রও করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে, তবে আপনি অচিরে এ শোকাবহ ঋষিবেশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চলুন। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অদ্যই আপনি নিজ রাজ্য গ্রহণ করুন। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিয়মানুসারে আপনিই অভিষেকের যথার্থ পাত্র! চন্দ্রসমাগমে শারদীয়া রজনীর ন্যায় বসুন্ধরা দেবী আজ আপনাকে পতিরূপে লাভ করিয়া অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রনা হইতে পরিমুক্ত হউন। আর্য্য! এই সমস্ত পরম্পরাগত সম্ভ্রান্ত সচিবমণ্ডলের প্রার্থনা আমাদের কুলে কখনই নিষ্ফল হয় না, আপনি ইঁহাদের প্রার্থনায় কদাচ উপেক্ষা করিবেন না! এই বলিয়া ভরত দরদরিত ধারে বারি-ধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং অগ্রজের চরণতলে

পতিত হইয়া দুঃখাবেগে মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তখম রাম ভ্রাতাকে শোকে একান্ত কাতর ও যারপর নাই বিষণ্ণ দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎস! যাহাই কেন না হউক, সামান্য রাজ্যসুখ-লালসায় আমি কদাচ অপথে পদার্পণ করিতে পারিব না। ভরত! তুমি এত ক্ষুব্ধ হইতেছ কেন? অকারণে জননীর প্রতিই বা দোষারোপ করিয়া আপনার অমঙ্গল কামনা করিতেছ কেন? ইহাতে তোমার অনভিজ্ঞতা প্রকাশ ভিন্ন ত আর কিছুই দেখিতেছি না? ভরত! দেখ, মাতৃনিন্দা বড়ই পাপজনক, ও কথা আর ভ্রমেও মুখের বাহির করিও না, করিলে, মহাপাতকী হইবে। দেখ ভাই! তাঁহার দোষ কি? তিনি কি করিবেন, আমি আপন দুরদৃষ্টের পরিণাম ভোগ করিতেছি। যদি বিধাতা আমার দুর্ভাগ্যে এত দুঃখ ভার না দিতেন, তাহাহইলে, আমাকে কদাচ এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। আর দেখ, বৎস! তুমি মনে করিয়াছ, বনবাস-নিবন্ধন আমি অসুখী হইয়াছি, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিতে পারি, আমার অন্তরে অণুমাত্রও অসুখ সঞ্চার হয় নাই। বলিতে কি, আমি গৃহেতে যে ভাবে ছিলাম, অরণ্যে আসিয়া বরং তদপেক্ষা সুখেই সময় যাপন করিতেছি। ভরত! আমার দুর্ব্বহ রাজ্যভার গ্রহণ করা কেবল তোমাদের সুখের নিমিত্ত, যদি তোমরা স্বয়ংই সেই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হও, তবে আমাকে

অনর্থক কেন অনুরোধ কর। আর দেখ ভাই! প্রণতপুত্র ও পতিপ্রাণা পত্নীর প্রতি পিতা ও স্বামীর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা আছে, সুতরাং পিতৃদেব আমাকে জটাচীর ধারণ করাইয়া বনবাসীও করিতে পারেন, এবং রাজাসনে বসাইয়া রাজাও করিতে পারেন। আর সন্তানের প্রতি স্বেচ্ছাচার বিষয়ে পিতার ন্যায় মাতারও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। পিতা ও মাতা উভয়েরই গৌরব সমান, এমন স্থলে তাঁহারা যখন উভয়েই আমাকে বনবাসী করিয়াছেন, তখন আমি কোন মতেই তাঁহাদের বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। বিশেষতঃ আমি যখন সেই পরমারাধ্য পিতামাতার নিকট বনবাসী হইব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, তখন আমি তোমার প্রর্থনায় সম্মত হইয়া দুরপনেয় দুষ্কৃতিপঙ্কে কোন ক্রমেই লিপ্ত হইতে পারিব না। অতএব ভরত! তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন কর, পিতৃদেব তোমার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তুমি পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিয়া পুত্র বিশেষে প্রজাপালনে তৎপর হও। আমি জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক ঋষিবেশে অরণ্যে কালক্ষেপ করি। পিতৃদেব চিরকালের নিমিত্ত আমাকে বনবাসী করেন নাই। চতুর্দ্দশ বৎসরমাত্র আমার নির্ব্বাসনের অবধি, এবং এতাবৎ কাল মাত্রই তোমাকে রাজ্য ভোগের অধিকারী করিয়াছেন, মাতা কৈকেয়ীরও তাহাই অভিমত, অতএব বৎস! তোমার রাজ্যশাসন করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত বোধ হইতেছে।

আর এতাবৎ কাল আমারও দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করা ধর্ম্মতঃ উচিত বোধ হইতেছে। ভরত! আর অনর্থক রোদন করিও না, পিতা তোমার জন্য যে ভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন পূর্ব্বক তাহা উপভোগ করিয়া পিতার আদেশ প্রতিপালন কর। আমিও দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিয়া আমার ভাগ ভোগ করিতে থাকি।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

ভ্রাতৃবৎসল ভরত অগ্রজের এইরূপ নিরাশ বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইলেন, এবং অশ্রুপরীত নেত্রে কাতর স্বরে কহিলেন, আর্য্য! আমি যখন রাজ্য-পালনে অনধিকারী, তখন ঊষরক্ষেত্রে বীজ বপনের ন্যায় আমার প্রতি রাজধর্ম্মের উপদেশ নিষ্ফল। আপনি জ্যেষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কখনই রাজ্যভার গ্রহণের অধিকারী হইতে পারে না, অতএব আর বিলম্ব করি-

বেন না। আমার সহিত সেই সুসমৃদ্ধিমতী অযোধ্যা-নগরীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক আমাদের কুল মঙ্গলের জন্য স্বয়ং রাজপদে অভিষিক্ত হউন। আর দেখুন আর্য্য! তপশ্চরণ দেবত্ব লাভের কারণ; অতএব এমন মহাফল-জনক তপঃসাধন পরিত্যাগ করিয়া সামান্য রাজ্যসুখ লালসায় অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবার প্রয়োজন কি, ইহা মনে করিয়াও আপনি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না, কারণ সামান্য লোকেরাই পৃথ্বীপতিকে মানুষ বলিয়া জানে, কিন্তু আমি তাহা মনে করি না, আমার মতে রাজাও প্রত্যক্ষ দেবতা; বিশেষতঃ ধর্ম্মার্থদর্শী পণ্ডিতেরাও ধর্ম্মার্থ-সঙ্গত রাজ চরিতকে অমানুষিক বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব আর্য্য! আপনাকে অযোধ্যায় গিয়া অবশ্যই রাজ্য-ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

এই বলিয়া ভরত রোদন করিতে করিতে আবার কহিলেন, আর্য্য! দেখুন, আমি যৎকালে মাতামহভবনে ছিলাম, তৎকালে আর্য্যা জনকাত্মজা লক্ষ্মণের সহিত আপনার বনবাস-ব্রত-নিবন্ধন দুঃসহ শোকানল সহিতে না পারিয়া পিতৃদেবও আমাদিগকে পরিত্যাগ করত স্বর্গা-রূঢ় হইয়াছেন, এক্ষণে আবার আপনিও যদি অযোধ্যা-গমনে অমত করেন, তবে আর আমরা কাহার মুখপানে চাহিয়া জীবনধারণ করিব। আমাদের যে আর কেহই নাই। বিপদে পড়িলে এখন কে আমাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন, অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিলে, কে আমাদিগকে সৎপথ

প্রদর্শন করাইবেন। আর্য্য! আপনার অভাবে অযোধ্যার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই। আমি আর শূন্য অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতে পারিব না। আপনি গৃহে চলুন। পিতার উদ্দেশে তর্পণজলাঞ্জলি প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত হউন। আমি আপনার পূর্ব্বেই আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। মহারাজ আপনাকে বড়ই স্নেহ করিয়া থাকিতেন, এমন কি আসন্ন সময়ে তিনি কেবল "হা রাম! হা রাম!" বলিয়া তনু ত্যাগ করিয়াছেন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

ভরতমুখে পিতার অতর্কিত বজ্রসম মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া কিয়ৎকাল মূর্চ্ছিতের ন্যায় রহিলেন, পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি "হায়! কি হইল!" বলিয়া ঊর্দ্ধকরে কুঠারছিন্ন শাল তরুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তটাঘাতে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত কুঞ্জরের ন্যায় রাম কিয়ৎকাল ধরাতলে অধীর হইয়া রহিলেন। তদ্দ-

র্শনে ভ্রাতৃগণ জানকীর সহিত হাহাকার শব্দে রোদন করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে তাঁহাকে বেষ্টন ও তাঁহার সেই সুকোমল কলেবরে সলিল সেক করিতে লাগিলেন। তখন রাম অতি কষ্টে চেতনা লাভ করিয়া শোকে এরূপ কাতর হইয়া পড়িলেন, যে তখন তিনি কি করিবেন, কাহাকেই বা কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া অনিবার্য্য বেগে কেবল অশ্রুবারিই বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং কিয়ৎকাল পরে অতিকষ্টে ভরতকে সম্বোধিয়া সজল নেত্রে ও কাতর বচনে কহিতে লাগিলেন, বৎস ভরত! যখন সেই জগতীপতি মর্ত্ত্য-লীলা সংবরণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তখন আর শোকময়ী অযোধ্যা পুরী প্রবেশের প্রয়োজন কি? পিতৃদেব যে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমি পিতৃহীন হইয়া প্রাণান্তেও তথায় যাইব না। হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য, আমি কি নরাধম, কেনই বা আমি দুর্লভ মানবকুলে জন্ম পরিগ্রহ কবিয়াছিলাম। যিনি বাল্যকালাবধি আমার প্রতি অপার স্নেহ প্রকাশ করিতেন, এমন কি আমার অদর্শনেই যিনি পরলোক যাত্রা করিয়াছেন, অন্তিম সময়ে সেই পরমারাধ্য মহাত্মার সেবা শুশ্রূষা কিছুই করিতে পারিলাম না, সর্ব্বথা আমার এ পাপ জন্মে ধিক্, দগ্ধ জীবনেও ধিক্। ভরতরে! তুমি যখন স্বহস্তে পিতৃ দেবের প্রেতকৃত্যাদি সংস্কারণ সকল যথাবিধি নির্ব্বাহ করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য, তুমিই কৃতপুণ্য।

তুমিই মানব জন্মের সাফল্য লাভ করিয়াছ। জানিলাম, তুমিই পিতার সৎপুত্র, তোমারই সার্থক জন্ম। ভরত! তুমি আর আমার নিমিত্ত অনুরোধ করিও না। যখন পিতৃদেব আমার শোকেই লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তখন এ চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেও কি আমি আবার সেই প্রধান-পুরুষ-বিহীন শোকপরীত অযোধ্যাপুরী প্রবেশ করিতে পারি? দেখ ভাই! বনবাসাবসানে অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে আর কে আমাকে হিতাহিত বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিবেন, কে আমাকে সস্নেহ মধুর সম্ভাষণে বৎস বলিয়া সম্বোধন করিবেন। ইতি পূর্ব্বে সুনিযোগ-পালনে সক্ষম দেখিয়া পিতৃদেব আমাকে যে সকল শ্রুতিমধুর কথা কহিতেন, এখন তাঁহার অভাবে আর কাহার মুখে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া শ্রুতিসুখ অনুভব করিব। এই বলিতে বলিতে রাম পিতৃশোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অবরোধ হইয়া আসিল, মুখবর্ণ বিবর্ণ ও নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। তখন আর তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

তদ্দর্শনে ভ্রাতৃগণ অতি কষ্টে অগ্রজের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া নানা প্রকার আশ্বাস বাক্যে আশ্বস্ত করত কহিলেন, আর্য্য! আর বৃথা শোক করিয়া কি হইবে! যদি শোক করিলেই মহারাজের পাদপদ্ম আবার দেখিতে পাইতাম, তবে না হয় শোকই করা যাইত। আর্য্য!

এক্ষণে যাহা হইবার, হইয়াছে, এখনকার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করাই এখন উচিত, অতএব আর বিলম্ব করিবেন না, ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া পিতৃউদ্দেশে তর্পণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। এইরূপে ভ্রাতারা চারি দিকে রামচন্দ্রকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

এদিকে জানকী ভরতের মুখে মহারাজের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অপার বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর বারিধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, বাষ্পবেগে তদীয় নয়নযুগল এরূপ আবিল হইয়া উঠিল, যে তিনি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে রাম প্রিয় কথায় প্রিয়তমাকে সান্ত্বনা করিয়া নিরানন্দ মনে লক্ষ্মণকে কহিলেন বৎস! ত্বরায় ইঙ্গুদীফল ও অভিনব চীরবসন আহরণ কর। পিতার তর্পণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে এখন নদীতীরে গমন করিতে হইবে। জানকী সর্ব্বাগ্রে গমন করিবেন, তৎপশ্চাৎ তুমি, সর্ব্বশেষে আমি তোমাদের অনুসরণ করিব।

কুলক্রমাগত অনুচর সুমন্ত্র রামের একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন, তিনি তদীয় তাৎকালিকী দীনদশা দর্শনে নিরতিশয় শোকাভিভূত হইলেন এবং অনুজের সহিত রামচন্দ্রকে নানা প্রকার আশ্বাস প্রদান করিয়া হস্তধারণ পূর্ব্বক মন্দাকিনীর রমণীয় সৈকত পুলিনে অবতারিত করিলেন, তাঁহারা সেই স্রোতস্বতী মন্দাকিনীর অকর্দ্দম অবতরণ

প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃদেবের নাম গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক তর্পণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাম দক্ষিণাস্য হইয়া অঞ্জলিপূর্ণ নির্ম্মল জল গ্রহণ করত পিতৃউদ্দেশে কহিলেন, হে পিতৃলোকবাসিন্! এই অক্ষয় বিমল সলিল আপনার তৃপ্তি সাধন করুক, এই বলিয়া রাম সজলনেত্রে পিতার উদ্দেশে তর্পণজল প্রদান করিলেন, তৎপরে ভ্রাতৃগণের সহিত তীরভূমিতে উঠিয়া বদরীফল-মিশ্রিত ইঙ্গুদী বীজে পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দক্ষিণাগ্র দর্ভাস্তরণে তাহাও প্রদান করিলেন, এবং বাস্পাকুল লোচনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ! পুরুষেরা যাহা আহার করিয়া থাকে, দেবতারাও তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, অতএব আমরা এখন যাহা ভোজন করি, তাহাই পিণ্ডরূপে আপনাকে প্রদান করিতেছি, আপনি ইহাতেই প্রীত ও পরিতৃপ্ত হউন।

এই বলিয়া রাম তীরভূমি হইতে, যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত সেই পথেই শৈলোপরি আরোহণ করিলেন, এবং কুটীরদ্বারে উপনীত হইয়া ভরত ও লক্ষ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভ্রাতৃগণের শোক ও পরিতাপের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত করিয়া সীতার সহিত সাশ্রুনেত্রে ও মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দূর হইতে সৈন্যেরা সেই সিংহ গর্জ্জনের ন্যায় অতি বিশাল তুমুল রোদনধ্বনি

শ্রবণে মনে মনে নানা প্রকার আশঙ্কা করিয়া কহিতে লাগিল, দেখ, বোধ হয়, কুমার, রামের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাঁহারা একত্রিত ও পিতৃমরণ নিবন্ধন শোকে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে যে রোদন আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা নিশ্চয় তাহাই শুনিতে পাইতেছি, এই বলিয়া তাহারা নিজনিজ বাহন পরিহার পূর্ব্বক সেই রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইল। তাহাদের মধ্যে যাহারা কোমলকায় ও দুর্ব্বল ছিল, তাহারা কেহ রথে, কেহ গজে, ও কেহ কেহ অশ্বে অধিরোহণ পূর্ব্বক অচির-প্রবাসী রামচন্দ্রকে যেন চির-প্রবাসীই মনে করিয়া দর্শন-লালসায় উৎকণ্ঠিত মনে গমন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই বনবিভাগ রথনেমি এবং অশ্বখুরে ক্ষুণ্ণ ও আকুলিত হইয়া বর্ষাকালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় তুমুল শব্দ করিতে লাগিল। সেই ঘোরতর নিনাদ শ্রবণে করী ও করেণুকা সকল ত্রস্ত ও যার পর নাই ভীত হইয়া মদগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক বনান্তরে প্রবেশ করিল। মৃগ, বরাহ, মহিষ, সিংহ, শার্দ্দূল, সর্প, গোকর্ণ ও গবয় প্রভৃতি আরণ্যজন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। হংস, সারস, চক্রবাক ও পুংস্কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমকুল ভয়ে আকুল হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময়ে আকাশমণ্ডল পক্ষিকুলে আকুল হইয়া ও ভূমণ্ডল লোকসঙ্কুল হইয়া নিরতিশয় শোভা পাইতে লাগিল।

ক্রমে অনুযাত্রিক পুরুষেরা সন্নিহিত হইয়া রামচন্দ্রকে স্থণ্ডিলোপরি উপবিষ্ট দেখিয়া মনে মনে মন্থরা ও কৈকেয়ীর প্রতি তিরস্কার সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্রের তাদৃশী শোচনীয় দশা দর্শন মাত্র তাহাদের চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাম তাহাদিগকে শোকাকুল দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আলিঙ্গন ও সাদর সম্ভাষণ দ্বারা সৎকার করিলেন, তখন কেহ কেহ রামের ও রামও গুরুজনের চরণে প্রণত হইলেন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাশয় কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামদর্শন-লালসায় তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে মহিষীরা দেখিলেন, মন্দাকিনীর পুলিনে রাম ও লক্ষ্মণের অবতরণার্থ সুরম্য সোপান সকল প্রস্তুত রহিয়াছে। দেখিয়া কৌশল্যা সাশ্রুনেত্রে ও শুষ্কমুখে সুদীনা সুমিত্রা এবং অপরাপর মহিষীদিগকে কহিলেন, দেখ, যে পুণ্যা-

ত্মারা রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশময় বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, এই তাঁহাদের পবিত্র তীর্থ। সুমিত্রে! তোমার স্বভাবসুন্দর তনয় আমার রামের নিমিত্ত নিয়ত এই তীর্থ হইতে সলিল আহরণ করিয়া থাকেন।যদিও তিনি জলাহরণাদি নীচ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তথাচ তিনি নিন্দার পাত্র নহেন। কারণ তিনি অগ্রজের আদেশে নিতান্ত গর্হিতকার্য্যও অনায়াসে সম্পাদন করিতে পারেন, বিশেষতঃ যে কার্য্যে রামের প্রয়োজন নাই, লক্ষ্মণ তাহাতেই ঘৃণা বোধ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, তোমার সন্তান যেরূপ ক্লেশকর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার কীর্ত্তি ত্রিলোকে চিরস্থায়ীরূপে বিদ্যমান থাকিবে, সন্দেহ নাই।

এই বলিয়া সেই বিশাল-লোচনা কৌশল্যা গমন করিতে করিতে কিয়দ্দূর গিয়া আবার দেখিলেন, অদূরে দক্ষিণাগ্র কুশোপরি ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ড নিপতিত রহিয়াছে; তদ্দর্শনে সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভার পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, সুমিত্রে! বোধ হয়, আমার রাজীবলোচন এই স্থানে পিতার উদ্দেশে যথাবিধি পিণ্ডদান করিয়াছেন। আহা! যিনি এতকাল রাজভোগ্য উপভোগ করিয়াছেন, জানিনা এখন এই তাপসজনোচিত সামান্য ফলে কিরূপে তাঁহার ভোজনস্পৃহা পরিতৃপ্ত হইয়াছে। হায়! যিনি সসাগরা সদ্বীপা ধরায় একাধিপত্য করিয়াছেন, তিনি কিরূপে বন্যলোকের ভোজ্য বস্তু ভোজন

করিতে সমর্থ হইলেন। ভগিনীগণ! আমার রাম রাজপুত্র হইয়া, উত্তর কোশলের অধিপতি রাজাধিরাজ মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া আরণ্য লোকের ন্যায় ইঙ্গুদীফলে পিতার পিণ্ডদান নির্ব্বাহ করিলেন, দেখিয়াও কি হতভাগ্যা কৌশল্যার পাপজীবন বহির্গত হইল না। দগ্ধহৃদয়! তোমার কি আরও জীবিত থাকিবার আশা আছে? এমন শোকাবহ, এমন লোমহর্ষণ ব্যাপার অবলোকন করিয়াও যখন শতধা বা সহস্রধা বিদীর্ণ হইলে না, তখন নিশ্চয় জানিলাম, বিধাতা তোমাকে বজ্র বা ততোধিক কঠিনতর কোন বস্তু দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, নতুবা বজ্র হইলে অবশ্যই বিদীর্ণ হইত, পাষাণ হইলেও দেখিবামাত্রই দ্রব হইয়া যাইত। লোকে যাহা ভোজন করে, তাহাদের দেবতারাও তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করেন, এই লোক প্রসিদ্ধ জনশ্রুতি আজ আমার যথার্থই বোধ হইল।

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে শোকাকুলা কৌশল্যা সপত্নীগণে পরিবৃত হইয়া আশ্রমপদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, রাম স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় ধরাতলে উপবিষ্ট আছেন। দুর্ব্বিসহ পিতৃশোক দহনে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত, ও মুখবর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কাঁদিতে কাঁদিতে নেত্রজলে বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। রাজপত্নীরা রামচন্দ্রের তাদৃশী দীনদশা দেখিয়া অমনি উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠি-

লেন। রাম, দর্শনমাত্র গাত্রোত্থান করিয়া মাতৃগণের চরণোপান্তে নিপতিত হইলেন। তাঁহারাও সুকোমল করে রামের কোমল কলেবরের ধূলি সকল মুছাইতে লাগিলেন। এদিকে পুরুষোত্তম লক্ষ্মণ মাতৃগণকে যথাবিধি প্রণিপাত করিলেন। তাঁহারা রামের ন্যায় লক্ষ্মণের প্রতিও অপার স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জানকী সজলনেত্রে অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া মহিষীদিগের চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিলেন। শোকবিহ্বলা মহিষী কৌশল্যা স্নেহভরে তদীয় কোমল কলেবর মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অয়ি বৎসে জানকি! বিধাতা পরিণামে তোমার ললাটে যে এতদুঃখ লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি একদিনের তরেও ভাবি নাই। তুমি রাজর্ষি জনকের কন্যা, উত্তর কোশলেশ্বরের পুত্রবধূ; রাজকুমার রামের অসূর্য্যম্পশ্যরূপা ভার্য্যা; তুমি কোথা চিরকাল কমলার ন্যায় অন্তঃপুরচারিণী হইয়া থাকিবে, না, একেবারে নিষাদ-সেবিত ভয়াবহ বনবিভাগে ভ্রমণ করিয়া ও বনের কটু, তিক্ত, কষায় ফলমূলমাত্রে জীবন ধারণ করিয়া নিতান্তক্লেশে দিনপাত করিতেছ। আহা! বৎসে। তোমার মুখখানি মলিন কমলকলিকার ন্যায়, মর্দ্দিত উৎপলের ন্যায়, ধূলিপটলাচ্ছন্ন কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায়, ও মেঘাবৃত শারদীয় সুধাংশুর ন্যায় বিষণ্ণ ও ম্লান দেখিয়া আমার মন প্রাণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। বলিতে কি, ঘৃতাহুত বহ্নি যেমন রসবিহীন তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ

তোমার বনবাসসম্ভূত শোকানল আমার হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে।

এই বলিতে বলিতে রাজমহিষীর শোকসাগর প্রবলবেগে উচ্ছ্বলিত হইতে লাগিল। রাম অতি কষ্টে এতক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে ছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না, অমনি উঠিলেন, এবং সুরপতি যেমন বৃহস্পতির, তেমনি কুলপতি ভগবান্ বশিষ্ঠের পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া বিনীতভাবে তথায় অবস্থান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল ভরতও মন্ত্রীও, স্বীয় সেনাপতি ও সুধার্ম্মিক পুরবাসীগণে পরিবৃত হইয়া অগ্রজের পশ্চাৎ সম্বদ্ধকরপুটে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি উপবেশন করিলে, তদীয় পার্শ্ববর্ত্তী লোক সকল কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিল। এখন বোধ হয়, ভরত অযোধ্যাগমনের নিমিত্ত অগ্রজকে আবার অনুরোধ করিবেন। আহা! আমাদের কি আর এমন সৌভাগ্য হইবে? জন্মান্তরে আমরা কি এতই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; যে, রাজকুমার রাজাসনে বসিবেন, দেখিয়া আমরা মানবজন্মের সফলতা সম্পাদন করিব। ফলত, তৎকালে রামের প্রতিগমনসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য সকলের মনেই কৌতূহলশিখা প্রদীপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর যজ্ঞসভায় সদস্যগণ-বেষ্টিত অগ্নিত্রয়ের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিবা অবসান, রজনী উপস্থিত।

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

অতি কষ্টে সেই যাতনাময়ী যামিনী অবসন্ন হইল। রাজকুমারেরা সুহৃদ্‌গণের সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পবিত্র মন্দাকিনীজলে প্রাতঃস্নান ও জপ হোমাদি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া পুনরায় রাম সমীপে সমাগত হইলেন। পাছে রাম অযোধ্যাগমনে অমত করেন, এই ভয়ে সকলেই তাঁহার প্রতি অনিমেষ নেত্রে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কেহই আর কোন কথার উত্থাপন করিতে সাহসী হইলেন না।

তখন অবসরোচিত-বক্তা মহাত্মা ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! পিতৃদেব নিজরাজ্য প্রদান করিয়া আমার পাপজননীর প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে আমি আমার রাজ্য আপনার কোমল করে অর্পণ করিতেছি, আপনি অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা উপভোগ করুন। আর দেখুন, ইহাতে উভয় দিকই রক্ষা পাইবে। পিতৃদেব আমাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহারও ভঙ্গ হইবে না; আর

আমাদিগেরও চিরসঞ্চিত অভিলাষ অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে। আর্য্য! দেখুন বর্ষাগমে প্রবল জল-প্রবাহে পরিভগ্ন মহাসেতুর ন্যায় এই প্রকাণ্ড রাজ্য খণ্ড প্রতিপালনে আপনি ভিন্ন আর কে সাহসী হইবেন? যেমন গর্দ্দভ অশ্বগতির অনুসরণ করিতে সক্ষম হয় না, পক্ষিগণ কোন ক্রমে পক্ষিরাজ গরুড়ের অনুগমন করিতে পারে না; তদ্রূপ আমিও আপনার অতুল্য রাজ-শক্তির অনুসরণ করিতে কদাচ সাহসী হইব না। অন্য লোকে নিত্য নিত্য যাহার গুণগরিমা গান করে, তাহার জীবনই সুজীবন আর যাহাকে প্রতিনিয়ত পরের অনু-বৃত্তি করিতে হয়, তাহার জীবনই ক্লেশের কারণীভূত ও শোচনীয়। আর দেখুন আর্য্য! কোন ফলার্থী পুরুষ পরম যত্নে প্রথমতঃ একটী বৃক্ষ রোপণ করিল, কিয়দ্দি-নান্তে বহু পরিশ্রমে ঐ তরুবর পল্লবিত ও বর্দ্ধিত হইয়া এমন উচ্চ হইয়া উঠিল যে, উহাতে বামন পুরুষেরা অধিরোহণ করিতে আর সমর্থ হয় না। কালক্রমে ঐ তরু পুষ্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু ফল কাঁলে ফল প্রদান করিল না। এমন স্থলে সেই রোপণকারী ব্যক্তি কি প্রীত ও পূর্ণমনোরথ হইতে পারে? আর্য্য এই দৃষ্টান্তটী আপনার নিমিত্তই প্রদর্শিত হইল। আপনি বিবেচনা করুন, আপনি আমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও ভর্ত্তা, আমরা আপনার একান্ত নিদেশানুকারী চিরানুগত ভৃত্য, কোথা আপনি আমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিয়া হিতোপদেশ প্রদান

করিবেন, না, একেবারে ঔদাসিন্যই অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইহাতে কি স্বর্গীয় পিতার প্রয়াস ও প্রযত্নের নিষ্ফলতা হইতেছে না? আর্য্য! আপনাকে আর অধিক কি কহিব, এ হতভাগ্যের এইমাত্র অভিলাষ, নানা শ্রেণীর প্রধান প্রধান লোকেরা অদ্য আপনাকে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় পৈতৃক রাজসিংহাসনারূঢ় অবলোকন করুক, অদ্য মদমত্ত মাতঙ্গেরা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে আপনার অনুগমনে প্রবৃত্ত হউক, অদ্য অন্তঃপুরচারিণী পৌর মহিলারা আপনার সুশাসনে সাতিশয় প্রীত হইয়া নিরন্তর আনন্দবারি বিসর্জ্জন করুন,। এই বলিয়া মহাত্মা ভরত মৌনাবলম্বন করিলে, তত্রত্য সকলেই তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিল, এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তাঁহার ভুরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম ভ্রাতাকে একান্ত আকুল দেখিয়া এবং তাঁহার দুঃখে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! দেখ, কি রাজা, কি প্রজা, যাহাই কেন না বল, পুরুষমাত্রই পরায়ত্ত, পরব্রহ্মের ন্যায় কেহই স্বাধীন নহেন। সাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া কেহই কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না! সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামী অখণ্ড দণ্ডায়মান কালই ইহলোকে ও পরলোকে জীবগণকে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিতেছেন। অতএব ভাই! কি মহারাজ, কি আর্য্যা কৈকেয়ী ইহাঁরা কেহই আমার নির্ব্বাসনের হেতুভূত

নহেন। কালেতেই সকল ঘটে, কালই সকল কার্য্যের মূল। কালে যাহা হইবে, বিধাতাও তাহার অন্যথা করিতে পারেন না। ভরত! এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আপনিই আপনাকে প্রবোধ দেও। পিতৃদেব মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আর অনর্থক শোক করিয়া কি হইবে। এই সংসারমধ্যে সকল বস্তুই নশ্বর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে। যেখানে উন্নতি, সেই খানেই অবনতি; যেখানে সংযোগ সেইখানেই বিয়োগ; এবং যেখানে জন্ম, সেই খানেই মৃত্যু আছে। সুপক্ক ফলের পতনভয় যেমন অপরিহার্য্য; তদ্রূপ জীবমাত্রেরই, মরণভয় অনিবার্য্য। যেমন দৃঢ়স্তম্ভসংরক্ষিত গ্রহ সকলও জীর্ণ হইলে পতিত হয়, তদ্রূপ জীবগণ জরামরণের বশবর্ত্তী বলিয়া নিয়মিত সময়ে অবশ্যই অবসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। যে রজনী একবার অতীত হয়, তাহা আর কোন ক্রমেই প্রত্যাগমন করে না। যে নদীর প্রবাহ মহাসাগরে গিয়া পতিত হইয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আইসে না। যেমন নিদাঘ কালে প্রচণ্ডাতপ জলাশয়ের জল, শুষ্ক করিয়া ফেলে,তদ্রূপ দিবা রাত্রি পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিয়া জীবলোকের জীবিত কাল ক্ষয় করিতেছে। তুমি একস্থানে নিশ্চিন্তভাবেই বসিয়া থাক, বা কার্য্যপ্রসঙ্গে নানাস্থানে পর্য্যটনই কর, তোমার পরমায়ু ক্রমেই ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। অতএব ভরত! দুর্নিবার মৃত্যু যে পশ্চাৎদিকে

মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, তুমি দেখিয়াও কি দেখিতেছ না? পরিণামে আপনার গতি কি হইবে, দিবা নিশি তাহাই চিন্তা কর। অন্যের বিষয় লইয়া এত ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি? তুমি যেখানে যাইবে, মৃত্যুও তোমার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিবে, তুমি যেখানে বসিবে, মৃত্যুও তোমার অপেক্ষায় তথায় বসিয়া থাকিবে। বহুদূর গমন করিলেও সহচর হইবে, আবার তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়েও সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। অতএব বৎস! মৃত্যু অপরিহার্য্য, উহার সীমা অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ নহেন। ভরত! অদূরদর্শী যুবকেরা যৌবনমদে গর্ব্বিত হইয়া এই বিনশ্বর শরীরের কতই যে গর্ব্ব ও কত যে অহংকার প্রকাশ করে, তাহা আর বলিবার নহে, কিন্তু জানে না, অবশ্যম্ভাবিনী জরার প্রভাবে দেহে যখন বলী প্রকাশিত হইবে, সুচিক্কণ সুরম্য শ্যামল কেশরাশি যখন শুক্লভাব ধারণ করিবে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যখন অবসন্ন হইয়া পড়িবে তখন এই ক্লেশময় বিনশ্বর শরীর কেমন শোচনীয় দশায় পরিণত হইবে। বৎস! সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যাস্তে ও নবনব ঋতুর সমাগমে মানবেরা মুগ্ধের ন্যায় আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু পরমায়ু যে দিন দিন নিঃশেষিত হইতেছে, তাহা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের মনোমধ্যে জাগরূক হয় না। যেমন মহাসাগরমধ্যে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতে ভাসিতে অপর কাষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষণকাল পরে আবার বিযুক্ত হইয়া যায়,

তদ্রূপ পুত্র কলত্র ভাই বন্ধু সকলের সহিতই ক্ষণামাত্র সম্বন্ধ। জন্ম মৃত্যু বন্ধনে সকলই আবদ্ধ আছে, কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যে ব্যক্তি অন্যের মরণে শোকোকুল হয়, সে আপনাকে মৃত্যুপাশ হইতে কখনই মুক্ত করিতে পারে না। যেমন পথি মধ্যে একজন অগ্রে, অপর জন তাহার অনুগমন করে এই জীবলোকে সকলেই সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের অব-লম্বিত। পথই অবলম্বন করিয়া চলে। সুতরাং যখন আমাদিগকেও পূর্ব্বপুরুষের আচরিত পথই আশ্রয় করিতে হইবে, তখন আর অনর্থক শোক করিবার প্রয়োজন কি। জলপ্রবাহের ন্যায় যে পথের প্রতিনিবৃত্তি নাই! তাহার নিমিত্ত দুঃখ না করিয়া বরং সুখী হওয়াই উচিত। অতএব বৎস! পিতৃদেব সম্মানের সহিত জীবিত কাল অতিবা-হিত করিয়া স্বানুষ্ঠিত সৎকার্য্যের ফলে পরিণামে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোকাকুল হই-বার প্রয়োজন কি? তিনি জরাজীর্ণ বিনশ্বর কলেবর পরি-ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন পূর্ব্বক দৈবী সমৃদ্ধি উপভোগ করিতেছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা তোমার ন্যায় বিচক্ষণের কর্ত্তব্য নহে। প্রাজ্ঞলোকেরা কখ-নই এরূপ অলিক শোকমোহের বশীভূত হন না। অতএব বৎস! শোক সংবরণ কর, পিতার বিয়োগ দুঃখে আর অধীর হইও না। এক্ষণে অযোধ্যায় গিয়া পিতৃদত্ত সাম্রাজ্য সুখে শাসন কর। তাহা হইলেই পিতৃদেব সুখী

থাকিবেন। তিনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করি। তাঁহার নিদেশ কদাচ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিব না। তিনি আমাদের, পরমারাধ্য, তাঁহার আদেশ পালন করা যেমন আমার তেমনি তোমারও উচিত। কোন ক্রমেই তাহা উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে। অতএব ভাই! আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিদেশ প্রতিপালন করি, তুমি রাজ্যভার বহন করিয়া তাঁহার আদেশ পালন কর। যে ব্যক্তি পরিণামসুখের অভিলাষী হয়, গুরুজনের বশবর্ত্তী থাকা তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব ভরত! পিতা স্বীয় সৎকার্য্যের ফলে পরিণামে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি মনে মনে তাহাই আলোচনা করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক পারত্রিক সুখ চিন্তায় প্রবৃত্ত হও।

পুরুষোত্তম রাম পিতৃসত্য পালনার্থ ভ্রাতা ভরতকে এইরূপ উপদেশ দিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

অনন্তর ভরত স্রোতস্বতী মন্দাকিনীতীরে রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! এই জীবলোকে আপনার ন্যায় গুণভূষণ ও ভবাদৃশ সৎপুরুষ অতি বিরল। সুখ দুঃখ উভয়ই আপনার সমান, দুঃখও আপনাকে দুঃখী করিতে পারে না, সুখও আপনাকে সুখী করিতে সমর্থ হয় না। যখন জন্ম ও মৃত্যু উভয়ই আপনার পক্ষে তুল্য, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি আছে। যখন আপনি এই চরাচর প্রপঞ্চ ও আত্মতত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত আছেন, তখন কি সঙ্কট, কি ব্যসন, কিছুতেই আপনার অবিচলিত চিত্তের বিকার জন্মাইতে পারে না। আর্য্য! আপনি দেবপ্রভাব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, সত্যব্রত, ও বুদ্ধিমান্, এবং আপনি জীবের উৎপত্তি বিনাশ সম্যক অবগত আছেন। আপনি জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, দুঃখ কি পরিতাপ, কেহই আপনাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু হে পুরুষোত্তম! বাল্যকালাবধি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিয়া আসিতেছেন,

সেই স্নেহনিবন্ধনই আমি আপনার নিকট এত বিলাপ করিতেছি, দেখুন, এবিষয়ে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। আমি যৎকালে মাতুলালয়ে ছিলাম, আমার পাপীয়সী জননী সেই সময়ে অবসর পাইয়া এই অভাবিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমি নিরপরাধী, আপনিও বিচক্ষণ, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি কেবল ধর্ম্মভয়েই আমার রাক্ষসী জননীর মস্তক ছেদন করি নাই। আমি মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সৎ অসৎ পরিজ্ঞান বিষয়েও নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি, বিশেষতঃ আপনি আমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া সেই ঘৃণিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই। আর্য্য! মহারাজ আমাদের পিতা ও পরমদেবতা এবং স্বয়ং অতি ধার্ম্মিক, সত্য, কিন্তু তিনি যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইহা কি সাধুজনের অনুষ্ঠেয়, না ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যয়নের পরিণাম। সামান্যা কামিনীর কুমন্ত্রণায় পড়িয়া কোন্ ধর্ম্মাত্মা ভবাদৃশ গুণভূষণ সাধুশীল সন্তানকে গহন কাননে বিসর্জ্জন করিতে পারেন? আসন্ন সময়ে মনুষ্যদিগের বুদ্ধি বৃত্তি বিপরীত হয়, মহারাজের এই ব্যবহার দেখিয়া তাহা যথার্থই বোধ হইল। আর্য্য! আর অধিক কি কহিব। কৈকেয়ীর মায়াজালে পড়িয়াই হউক, আর অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধনই হউক, মহারাজের এই কার্য্য সাধুবিগর্হিত এবং লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ নিতান্ত নিন্দনীয়

আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এমন ঘৃণাকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পিতৃদেব দেহান্তেও সুখী হইতে পারেন নাই। অতএব আর্য্য! ক্রোধ, মোহ বা অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, আপনি, শুভ-সাধনোদ্দেশে তাহার প্রতিবিধান করুন। পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই পুত্রের নাম অপত্য হইয়াছে, এবাক্যটী সার্থক করা কি আপনার উচিত হইতেছে না? আপনি কি তাঁহার পুত্র নহেন? ঘৃণা-কর বিষয়ে অনুমোদন করিয়া পিতাকে নিরয়গামী করাই কি তনয়ের কার্য্য? আর্য্য! এ চিরদাসের অনু-রোধ রক্ষা করুন, আপনি এ দৃঢ়তর অধ্যবসায় পরি-ত্যাগ করিয়া পৌরকুলের শোকাগ্নি নির্ব্বাণ করুন। আহা! ইহাও কি দেখা যায়! কোথায় হিরকমণ্ডিত সিংহাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মানুসারে রাজধর্ম্মানুশাসন, আর কোথায় অতুল্য বৈভবে জলাঞ্জলি দিয়া দীনবেশে দিবানিশি ভ্রমণ; কোথায় সূর্য্যকান্তমণি-নিন্দিত প্রভাজাল-জড়িত স্বুবর্ণময় মুকুট ধারণ করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাবর্গের প্রতিপালন, আর কোথায় ঋষিজনোচিত শোকাবহ জটাভার বহন করিয়া বনে বনে বন্য জন্তু-দিগের ঘোরতর গর্জ্জন শ্রবন, আর্য্য! এমন বিসদৃশ কার্য্য কোন মতেই আপনার সাজিবে না। যদিও বানপ্রস্থ ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়জাতির অধিকার আছে, তথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যের বিপর্য্যয় করিয়া অসময়ে উহা আশ্রয়

করা ভবাদৃশ বিচক্ষণের কার্য্য নহে। রাজ্যে অভিষেক ও প্রজাপালনরূপ ধর্ম্মই ক্ষত্রিয়দিগের প্রধান ও প্রথম ধর্ম্ম, এমন প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া কোন্ ক্ষত্রিয়াধম, নিতান্ত সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্দ্ধক্যধর্ম্মের অনুসরণ করিতে অভিলাষ করে? অথবা যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্মই আপনার অভিমত ও প্রতিপাল্য বোধ হইয়া থাকে, গৃহে থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে বর্ণ-চতুষ্টয়ের প্রতিপালন করুন, তাহাতেও ত বিস্তর ক্লেশ, সে ক্লেশ ভোগ করিয়া কি আপনি পরিতৃপ্ত হইবেন না? আর দেখুন, ধার্ম্মিক পুরুষেরা কহিয়া থাকেন, যে, আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য আশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা-উৎকৃষ্ট, তবে আপনি কি কারণে তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। আর্য্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক ও বুদ্ধিহীন, বিশেষত জন্মেও কনিষ্ঠ, বলিতে কি, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করাও আমার পক্ষে দুর্ঘট; তবে বলুন দেখি, আপনি বিদ্যমানে এই প্রবলধৃত দুর্ব্বহ রাজ্যভার কি দুর্ব্বল ভরতের যোগ্য? আর্য্য! আমি গললগ্নী-কৃতবাসে ভিক্ষা করি, আর বিলম্ব করিবেন না, আপনি বান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যে দীক্ষিত হউন, এখানে ভগবান্ বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা সকলেই উপস্থিত আছেন, ইঁহারা এই স্থানেই আপনাকে অভিষিক্ত করিবেন, অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায়

গমন পূর্ব্বক বাহুবলে প্রতিপক্ষকুল আকুল করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হউন এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া শত্রুকুলের দুঃখ ও মিত্রকুলের সুখ বর্দ্ধন করুন। আর্য্য! আজ আপনার অভিষেক দর্শন করিয়া আমাদের মিত্রপক্ষীয়েরা হর্ষভরে নৃত্য ও শত্রুপক্ষীয়েরা সভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে থাকুক। আজ আপনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া আমার পাপজননী কৈকেয়ীর কলঙ্কভার মোচন করুন এবং দুরপনেয় নরক হইতে নরপতিকেও রক্ষা করুন। আমি আপনার পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, পরমেশ্বর যেমন সমস্ত জীবগণের প্রতি দয়া করিতেছেন, তদ্রূপ আপনিও আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি একান্তই আমার অনুরোধ রক্ষায় পরাঙ্মুখ হইয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, শূন্য অযোধ্যায় আমি প্রাণান্তেও গমন করিব না, যেখানেই যান, আমি কোনমতেই আপনার সঙ্গ ছাড়িব না।

ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক বারংবার এইরূপ প্রার্থনা করিলে সত্যসন্ধ রাম কোনক্রমেই তাঁহার প্রার্থনা পূরণে সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সমস্ত লোক তাঁহার পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শনে

যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ *প্রাপ্ত হইল। অনন্তর ঋত্বিক ও পুরবাসীগণ এবং রাজমহিষীরা বাস্পাকুল লোচনে ভ্রাতৃভক্ত ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অযোধ্যায় প্রতিগমন করিবার নিমিত্ত বারংবার রামকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

তখন রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস। তুমি যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার স্বভাব যেমন নির্ম্মল, তোমার কথা গুলিও তাহার অনুরূপ, তুমি যাহা কহিলে, সমুদায় সত্য ও যুক্তিসিদ্ধ; কিন্তু ভরত! আমি শুনিয়াছি, পূর্ব্বে পিতৃদেব যখন আর্য্যা কৈকেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন, তৎকালে তোমার মাতামহ কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া কহিয়াছিলেন,

---

* রামের অঙ্গীকার রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং অযোধ্যা গমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ॥

রাজন্। আপনার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিব। তাহার পরে দেবাসুরের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তিনি তোমার জননীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর অঙ্গীকার করেন। আর্য্যা কৈকেয়ী তদনুসারে তোমার রাজ্য ও আমার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, মহারাজও অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত আমাকে বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন। বৎস! আমি সেই সত্যপরায়ণ মহারাজের সত্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্যই ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত এই ঘোরতর অরণ্যে আসিয়াছি। এক্ষণে আমার ন্যায় তুমিও অযোধ্যারাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহার সত্যধর্ম্ম সাধন করিতে সত্বর হও। ভরত! আমার প্রীতির নিমিত্ত মহারাজকে ঋণমুক্ত ও দেবী কৈকেয়ীকে অভিনন্দন করা কি তোমার কর্ত্তব্য নহে? দেখ, গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয়াসুর যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে পিতৃলোকের প্রীতি কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন। "যিনি পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, অথবা যিনি পিতাকে সর্ব্ব প্রকার বিপত্তি হইতে মুক্ত করেন, তিনিই পুত্র" আর দেখ, লোকে যে জ্ঞানী ও গুণবান্ বহুপুত্রের কামনা করিয়া থাকেন, তাহার কারণও এই—তাহাদের মধ্যে অন্তত একজনও গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়া নরক যন্ত্রনা মোচন করিতে পারিবে। বৎস! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব

তুমি এক্ষণে পিতৃদেবকে নরক হইতে রক্ষা কর; এবং অযোধ্যায় গিয়া শত্রুঘ্ন ও ব্রাহ্মণ বর্গের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত আমাকেও দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মানব কুলের রাজা হও, আমি বন্য মৃগকুলের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব। সিতাতপত্র আতপ নিবারণ পূর্ব্বক আজ তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমি আজ এই সকল আরণ্য তরুলতার শীতলতর ছায়া আশ্রয় করিব। তোমার সহায় শত্রুঘ্ন, অরণ্যে আমার সহায় লক্ষ্মণ; এক্ষণে আইস, আমরা চারি ভ্রাতায় মিলিত হইয়া এইরূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর জাবালি, রামের অযোধ্যাগমনে নিতান্ত অসম্মতি দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ ও সুশিক্ষিত, অথচ তোমার বুদ্ধিবৃত্তি, অশিক্ষিত শিশুর ন্যায় অলীক বিষয়ের অনুগামিনী দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। ভাবিয়া দেখ, কে কাহার

বন্ধু, কোন্ সম্বন্ধের বলে কোন্ ব্যক্তির কি প্রাপ্য হইয়া থাকে? জীবগণ একাকীই জন্মগ্রহণ করে, চরম সময়ে একাকীই কালগ্রাসে নিপতিত হয় দেখিয়াও ইনি আমার মাতা, ইনি আমার পিতা ও ইনি আমার বন্ধু, এই ভ্রমাত্মক বিষয়ে যাহার স্নেহাশক্তি জন্মে, সে নিতান্ত উন্মত্ত; যেমন কোন লোক প্রবাসে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে রাত্রি হইলে, কোন এক গৃহ অবলম্বন পূর্ব্বক রজনী অতিবাহিত করে, আবার পরদিন সেই আবাস সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়া থাকে, দেহীদিগের পক্ষে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ধন সম্পত্তিও তদ্রূপই জানিবে। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহাদের চিত্ত উহাতে কদাচ আসক্ত বা কলুষিত হয় না। অতএব রাম! পিতার অনুরোধে পরম সুখা-স্পদ পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহু কণ্টকাকীর্ণ ক্লেশময় দুর্গম অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কদাচ উচিত হইতেছে না। আমার কথা রাখ, অযোধ্যায় গিয়া পৈতৃক রাজাসনে আপনাকে অভিষিক্ত কর। সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তুমি তথায় বিবিধ রাজভোগ উপভোগ করিয়া, দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরম সুখে প্রজা পালন করিবে। ক্লেশময় বন-বাস ব্রত অবলম্বন করিয়া বৃথা কেন নষ্ট হইতেছ। রাজা দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমি তাঁহার কেহ নও; তিনি অন্য, তুমিও অন্য, তাঁহাতে এবং তোমাতে কিছুমাত্র

আত্মীয়তা বা বন্ধুতা নাই। অতএব আমি যেরূপ কহিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। আরও দেখ উৎপত্তি বিষয়ে পিতা মাতা কেবল নিমিত্ত মাত্র, বস্তুত ঋতুকালে মাতা, গর্ব্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। মহারাজ এখন নিজ গন্তব্য স্থানে গিয়াছেন, অর্থাৎ যে পঞ্চ ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আবার তাহাতেই বিলীন হইয়াছেন, জীব-মাত্রেরই এইরূপ স্বভাব। কিন্তু বৎস! তুমি নিজ বুদ্ধি দোষে বৃথা কেন ক্লেশ পাইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অদৃষ্টফল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদের নিমিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে অসীম যন্ত্রণা উপভোগ করে, পরি-ণামেও সদ্গতি লাভ করিতে পারে না। যে সকল লোক পিতৃদেবের উদ্দেশে অষ্টকাদি শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তাহারা কেবল স্বভোগসাধন অন্নই অনর্থক নষ্ট করিয়া ফেলে, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? পারিলেও একজন আহার করিলে অন্যের শরীরে কি কখন উহার সঞ্চার হইয়া থাকে? যদি হইত, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে ভোজন করাইলে, উহাতে ঐ প্রবাসীর কেন তৃপ্তি না হয়। রাম! তুমি নিশ্চয় জানিও, কতকগুলি ধূর্ত্ত লোকেরা স্বার্থের অনুরোধে অজ্ঞলোকদিগকে বঞ্চনা দ্বারা বশীভূত করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার বচন প্রমাণ

প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, দেবার্চ্চনা, দান, যজ্ঞ, তপস্যা ও ব্রতাদি কার্য্যের বিধান তাহাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, ফলতঃ পরলোক-সাধন ধর্ম্মনামে কোন পদার্থই নাই। অতএব রাম! আমি বারংবার কহিতেছি, তুমি আমার যুক্তি অনুসারে প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান ও অপ্রত্যক্ষের অননুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বিস্তর অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্ব্বসম্মত সাধু-বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক সর্ব্বসুখাস্পদ রাজভোগ উপ-ভোগ কর।

নবাধিক শততম অধ্যায়।

তখন অসাধারণগম্ভীর-প্রকৃতি রাম জাবালির কথায় কিছুমাত্র বৈপরীত্য ভাব অবলম্বন না করিয়া পবিত্র ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপাতরম্য অথচ পরিণামবিরস সামান্য ভোগসুখলাল-সায় আপনি অজ্ঞের ন্যায় যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু শুনিতে কর্ত্তব্যবৎ সপ্রমাণ হইতেছে। বস্তুত অপথ্য হইলেও যেন পথ্যের ন্যায় প্রতীয়মাণ হইতেছে। যে সকল পামর পুরুষেরা বেদাচার-বিহীন,

বিপথগামী ■ সাধুসমাজে শাস্ত্র বিরুদ্ধ মত প্রচার করে, যাহাদের মনোবৃত্তি নিরন্তর অধর্ম্ম পথেই পদার্পণ করিয়া থাকে, আমি নিশ্চয় কহিতে পারি, তাহারা সাধুলোকের নিকট কথনই সম্মান লাভ করিতে পারে না। সদ্বংশ বা অসদ্বংশ সম্ভূতই হইক, বীর বা পৌরুষাভিমানীই হইক, পবিত্র বা অপবিত্রই হউক, চরিত্রই তাহাদের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। আপনি যে রূপ মত প্রচার করিলেন, উহা অত্যন্ত অপ্রশস্ত ও নিতান্তই ঘৃণাকর, ঐ মত আশ্রয় করিলে, পদে পদে অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। যাহারা ঐরূপ অবৈধ মত অবলম্বন করিয়া চলে, তাহারা কার্য্যত কদাচার হইলেও যেন সদাচার-সম্পন্ন, অসাধু হইলেও যেন পরম সাধু, এবং দুঃশীল হইলেও যেন সুশীল বলিয়া আপনাকে অনুমান করিয়া থাকে। আমি যদি আপনার এই লোকদূষণ ঘৃণাকর অধর্ম্মকে ধর্ম্মবেশে আশ্রয় করি, এবং পূর্ব্বপুরুষ-প্রতিপালিত প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সাধুসমাজে নিশ্চয় অনাদৃত ও কুলাচার হইতে নিতান্তই পরিভ্রষ্ট হইব। পিতৃসত্য উল্লঙ্ঘন জন্য তখন আর উৎকৃষ্ট গতিলাভের প্রত্যাশা থাকিবে না। এবং প্রজাবর্গেরাও আমায় ধর্ম্মবিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী জানিয়া অকুতোভয়ে আমার অনুসরণ করিবে। কারণ রাজার যেরূপ আচার

প্রজাদিগেরও তদ্রূপ ঘটিয়া থাকে, অতএব তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন, উহা কোন মতেই আমার প্রীতিকর বা প্রতিপাল্য বোধ হইতেছে না।

ভগবন্! দেখুন, সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, এই অনাদি শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজধর্ম্মই স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত মহাপুরুষেরা রাজধর্ম্মকে কেবল সত্যস্বরূপ বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আর এই সমস্ত লোক কেবল সত্যের প্রভাবেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। কি দেবগণ, কি মুনিগণ সকলেই সত্যের সবিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন, সত্যবাদী লোকেরা পরিণামে ব্রহ্মলোক লাভ করেণ, সত্যই স্বয়ং ঈস্বর, সাধুলোকের আচরিত ধর্ম্মও সেই সত্যস্বরূপ ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত আছে। সত্যই সকল বিষয়ের মূল,সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর কিছুই নাই। দান, যজ্ঞ, হোম ও তপঃ প্রভৃতির প্রতিপাদক যে বেদ, তাহাও সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। অতএব তুচ্ছ রাজ্যসুখলালসায় এমন পরম পবিত্র সত্যধর্ম্মকে উল্লঙ্ঘন করা কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে। দেখুন, ইহ লোকে কেহ পরম সুখে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল শাসন করিতেছেন, কেহ কেবল নিজ পরিবারবর্গের প্রতিপালনেও সক্ষম হইতেছেন না,কেহ নরকানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে,কেহ স্বোপার্জ্জিত স্বর্গলোকে গমন পূর্ব্বক পরম যত্নে পূজিত হইতেছেন; ইহার কারণ কি? জন্মান্তরীন সুকৃতি বা দুষ্কৃতির পরিণাম ভিন্ন ত আর কিছুই নয়। লোকে যেরূপ শুভাশুভ

কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, জন্মান্তরে অবার তাহারই ফল-ভোগ করিয়া থাকে; অতএব আপনার উপদেশে এই আপাতরম্য পরিণামবিরস বিষয়রসে মত্ত হইয়া যদি পিতৃ-দেবের সত্য-সেতু ভেদ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরিণামে কি আমার আর সদ্গতি হইবে? পিতৃ-দেব সত্যধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত আমায় আদেশ করিয়াছেন, বিশেষত আমিও যখন, "অবশ্য পালন করিব" বলিয়া সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছি,তখন নিশ্চয় জানিবেন, আমি প্রাণ থাকিতে কোনক্রমেই তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও যাহার বুদ্ধি-বৃত্তি নিতান্ত চঞ্চলা, আমি শুনিয়াছি, পিতৃলোকেরা তাহার নিকট কিছুই গ্রহণ করেন না; আর যিনি সত্যবাদী ও যাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত সত্য ধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে, কি পিতৃলোক, কি দেবলোক, তাঁহার নিকট সকল বস্তুই আগ্রহ পূর্ব্বকগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং কীর্ত্তি,যশ ও বসু-ন্ধরা দেবীও কেবল তাঁহাকেই কামনা করেন। বস্তুতও এই সত্যপালন রূপ জীবধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের সার, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। নীচাশয় ও নৃসংশ লুব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, নিশ্চয় কহিতেছি, আমি অতঃপর সেই নামমাত্র ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিব। দেখুন, কর্ম্মজনিত পাপ তিন প্রকার; কায়িক, বাচনিক, ও মানসিক; ক্ষত্রিয়-বৃত্তি সামান্যত দেহসাধ্য, কিন্তু নিজের চিন্তা ও অন্যের

সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে উহাতে অপর দুইটী পাত-কেরও সমাবেশ আছে। সুতরাং ক্ষত্রির ধর্ম্মে ত্রিবিধ পাপেরই সম্ভাবনা, বলুন দেখি, জানিয়া শুনিয়া আমি কিরূপে ঐ পাপরাশিতে পরিলিপ্ত হইব? যাহা সত্য ও সাধুদিগের সেব্য, তাহাই আশ্রয় করা সর্ব্বতো-ভাবে শ্রেয়; কিন্তু আপনি যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্তই গর্হিত বোধ হই-তেছে। আমি পিতৃদেবের নিকট অঙ্গীকার করিয়া বনবাস ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, বিশেষত আমায় সত্য-পাশে নিবদ্ধ দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী বড়ই আহ্লাদিত আছেন, বলুন দেখি, এখন কি রূপেই বা আবার তাঁহার অসন্তোষ জন্মাইব। অতএব এক্ষণে আমাকে শ্রদ্ধা-বান্, শুদ্ধসত্ব ও মিতাহারী হইয়া ফলমূলমাত্রে পিতৃ-লোকের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই সংসার কর্ম্মভূমি, এখানে আসিয়া শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। অগ্নি, বায়ু ও চন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা যে স্ব স্ব উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিয়াছেন, শুভকার্য্যই তাহার নিদান। ইন্দ্রদেব শতযজ্ঞের অনু-ষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছেন, মহর্ষিরাও স্বীয় তপস্যার ফলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! আমি মহাপুরুষের মুখে শুনিয়াছি, সত্য ধর্ম্ম, তপস্যা, প্রিয়বাদিতা দীনলোকের প্রতি দয়া, দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই সকল শুভ কার্য্যই

স্বর্গারোহণের সোপান। সাধুলোকেরা ঐ সমুদায় কার্য্য মুখ্যফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ ও তর্ক দ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া, যথাবিধি ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক অভীষ্ট লোক কামনা করিয়া থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদ-শাস্ত্র বিরোধিনী, আপনি নিতান্ত পাপ-পরায়ণ ও ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক। পিতৃদেব আপনাকে যে যাজকত্বে বরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার ঐ কার্য্যে যথোচিত ঘৃণা করি, যেমন বৌদ্ধেরা তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাত্মা নাস্তিকদিগকেও তদ্রূপ দণ্ড ও বেদ-বহিষ্কৃত বলিয়া একেবারে পরিহার করাই কর্ত্তব্য। অধিক কি, সাধুপুরুষদিগের নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করাও কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা আপনার অপেক্ষা সাধু ও সুধার্ম্মিক, তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া এই বেদোক্ত শুভ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন এবং এখনও অনেকে নিষ্কাম হইয়া অহিংসা,তপস্যা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন। বস্তুতও যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ, দানশীল, সচ্চরিত্র ও হিংসা-দ্বেষাদি রহিত; সেই সমস্ত শুদ্ধান্তঃকরণ মহর্ষিরাই জনসমাজে পূজনীয় হইয়া থাকেন। আপনার ন্যায় অধার্ম্মিক ও নাস্তিক ঋষিরা কদাচ সম্মানের পাত্র নহেন।

অসাধারণগম্ভীর-প্রকৃতি রাম রোষভরে এই রূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, জাবালি বিনীত ভাবে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি, এক্ষণে আর নাস্তিকের

কথাও কহিতেছি না, পরলোক প্রভৃতি সমস্ত অলিক বলিয়া যে নাস্তিকের মত প্রচার করিয়াছিলাম, বস্তুত তাহাও মিথ্যা। আমি সময় বুঝিয়া নাস্তিক হই, আবার সময় বুঝিয়াই আস্তিক হই, যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই সময় উপস্থিত, আমিও নাস্তিক হইয়া ছিলাম, অর্থাৎ তোমাকে কোনরূপে গৃহে লইয়া যাই বার জন্যই আমি নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলাম, এখন আবার তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাহার প্রত্যা-হার করিলাম।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ মহাশয় রামকে নিতান্ত ক্রোধা বিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! মহর্ষি জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় বিলক্ষণ অবগত হইয়াও যে তোমার প্রতি নিতান্ত ঘৃণাজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি লোকোৎ-পত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে জগৎ জলময় ছিল, সেই জলের অভ্যন্তরে পৃথিবী নির্ম্মিত হয়; পরে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণের সহিত স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার করিলেন এবং প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর স্থষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা নিত্য, অবিনাশী ও স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁ হইতে মরীচি ও মরীচি হইতে কশ্যপ উৎপন্ন হন। কশ্যপের পুত্র বিবশ্বান্। এই বিবশ্বান্ হইতে বৈবশ্বত মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি প্রজাপতি নামে বিখ্যাত। মহাত্মা ইক্ষ্বাকু এই মনু হইতে জন্ম পরিগ্রহ ও পৈতৃক সাম্রাজ্য সমুদায় অধিকার করিয়াছিলেন। ইনিই অযোধ্যার আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ। বাণের পুত্র মহাতপা অনরণ্য, ইহাঁর অধিকার সময়ে কি অনাবৃষ্টি, কি দুর্ভিক্ষ, সমুদায় তিরোহিত ছিল। তস্করের নামও শুনিতে পাওয়া-যায় নাই। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, ইহাঁ হইতে মহাত্মা ত্রিশঙ্কু জন্ম গ্রহণ করেন, ইনি স্বীয় স্বত্যের প্রভাবে সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। মহারথ যুবনাশ্ব এই ধুন্ধুমারের পুণ্য পরিণাম। ইহাঁ হইতে সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতা জন্ম পরিগ্রহ করেন। মান্ধাতার পুত্র সুগন্ধি, এই সুগন্ধির দুই সন্তান, একের নাম ধ্রুবসন্ধি, অপরের নাম প্রসেনজিৎ

তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে সুবিখ্যাত মহারাজ ভরত জন্ম গ্রহণ করেন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয়, তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু নামে ইহাঁর তিন জন প্রবল শত্রু ছিল, রাজা উহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও দৌর্ব্বল্য বশতঃ জয়লাভ করিতে পারিলেন না, একেবারে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া মহিষীদ্বয়ের সহিত হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, তৎকালে তাঁহার তুইটি মহিষীই সসত্ত্বা ছিলেন, তন্মধ্যে একজন সপত্নীসুলভ হিংসাদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া অপরের গর্ভ নষ্ট করিবার জন্য ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ সময়ে ভৃগুনন্দন ভগবান্ চ্যবন্ সেই রমণীয় গিরি-রাজ শিখরে অবস্থান করিতেন। পতিবিয়োগ-কাতরা অসিত-মহিষী কালিন্দী পুত্র কামনায় সেই দেবপ্রভাব ভগবান্ ভার্গবের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বিনীতভাবে তদীয় পাদপদ্মে নিপতিত হইলেন। ভৃগুনন্দন তাঁহার বিনীত-ভাব অবলোকনে প্রসন্ন হইয়া পুত্রোৎপত্তি প্রসঙ্গে কহি-লেন, অয়ি ভাগ্যবতী কমললোচনে! তোমার গর্ভে মহা-বল পরাক্রান্ত পরমসুন্দর বংশধর এক পুত্র অবস্থান করিতেছে, অচিরাৎ গরলের সহিত ভূমিষ্ঠ হইবে, তুমি শোকাকুল হইও না। তখন পতিদেবতা কালিন্দী ভার্গ-বের বাক্যে আশ্বস্ত ও প্রীত হইয়া ভক্তিভাবে তদীয়

পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক পুত্রোৎপত্তি প্রত্যাশায় তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে রাজমহিষী পরমসুন্দর পদ্মপলাস-লোচন মহাবীর এক পুত্র প্রসব করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তাহাও নির্গত হইল। এই সন্তান "গর" অর্থাৎ গরলের সহিত ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া সগর নামে বিখ্যাত হইলেন। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সাগর খনন করেন। ইহাঁর অসমঞ্জ নামে এক পুত্র জন্মে। এই অসমঞ্জ নিতান্ত পাপপরায়ণ ছিলেন, এজন্য মহারাজ সগর জীবদ্দশাতেই ইহাঁকে নগর হইতে নিষ্কাসিত করিয়া দেন। অসমঞ্জের পুত্র অংশুমান্, অংশুমানের পুত্র দিলীপ। ত্রিলোক-বিখ্যাত মহাত্মা ভগীরথ এই দিলীপের আত্মজ। ভগী-রথের ককুৎস্থ নামে এক পুত্র জন্মে। ককুৎস্থের পুত্র রঘু। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইনি শাপ প্রভাবে রাক্ষস-শরীর ধারণ করিয়া নিরন্তর মাংস ভোজন করিতেন, তৎপরে ইহাঁরই নাম কল্মাষপাদ হইয়াছিল। ইহাঁর পুত্রের নাম সঙ্খণ। সঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু। মহীপাল প্রশুশ্রুক এই মরুর ঔরসে উৎপন্ন হন। প্রশুশ্রুকের পুত্র মহীপাল অম্বরীষ, অম্বরীষের পুত্র নহুষ। নহুষের যযাতি নামে এক পুত্র জন্মে। যযাতির

পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র মহীপাল অজ। মহাত্মা দশরথ এই অজের পুণ্যপরিণাম। রাম! তুমি সেই বিখ্যাতকীর্ত্তি মহীপাল দশরথের জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাঁহার অভাবে এরাজ্য এখন তোমারই প্রাপ্য। তুমি অক্ষুব্ধ চিত্তে সমস্ত রাজ্য গ্রহণ ও রাজকার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সাম্রাজ্য তাঁহারই প্রাপ্য, জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না। এই চিরাগত পবিত্র বংশাচার পরিহার করা কোনমতেই তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না; অতএব আমাদের অভিলাষ, তুমি এক্ষণে পিতার ন্যায় এই প্রভূতরত্ন-সঙ্কুল রাষ্ট্রবহুল বসুন্ধরা দেবীকে শাসন কর।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ মহাশয় এইরূপে বংশকীর্ত্তন ও যথাবিধি উপদেশগর্ভ বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, রাম! পিতা, মাতা ও আচার্য্য, পৃথিবীতলে এই তিন জন গুরু। পিতা মাতা উৎপত্তির কারণীভূত, এই নিমিত্ত তাঁহারা গুরু; এবং আচার্য্য

উপনয়ন সংস্কার প্রদান পূর্ব্বক বেদবিষয়িনী প্রজ্ঞা প্রদান করেন, এজন্য শাস্ত্রকারেরা তাঁহাকেও গুরু বলিয়া থাকেন। বৎস! আমি তোমার এবং তোমার পরমগুরু মহারাজ দশরথেরও আচার্য্য। আমি বারংবার কহিতেছি, আমার বাক্য পালন করিলে তুমি কদাচ সদ্গতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। এই দেখ, তোমার পারিষদগণ দীনবেশে দিবানিশি নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতেছে, বন্ধুবান্ধব সকল হাহাকার করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতেছে, আশ্রিত রাজমণ্ডল সমাগত হইয়া কতই ক্রন্দন করিতেছে, ইহাদিগকে রক্ষা করিলে কি তোমার সাধুগণের আচারপদ্ধতি অতিক্রম করা হইবে? তোমার জননী যে আত্মঘাতিনী হইবেন, জননীর বাক্য উল্লঙ্ঘন করাই কি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সৎপুরুষদিগের প্রতিপাল্য ধর্ম্ম? রাম! জননীর অনুরোধ রক্ষা করিলে তুমি কদাচ সদ্গতি হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে না। আর দেখ, ভরত সাম্রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া তোমার জন্য এতই রোদন করিতেছেন, ইহাঁকে উপেক্ষা করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। এই বলিয়া মহর্ষি মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম তদীয় মৃদুমধুর বাক্য কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, তপোধন! পিতা মাতা সন্তানের যেরূপ উপকার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সুখের জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিলেও কি সে উপকারের পরিশোধ হইতে

পারে? কখনই না। অতএব তপোধন! সেই পিতৃদেব একটী সামান্য বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, ইহাও যদি প্রিয়জ্ঞানে পালন না করিব, তাহা হইলে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই কেন আমার জীবনান্ত হইল না, গর্ভেই কেন আমি শতধা বিদীর্ণ হইলাম না, ভগবন্! আপনি নিশ্চয় জানিবেন, আমি প্রাণান্তেও তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না।

ভরত এতকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি অগ্রজের এই নিরাশ বাক্য শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত ও নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন, এবং আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র কুশাসন আনয়ন পূর্ব্বক এই স্থণ্ডিলের উপরি ভাগে বিস্তৃত করিয়াদেও, যাবৎকাল আর্য্য প্রসন্ন না হন, আমি তাবৎ ইহাঁর উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিয়া থাকিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বার অবরোধ করেন, আর্য্য যতক্ষণ প্রসন্ন না হইবেন, তদ্রূপ আমিও সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া অনাহারে এই পর্ণকুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র, আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষায় কুশাসন আনয়নে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দুঃখকাতর ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন, দেখিবামাত্র রাম কহিলেন, বৎস ভরত! আমি এমন কি অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি যে, তন্নিমিত্ত একেবারে

অনাহারেই শয়ন করিয়া রহিলে। দেখ, তুমি যেরূপ কার্য্য করিতেছ, উহা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মণেরাই স্বধনের জন্য এই রূপ প্রায়োপবেশন করিয়া থাকেন। অতএব ভাই! তুমি এ দারুণ ব্রত পরিত্যাগ কর, এবং অযোধ্যায় প্রতিগমন পূর্ব্বক পিতৃদেবের আদেশ পালন কর।

অনন্তর ভরত চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুর ও জনপদের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, কেন তোমরা সকলেই যে উদাসীন হইয়া রহিলে, আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না কেন? তৎশ্রবণে তাহারা কহিল, রাজকুমার! আর আমরা অধিক কি কহিব, আপনি রামকে যাহা কহিলেন, সমস্তই যুক্তিযুক্ত, কোন অংশেই অসঙ্গত নহে। আর এই মহানুভব রামও পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যে সকল কথা কহিলেন, তাহাও অন্যায় বোধ হইল না। সুতরাং আমরা একেবারে নিরুত্তর হইয়া আছি, কি কহিব, আমাদের আর কিছুই বলিবার নাই। তখন রাম তাহাদের বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন, কেমন ভরত! এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে ত? ইহাঁরা আমাদের উভয়ের কথাই শুনিয়াছেন, এবং শুনিয়া মনে মনে মীমাংসা করত যাহা মন্তব্য, তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব ভাই! এক্ষণে গাত্রোত্থান কর এবং এই সমস্ত বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া আমার অঙ্গ স্পর্শ পূর্ব্বক আচমন কর।

তখন মহাত্মা ভরত ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আচমন করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কয়িয়া কহিলেন, সভ্যগণ! তোমরা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর, মন্ত্রিগণ! পৌরগণ! মনোযোগ পূর্ব্বক তোমারাও শুন, আমি নির্ম্মল চিত্তে সর্ব্ব সমক্ষে কহিতেছি, আমি কদাচ পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, কোন রূপ কুপরামর্শ দিয়া আমার জননীকেও প্রলোভিত করি নাই, এবং ধার্ম্মিকবর আর্য্য রাম যে বনবাস ব্রতে দীক্ষিত হইবেন, তাহাও জানিতে পারি নাই। এক্ষণে পিতৃবাক্য পালন এবং এইরূপ ঋষিবেশে দিবানিশি বনবাসে কালযাপন করাই যদি আর্য্যের অভিমত হয়, তাহা হইলে, প্রতিনিধি স্বরূপ আমিই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাম তদীয় দৃঢ়তর অধ্যবসায় দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং পৌর ও জানপদবর্গের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পিতৃদেব জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয় বা বন্ধক স্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমিই হই, আর ভরতই হউন, তাহার অপলাপ করা কোন মতেই উচিত হয় না। বিশেষতঃ আমি যখন অরণ্য বাসে সক্ষম, তখন এবিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করিলে, ত্রিলোকে আমার অপযশের আর সীমা থাকিবে না। আমার মধ্যমা মাতা মহারাজের নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, এবং পিতৃদেব বরদান

করিয়া যে নিজ অঙ্গীকার পালন করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত। আমি ভরতকে বিলক্ষণ জানি, ভরত অতি ক্ষমাশীল, গুরুজনের মর্য্যাদাও বিলক্ষণ অবগত আছেন। আমি কোন অংশে ইহাঁর কোন দোষ দেখিতে পাই না। তোমাদের সমক্ষে কহিতেছি, বনবাসান্তে প্রতিগমন করিয়া আমি ভরতের সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! আমার মধ্যমা মাতা আমায় যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এক্ষণে তুমিও আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া পিতৃদেবকে প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

যৎকালে রাম ও ভরত উভয় ভ্রাতা এইরূপ কথোপকথন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে দেবর্ষি, রাজর্ষি, গন্ধর্ব্বগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে ছিলেন। তাঁহারা উভয়ের সমাগম দর্শনে ও শিষ্টাচারানুমোদিত বহুল কথা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি

বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কহিলেন; আহা! এই দুই সুকুমার অঙ্কভূষণ হইয়া পীযূষ-নিন্দিত সুমধুর স্বরে পিতা বলিয়া যাঁহাকে সম্বোধন করেন, ত্রিলোকে তিনিই ধন্য, তাঁহার তুল্য কৃতপুণ্য অতি বিরল। অদ্য আমরা এই সুকুমার-কলেবর কুমার দ্বয়ের ঔদার্য্যগুণ-গুম্ফিত সুমধুর বাক্যালাপ শুনিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলাম। এই বলিয়া তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধন কামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, পুরুষোত্তম! তুমি অতি বিচক্ষণ, তেজস্বী যশস্বী ও সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমায় আর অধিক কি কহিব, আমাদের কেবল এইমাত্র বক্তব্য, যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে, রাম যাহা কহিতেছেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাতেই সম্মত হও। রাম যে কার্য্যে দীক্ষিত ইহয়াছেন, নির্ব্বিঘ্নে তাহা সম্পাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের একান্ত অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন, তাঁহারা প্রস্থান করিলে, রাম হর্ষভরে তাঁহাদের প্রতি বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত বাষ্পাকুল লোচনে ও স্খলিত বচনে সভয়ে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আর অধিক কি

কহিব, যদি একান্তই অযোধ্যারাজ্যের অধিরাজ হইতে অভিলাষ না থাকে, যদি জননী কৌশল্যার ধারাবাহী নয়নবারিতেও আপনার হৃদয় দ্রব হইয়া না থাকে, যদি পৌর, জানপদ ও বন্ধুবান্ধবদিগের মলিন বদন দেখিয়াও আপনার অন্তঃকরণে করুণার উদ্রেক হইয়া না থাকে, যদি পৌরমহিলাগণের হাহাকার শুনিয়াও আপনার চিত্ত অধীর হইয়া না থাকে, অন্ততঃ একবার গিয়া রাজ্যগ্রহণ করুন, গ্রহণান্তে অন্যের হস্তে অর্পণ করিয়াই না হয়, আবার আসিবেন, তাহা হইলে অযোধ্যার এমন শোকপরীত ভাব আর দেখিতে হইবে না। আর্য্য! দেখুন, কৃষিজীবীরা যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রজা জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছে, আমি একাকী কোন ক্রমেই সেই বিশাল রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজারঞ্জনও আমা হইতে কদাচ হইবে না। এই বলিয়া ভরত রামের চরণতলে নিপতিত হইয়া "হা! দয়াময়! চিরানুগত ভৃত্যের প্রার্থনা উল্লঙ্ঘন করাই কি প্রভুর কার্য্য?" এই বাক্য মুখে উচ্চারণ পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম, সেই নবঘনশ্যাম পদ্মপলাসলোচন মহাত্মা ভরতকে ক্রোড়ে করিয়া কলহংস স্বরে কহিলেন, ভাই ভরত! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, এখন তুমি রাজ্যভার

বহনে সম্যক উপযুক্ত হইয়াছ, অতএব ভাই! আর বিলম্ব করিও না, এক্ষণে বুদ্ধিমান্ মন্ত্রী ও সুহৃদ্‌গণের পরামর্শ লইয়া সুখে রাজ্য পালন কর। ভাই! তোমায় আর অধিক কি কহিব, চন্দ্রমা হইতেও শোভা অপনীত হইতে পারে, অচলরাজ হিমাচলও হিমরাশি পরিত্যাগ করিতে পারেন, মহাসাগরও তীরভূমি অতিক্রম করিতে পারেন, কিন্তু আমি প্রাণান্তেও পিতৃসত্য পালনে পরাঙ্মুখ হইব না। তোমার জননী, স্নেহবশতই হউক, আর লোভ-নিবন্ধনই হউক, যে কার্য্য করিয়াছেন, অনুরোধ করি, তুমি আর তাহা মনেও করিও না। মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাহাই করিও।

সূর্য্যসমতেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় দর্শনীয় দাশরথির তাদৃশ গম্ভীর বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া ভরত বিনীত বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! যদি একান্তই অরণ্যবাসে অভিলাষ হইয়া থাকে, আপনার চরণ কমল হইতে এই কনক-খচিত পাদুকা দুখানি উন্মোচন করিয়া আমাকে প্রদান করুন, আপনার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইহাই প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করিবে। তখন রাম পাদুকাযুগল উন্মোচন করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্য! আমি আজ হইতে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার এই পাদুকার উপর অর্পণ করিলাম। এক্ষণে আমি আপনার প্রতী-ক্ষায় জটাচীর ধারণ ও ফলমূল মাত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ

করিয়া এই চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। নিয়মিত কাল অতিবাহিত হইলে, এমন কি পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসেই যদি আপনার দর্শন না পাই, নিশ্চয় জানিবেন, তাহা হইলে আমি জ্বলন্ত হুতাশনে আত্ম সমর্পণ করিয়া পাপ জীবন বিসর্জন করিব।

তখন রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, ভাই ভরত! আমি এবং জানকী আমাদের উভয়েরই দিব্য, তুমি আমার দুঃখিনী জননীকে রক্ষা করিও, কদাচ তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিও না। এই বলিয়া রাম সজলনেত্রে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

অনন্তর পুরুষোত্তম ভরত ঐ উজ্জ্বল পাদুকাযুগল এক মাতঙ্গের মস্তকে স্থাপিত করিয়া রোদন করিতে করিতে রামকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তখন অসামান্য গম্ভীর প্রকৃতি রাম কুলগুরু বশিষ্ঠের যথাবিধি পূজা করিয়া অনুক্রমে ভরত, শত্রুঘ্ন, মন্ত্রী ও প্রজাবর্গকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। তৎকালে তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠদেশ বাষ্পভরে এরূপ অবরুদ্ধ হইয়াছিল যে তাঁহারা তখন রামকে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, অনিবার কেবল নয়নবারি বিসর্জন করিতে লাগিলেন। রাম তাঁহাদিগকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর ভরত, অগ্রজের পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত সসৈন্যে রথাহরোণপূর্ব্বক অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি প্রভৃতি পুরোহিতগণ এবং মন্ত্রিবর্গেরা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এবং পথিমধ্যে বিচিত্র ধাতুরাগ-রঞ্জিত চিত্রকূট পর্ব্বত অবলোকন ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তৎপার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম, ভরত তথায় অবতীর্ণ হইয়া মহর্ষির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তদীয় পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। ভরদ্বাজ প্রণত ভরতকে আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, কেমন ভরত! রামের সহিত ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? যে উদ্দেশে গমন করিয়াছিলে, তাহা ত সফল হইয়াছে? ভরত কহিলেন, তপোধন! আমি এবং বশিষ্ঠদেব আমরা আর্য্যকে আনিবার জন্য বিস্তর অনুরোধ করিয়াছিলাম,

কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না, কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তিনি একান্ত অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ কহিলে, গুরুদেব তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া কহিলেন, রাম! যদি একান্তই অযোধ্যায় প্রতিগমন না কর, তবে আমাদের অনুরোধ, তোমার পাদুকা দুখানি ভরতের হস্তে অর্পণ কর। ভরত পাদুকা যুগলকেই রাজাসনে স্থাপন করিয়া স্বয়ং প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিবেন। মুনিবর! বশিষ্ঠ মহাশয় এই কথা বলিবামাত্র আর্য্য, পূর্ব্বাস্য হইয়া রাজ্য রক্ষার্থ আপনার পাদুকা যুগল প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহাই লইয়া অযোধ্যায় চলিয়াছি।

শ্রবণমাত্র ভরদ্বাজ কহিলেন, রাজকুমার! তুমি অতি সাধুশীল, তোমার ন্যায় সচ্চরিত্র ও তোমার সদৃশ স্বভাবসুন্দর ত্রিলোকেই পাওয়া ভার। আর রামও যে তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? উৎসৃষ্ট জল নিম্নাভিমুখেই পড়িয়া থাকে। যাহা হউক, বৎস! তোমার এমন উদারস্বভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় গুনভূষণ পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই মহাত্মার দেহমাত্র কেবল বিলুপ্ত করিয়াছে, তোমার চরিত্রবলে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয়ই থাকিবে।

এই বলিয়া ভরদ্বাজ বিরত হইলেন, ভরত কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহাকে আমন্ত্রণ, অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদীয় সৈন্যগণ হস্ত্যশ্ব, রথ ও শকটারোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। সম্মুখে ঊর্ম্মিমালিনী যমুনা প্রবাহিত হইতেছেন, তাঁহারা ঐ নদী পার হইয়া কিয়দ্দূর পরেই দেখিলেন, পবিত্র সলিলা ভগবতী ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন, ভরত সসৈন্যে ঐ দেবনদী পার হইয়া শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। মহাত্মা ভরত কিয়দ্দূর গিয়া মহা-নগরী অযোধ্যার সেই সেই শোকপরীত দীন দশা দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, আহা সুমন্ত্র! দেখ, আর্য্যের বিরহে এই স্বর্ণপুরী একেবারে ছারখার হইয়া গিয়াছে, ইহার আর পূর্ব্বের ন্যায় শোভা নাই, পূর্ব্বের ন্যায় আর আনন্দমহোৎসব নাই। পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দময় কোলাহল শব্দও আর শ্রুতি-গোচর হইতেছে না।

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

এই বলিয়া ভরত, স্নিগ্ধগম্ভীর রথশব্দে দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশিয়া দেখিলেন, বিড়াল ও উলূক সকল অকুতোভয়ে উহার চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ইতিপূর্ব্বে যে নগরী আনন্দ-কোলাহলে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইত, অধুনা রামবিরহে সেই মহানগরী একেবারে নিরব, শশাঙ্ক-শূন্য শর্ব্বরীর ন্যায় নিতান্ত মলিন হইয়া রহিয়াছে। গৃহদ্বার সমুদায় দিবানিশি অবরুদ্ধ। নিজ নায়ক সুধাংশুমালীর দিব্য প্রভায় দিপ্তিমতী দেবী রোহিণী, স্বামীকে রাহুগ্রস্থ দেখিলে, যেমন মলিনা ও অশরণা হইয়া থাকেন, আজ অযোধ্যানাথ বিহীনে অযোধ্যানগরীও তদ্রূপ শোচনীয় দশা প্রকাশ করিতেছে। আজ এই মহানগরী, উত্তাপ-সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা বিলীনমৎস্যা-ক্ষীণা গিরিনদীর ন্যায় ; সুবর্ণবর্ণা, ধূমশূন্যা, পশ্চাৎ জল-সেকে নির্ব্বাণোন্মুখী অগ্নিশিখার ন্যায় এবং ছিন্নভিন্ন কবচে, চূর্ণীকৃত ধ্বজদণ্ডে, ভগ্নরথে, বিধ্বস্তমাতঙ্গতুঙ্গে গতাসু মুমূর্ষু সৈন্যদেহসমূহে সমাকুলা সমরভূমির ন্যায়

পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গলহরী মহাশব্দে ফেণরাশি উদ্গার পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। কোকিলকুল-সঙ্কুলা কুসুমকমনীয়া বাসন্তী লতা যেন বসন্তের অবসানে প্রবল দাবানলে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। গোষ্ঠে দুগ্ধবতী গাভী বৃষসঙ্গমে নিতান্ত আহ্লাদিত ছিল, অধুনা, যেন সেই বৃষবিরহে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া নবতৃণ ভক্ষণেও নিস্পৃহ হইয়া রহিয়াছে। স্রুক্ স্রুবাদি কিছুই নাই, বেদজ্ঞ ঋত্বিক্ নাই, যজ্ঞাবসানে বেদির ন্যায় নগরীর নিস্তব্ধভাব লক্ষিত হইতেছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণি-বিরহিত নবরচিত মুক্তাবলীর ন্যায়, পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন গগণতল হইতে পরিভ্রষ্ট নিষ্প্রভ তারকার ন্যায় অযোধ্যার কিছুমাত্র শোভা নাই। রাজপথে লোকের সমাগম নাই। আপণ সমস্ত নিরুদ্ধ। শশাঙ্কশূন্য মেঘাবৃত তারকান্বিত আকাশের তুল্য নগরী নিস্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। যেখানে সুরা নাই, শরাব নাই, সুরাপায়ীরাও মুমূর্ষু, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ও ভগ্নমৃৎপাত্র-পূর্ণা শুষ্কজলা বিদীর্ণতটা সরসীর ন্যায় অযোধ্যা নিতান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। পাশসংযুক্ত অতি বিশাল মৌর্ব্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত ও বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পতিত রহিয়াছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ব্বের ন্যায় গীত বাদ্যের

শ্রুতিসুখকর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না কেন? বারুণীমদের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য, ধূপ ও অগুরু চন্দনের সৌরভ, আজ কেন সকল দিক্ আমোদিত করিতেছে না? রাজপথে রথের ঘর্ঘর শব্দ নাই, অশ্বগণের হ্রেষারব ও মত্তমাতঙ্গ সমূহের সুগভীর বৃংহিত ধ্বনিও আজ শ্রবণগোচর হইতেছে না কেন? তরুণবয়স্ক নাগরিকেরা অঙ্গে চন্দন লেপন ও কণ্ঠে নবমাল্য ধারণ পূর্ব্বক আজ কেন নগরের বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতেছে না? নগর মধ্যে আজ আর পূর্ব্ববৎ উৎসব কার্য্যের আয়োজন নাই। ফলতঃ অযোধ্যার সমুদায় শোভা সমৃদ্ধিই আর্য্য রামের সহিত অরণ্যেই গিয়াছে। যেমন শুক্লপক্ষীয় যামিনী মেঘাবৃত হইলে শোভা বিহীন হয়, রাম বিরহে অযোধ্যারও তদ্রূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। হায়! কতদিনে সেই শুভদিনের উদয় হইবে, যেদিন আর্য্য রাম, নিদাঘকালীন জলধরের ন্যায়, মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় অযোধ্যায় আগমন পূর্ব্বক সমস্ত নাগরিক জনের মনে অপরিসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। পৌরবর্গেরা বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া আনন্দভরে কবে আবার এই মহানগরীকে উৎসবময় করিয়া তুলিবে।

শোকাকুল ভরত এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে নগর প্রবেশ করিয়া অন্ধকারময় পিতৃগৃহে উপনীত হইলেন, এবং উহা সংস্কারশূন্য ও প্রভা-বিহীন দেখিয়া দুঃখাবেগে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর ভরত মাতৃগণকে পুরমধ্যে রাখিয়া শোকাকুলিত চিত্তে ও বিষণ্ণ বদনে বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিতগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বিপ্রগণ ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আমি এখন নন্দিগ্রামে যাইব, এবং পিতৃবিয়োগ দুঃখ ও ভ্রাতার-নির্ব্বাসন-জনিত সন্তাপ সমুদায় তথায় গিয়াই সহিব। পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আর্য্য রামও নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আমার অসুখের আর কিছুই নাই। এক্ষণে আমি রাজ্যের নিমিত্ত রাজ্যেশ্বর রামের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। এ রাজ্যের তিনিই প্রকৃত রাজা, আমি তাঁহার নিদেশানুকারী আজ্ঞাবহ ভৃত্য।

ভরত এইরূপে আত্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, মন্ত্রিবর্গ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ তাঁহাকে কহিলেন, রাজকুমার ! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, তাহা অতীব প্রশংসনীয় ও তোমারই অনুরূপ। তুমি অতি সাধু ও সচ্চরিত্র, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃভক্তি যে কিরূপ তাহা তুমিই জান ; সুতরাং

তোমার এই বিনীত বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন ? তখন ভরত, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ প্রিয় বাক্য শুনিয়া সারথিকে কহিলেন, সুমন্ত্র! শীঘ্র রথ সজ্জিত করিয়া আন। সুমন্ত্র আদেশমাত্র রথ আনয়ন করিলেন। ভরত মাতৃবর্গের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক রথারোহণ করিলেন, এবং মন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত প্রীতমনে নন্দিগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি পুরোহিত বর্গেরা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল সৈন্যদল এবং পুরবাসীরা আহূত না হইয়াও তাঁহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। ক্রমে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হইলেন, ভরত, রামের পাদুকা দুখানি মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, এইরাজ্য আর্য্য রামের, তিনি ন্যাস স্বরূপ আমাকে অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এ রাজ্য এই কণক ভূষিতপাদুকা যুগলই পালন করিবে। এই বলিয়া ভরত পাদুকাযুগলকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং দুখিতান্তঃকরণে প্রকৃতিবর্গকে কহিলেন, প্রজাগণ! দেখ, এই পাদুকাদুখানি মহারাজ রামচন্দ্রের প্রতিনিধি স্বরূপ, অতঃপর তোমাদের যাবতীয় রাজকার্য্য ইহা হইতেই সম্পন্ন হইবে। অতএব তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর। আর্য্য রাম সদ্ভাবনিবন্ধন এ রাজ্য ন্যাস স্বরূপ আমায় প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং

তাঁহার পুনরাগমন পর্য্যন্ত আমাকে ইহার রক্ষা সাধন করিতেই হইবে। তিনি প্রত্যাগত হইলে, আমি স্বহস্তে এই পাদুকাযুগল পরাইয়া শ্রীচরণ দর্শন করিব এবং তাঁহার উপর তদীয় সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া তাঁহার সেবা কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক নিষ্পাপ হইব।

জটাচীরধারী সুধীর ভরত এই বলিয়া সৈন্যদলের সহিত নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, তথায় রামের পাদুকা যুগলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া সম্মানার্থ স্বয়ংই তাহার উপর ছত্র ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে রাজ্যসংক্রান্ত যে কোন কার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, ভরত ঐ পাদুকা সমীপে অগ্রে তাহা জ্ঞাপন করিয়া পশ্চাৎ অধীন ভাবে তাহার যথাবৎ বিধান করিতে লাগিলেন। আর সামন্ত মহীপালেরা ও প্রজা লোকেরা যাহা উপহার স্বরূপ প্রদান করিতে লাগিল, প্রথমতঃ পাদুকাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষাগারে তৎসমুদায় রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

—০:০—

এদিকে ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে, রাম কিছুদিন চিত্রকূট পর্ব্বতেই অবস্থান করিয়াছিলেন। * একদা তথায় দেখি-

* ভরত প্রতিনিবৃত্ত হইলে রাম কিছুকাল চিত্রকূট পর্ব্বতেই ছিলেন, একদা তিনি জানকীর অঙ্কে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে ইন্দ্রপালিত এক কামুক কাক সীতার রূপলাবণ্য দর্শনে নিতান্ত কামপরবশ হইয়া স্বীয় সুতীক্ষ্ণ নখর দ্বারা তাঁহার উন্নত পয়োধর যুগল বিদীর্ণ করিয়াছিল। রাম এতকাল নিদ্রিত ছিলেন, সহসা এই বিস্ময়কর ব্যাপার দর্শনে যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাহার বিনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তখন বায়স সেই বিকটদর্শন অনলোপম বাণ নিরীক্ষণ করিয়া শুষ্ক-মুখে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল, কিন্তু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যেখানেই যাইতে লাগিল, অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র সেই খানেই গিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন কাক আর উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রথমে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইল, তৎপরে ইন্দ্র ও রুদ্রদেবের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু তাহার জীবন রক্ষায় কেহই সাহসী হইলেন না, কহিলেন, বায়স! তুমি নিতান্ত ত্রাসিত হইলাছ, সত্য, কিন্তু আমরা অশক্ত, এ ব্রহ্মাস্ত্র, তোমায় কদাচ পরিত্রাণ করিতে পারিব না। তাঁহারা এইরূপে নিরাশ করিলে, কামুক

লেন, সেই চিত্রকূটবাসী যে সকল তাপসেরা তাঁহার আশ্রয়ে এত দিন পরম সুখে কাল যাপন করিতেন, অধুনা

পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গিয়া শরণ লইল। তদ্দর্শনে বিধি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, বায়স! এই বাণ যিনি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনিই তোমার রক্ষক, তিনি ভিন্ন তোমার জীবন রক্ষার আর উপায়ান্তর নাই। অতএব তুমি সেই শরণাগতবৎসল দাশরথির শরণ লও। তদনুসারে সে শ্রীরামের সন্নিধানে সভয়ে ভূতলে নিপতিত হইল। দয়ার্দ্রহৃদয়া জানকী তৎকালে উহার মুমূর্ষু দশা দেখিয়া তদীয় মস্তক রামের পাদপদ্মে সংযোজিত করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র! আপনি শরণাগত-বৎসল, বায়স আপনার শরণাগত, আপনি কৃপাবলোকনে আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করুন। তখন রাম দয়াপরবশ হইয়া কহিলেন, বয়স! তোমার জীবনের প্রতি আর কোন ব্যাঘাত হইবে না, কিন্তু তোমার এক অঙ্গ বিনষ্ট হইবে, তিনি এইরূপ কহিলে, সেই ব্রহ্মাস্ত্র কাকের এক চক্ষু বিনষ্ট করিয়া নিবৃত্ত হইল। (প্রবাদ আছে, তদবধি কাকজাতির একমাত্র চক্ষু) অনন্তর কাক জীবন পাইয়া জানকী ও রামের চরণে মুহুর্ম্মুহু প্রণিপাত পূর্ব্বক সহর্ষে স্বর্গলোকে গমন করিল।

বাল্মীকি রামায়ণে এই ইতিহাসের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, ইহা পদ্মপুরাণের অন্তর্গত; এজন্য আমি মূলে উহা অনুবাদ করিলাম না; পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ পদ্মপুরাণ হইতে অনুবাদ করিয়া টীকাকারে সন্নিবেশিত করিলাম।

তাঁহারা নিতান্ত ভীত ও একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রূকুটী সঙ্কেতে একান্তে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে রাম মনে মনে নিজ অপরাধ আশঙ্কা করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে কুলপতিকে কহিলেন, ভগবন্! নিবেদন করি, যাহাতে মুনিগণের মনোবৃত্তি বিকৃত হইতে পারে, আমার এমন কোন অসদ্ব্যবহার কি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? লক্ষ্মণ তরুণসুলভ অসাবধানতা নিবন্ধন কি কোন অবৈধ ব্যবহার করিয়াছেন? জানকী প্রতিদিনই আপনাদিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, আমার সেবানুরোধে তদীয় কর্ত্তব্য কার্য্যের কি কোন ব্যাঘাত হইয়াছে?

শ্রবণমাত্র এক জরাজীর্ণ তপোবৃদ্ধ তাপস কম্পিত কলেবরে কহিলেন, রাজকুমার! তপস্বি-সংক্রান্ত সদাচার বিষয়ে এই কল্যাণীর কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখি নাই। সম্প্রতি রাক্ষসেরা আমাদের প্রতি বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, সেই নিমিত্ত আমরা ভীত হইয়া নির্জনে পরস্পর মন্ত্রণা করিতেছি। এই স্থানে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খর নামে এক নিশাচর বাস করে। ঐ মাংসাশী অতি নৃশংস, গর্ব্বী ও নির্ভয়। তাহার অত্যাচারে অত্রত্য তাপসেরা যারপর নাই উৎপীড়িত হইয়াছে। তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না, তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, নৃশংস, সেই পর্য্যন্ত নিজ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া কতই যে যন্ত্রণা দিতেছে, তাহার আর

ইয়ত্তা নাই। কখন বিকটাকার ধারণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে, কখন বা বীভৎসবেশে আসিয়া আমাদের হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তু সকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে দেখিতে পায়, দুরাত্মারা তাহাকেই যন্ত্রণার একশেষ দিয়া থাকে। অল্পপ্রাণ তাপসেরা নিজ নিজ আশ্রমে নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, এই অবসরে উহারা গুপ্তভাবে আসিয়া বাহুপাশে বন্ধন পূর্ব্বক মহাহর্ষে তাঁহাদিগের নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া ফেলে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্য সমুদায় বিনষ্ট করে, জলপূর্ণ কলস ভগ্ন করিয়া ফেলে, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। জানিনা, দুরাত্মারা, আমাদের মধ্যে কবে বা কাহার প্রাণনাশ করিয়াই ফেলে। রাজকুমার! অত্রত্য তাপসেরা এক্ষণে কেবল এই কারণেই এস্থান পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, এবং সকলে একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা পূর্ব্বক এবিষয়ে আমাকেও ত্বরা করিতেছেন। অদূরে ভগবান্ কণ্বের তপোবন, তথায় ফলমূল বিলক্ষণ সুলভ, আর সে স্থানটীও অতি রমণীয়। অতঃপর আমরা সকলেই তথায় বাস করিবার বাসনা করিয়াছি। বৎস! যদি ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে চল অন্যথা নৃশংসেরা হয়ত তোমার উপরও উপদ্রব করিবে। তুমি যদিচ সাবধান ও উৎপাত নিবারণেও সমর্থ, তথাপি এস্থানে ভার্য্যার সহিত সদা সুখে থাকিতে পারিবে না।

কুলপতি এইরূপ কহিলে, রাম আর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি, রামকে সস্নেহে সম্ভাষণ, অভিনন্দন ও সান্ত্বনা পূর্ব্বক স্বগণের সহিত তথা হইতে যাত্রা করিলেন। এবং যাইবার সময় সেস্থান পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রামও কিয়দ্দূর মহর্ষির অনুসরণ করিলেন, পরিশেষে তাঁহাকে প্রণাম ও তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় পর্ণকুটীরে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি ক্ষণকালের নিমিত্তও কুটীর পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি পদার্পণ করিতেন না। তৎকালে যে সমস্ত তাপসেরা ঐ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা রামের বিপত্তি নাশের শক্তি অবগত ছিলেন, এজন্য তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

তাপসেরা তথা হইতে প্রস্থান করিলে, নানা কারণে রামের তথায় থাকিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত, মাতৃগণ ও নাগরিক লোকদিগকে দর্শন করিলাম, তাঁহারা সকলেই আমার নিমিত্ত

বড়ই শোকাকুল হইয়াছেন, বিশেষতঃ ভরতের সমাগত সেনাদলের সংঘর্ষে এবং হস্তী ও অশ্বগণের মলমূত্রে এস্থান যারপর নাই অপবিত্র হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্বোধ দর্শনে আমি কোনমতেই তাহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। অতএব এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই কর্ত্তব্য হইতেছে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি ভ্রাতা ও ভার্য্যের সহিত মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সম্মান পূর্ব্বক তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। মহর্ষি রামকে সমাগত দেখিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে আশীর্ব্বাদ ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, এবং যথোচিত আথিত্য সৎকারে সবিশেষ পরিতোষ জন্মাইয়া জানকী লক্ষ্মণের প্রতি প্রীতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিনী ধর্ম্মচারিণী তাপসী অনসূয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তপোধন, সেই সর্ব্বজনপূজনীয়া তপস্বিনীকে আগ্রহের সহিত আমন্ত্রণ করিলেন, এবং সীতাকে দেখাইয়া কহিলেন, প্রেয়সি! তুমি এই বিশাললোচনা জনকাত্মজাকে প্রতিগ্রহ কর। এই কথা বলিয়া রামকে কহিলেন, রাজকুমার! অনসূয়া সামান্য তাপসী নহেন। ক্রমে দশবৎসর কাল অনাবৃষ্টি হওয়াতে সমস্ত জীব জন্তু দগ্ধ প্রায় হইয়াছিল, কিন্তু এই তপস্বিনী স্বীয় অসামান্য তপঃপ্রভাবে সমস্ত ফলমূল সৃষ্টি এবং

ভগবতী গঙ্গাদেবীকেও আহ্বান পূর্ব্বক আশ্রম মধ্যে প্রবাহিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর সমান তাপসী ত্রিলোকে পাওয়া ভার। ইনি ক্রমে দশ সহস্র বৎসর যোগাবলম্বনে অতিবাহিত করিয়াছেন। এবং কত শত তাপসকুল ইহাঁর শরণাপন্ন হইয়াই তপোবিঘ্ন নিবারণ করিয়াছেন। রাজকুমার! ইহাঁর তপঃ প্রভাব অতি চমৎকার। একদা মহর্ষি মাণ্ডব্য ক্রোধান্ধ হইয়া এক ঋষি পত্নীকে " রাত্রি প্রভাত হইলেই বিধবা হইবি, এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তদনন্তর এই তাপসী প্রতিশাপে দশরাত্রি পরিমিত কাল ঐ এক রাত্রিতে পরিণত করেন। অতএব ইনি সামান্য নহেন তুমি ইহাঁকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্ত শীলা, পূজনীয়া, সচ্চরিত্রা ও বৃদ্ধা। আমার অভিলাষ, তোমার সহচারিণী জানকী ইহাঁর সন্নিহিত হইয়া থাকুন।

রাম, মহর্ষি অত্রির এইরূপ স্নেহময়ী কথা শুনিয়া সীতা প্রতি নেত্রপাত পূর্ব্বক কহিলেন, জানকি! মহর্ষি যাহা কহিলেন, তাহা ত শুনিলে? এক্ষণে আমারও অনুরোধ আত্মহিতের জন্য তুমি ত্বরায় ঋষিপত্নীর নিকটে যাও যিনি স্বকার্য্য প্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট যাইতে আর আশঙ্কা কি?

তখন সীতা স্বামীর কথায় সেই তপঃপ্রদীপ্তা তাপসীর সন্নিধানে উপনীত হইলেন, দেখিলেন, ঋষিপত্নী

অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল, কেশজাল শারদীয় জলদখণ্ডের ন্যায় শুক্লবর্ণ, শরীর একান্ত শীর্ণ, জরাপ্রভাবে পবনাহত কদলীতরুর ন্যায় উহা অনবরত কম্পিত হইতেছে। জানকী নিজ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই পতিদেবতা তাপসীকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি বিনম্রবচনে তাঁহার সমস্ত বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন সেই অনসূয়া অযোনিসম্ভবার অমৃতায়মান বচনবিন্যাস শ্রবণে অপরিসীম প্রীতিলাভ করিয়া অপার স্নেহের সহিত কহিলেন বৎসে জানকি! তুমি যে আত্মীয় স্বজন অভিমান ও কুলগৌরব পর্য্যন্তও অনায়াসে বিসর্জ্জন করিয়া বনবাসী স্বামীর অনুসরণ করিয়াছ,ইহাতে তোমার যে কতদূর পতি-ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে। পতিদেবতা নারীদিগের মধ্যে তুমিই অগ্রগণ্যা; তোমার তুল্যা সাধ্বী, তোমার ন্যায় স্বভাবসুন্দরী রমণী এ পর্য্যন্ত আমার নয়ন পথ অলঙ্কৃত করেন নাই। জানকি! দেখ, স্বামী নগরেই থাকুন, আর অরণ্যেই থাকুন, অনুকূলই হউন, আর প্রতিকূলই হউন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকেই প্রিয় ও পরম দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন, সদ্গতি তাঁহার করতলস্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পতি দুঃশীল স্বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউক না কেন, পতিদেবতা কুল-কামিনীর তিনিই একমাত্র গতি। ফলতঃ পতি ভিন্ন সতীর আর গত্যন্তর নাই। পতিই পতিব্রতার তপ

ও পতিই পতিদেবতার পরমগতি। পতি হইতে সতীর পরম বান্ধব ত্রিলোকে আর নাই। যে সকল কামিনীরা কামোন্মত্তা, কেবল কামের জন্যই পতিকে কামনা করে, তাহারা নিতান্ত স্বেচ্ছাচারিণী, এই সমস্ত দোষ গুণ কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাদৃশী দুশ্চরিত্রা কামিনী-দিগকে ইহলোকেও অকীর্ত্তিভাজন পরিণামেও দুরপনেয় নরকানলে সন্তপ্ত হইতে হয়। কিন্তু জানকি! যাহারা তোমার ন্যায় গুণ দোষের বিচার করিতে পারে, পরিণামে তাহারা অবশ্যই উৎকৃষ্ট গতি লাভ করে, সন্দেহ নাই। অতএব বাঞ্ছা করি, তোমার বুদ্ধি যেন চিরকাল এইরূপ পতিচরণেই সমাসক্ত থাকে।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

তখন জানকী ভক্তিভাবে অনসূয়ার উপদেশ বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি যে আমাকে শিক্ষা দিবেন, ইহা আপনার পক্ষে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; ভবাদৃশী জ্ঞানবতী নারী ভিন্ন এরূপ সদ্ভাবগর্ভ উপদেশ আর কে প্রদান করিয়া থাকেন? কিন্তু দেবি! আমি অনভিজ্ঞ নহি, পতিব্রতা রমণীদিগের

পতিই যে পরম গুরু, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। পতি দুশ্চরিত্রই হউন, আর দরিদ্রই হউন, গুণদোষের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহার উপচর্য্যায় নিযুক্ত থাকাই পতিদেবতার একমাত্র কার্য্য। কিন্তু যিনি জিতাত্মা, যাঁহার চরিত্র সাধুসভা-সংকৃত, বুদ্ধি ধর্ম্মানুসারিণী, যিনি পরম দয়াবান্, গুণবান্, জ্ঞানবান্ ও স্থিরানুরাগী; যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে? আর্য্য রাম, নিজ জননী কৌশল্যার প্রতি যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, অন্যান্য রাজপত্নীদিগের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করেন। অধিক কি, মহারাজ দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, আর্য্য অসূয়াশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতিও মাতৃবৎ আচরণ করিয়া থাকেন। দেবি! আমি যখন এই ভয়াবহ অরণ্যে যাত্রা করি, তৎকালে আর্য্যা কৌশল্যা স্নেহনিবন্ধন আমায় যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ে নিয়তই জাগরূক আছে, এবং বিবাহের সময় আমার জননী অগ্নি সমক্ষে যে আদেশ করিয়াছিলেন, আমি তাহাও বিস্মৃত হই নাই। আর আত্মীয় স্বজনের মুখেও শুনিয়াছি, সাধুশীলা কুলকামিনীদিগের পক্ষে পতি সেবা হইতে উৎকৃষ্ট তপস্যা আর কিছুই নাই। দেখুন, পতিদেবতা সাবিত্রী এই পতি সেবার বলেই সুরলোকে পূজিত হইতেছেন। সাবিত্রীর ন্যায় আপনিও স্বর্গধাম আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং রমণীর শিরোমণি রোহিণীও পতি

সেবার ফলে নিজপতি নিশাপতি ভিন্ন মুহূর্ত্তকালও একাকিনী গগণে সমুদিত হন না। ফলতঃ পতিসেবার ফলে এমন কতশত পতিব্রতা নারী সুরলোকে সুখে অধিবাস করিতেছেন।

ঋষিপত্নী অনসূয়া পতিপ্রাণা বৈদেহীর এইরূপ সুমিষ্ট বাক্য শ্রবণে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আমি নিয়মপরতন্ত্র হইয়া বিস্তর তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি, আমার বাসনা, সেই সমুদায় তপোবল অবলম্বন করিয়া তোমায় বর প্রদান করি, তুমি যে সকল কথা কহিলে, সমুদায় শ্রাব্য ও সর্ব্বাংশে সঙ্গত, শুনিয়া আমি যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার অভিলাষ কি, প্রকাশ করিয়া বল। জানকী তাঁহার কথা শুনিয়া স্মিত মুখে ও সবিস্ময়ে কহিলেন, আর্য্যে! বর প্রার্থনা কি, আপনার প্রসন্নতাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম।

তখন তাপসী অনসূয়া সীতার এই নিস্পৃহ বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীত হইয়া সস্নেহে কহিলেন, বৎসে জানকি! আমি তোমাকে এই দিব্য বিভব প্রদান করিয়া আজ আপনাকে চরিতার্থ করিব। এই মনোহর বসন, দিব্য আভরণ, উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ, সুগন্ধ বিলেপন ও সুচারু মাল্য দ্বারা তোমার সুন্দরাঙ্গ সুশোভিত করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব্ব শোভা হইবে। এ সমুদায় দ্রব্য তোমা-

রই যোগ্য, উপভোগেও ম্লান হইবে না। কল্যাণি! তুমি এই অঙ্গরাগে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া, দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে, সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে।

তখন জনকাত্মজা প্রীতমনে তাপসী অনসূয়ার প্রীতি-দান গ্রহণ পূর্ব্বক ভক্তিবদ্ধ করে তাঁহার সন্নিধানে উপ-বেশন করিয়া রহিলেন। তদনন্তর তপস্বিনী অনসূয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে! শুনিয়াছি, রাম স্বয়ম্বরপ্রসঙ্গে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তোমার মুখে ইহার আনুপূর্ব্বিক শুনিতে আমার বড় অভিলাষ হইয়াছে, সবিস্তার বর্ণন করিয়া তাপসীর কৌতূহল দূর কর।

সীতা শ্রবণমাত্র কহিলেন, দেবি! যদি একান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, শ্রবণ করুন, আমি তাহার আদ্যো-পান্ত কহিতেছি। শুনিয়া থাকিবেন, জনক নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল রাজধর্ম্মানুসারে মিথিলারাজ্য শাসন করেন। একদা তিনি স্বহস্তে লাঙ্গল লইয়া যজ্ঞ-ভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। রাজর্ষি তৎকালে মৃত্তিকা মুষ্টি দ্বারা বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন, দেখিলেন, আমি ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ভূতলে নিপতিত আছি। দেখি-বামাত্র নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এবং নিঃসন্তান বলিয়া অপার স্নেহের সহিত আমায় ক্রোড়ে লইলেন।

এই সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে মনুষ্য কণ্ঠ স্বরে এই কথা উচ্চারিত হইল; " মহারাজ! অদ্যাবধি এই কন্যা ধর্ম্মানুসারে তোমারই তনয়া হইলেন," শুনিয়া তিনি যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন, এবং নিজ ভবনে লইয়া গিয়া অপার স্নেহের সহিত আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। আমায় পাইয়া অবধি তিনিও অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

আর্য্যে! তাঁহার মহিষী, সংসারের সারভূত সন্তান সুখে বঞ্চিত ছিলেন, তিনি আমায় পাইয়া কতই যে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। দিবানিশি মাতৃস্নেহে আমার প্রতিই চাহিয়া থাকেন, কত যত্নে আমায় লালন পালন করেন। ফলতঃ আমায় ক্রোড়ে পাইয়া তাঁহার সন্তানতৃষ্ণা অনেক অংশে তিরোহিত হইয়াছিল। অনন্তর ক্রমে আমার বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইল, তদ্দর্শনে, দরিদ্র ব্যক্তি যেমন অর্থনাশে চিন্তিত হয়, রাজর্ষি জনকও সেইরূপ ভাবিতে লাগিলেন। কন্যার পিতা ইন্দ্রতুল্য সমৃদ্ধিশালী হউন না কেন, কন্যার বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে অপকৃষ্ট হইতেও অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনকরাজ সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া অপার চিন্তা সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অযোনি-সম্ভবা কন্যা; সুতরাং তিনি, কুলশীলে অনুরূপ বর নির্ণয় করিতে পারিলেন না, পরিশেষে স্থি

করিলেন, ধর্ম্মতঃ কন্যার স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়।

ভদ্রে! পূর্ব্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া রাজর্ষি দেবরাতকে এক প্রকাণ্ড শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তুণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন এতদূর গুরুতর, যে মহীপালেরা বহুযত্নে স্বপ্নেও উহা নম্র করিতে পারিতেন না। মিথিলানাথ কোদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া নৃপতি সমাজে সকলকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন; যিনি এই শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক ইহাতে জ্যাগুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমি, আমার অযোনিসম্ভবা সীতাকে তাঁহার হস্তেই অর্পণ করিব। এই প্রতিজ্ঞার পর অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রেরা সেই পর্ব্বত-তুল্য কোদণ্ড নিরীক্ষণ করিয়া অবনত বদনে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে, একদা তপোধন বিশ্বামিত্র দশরথাত্মজ রাম ও লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজ্ঞদর্শনলালসায় মিথিলায় উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচারে পূজিত হইয়া কহিলেন, জনকরাজ! কোশলাধিপতি মহীপাল দশরথের আত্মজ রাম ও লক্ষ্মণ আপনার প্রসিদ্ধ শরাসন দর্শনার্থ এখানে আসিয়াছেন। পিতৃদেব শ্রবণ মাত্র সেই প্রকাণ্ড কোদণ্ড আনাইয়া রামকে দেখাইলেন। মহাবীর রাম অনায়াসে উহা আনত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে উহাতে জ্যাসংযোগ করিয়া মহাবেগে

আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডেই দ্বিখণ্ড হইয়াগেল, তদ্দর্শনে পিতা যার পর নাই প্রীত হইয়া জল পাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু পিতৃভক্ত রাম পিতার অনভিপ্রায়ে পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর মিথিলেশ্বর কোশলেশ্বরকে আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া রামের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিলেন। দেবি তদবধি আমি স্বামীর পাদপদ্ম ভিন্ন আর কিছুই জানি না।

একোনবিংশাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর তাপসী অনসূয়া সীতার মুখে তাঁহার বিবাহ বৃত্তান্ত শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন, এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ ও আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, জানকি! তোমার স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত তোমার মুখেই শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে ভগবান্ ময়ূখমালী, স্বীয় ময়ূখমালা একত্রিত করিয়া অস্তাচল শিখরে অধিরোহণ করিলেন। সায়ংকাল উপস্থিত। বিহঙ্গমেরা আহারান্বেষণে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া রজনী প্রারম্ভে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থান পূর্ব্বক মনোহর স্বরে গান করিতেছে;

সুরলমতি তাপসকুল অভিষেক সলিলে সিক্ত হইয়া স্কন্ধে জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক আর্দ্র বল্কলে আসিতেছেন। অগ্নিগ্রহ হইতে কপোত কণ্ঠের ন্যায় ধূম্রবর্ণ ধূমশিখা বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহাও যেন ঘনীভূত দেখাইতেছে। এই দেখ, পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত আমাদের আশ্রম-মৃগ সকল সমস্ত দিন ইতস্ততঃ পর্য্যটনের পর বেদী মধ্যে শয়ান রহিয়াছে। রাত্রিচর জীবজন্তুগণ পরমোল্লাসে সঞ্চরণে প্রবৃত্ত হইতেছে। দূরতর প্রদেশে দিক্‌বিদিক্‌ কিছুই অনুভূত হইতেছে না। চন্দ্রমা যেন নিজচন্দ্রিমায় অবগুণ্ঠিত হইয়াই গগণমণ্ডলে উদিত হইয়াছেন। বৎসে! এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতি-সেবায় নিযুক্ত হও। তুমি আজ আমায় মনোহারিণী কথায় যেমন সন্তুষ্ট করিলে, তেমনি আমার সমক্ষে বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়াও আহ্লাদ বর্দ্ধন কর।

তখন সীতা তাপসীর আদেশে নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তদীয় পাদ বন্দন পূর্ব্বক স্বামীর সন্নিধানে উপনীত হইলেন। রাম, সীতার শোভা দর্শন করিয়া অনসূয়ার প্রীতি-দানে পরম প্রীত হইলেন। তাপসী যে সমস্ত বসন ভূষণ প্রদান করিয়াছেন, সীতা তৎ সমুদায় স্বামীর গোচর করিলেন। তৎকালে তদীয় অলৌকিক সৎকার দেখিয়া লক্ষ্মণ যার পর নাই আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর রাম তাপসগণের সৎকার গ্রহণ পূর্ব্বক সে

রাত্রি মহর্ষি অত্রির আশ্রমে অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে অনুজের সহিত কৃতস্নাত হইয়া তাপসদিগকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎশ্রবণে তাপসেরা কহিলেন, রাজকুমার! এ বনবিভাগ রাক্ষস-গণে পূর্ণ, মাংসাশী ও শোণিতপায়ী শত শত হিংস্র জন্তু সকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করে। অল্পপ্রাণ তাপসেরা পবিত্র বা অপবিত্রই থাকুন, দুরাত্মারা আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক যন্ত্রণার এক শেষ করে। অতএব রাম! তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। আমরা এই পথে ফল মূল আহরণার্থ গিয়া থাকি, তুমি এই পথেই মহারণ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ এইরূপ কহিলে, রাম তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত মেঘ মধ্যে দিবা-করের ন্যায় নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ।

শিবাদহ, দত্ত-যন্ত্রে;—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।